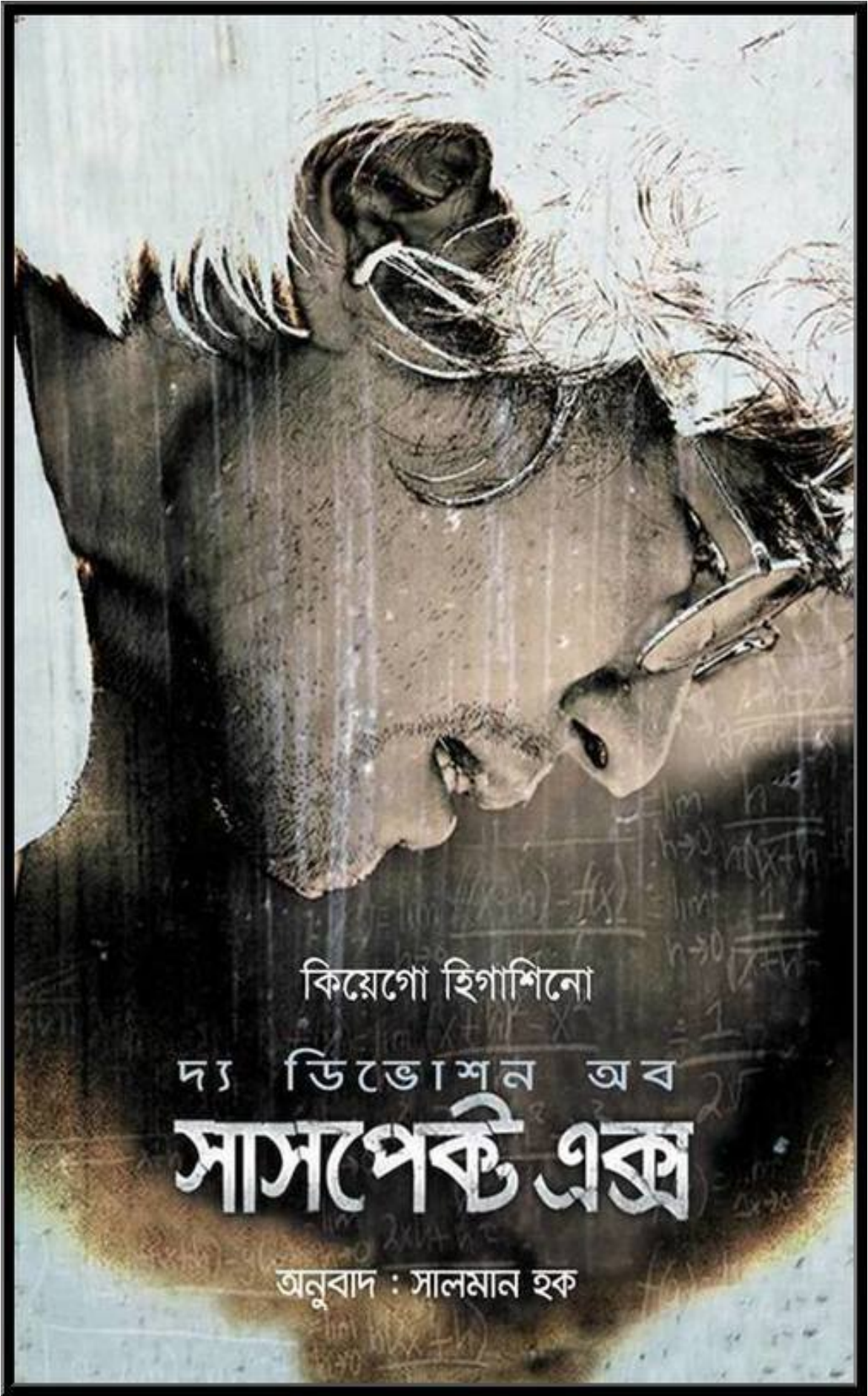
কিয়েগো হিগাশিনো
দ্য ডিভোশন অব
সাসপেক্ট এক্স
অনুবাদ : সালমান হক

অত্যাচারি স্বামীর হাত থেকে পালিয়ে একমাত্র মেয়েকে নিয়ে নিস্তরঙ্গভাবেই কেটে যাচ্ছিল ইয়াসুকোর দিনগুলো। কিন্তু একদিন আবার দেখে দিলো সেই মানুষরূপী আতঙ্ক। নেশার জন্যে টাকা চাই তার। পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করলো ক্রমেই। ঘটনাচক্রে খুন হয়ে গেলো সে। ত্রাণকর্তা হিসেবে এগিয়ে এলো পাশের বাসার নিরীহ এক গণিতের শিক্ষক। কিন্তু এর পেছনে কি স্বার্থ আছে লোকটার?

এদিকে লাশ আবিষ্কারের পর উঠেপড়ে লাগলো এক ডিটেক্টিভ। ইয়াসুকোকে আপাত দৃষ্টিতে নির্দোষ মনে হলেও কোথাও যেন খুঁত আছে তার গল্পে। তদন্তের স্বার্থে সে সাহায্য চাইলো ডিটেক্টিভ গ্যালেলিও নামে পরিচিত পদার্থবিজ্ঞানের এক অধ্যাপকের কাছে। কিন্তু খুব দ্রুতই বুঝতে পারলো, ঠান্ডা মাথার এক প্রতিভাবান মানুষের মুখোমুখি হয়েছে তারা।

প্রখ্যাত জাপানি থ্রিলার-লেখক কিয়েগো হিগাশিনোর এই অনবদ্য থ্রিলারটি পাঠককে ভাবাতে বাধ্য করবে একদম শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

'চমৎকার একটি ব্রেইন-নট মিস্ট্রি...আমার পড়া সবচেয়ে অসাধারণ আর বুদ্ধিদীপ্ত পরিসমাপ্তি।'

–লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস

'দুর্দান্ত একটি মার্ডার মিস্ট্রি ভাবলে ভুল করবেন পাঠক...নতুন করে ভাবতে শেখাবে অনেক কিছু।'

–লাইব্রেরি জার্নাল

'এই উপন্যাসের প্লটটি একেবারেই অনন্য।'

–নিউ ইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউ

'সূক্ষ্ম, কৌতুহলোদ্দীপক আর টেনশনে ভরপুর...যার শেষটা আপনাকে চমকে দেবে।'

–বোস্টন গ্লোব

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984872998-4

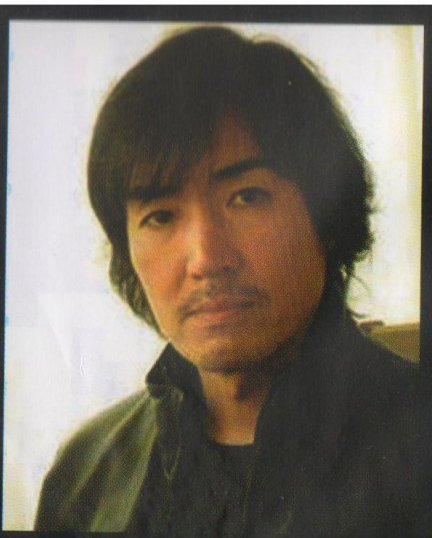

প্রখ্যাত জাপানি থৃলার লেখক কিয়েগো হিগাশিনো ১৯৫৮ সালে ওসাকা'তে জন্মগ্রহণ করেন। ওসাকা প্রিফেকচার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারের ডিগ্রি সমাপ্ত করার পর যোগ দেন নিপ্পন ডেনসো কর্পোরেশনে। ১৯৮৫ সালে সেখানে কাজ করার সময়ই লিখে ফেলেন প্রথম উপন্যাস *আফটার স্কুল*, পেয়ে যান থৃলার-সাহিত্যের জন্য দেয়া সম্মানজনক 'এডোগাওয়া র‍্যাম্পো' অ্যাওয়ার্ডটি। এর পর পরই চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন তিনি। পরবর্তিকালে আরো কিছু অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হোন হিগাশিনো, তবে *ডিভোশন অব সাসপেক্ট এক্স* তাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। শুধু জাপানেই নয়, সারাবিশ্বে তার এই উপন্যাসটি যেমন পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে তেমনি প্রশংসিতও হয়।

বর্তমানে তিনি লেখালেখির কারনে টোকিও'তে বসবাস করছেন।

কিয়েগো হিগাশিনো

দ্য ডিভোশন অব সাসপেক্ট এক্স

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অনুবাদ : সালমান হক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১

সকাল সাতটা পঁয়ত্রিশ।

ইশিগামির জীবনে আরেকটা সাধারণ দিনের শুরু। ঠিক এই সময়টাতেই সে প্রতিদিন বাসা থেকে বের হয়। আজও তার কোন ব্যতিক্রম হলো না। বাসার সামনের রাস্তায় পা রাখার ঠিক আগমুহূর্তে তার চোখ আপনাআপনিই চলে গেলো বিল্ডিঙের সাইকেল স্ট্যান্ডটার দিকে। সবুজ বাইসাইকেলটা আজকেও নেই।

মার্চ মাস এসে পড়লেও শীতের তীব্রতা কমেনি একটুও। ভেতরের হাড়শুদ্ধ কাঁপিয়ে দিচ্ছে। মাথাটা স্কার্ফ দিয়ে ভালোমত পেঁচিয়ে হাটতে শুরু করলো সে। পশ্চিমে বিশ কদম হাটলেই শিনোহাসি রোড। ওটার সামনের মোড় থেকে পুবদিকে গেলে পড়বে এডোগাওয়া আর পশ্চিমদিকে গেলে নিহনবাশি। নিহনবাশির ঠিক আগেই চোখে পড়বে সুমাইদা নদীর ওপর শিনোহাসি সেতু।

বাসা থেকে ইশিগামির কর্মস্থলে পৌছানোর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রুটটা হচ্ছে পশ্চিমে। এক প্রাইভেট স্কুলের গণিতের শিক্ষক সে। স্কুলটা সেইচো গার্ডেন পার্কের ঠিক আগেই। তার বাসা থেকে সোয়া মাইলের মত দূর হবে।

হাটতে হাটতে শিনোহাসি ব্রিজের ওপর পৌছে গেলো ইশিগামি। শীতল বাতাসের একটা ঝাপটা এসে লাগলো তার নাকে-মুখে। পরনের কোটটা বাতাসের দমকে উড়তে লাগলো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাটার গতি বাড়িয়ে দিলো সে।

আকাশটা কেমন যেন গোমড়া হয়ে আছে। সূর্যের দেখা নেই। যতদূর চোখ যায় কেবল ধূসর মেঘ। আর এই ধূসরতার প্রতিফলন যেন সুমাইদা নদীর পানিতেও। কিন্তু অন্যান্য সময়ের চেয়ে আজ আরো বেশি ধোঁয়াশা নদীর ওপর। উজানে একটা ছোট নৌকা হারিয়ে যাচ্ছে দিগন্তে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো ইশিগামি।

ব্রিজের আরেক পাশে এসে পাশের সিঁড়িটা দিয়ে নিচে নেমে গেলো। সুমাইদা নদীর পার ধরে হাটা শুরু করলো। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সেতুর সারি সারি কলাম। নদীর একদম তীরঘেঁষে কংক্রিটের ফুটপাথ তৈরি করে

দেয়া আছে পথচারিদের জন্যে। নদীর পাড়ে আগে মাঝে মাঝেই প্রেমিক-প্রেমিকাদের দেখা যেত। নির্জনে কিছুটা সময় কাটাতে এখানে আসত তারা, কিন্তু ইদানিং আর চোখে পড়ে না এই দৃশ্য। এর একটা কারণও আছে অবশ্য। নদীর এপাশটাতে ব্রিজের নিচের দিকে তাকালেই দেখা যাবে সারি সারি কার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি কতগুলো ঘর। নীল রঙের ভিনাইল শিট দিয়ে ঘেরা ওগুলো। স্থানিয়রা এ ধরণের ঘরকে 'শ্যান্টি' বলে। এখানেই বাস্তুহারাদের মাথা গোঁজার একমাত্র ঠাই। নদীর পশ্চিম পাশে, একটা এক্সপ্রেসওয়ে ওভারপাসের ছায়ায়। ইশিগামির ধারণা ওভারপাসটা একটু হলেও বৃষ্টি আর তীব্র বাতাসের হাত থেকে বাঁচায় নিচের বাসিন্দাদের। নদীর ওপাশে কিন্তু একটা ঘরও নেই। তাই ইশিগামির ধারণা ভুল হবার সম্ভাবনাও কম। অবশ্য এটা হতে পারে, একবার একজন তেমন কিছু না ভেবেই একটা ঘর তুলেছিল এখানে। এরপর অন্য সবাই তাকে অনুসরণ করে এসে পড়েছে। মানুষ দলবদ্ধভাবেই বাস করতে পছন্দ করে। অসচেতনভাবে হলেও সেটা হয়েই যায়। আর নদীর ওপাশে একা একা থাকার চেয়ে এখানে অনেকের মাঝে থাকাটা কিছুটা হলেও নিরাপদ।

ইশিগামি শ্যান্টিগুলো দেখতে দেখতে হাটতে লাগলো। ওগুলো দেখে মনে হয়, একজন মানুষ খুব কষ্টে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারবে ভেতরে। কিছু কিছু অবশ্য কোমর সমান উচ্চতার। ওগুলোকে দেখে চৌকো বাক্স ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কোনমতে ঘুমানোর জন্যেই যেন বানানো হয়েছে।

ঘরগুলোর বাইরে কিছু প্লাস্টিকের লন্ড্রি হ্যাঙ্গার দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও ছন্নছাড়া মানুষের বসবাসের অন্য কিছু চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখানে সেখানে। একটা লোককে দেখা গেলো পানির পাশে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছে। ইশিগামি আগেও খেয়াল করেছে তাকে। বয়স কমসে কম ষাট হবে। ধূসর চুল লম্বা পনিটেইল করে বাঁধা। মনে হয় না লোকটা কোন কাজ করে, না-হলে এই সময়ে এখানে থাকতো না। কারণ ছোটখাটো যত কায়িক শ্রমের কাজ আছে সব সকাল সকালই শুরু হয়ে যায়। ওগুলোতে কর্মসন্ধানিদের ভিড়ও থাকে প্রচুর। বেকার সংস্থার যে অফিস আছে সেখানেও এ যাবে না। কোন চাকরির সন্ধান পেলেও ইন্টারভিউতেই তাকে বাদ দিয়ে দেবে এই লম্বা চুল দেখে। আর বয়সটাও বাড়তির দিকে।

আরেকজন লোককে তার ঘরের পাশে দেখা গেলো। পা দিয়ে

BanglaBook.org

কতগুলো টিনের ক্যান পিষছে সে। ইশিগামি এর নাম দিয়েছে 'ক্যান-মানব।' ক্যান-মনবের বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে হবে। তার কাপড়চোপড়গুলো অন্যদের তুলনায় বেশ ভালো। একটা সাইকেলও আছে। সাইকেল নিয়ে ক্যান সংগ্রহ করার কাজ অন্যদের তুলনায় একটু ব্যস্তই রাখে তাকে। তার ঘরটা ব্রিজের একদম নিচে, একটা সুবিধাজনক অবস্থানে। এখানকার সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দাদের একজন সে।

কার্ডবোর্ডের শ্যান্টিগুলোর একটু দূরে একটা বেঞ্চে এক লোক বসে আছে। তার পরনের কোটটা একসময় নিশ্চয়ই হলুদ রঙের ছিল কিন্তু এখন সেটা দেখে আর বোঝার উপায় নেই। মলিন হয়ে গেছে, জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। ওটার নিচে আবার একটা সাদা রঙের শার্ট পরে আছে সে। ইশিগামির ধারণা, তার পকেটে খুঁজলে হয়তো একটা টাইও পাওয়া যাবে। তার নাম সে দিয়েছে ইঞ্জিনিয়ার। কারণ কিছুদিন আগে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেড ম্যাগাজিন গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল সে। বেকার সংস্থাতে হয়তো যেতে পারে, কিন্তু তার আগে তার এই গভীর আত্মসম্মানবোধটা ঝেড়ে ফেলতে হবে। এখনও সে নদীর পাড়ে এভাবে উদ্বাস্তু জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। ঐ নীল রঙের ভিনাইল শিটের ঘরগুলোর বাসিন্দাদের তুলনায় নিজেকে উচ্চপর্যায়ের ভেবে অভ্যস্ত সে। তবুও তাকে এখানেই থাকতে হচ্ছে নিয়তির নির্মম খেলায়।

ইশিগামি সামনের দিকে হাটতে থাকলো। কিয়োসু ব্রিজের একটু আগে এক মহিলার সাথে দেখা হলো তার। তিনটা ছোট জাতের কুকুর নিয়ে হাটতে বের হয়েছেন তিনি। কুকুর তিনটার গলায় আবার তিন রঙের কলার। লাল, সবুজ আর গোলাপি। সে আরো সামনে এগোতে মহিলাও লক্ষ্য করলো তাকে। সুন্দর করে একটা হাসি দিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "গুড মর্নিং।"

"গুড মর্নিং," ইশিগামিও মাথা নেড়ে জবাব দিলো।

"বেশ ঠান্ডা আজকে, তাই না?"

"জি, বেশ ঠান্ডা," ইশিগামি বলল।

এরপর আর কথা না বাড়িয়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন মহিলা।

কিছুদিন আগে ইশিগামি তাকে দেখেছিল একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ হাতে নিয়ে যেতে। কয়েকটা স্যান্ডউইচ ছিল ওটাতে। ওনার সকালের নাশতা হবে হয়তো। তার ধারণা মহিলা একাই থাকেন। এখান থেকে বেশি দূরে নয় তার বাসা। কারণ তার পরনে ছিল ঘরে পরার স্যান্ডেল। ওগুলো পরে

BanglaBook.org

কোনভাবেই গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। তার স্বামী হয়তো বেশ কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। এই তিনটা কুকুর নিয়েই একটা অ্যাপার্টমেন্টে বাস করেন তিনি।

কিয়োসু ব্রিজের গোড়ায় এসে ইশিগামি সিঁড়ি বেয়ে উপরে রাস্তায় উঠে গেলো। স্কুলটা ব্রিজের ওপাশেই। কিন্তু ঘুরে বিপরীত দিকে হাটা শুরু করলো সে।

রাস্তার পাশে একটা সাইনবোর্ড, সেখানে লেখা : বেন্টেন-টেই। ওটার নিচে একটা ছোট দোকানে বক্স-লাঞ্চ বিক্রি করা হয়। ইশিগামি কাঁচের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলো।

"গুড মর্নিং, আসুন আসুন," একটা পরিচিত কণ্ঠ অভ্যর্থনা জানালো তাকে। শুনে প্রতিবারই কেমন যেন একটা অনুভূতি হয় ইশিগামির। ইয়াসুকো হানাওকা কাউন্টারের পেছন থেকে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। তার মাথায় একটা সাদা রঙের হ্যাট।

ভেতরে অন্য কোন কাস্টমার না দেখে আরো বেশি ভালো লাগলো ইশিগামির। তারা দু-জন বাদে আর কেউ নেই।

"আমি একটা স্পেশাল লাঞ্চ নেবো।"

"একটা স্পেশাল লাঞ্চ। নিশ্চয়ই," উৎসাহি গলায় বলল ইয়াসুকো। মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করতে ব্যস্ত ইশিগামি অবশ্য তার চেহারা দেখতে পাচ্ছে না এ মুহূর্তে। তার মনে হচ্ছে কিছু একটা বলা উচিত। হাজার হলেও তারা প্রতিবেশি। পাশাপাশি ফ্ল্যাটেই থাকে। কিন্তু বলার মত কিছুই আসলো না মাথায়।

"আজকে বেশ ঠান্ডা, তাই না?" অবশেষে বলল সে। কিন্তু অন্য একজন কাস্টমার ঠিক এই সময়টাতেই ভেতরে ঢোকায় তার কথাটা ইয়াসুকোর কান অবধি পৌছুল না। তার সমস্ত মনোযোগ এখন নতুন কাস্টমারের দিকে।

লাঞ্চের বক্সটা হাতে নিয়ে দোকান থেকে বের হয়ে গেলো ইশিগামি। এবার সোজাসুজি স্কুলের দিকে। বেন্টেন-টেই'তে তার ভ্রমণের আজকের মত এখানেই পরিসমাপ্তি।

BanglaBook.org

X

সকালের কর্মব্যস্ততা এখন একটু কমে এসেছে বেন্টেন-টেই'তে। অন্তত দোকানের সামনের দিকে। পেছনে অবশ্য লাঞ্চ তৈরির কাজ চলছেই।

স্থানিয় কিছু কোম্পানিতে দুপুরের খাবার সরবরাহ করতে হয় বারোটার সময়, তাই কাস্টমারদের আসা কমে গেলে ইয়াসুকো পেছনে গেলো একটু হাত লাগাতে।

বেন্টেন-টেই'তে চারজন কর্মচারি। ইয়ানোজাওয়া হচ্ছে ম্যানেজার। তাকে সাহায্য করে তার স্ত্রী সায়োকো। ক্যানকোর কাজ হচ্ছে সাইকেলে করে লাঞ্চ-বক্স বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা। পার্ট-টাইম চাকরি তার। দোকানে আগত কাস্টমারদের সামলায় ইয়াসুকো।

এখানে কাজ করার আগে ইয়াসুকো কিনশিকোর এক নাইটক্লাবে কাজ করতো। সায়োকো ছিল ক্লাবের মেয়েদের প্রধান। ইয়ানোজাওয়া নিয়মিত যাওয়া আসা করতো সেখানে। অবশ্য সায়োকো চাকরি ছেড়ে দেয়ার আগপর্যন্ত তাদের সম্পর্কের কথাটা ইয়াসুকো জানতো না।

"সে এই ক্লাবের কাজ ছেড়ে ভদ্রমহিলাদের মত লাঞ্চশপে কাজ করতে চায় এখন," ইয়ানোজাওয়া বলেছিল তাকে। "তোমার কি বিশ্বাস হয় এ কথা?"

তারা চলে যাওয়ার পরে অবশ্য ইয়াসুকো শুনেছিল, এরকম একটা লাঞ্চশপ দেয়ার স্বপ্ন তাদের অনেক দিনের। এজন্যেই সায়োকো ক্লাবে চাকরি করতো, টাকা জমাতো সে।

বেন্টেন-টেই খোলার পরে ইয়াসুকো এখানে দু-একবার এসেছিল দেখা করতে ওদের সাথে। ব্যবসা ভালোই চলছিল। এতটাই ভালো যে একবছর পরে তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, সে এখানে তাদের সাথে কাজ করতে আগ্রহি কিনা। দু-জনের পক্ষে সামাল দেয়াটা নাকি খুবই কঠিন হয়ে উঠছিল।

"নাইটক্লাবের এই কাজটা তো তুমি সারাজীবন করতে পারবে না, ইয়াসুকো," সায়োকো তাকে বলেছিল। "তাছাড়া মিশাতোও বড় হচ্ছে। তার মা নাইটক্লাবে কাজ করে এটা তাকে স্কুলের বন্ধুবান্ধবদের কাছে একটু হলেও হেয় করবে, তাই না? অবশ্য এটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

মিশাতো হচ্ছে ইয়াসুকোর একমাত্র মেয়ে। পাঁচবছর আগে ইয়াসুকোর দ্বিতীয়বারের মত ডিভোর্স হয়ে যায়। সায়োকো না বললেও এটা সে জানতো, নাইটক্লাবের কাজটা তার পক্ষে আর বেশিদিন করা সম্ভব হবে না, কারণ মিশাতোর ব্যাপারটা ছাড়াও তার নিজের বয়সের কথাটাও লক্ষ্য রাখতে হবে।

BanglaBook.org

একদিনের মধ্যেই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, কি করবে। ক্লাবও তাকে ধরে রাখতে চায়নি। তার নতুন কাজের জন্যে শুভকামনা জানিয়েই বিদায় দিয়েছিল ওরা। ওখানে অনেকেই জানতো, ভবিষ্যতে তাকে একসময় ক্লাব ছাড়তেই হত।

ইয়াসুকোরা গত বছরের বসন্তের সময় তাদের পুরনো বাসাটা ছেড়ে দিয়ে নতুন বাসায় ওঠে। আর মিশাতোও তখন জুনিয়র হাইস্কুলে ভর্তি হয়। তাদের আগের বাসাটা তার নতুন কর্মস্থল থেকে একটু বেশিই দূরে ছিল। কিন্তু তাকে একদম সময়মতো নতুন কাজের জায়গায় আসতে হয়। সেজন্যে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ছটায় রওনা দেয় সবুজ বাইসাইকেলটা করে।

"হাইস্কুলের টিচার ভদ্রলোক কি আবার এসেছিল আজকে?" সায়োকো বিরতির সময় তাকে জিজ্ঞেস করলো।

"সে তো প্রতিদিনই আসে," ইয়াসুকো কোনকিছু না ভেবেই উত্তর দিলো। একটু পর হাসির শব্দ শুনে সায়োকোর দিকে তাকিয়ে দেখে, সে নিঃশব্দে হাসার চেষ্টা করছে। তবে খুব একটা সফল যে হচ্ছে না তা বোঝাই যাচ্ছে। "কি? এতে এত হাসির কি আছে?"

"আরে, কিছু না। মানে, আমরা সেদিন আলাপ করছিলাম তার ব্যাপারে," সায়োকো বলল।

"কি আলাপ করছিলে?"

"আমাদের মনে হয় সে তোমাকে পছন্দ করে," এই বলে সায়োকো আবারো হাসতে লাগলো।

"কি?!" চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে গেলো সে।

"তোমার তো কাল ছুটি ছিল, তাই না? সে কিন্তু কাল আসেনি। তোমার কাছে কি ব্যাপারটা একটু হলেও অদ্ভুত মনে হচ্ছে না, তুমি থাকলে সে আসে আর না থাকলে আসে না। "

"আমার মনে হয় ব্যাপারটা নিছক কাকতালিয় ঘটনা ছাড়া আর কিছু না।"

"কিন্তু আমার কাছে সেরকমটা মনে হয় না," সায়োকো তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল।

ইয়ানোজাওয়াও মাথা নেড়ে সায় জানালো এবার। "বেশ কয়েকদিন ধরেই কিন্তু এমনটা চলছে। তোমার ছুটির দিনগুলোতে সে আসে না। আমি আগেও ভেবেছি ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু কালও যখন এলো না তখন আমি একরকম নিশ্চিত হয়ে গেছি।"

BanglaBook.org

"কিন্তু আমার তো নির্ধারিত কোন ছুটির দিন নেই। যেদিন কোন কারণে দোকান বন্ধ থাকে সেদিনগুলোতেই কেবল আমি বাদ দেই।"

"এজন্যেই তো ব্যাপারটা আরো বেশি সন্দেহজনক," সায়োকো একবার চোখ টিপ দিয়ে বলল। "সে তো তোমার পাশেই থাকে। আমার ধারণা সে তোমাকে প্রতিদিন কাজে বের হবার সময় দেখে। এজন্যেই সে জানে, কোন্ দিনগুলোতে তুমি এখানে আসো না।"

"কিন্তু আমি তো তাকে কোনদিন বের হবার সময় দেখিনি। একবারও না," ইয়াসুকো মাথা নেড়ে বলল।

"তাহলে হয়তো অন্য কোনও জায়গা থেকে তোমার উপর নজর রাখে সে। জানালা দিয়ে হতে পারে।"

"আমার মনে হয় না তার জানালা দিয়ে আমাদের বাসার দরজাটা দেখা যায়।"

"যাই হোক না কেন, সে যদি তোমার প্রতি আসলেও দূর্বল হয়ে থাকে, তাহলে আজ নয়তো কাল সেটা তোমাকে বলবেই," ইয়ানোজাওয়া বলল। "আসলে আমাদের দেখার বিষয় হচ্ছে, তোমার জন্যে আমরা একজন নিয়মিত কাস্টমার পেয়েছি। তা সেটা যে কারণেই হোক না কেন। কিনশিকোতে তোমার ট্রেইনিং কিছুটা হলেও কাজে লাগছে।"

ইয়াসুকো একটা শুকনো হাসি দিয়ে বাকি চা'টুকু খেয়ে নিলো। মনে মনে স্কুল টিচারটার কথা ভাবছে সে।

তার নাম ইশিগামি। নতুন বাসায় ওঠার দিন তার সাথে একবার পরিচিত হতে গিয়েছিল ওরা। তখনই সে জানতে পারে, ভদ্রলোক একজন হাই-স্কুল টিচার। পেটানো শরীর, চোখগুলো গোলগোল, মুখের তুলনায় একটু বেশিই ছোট। চুল খানিকটা পাতলা হয়ে এসেছে। তাই তাকে দেখে পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বয়স আরো কম হবে। পোশাক আশাক নিয়েও অতটা সচেতন বলে মনে হয়নি তাকে। এই শীতে লাঞ্চ কিনতে আসার সময় ইয়াসুকো তাকে একই কোট পরতে দেখেছে প্রতিবার। আর নিজের কাপড়চোপড় নিজেই ধুয়ে বারান্দায় শুকাতে দেন। ইয়াসুকোর ধারণা, ভদ্রলোক চিরকুমার।

BanglaBook.org

সে মনে মনে বের করার চেষ্টা করলো ইশিগামি আসলেও তাকে কোনদিন আকার ইঙ্গিতে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করেছে কিনা। কিন্তু সেরকম কিছু মনে পড়লো না। আসলে ইয়াসুকোর কাছে ইশিগামিকে দেয়ালের একটা ফাটলের চেয়ে বেশি কিছু মনে হয় না। অবচেতন মনে সে জানে, ওটা ওখানে আছে। কিন্তু কোনদিন বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়ার

প্রয়োজনবোধ করেনি।

যতবারই দেখা হয়েছে তাদের প্রতিবারই হালকা কুশল বিনিময় হয়েছে। একবার শুধু অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলাপ হয়েছিল। কিন্তু ওটুকুই। আর কিছু না। ইয়াসুকো আসলে লোকটা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। এই সেদিন তার বাসার বাইরে পুরনো এক বান্ডিল গণিতের বই দেখে বুঝতে পেরেছে ভদ্রলোক আসলে গণিতের শিক্ষক।

ইয়াসুকো চায় না সে তাকে কোনপ্রকার প্রস্তাব দিক। এটা ভেবে নিজমনেই একবার হেসে উঠলো। ওরকম কিছু করার সময় লোকটার চেহারা কেমন হবে সেটা ভেবে মজাই লাগছে তার।

প্রতিদিনের মতই দুপুরের আগেই বেন্টেন-টেই'তে ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেলো। একটা নাগাদ চলল এরকম। তারপর কাজের চাপ একটু কমতে শুরু করলো।

ক্যাশ রেজিস্টারে হিসেব মিলাচ্ছিল ইয়াসুকো এ সময়ে কাঁচের দরজাটা খুলে কেউ ভেতরে ঢুকলো। "আসুন আসুন," অভ্যাসবশত কথাটা বলে আগুন্তুকের দিকে তাকিয়েই জমে গেলো সে। কথা আটকে গেলো গলায়।

"বাহ্, সুন্দর দেখাচ্ছে তো তোমাকে," লোকটা হাসতে হাসতে বলল। কিন্তু ঐ হাসির মধ্যেও যেন অশুভ কিছু একটা আছে।

"তুমি...তুমি আমাকে কিভাবে খুঁজে পেলে?"

"এত অবাক হওয়ার কী আছে? আমার আগের বউ কোথায় কাজ করছে এটা তো আমি চাইলেই খোঁজ নিয়ে বের করতে পারি," দোকানের চারপাশে নজর বুলাতে বুলাতে বলল লোকটা। হাতদুটো তার কোটের পকেটে ঢোকানো। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, অন্যসব কাস্টমারদের মতই লাঞ্চ কিনতে এসেছে যেন।

"কিন্তু কেন? এখন কেন?" ইয়াসুকো নিচু কিন্তু তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলো। সে চায় না ভেতরের কেউ তাদের কথা শুনে ফেলুক।

"এত ভয় পেয়ো না। তোমার সাথে আমার সেই কবে শেষ দেখা হয়েছে বলো তো? একটা হাসি তো দিতে পারতে আমাকে দেখে।"

রাগে ইয়াসুকোর গা জ্বলে উঠলো, "তুমি যদি আমার সাথে এই ফালতু প্যাচাল পারতে এখানে এসে থাকো তবে বলবো, এখনই এখান থেকে বিদেয় হও। সময় বেঁচে যাবে।"

"আসলে আমি এখানে এসেছি একটা কারণে। একটু সাহায্য দরকার আমার। বেরুতে পারবে তুমি?"

BanglaBook.org

"বোকার মত কথা বোলো না। দেখছো না আমি কাজে ব্যস্ত এখন?" কথাটা বলেই ইয়াসুকো পস্তাতে লাগলো। শুনে মনে হচ্ছে, কাজ না থাকলে সে ঠিকই কথা বলতো ওর সাথে।

"তোমার ছুটি হবে কখন?"

"যখনই হোক না কেন, আমি তোমার সাথে কোন কথা বলতে চাই না। দয়া করে এখান থেকে চলে যাও।"

"চলে যাবো?!"

"কি আশা করেছিলে তুমি?"

ইয়াসুকো একজন কাস্টমারের আশায় বাইরে তাকালো, কিন্তু কাউকে দেখা গেলো না দরজার সামনে।

"ঠিক আছে। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল কিভাবে বাঁকা করতে হয় জানা আছে আমার," লোকটা বলল।

"কি বলতে চাও তুমি?"

"মানে, আমার বউ যদি আমার সাথে কথা না বলতে চায়, তার মেয়ে তো অবশ্যই বলবে। ওর স্কুল খুব কাছেই, তাই না?"

"ওকথা মাথাতেও এনো না।"

"আমাকে সাহায্য করো, তাহলে আর মেয়েকে ঘাঁটাবো না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইয়াসুকো বলল, "আমার ছ-টা পর্যন্ত কাজ করতে হবে।"

"সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত? এতক্ষণ কাজ করতে হয় প্রতিদিন?"

"সেটা তোমার দেখার বিষয় নয়।"

"ঠিক আছে। আমি তাহলে ছ-টার সময় আবার আসবো।"

"না, এখানে না। দোকান থেকে বের হয়ে ডানের রাস্তা ধরে কিছুটা হাটলে একটা রেস্তোরাঁ দেখতে পাবে। ওখানেই থেকো সাড়ে ছটার সময়।"

"ঠিক আছে। এসো কিন্তু, না-হলে..."

"আমি আসবো। এখন যাও এখান থেকে।"

"যাচ্ছি যাচ্ছি। এতবার বলতে হবে না," লোকটা আশেপাশে আরেকবার দেখে বের হয়ে গেলো দোকান থেকে।

সে বের হওয়ামাত্র ইয়াসুকো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। কেমন যেন বমি বমি লাগছে তার। মনে হচ্ছে বুকের ভেতরে কিছু একটা দলা পাকিয়ে আসছে।

BanglaBook.org

শিনজি টোগাশির সাথে তার বিয়েটা হয়েছিল আট বছর আগে। সেসব কাহিনী আবার মনে পড়ে গেলো তার...

ইয়াসুকো যখন আকাসাকার এক নাইটক্লাবে হোস্টেস হিসেবে কাজ করতো তখন তার সাথে দেখা হয়েছিল প্রথম। টোগাশি নিয়মিত সেখানে যেত। পেশায় একজন বিদেশি গাড়ি বিক্রেতা ছিল সে। ব্যাপক কামাতো আর দেদারসে খরচ করতো। সে খরচের খাতায় ইয়াসুকোর নামও ছিল। তাকে নিয়ে দামি দামি সব রেস্তোরাঁয় যেত, চমৎকার সব উপহার দিত। যখন টোগাশি তাকে প্রোপোজ করেছিল, ইয়াসুকোর নিজেকে *প্রিটি ওমেন* সিনেমার জুলিয়া রবার্টস বলে মনে হয়েছিল। প্রথম বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর একা একটা মেয়েকে নিয়ে বাস করতে করতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল সে।

শুরুতে সব ঠিকই ছিল। টোগাশি কামাই ভালোই করতো, তাই ইয়াসুকোকেও আর ক্লাবে কাজ করতে হত না। আর মিশাতোর সাথেও তার কোন সমস্যা ছিল না। মিশাতো তাকে অনেকটা বাবার মতই মনে করতো।

কিন্তু একদিন হঠাৎ করেই যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেলো। টোগাশিকে তার কোম্পানি থেকে বের করে দেয়া হলো ফান্ডের টাকা মেরে দেবার জন্যে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন মামলা করেনি কোম্পানির পক্ষ থেকে, কারণ তাতে করে তাদের নিজেদের সুনাম নষ্ট হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু একটা বিষয় পরিস্কার হয়ে যায় এতে, আকাসাকাতে সে যে টাকা ওড়াতো তা এই চুরি করা পয়সা থেকেই আসতো।

এরপরেই বদলে গেলো টোগাশি। আসলে বদলে গেলো না-বলে বলা উচিত, তার আসল চেহারটা বের হয়ে আসলো। যেদিন সে জুয়া খেলতে বাইরে যেত না সেদিন সারাদিন বাসায়ই শুয়ে থাকতো। ইয়াসুকো কিছু বললেই তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা শুরু করতো সে। একপ্রকার বাধ্য হয়েই ইয়াসুকোকে আবার ক্লাবের কাজে ফিরে যেতে হয়। এরপর আরো বেশি করে মদ খাওয়া শুরু করলো টোগাশি। চোখদুটো লাল হয়ে থাকতো সবসময়।

ইয়াসুকো যা কামাই করতো তা তার কাছ থেকে কেড়ে নিত টোগাশি। আর যখন থেকে সে টাকা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলো, তখন বেতনের দিন ক্লাবে হাজির হয়ে যেত, লুকানোর আগেই তার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে নিত টাকাগুলো।

মিশাতোও তার সৎবাবাকে ভয় পাওয়া শুরু করে। একা একা বাসায় থাকতে তার ভালো লাগতো না। এমনকি সে মাঝে মাঝে ইয়াসুকোর ক্লাবে গিয়ে বসে থাকতো, যাতে ঐ লোকটার সাথে সময় কাটাতে না হয় তাকে।

BanglaBook.org

ইয়াসুকো বেশ কয়েকবার টোগাশিকে ডিভোর্সের কথা বললেও সে কানেই তুলতো না সে কথা। সে যখন চাপ দিতে থাকলো ব্যাপারটা নিয়ে তখন তার গায়ে হাত তোলা শুরু করলো টোগাশি। এরকম কয়েক মাস অত্যাচার সহ্য করার পর শেষে আর থাকতে না পেরে একজন আইনজীবির শরণাপন্ন হয় ইয়াসুকো। তারই ক্লাবের এক কাস্টমার এই আইনজীবির খোঁজ দেয়। সেই আইনজীবির সহায়তায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে টোগাশির হাত থেকে মুক্তি পায় সে। আর টোগাশিও বুঝতে পেরেছিল, ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গেলে তারই ক্ষতি হবে, বেশ মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তাকে।

কিন্তু এই ডিভোর্সের পরেও সমস্যার সমাধান হয়নি। টোগাশি পরের মাসগুলোতেও ইয়াসুকো আর তার মেয়েকে জ্বালাতেই থাকলো। বলতো, নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করছে সে, চাকরিও খুঁজছে। ইয়াসুকো যেন আবার তার কাছে ফিরে আসে। একটা সুযোগ দেয়।

ইয়াসুকো জানত এগুলো সবই অভিনয়। কিন্তু এতবার লোকটাকে ওভাবে দেখে একটু মায়াই লাগে তার। কিছু টাকা দেয় তাকে।

সেটা ছিল মস্ত বড় একটা ভুল। টোগাশি একবার যখন টাকার গন্ধ পেয়ে গেলো তখন বার বার আসতে থাকলো। প্রতিবারই এসে অভিনয় করে টাকা চাইতো নির্লোজ্জের মত। আর টাকার পরিমাণটাও বেড়ে যেত প্রতিবার।

বাধ্য হয়ে বেশ কয়েকবার ক্লাব বদলে ফেলতে হয় ইয়াসুকোকে, সেই সাথে বাসাও। আর মিশাতোকেও এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে বদলি করতে হত প্রতিবার। কাজটা একরকম ইচ্ছের বিরুদ্ধেই করতো সে। এরকম করতে করতে এক পর্যায়ে টোগাশির আসা বন্ধ হয়ে যায়। এর এক বছর পর গেন্টেন-টেই'তে কাজ নেয় সে। এবার তার মনে হয়েছিল আপদ বোধহয় আসলেও পিছু ছেড়েছে।

ইয়ানোজাওয়াদের কোনভাবেই তার আগের স্বামীর আগমনের কথা জানানো যাবে না। শুধু শুধু চিন্তা করবে তারা। মিশাতোকেও জানানো যাবে না। আর তাকে এ ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে হবে, টোগাশি যাতে আর কখনো না ফেরত আসে। একটু পর পর ঘড়ির দিকে সময় দেখতে থাকলো ইয়াসুকো।

সাড়ে ছটার আগ দিয়ে সে দোকান থেকে বের হয়ে রেস্তোরাঁর উদ্দেশ্যে রওনা দিলো, গিয়ে দেখলো টোগাশি আগে থেকেই সেখানে বসে আছে। জানালার পাশে একটা টেবিলে বসে সিগারেট টানছে। সামনে এক কাপ

BanglaBook.org

কফি রাখা। ইয়াসুকোও এক কাপ গরম কফির অর্ডার দিয়ে বসে পড়লো টেবিলে। অন্য সময় হলে হালকা কিছু পান করা যেত, কিন্তু আজকের জন্যে এটাই ঠিক আছে। বেশিক্ষণ সময় কাটানোর ইচ্ছে নেই তার।

"তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, খুব তাড়া আছে," একটা বাঁকা হাসি দিয়ে বলল টোগাশি।

"আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। তোমার যদি আসলেও বলার মত কিছু থেকে থাকে তো এখনই বলো।"

"ইয়াসুকো–" এটা বলে তার হাতটা ধরার চেষ্টা করলো টোগাশি। তাড়াতাড়ি সেটা সরিয়ে নিলো সে। "তোমার মেজাজ খারাপ দেখি।"

"কেন খারাপ হবে না? আশা করি একটা ভালো কারণ আছে তোমার এখানে আসার।"

"এতটা ভাব না দেখালেও চলবে। আমাকে দেখে মনে হচ্ছে না হয়তো, কিন্তু আমি ব্যাপারটা নিয়ে বেশ সিরিয়াস।"

"কোন ব্যাপারটা নিয়ে?"

এই সময় ওয়েটার কফি দিয়ে গেলে ইয়াসুকো কাপটা নিয়ে বড় একটা চুমুক দিলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বের হয়ে যেতে হবে তাকে।

"তোমাকে তো একা একাই সব সামলাতে হচ্ছে, তাই না?"

"তো? তাতে তোমার কি?"

"একা একজন মহিলার পক্ষে একটা সন্তান লালন-পালন করা বেশ কঠিন, কারণ দিন দিন খরচ বাড়তেই থাকবে। আর ঐ লাঞ্চের দোকানটাতে কাজ করে কতই বা পাও তুমি? ওটা দিয়ে তো আর মিশাতোর ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে পারবে না। আমি চাই তুমি আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে আবার ভাবো। আমি বদলে গেছি, আগের মত নেই আর।"

"কি বদলে গেছে? কোন কাজে ঢুকেছো?"

"ঢুকবো। একটার খোঁজ পেয়েছি।"

"কিন্তু এখন তো কিছু করছো না, তাই না?"

"আমি বললাম তো খুব জলদিই শুরু করবো। আগামি মাস থেকে শুরু করার কথা। নতুন একটা কোম্পানি অবশ্য, কিন্তু সবকিছু ঠিকঠাকমত এগুলে তুমি আর তোমার মেয়ে কিন্তু আবার একটা নিশ্চিন্ত জীবনে ফিরে যেতে পারবে।"

"থাক, অনেক হয়েছে। ধন্যবাদ। তুমি যদি আসলেও এত কামাই করো তাহলে সেগুলো খরচ করার মত লোকেরও অভাব হবে না তোমার জীবনে। শুধু আমাদের সাথে আর যোগাযোগ করবে না।"

BanglaBook.org

"ইয়াসুকো, তোমাকে আমার খুবই দরকার। বুঝতে পারছো না কেন?"

টোগাশি আবারো হাত বাড়াল তার দিকে। "একদম ছোঁবে না আমাকে," বলে হাতটা সরিয়ে নিলো ইয়াসুকো। কাপটাতে ধাক্কা লেগে সেটা থেকে অল্প একটু কফি ছলকে পড়লো টেবিলে। টোগাশির হাতেও পড়লো কিছুটা। "আউ," চেঁচিয়ে উঠল সে। সরিয়ে নিলো হাতটা। এবার যখন তাকালো ইয়াসুকোর দিকে তখন সে চোখদুটোতে তীব্র ঘৃণা।

ইয়াসুকোও একই দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো, "তোমার কি মনে হয়? এভাবে এসে মিনমিনিয়ে বলবে আর আমি বিশ্বাস করে নেবো তোমার কথা? তোমাকে হাড়ে হাড়ে চেনা হয়ে গেছে আমার। তোমার কাছে ফিরে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আমার নেই। তাই ওসব নিয়ে আর চিন্তাও করো না, ঠিক আছে?"

এই বলে উঠে দাঁড়াল সে। টোগাশি চুপচাপ ঠান্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। সেটাকে পাত্তা না দিয়ে টেবিলে কফির বিলটা রেখে দরজার দিকে হাটা দিলো ইয়াসুকো।

রেস্তোরাঁ থেকে বের হয়েই সাইকেলটা নিয়ে কোনরকমে সেখান থেকে কেটে পড়লো সে। তার মনে হচ্ছে যেকোন সময়ে টোগাশি তার পিছু পিছু দৌড়ানো শুরু করতে পারে, তাই জোরে জোরে প্যাডেল মারতে শুরু করলো। সোজা কিয়োসুবাশি রোড ধরে ছুটে গেলো সে। এরপর কিয়োসু ব্রিজের পর বামে ঘুরে গেলো।

ইয়াসুকোর যা বলার ছিল তার সবটাই বলে দিয়েছে। কিন্তু তার সন্দেহ আছে টোগাশি এত সহজে পিছু ছাড়বে কিনা। দেখা যাবে সে আবার দোকানে এসে হাজির হয়েছে, কিংবা মিশাতোর স্কুলে। এভাবে একপর্যায়ে তাকে টাকা দিতে বাধ্য হবে সে।

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে রাতের খাবার তৈরি করা শুরু করলো ইয়াসুকো। অন্যসময় কাজটা করতে ভালোই লাগে তার, কিন্তু আজ কোনমতেই স্বাভাবিক হতে পারছে না। মাথায় বারবার টোগাশির ব্যাপারটা ঘুরছে।

মিশাতোরও স্কুল থেকে ফেরার সময় হয়ে গেছে। স্কুলের পর ব্যাডমিন্টন ক্লাবে অনুশীলন করে বাসায় ফিরতে ফিরতে সাতটা বেজে যায় প্রায়।

এ সময় কলিংবেল বেজে উঠলে ইয়াসুকোর ভুরু কুঁচকে গেলো। মিশাতোর কাছে তো চাবি আছে, তাহলে নিশ্চয় অন্য কেউ হবে।

"কে?" দরজা না খুলেই জিজ্ঞেস করলো সে।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ নীরবতার পর জবাব এলো ওপাশ থেকে, "আমি।"

ইয়াসুকোর মুখ হা হয়ে গেলো। টলে উঠলো মাথা। হারামিটা তাদের বাসার ঠিকানা খুঁজে বের করে ফেলেছে। নিশ্চয়ই কোন একদিন কাজ থেকে ফেরার সময় পিছু নিয়েছিল।

টোগাশি আবার দরজায় নক করা শুরু করলো, "খুলছো না কেন?"

দরজার ছিটকানিটা খুলে দিলো সে। কিন্তু একটা চেইন বাঁধা আছে ঠিকই।

চার ইঞ্চির মত ফাঁক হলো দরজাটা কেবল। টোগাশির হাস্যোজ্জ্বল মুখটা দেখার জন্যে ওটুকুই যথেষ্ট।

"কেন এসেছো এখানে? চলে যাও।"

"আমার কথা শেষ হয়নি তখন। না, তোমার বদমেজাজি স্বভাবটা আর গেলো না।"

"আমি তো তোমাকে বলেছি, আমাদের মধ্যে আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়।"

"আমার কথাটা শুনবে তো আগে! ভেতরে আসতে দাও।"

"না। যাও এখান থেকে।"

"দেখো, যদি ঢুকতে না দাও তাহলে আমি এখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করতে থাকবো। মিশাতো এ সময়েই বাড়ি ফেরে। তোমার সাথে কথা না বলতে পারলে ওর সাথে কথা বলবো আমি।"

"ওকে এসবের মধ্যে জড়াবে না একদম।"

"তাহলে ভেতরে আসতে দাও আমাকে।"

"আমি পুলিশে খবর দেবো।"

"দাও। আমি তো কোন অপরাধ করিনি। আমার আগের বউয়ের সাথে দেখা করতে এসেছিমাত্র। পুলিশ এসে আমার পক্ষই নেবে। 'ম্যাম, আপনার উচিত ওনাকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া'–এমনটাই বলবে তারা।"

ইয়াসুকো তার ঠোঁট কামড়ে ধরলো। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, টোগাশি আসলে ঠিক কথাই বলছে। এর আগেও পুলিশ ডেকেছিল সে কিন্তু কোনবারই তাকে সাহায্য করেনি ওরা। তাছাড়া সে চায় না আশেপাশের লোকজনের কানে কিছু যাক। কারণ কোনপ্রকার ঝামেলা হওয়ামাত্র এখান থেকে বের করে দেয়া হবে তাদেরকে।

"ঠিক আছে। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না।"

"আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। খোলো তো আগে," একটা বিজয়ির হাসি দিয়ে বলল টোগাশি।

BanglaBook.org

ইয়াসুকো চেইনটা খুলে দিলে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। জুতো খুলে আশেপাশে তাকাতে লাগলো। ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট। একটা শোবার ঘর, লিভিংরুম আর রান্নাঘর। দরজার কাছের ঘরটা জাপানিজ কায়দায় তৈরি। মেঝেতে ছয়টা তাতামি ম্যাট বিছানো। ওটার ডানদিকের দরজা দিয়ে রান্নাঘরে ঢোকা যায়। পেছনের দিকে এরকম আরেকটা ঘর আর ছোট একটা বারান্দা আছে।

"খারাপ না বাসাটা। একটু ছোট কিন্তু চলে," টোগাশি বসতে বসতে মন্তব্য করলো। পা ভাঁজ করে বসেছে সে। ঘরের মাঝখানে একটা কোটাটসু হিটার টেবিল রাখা আছে। "তোমার হিটারটা দেখি বন্ধ করে রেখেছো," সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল টোগাশি।

"আমি জানি তুমি এখানে কেন এসেছো। মুখে যা-ই বলো না কেন, শেষ পর্যন্ত কথা সেই একটাই–টাকা চাই তোমার।"

"কি বলতে চাও তুমি?" টোগাশি একটা সিগারেট বের করে মুখে দিতে দিতে বলল। আশেপাশে তাকিয়ে অ্যাশট্রে খুঁজলো কিন্তু চোখে পড়লো না। অগত্যা উঠে গিয়ে ময়লার বাক্স থেকে একটা ক্যান তুলে নিয়ে আবার বসে পড়লো সে।

"আমি বলতে চাই, তোমার এখানে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে টাকা। টাকা চাই তোমার, তাই না?"

"যদি তুমি ব্যাপারটাকে এভাবেই দেখতে চাও তাহলে আমি আর কথা বাড়াবো না।"

"এক ইয়েনও পাবে না তুমি আমার কাছ থেকে।"

"তাই নাকি?" নাক দিয়ে একটা আওয়াজ করে বলল সে।

"চলে যাও এখান থেকে। আর কখনো আসবে না।"

এই সময় দরজা খুলে মিশাতো ভেতরে ঢুকলো। তার পরনে স্কুলের ইউনিফর্ম। দরজার কাছে একজোড়া জুতো দেখেই থেমে গেলো সে। এরপর ভেতরে তাকিয়ে দেখলো কে এসেছে। সাথে সাথে তার মুখের ভঙ্গি বদলে গেলো। চাপা একটা আতঙ্ক ভর করেছে সেখানে। ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটটা হাত থেকে পড়ে গেলো।

"কি খবর মিশাতো? কেমন আছো? অনেক দিন দেখা হয় না তোমার সাথে। বড় হয়ে গেছো দেখছি," টোগাশি শান্ত স্বরে বলল।

মিশাতো তার মা'র দিকে একবার তাকিয়ে কোন কথা না বলে ভেতরে গিয়ে সোজা তার ঘরে ঢুকে দরজাটা ঠেলে দিলো।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ নীরবতার পর টোগাশি বলল, "আমি জানি না তুমি আমাকে কি মনে করো। কিন্তু এখানে আমি এসেছি যাতে আমাদের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যায়।"

"বলেছি তো, সেটার কোনই ইচ্ছে নেই আমার। তোমারও নিশ্চয়ই এটা মনে হয়নি তোমার প্রস্তাবে আমি হ্যা বলবো। আমাকে বিরক্ত করতেই এসেছো তুমি, আর কিছু না।"

কথাটা একদম জায়গামত গিয়ে লাগলেও কিছু বলল না টোগাশি। রিমোট হাতে নিয়ে টিভি চালু করে দিলো সে। কার্টুনের চ্যানেল ভেসে উঠলো পর্দায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রান্নাঘরে চলে গেলো ইয়াসুকো। সিঙ্কের নিচের ড্রয়ার খুলে ওয়ালেটটা বের করলো সে। দুটো দশহাজার ইয়েনের নোট হাতে নিলো।

"এটা নিয়ে বিদায় হও এখান থেকে," কোটাটসু হিটারটার উপর টাকাগুলো রেখে বলল সে।

"এটা কি? আমি তো ভেবেছিলাম কোন টাকা-পয়সাই দেবে না তুমি আমাকে।"

"এটুকুই পাবে তুমি, আর না।"

"লাগবে না আমার।"

"কিছু না নিয়ে এখান থেকে বিদেয় হবে না তুমি। জানি, আরো টাকা দরকার তোমার। কিন্তু আমাদের অবস্থাও ভালো না এখন।"

টোগাশি একবার নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার ইয়াসুকোর মুখের দিকে তাকালো। "ঠিক আছে, যাচ্ছি। আমি কিন্তু চাইনি এগুলো। তুমি নিজে থেকেই দিয়েছো।"

টাকাগুলো নিয়ে পকেটে চালান করে দিলো সে। এরপর সিগারেটটা ক্যানে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু দরজার দিকে না গিয়ে উল্টোদিকে মিশাতোর ঘরের ভেড়ানো দরজাটা খুলে ফেলল। ভেতর থেকে মেয়েটার চমকে ওঠার আওয়াজ পেলো ইয়াসুকো।

"কি করছো তুমি ওখানে?" চিৎকার করে জানতে চাইলো সে।

"আমি আমার সৎমেয়ের সাথে একটু কথা তো বলতে পারি, নাকি?"

"সে তোমার কিছুই হয় না।"

"তুমি পারোও। আচ্ছা, তাহলে যাচ্ছি আমি। ভালো থেকো মিশাতো," ভেতর থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই বলল টোগাশি। সে এমনভাবে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে যে, ইয়াসুকো ভেতরের কিছু দেখতে পারছে না।

BanglaBook.org

অবশেষে ফিরে দরজার দিকে রওনা দিলো টোগাশি। "একসময় ওর ফিগার আরো ভালো হবে," বলল সে।

"কী সব ফালতু কথা বলছো তুমি?"

"ফালতু কথা না। আগামি তিনবছরের মধ্যে ভালো টাকাও কামাতে পারবে। যে কেউ ভাড়া করবে ওকে।"

"বেরিয়ে যাও এক্ষুনি।"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি...অন্তত আজকের মত।"

"আর কখনো যাতে তোমার চেহারা না দেখি।"

"সেই কথা তো দিতে পারছি না, ডার্লিং।"

"মুখ সাম–"

"শোনো ইয়াসুকো," টোগাশি না ঘুরেই বলল, "আমার হাত থেকে কখনোই নিস্তার পাবে না তুমি। কেন জানো? কারণ প্রতিবারই আমার সামনে হার মানতে হবে তোমাকে। প্রতিবার," এই বলে জুতো পরতে শুরু করলো সে।

নির্বাক হয়ে গেলো ইয়াসুকো। এ সময় পেছন দিক থেকে একটা আওয়াজ কানে গেলো তার। ঘুরে দেখলো মিশাতো দৌড়ে যাচ্ছে তাকে পাশ কাটিয়ে। মাথার উপরে হাত দিয়ে কিছু একটা ধরে রেখেছে। টোগাশির পেছনে চলে গেলো সে। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখা ছাড়া কিছু করার থাকলো না ইয়াসুকোর। ভয়ার্ত চোখে সে দেখলো মিশাতো তার হাতের জিনিসটা দিয়ে টোগাশির মাথার পেছনে জোরে বাড়ি দিলো। থপ্ করে একটা আওয়াজ হলো শুধু। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে মেঝের উপর পড়ে গেলো টোগাশি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২

কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দে সম্বিত ফিরে পেলো ইয়াসুকো। একটা পিতলের ফুলদানি, ওটা দিয়েই টোগাশিকে আঘাত করেছে মিশাতো। ইয়াসুকোর বেন্টেন-টেই'তে যোগ দেয়া উপলক্ষে এই ফুলদানিটা ইয়ানোজাওয়া দম্পতি তাকে উপহার দিয়েছিল ।

"মিশাতো!" একটা আর্তচিৎকার দিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলো ইয়াসুকো।

কিন্তু মিশাতোর কোন ভাবান্তর নেই, স্রেফ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে গেছে যেন। কিছুক্ষণ ওভাবেই থাকার পর তার চোখজোড়া প্রাণ ফিরে পেলো। এতক্ষনে বুঝতে পারলো কি করে ফেলেছে। ঘুরে ইয়াসুকোর দিকে তাকালো চোখ বড় বড় করে।

ওদিকে টোগাশি টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, ঘাড়ের পেছনটায় হাত বোলাচ্ছে। চোখ-মুখ লাল হয়ে আছে রাগে। মিশাতোর দিকে এগুলো সে, "হারামির বা–"

"খবরদার! না," টোগাশি কিছু করার আগেই ওদের দু-জনের মাঝে এসে গেলো ইয়াসুকো।

"সর্ আমার সামনে থেকে," ইয়াসুকোকে জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল টোগাশি। দেয়ালের সাথে মাথা ঠুকে গেলো তার।

মিশাতো ঘুরে দৌড় দিতে যাবে এই সময় টোগাশি তার ঘাড় ধরে একটা হ্যাচকা টান দিলো, এত জোরে যে, দু-জনেই মেঝেতে পড়ে গেলো। সাথে সাথে মিশাতোর উপর চড়ে বসলো টোগাশি। চুলের মুঠি এক হাতে ধরে অন্য হাত দিয়ে মিশাতোর গালে জোরে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলো, "তোকে আজ মেরেই ফেলবো কুত্তার বাচ্চা," জানোয়ারের মত আওয়াজ বেরিয়ে এলো তার গলা দিয়ে।

আজকে ওকে সত্যি মেরে ফেলবে ও। সত্যিই মেরে ফেলবে–মনে মনে আতঙ্কিত বোধ করতে লাগলো ইয়াসুকো।

হাটু গাড়া অবস্থাতেই কিছু একটার খোঁজে আশেপাশে তাকালো ইয়াসুকো। কোটাটসু হিটারটার নিচ দিয়ে একটা তার বের হয়ে আছে। টান দিয়ে সেটাই সকেট থেকে খুলে নিলো সে। ওটার আরেক প্রান্ত তখনও

BanglaBook.org

কোটাটসু হিটারটার সাথে লাগানো। উঠে দাঁড়িয়ে তারটা দিয়ে একটা ফাঁস বানালো।

এরপর নিঃশব্দে টোগাশির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। সে তখনও মিশাতোকে ক্রমাগত আঘাত করে যাচ্ছে আর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করছে। ফাঁসটা তার গলায় পরিয়ে দিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে টেনে ধরলো ইয়াসুকো।

টোগাশি এতক্ষনে বুঝতে পারলো কি ঘটতে চলেছে তার সাথে, অজান্তেই তার মুখ দিয়ে একটা দুর্বোধ্য আওয়াজ বের হয়ে আসলো। উলটে পড়ে গেলো সে। হাত দিয়ে ফাঁস থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে কিন্তু ইয়াসুকো একটুও ঢিল দিলো না। এই লোকটা তার আর তার মেয়ের জীবনে একটা অভিশাপ। তার মেয়েকে এই দানবটার হাত থেকে বাঁচাতেই হবে। ঝেড়ে ফেলতে হবে তাদের জীবন থেকে। আজ যদি এই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় তবে আর কখনো সেটা সম্ভব হবে না।

কিন্তু টোগাশি ইয়াসুকোর তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালি। মরিয়ার মত গলা থেকে ফাঁসটা খোলার চেষ্টা করছে সে। একটু একটু করে তারটা ছুটে যেতে থাকলো ইয়াসুকোর হাত থেকে। ততক্ষণে মিশাতো কিছুটা ধাতস্থ হতে পেরেছে। এবার সে-ও হাত লাগালো। টোগাশির হাতগুলোতে খামচি দিতে থাকলো যাতে করে সে গলা থেকে তারটা না খুলতে পারে। এরপর বুকের উপর চেপে বসলো সর্বশক্তি দিয়ে।

"জোরে মা, জোরে! তাড়াতাড়ি।"

ইয়াসুকোর মন থেকে শেষ দ্বিধাবোধটুকুও দূর হয়ে গেলো। চোখ বন্ধ করে যত জোরে সম্ভব তারটা টানতে লাগলো সে। পুরো শরীর কাঁপছে উত্তেজনায়।

এভাবে কতক্ষণ চলে গেলো সে নিজেও বলতে পারবে না। "মা, থামো, মা!" মিশাতোর গলার আওয়াজে বাস্তবে ফিরে আসলো অবশেষে।

হিটারের তারটা মুঠো করে ধরে রাখা অবস্থাতেই চোখ খুলল সে।

টোগাশির মুখটা ভেসে উঠলো সামনে। নিষ্প্রাণ চোখদুটো সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে। চেহারাটা নীলাভ হয়ে গেছে শ্বাস না নিতে পারায়। আর ফাঁসের কারণে গলায় একটা গভীর লাল দাগ। মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। একদম নাড়াচাড়া করছে না সে। চমকে তারটা ছেড়ে দিলো ইয়াসুকো। টাটামি ম্যাটের উপর পড়ে থপ করে একটা বাড়ি খেলো টোগাশির মাথা। তবুও কোন প্রতিক্রিয়া নেই। মারা গেছে সে।

BanglaBook.org

মিশাতোর দিকে তাকিয়ে দেখলো, তার স্কুলের ইউনিফর্মটা ছিড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়, স্কার্টটাও কুঁচকে আছে। হাতাহাতির ফলাফল। দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে মেয়েটা। কিছুক্ষণ মা-মেয়ে একে অপরের দিকে নিরবে তাকিয়ে থাকলো। দু-জনের চোখেই স্পষ্ট ভয়। কিন্তু মুখ ফুটে কথা বের হচ্ছে না কারোর।

"কী করবো এখন আমরা?" নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করলো ইয়াসুকো। "মেরে ফেলেছি আমি ওকে!"

"মা..."

ইয়াসুকো মেয়ের দিকে তাকালো। মিশাতোর চেহারা সাদা হয়ে আছে, কিন্তু চোখজোড়া লাল। গালে চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। টোগাশি যখন ওকে মারছিল তখন নিশ্চয়ই কাঁদছিল সে।

আবার টোগাশির দিকে তাকালো সে। দোটানায় ভুগছে, মনে হচ্ছে টোগাশি এখনই আবার জীবন ফিরে পেলে ভালো হত। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হচ্ছে, ওভাবে মৃত অবস্থাতেই ভালো আছে দানবটা। যদিও এখন আর তার ভাবা না ভাবাতে কিছু আসে যায় না। মারা গেছে সে এটা আর বদলে ফেলা যাবে না কখনও।

"এটার জন্যে সে নিজেই দায়ি," যেন ইয়াসুকোর মনের কথা বুঝতে পেরেই বলল মিশাতো। এরপর নিচুস্বরে কাঁদতে শুরু করলো হাটুতে মুখ গুজে।

"এখন কী করবো–" ইয়াসুকো বলতে শুরু করেও থেমে গেলো। কারণ কলিংবেলটা বেজে উঠেছে। এক অজানা আতঙ্ক এসে ভর করলো তার মধ্যে।

মিশাতোও ভেজা চোখ বড় বড় করে তাকালো তার দিকে। দু-জনের মনেই একই প্রশ্ন–কে হতে পারে?

এরপর কেউ নক করলো দরজায়, "মিসেস হানাওকা?" একটা পুরুষ মানুষের কণ্ঠ ভেসে এলো বাইরে থেকে।

এই গলার আওয়াজ আগেও শুনেছে, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলো না কোথায় শুনেছে। একদম জমে গেছে সে। মিশাতোও ভয় পেয়েছে।

আবার নক হলো দরজায়।

"মিসেস হানাওকা?"

বাইরে যে-ই এসে থাকুক না কেন সে জানে, তারা বাসায় আছে। দরজাটা খুলতেই হবে তাদেরকে। কিন্তু এই লাশটা থাকা অবস্থায় কিভাবে?

BanglaBook.org

"তোমার ঘরে গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দাও। বাইরে আসবে না একদম," আস্তে করে মিশাতোকে নির্দেশ দিলো ইয়াসুকো। মাথাটা কাজ করতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে।

আবার নক হলো দরজায়।

গভীর একটা নিঃশ্বাস নিলো ইয়াসুকো। এমন ভাব করতে হবে যেন কিছুই হয়নি। অন্যান্য দিনের মতই সাধারন একটি সন্ধ্যা। "কে?" খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো সে। অভিনয় করতে হবে তাকে এখন। শ্বাসরোধ করে কাউকে মেরে ফেলার পরে একজন মহিলাকে যেরকম অভিনয় করতে হয় সেরকম। "কে ওখানে?"

"ইয়ে, আমি...ইশিগামি। আপনাদের প্রতিবেশি," জবাব এলো।

এতক্ষণ তাদের বাসায় যা ঘটছিল, বাইরে থেকে নিশ্চয়ই কিছুটা হলেও শোনা গেছে। প্রতিবেশিদের মনে সন্দেহ জাগতেই পারে। মি. ইশিগামি এজন্যেই নিশ্চয়ই দেখতে এসেছে সব কিছু ঠিক আছে কিনা।

"একটু অপেক্ষা করুন, খুলছি," ইয়াসুকো শান্ত স্বরে বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু কতটা শান্ত শোনাচ্ছে তার গলা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে।

আশেপাশে একবার নজর বোলাল সে। মিশাতো ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। এবার টোগাশির লাশটার দিকে দৃষ্টি গেলো তার। যেভাবেই হোক লুকাতে হবে এটাকে।

কোটাটসু হিটারের টেবিলটা বাঁকা হয়ে আছে। স্বাভাবাকি অবস্থা থেকে অনেক সামনে এগিয়ে এসেছে। টেনে সেটাকে ঘরের মাঝখানে টোগাশির ওপরে নিয়ে আসলো। ভারি কভারের কারণে টোগাশির লাশটা ঢাকা পড়ে গেছে ওটার নিচে। কোন টেবিল রাখার জন্যে অবশ্য খুবই অদ্ভুত একটা জায়গা সেটা। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। এতেই কাজ চালাতে হবে।

নিজের কাপড়চোপড় ঠিক করতে করতে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো সে। এ সময় দরজার পাশে টোগাশির জুতাজোড়া চোখে পড়লো। সেগুলোরও ব্যবস্থা করলো যাতে করে বাইরে থেকে দেখা না যায়।

এরপর সাবধানে দরজার চেইনটা আবার জায়গামত লাগিয়ে দিলো। আরো কিছুটা সময় অপেক্ষা করে আস্তে করে ছিটখানিটা খুলে বাইরে তাকালো। ইশিগামির গোলগাল মুখটা দেখা যাচ্ছে। একদম ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে আছে সে। মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো ইয়াসুকো।

BanglaBook.org

"জি? কিছু বলবেন?" খুব কষ্টে মুখে হাসি টেনে বলল ইয়াসুকো।

"আপনাদের বাসা থেকে শোরগোল শুনলাম মনে হলো," ইশিগামি অভিব্যক্তিহীনভাবে বলল। "কিছু হয়েছে?"

"না, না। কিছু হয়নি," জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ইয়াসুকো। "আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।"

"ওহ্, আচ্ছা। আমি ভাবলাম হঠাৎ করে এত আওয়াজ," এই বলে ইশিগামি তার পেছনে উঁকি দিতে লাগলো। ঘরটা দেখা যাচ্ছে দরজার ফাঁক দিয়ে।

"আসলে, একটা তেলাপোকা দেখে ভয় পেয়েছিলাম," কিছু না ভেবেই বলে দিলো সে।

"তেলাপোকা?"

"হ্যা। আমি আর আমার মেয়ে মিলে ওটাকে মারার চেষ্টা করছিলাম। এজন্যেই বোধহয় শব্দ হয়েছে..."

"মেরে ফেলেছেন?"

চেহারা শক্ত হয়ে গেলো ইয়াসুকোর, "কি?"

"তেলাপোকাটা। মেরে ফেলেছেন ওটাকে?"

"হ্যা...হ্যা, মেরেছি," ইয়াসুকো মাথা নিচু করে বলল। "এখন সবকিছু ঠিক আছে। ধন্যবাদ।"

"ঠিক আছে তাহলে। কোন ধরণের সাহায্যের দরকার হলে বলবেন।"

"অবশ্যই। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। বিরক্ত করার জন্যে আবারও দুঃখিত," একবার বাউ করে দরজাটা লাগিয়ে দিলো ইয়াসুকো। ওপাশে ইশিগামি নিজের বাসায় ফিরে গিয়ে দরজা লাগানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলো সে। এরপরে অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দিলো। হাটু গেড়ে বসে পড়লো ওখানেই।

পেছনের দরজাটা খোলার শব্দ শুনতে পেলো এরপর।

"মা?"

বেশ কিছুক্ষণ পর আস্তে করে উঠে দাঁড়াল ইয়াসুকো, কিন্তু কোটাটসু টেবিলের নিচে চোখ পড়তেই আবার রাজ্যের হতাশা এসে ভর করলো দুচোখে। "এটা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমাদের হাতে।"

"এখন কী করবো আমরা?" কিছুক্ষণ আগে তার মা'র প্রশ্নটারই পুণরাবৃত্তি করলো মিশাতো।

"পুলিশকে ফোন দেয়া ছাড়া আর কীইবা করার আছে, বলো?"

BanglaBook.org

"পুলিশের কাছে ধরা দেবে?"

"এটা ছাড়া অন্য কোন ভালো উপায় মাথায় আসছে তোমার? আমি মেরে ফেলেছি ওকে!"

"তাহলে তোমার কি অবস্থা হবে চিন্তা করতে পারছো?"

"আমি জানি না," চুলগুলো ঠিক করতে করতে বলল ইয়াসুকো। এতক্ষনে মনে হচ্ছে, তার চেহারাটা নিশ্চয়ই একদম বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। পাশের বাসার লোকটা না জানি কী ভেবেছে। যদিও তাতে কিছু এসে যায় না।

"তোমার কি জেল হয়ে যাবে?" মিশাতো জিজ্ঞেস করলো, তার গলায় স্পষ্ট ভয়।

"হতে পারে," হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে একবার হাসলো ইয়াসুকো। "আমি তো আসলেও ওকে খুন করেছি, তাই না?"

জবাবে মিশাতো জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "কিন্তু এটা হলে তো তোমার সাথে অবিচার করা হবে।"

"কেন?"

"কারণ তোমার কোন দোষ নেই। সম্পূর্ণ দোষ ঐ লোকটার। আমাদের সাথে তো তার সব সম্পর্ক চুকে গিয়েছিল। কিন্তু সে কয়েকদিন পরপর ঠিকই উদয় হতো, আমরা যেখানেই পালাই না কেন। জাহান্নাম বানিয়ে ছেড়েছিল আমাদের জীবনটা! এর কারণে কোনভাবেই জেল হতে পারে না তোমার।"

"খুন খুনই, মিশাতো। কেউ এর পেছনের কাহিনী দেখতে যাবে না," ইয়াসুকো ক্লান্ত স্বরে মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করলো ঠিকই কিন্তু তার নিজের কাছেই এখন ব্যাপারটা অন্যরকম লাগতে শুরু করেছে। ঠিকই তো, তার কাছে আসলেই অন্য কোন উপায় ছিল না। আরেকটা ব্যাপারেও চিন্তা করতে হবে। সে নাইটক্লাবের চাকরিটা ছেড়েছে যাতে করে তার মিশাতোকে একজন নর্তকির মেয়ের পরিচয়ে বড় হতে না হয়। সেখানে তার জেল হয়ে গেলে মিশাতোকে সবাই কি বলবে? খুনির মেয়ে? কিন্তু যা ঘটে গেছে সেটাকেও তো আর বদলানো যাবে না।

এখন এসব চিন্তা করলে চলবে না। তার মেয়েকে যাতে করে পুলিশ কোন প্রকার সন্দেহ না করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে–নিজেকে বোঝালো সে।

কর্ডলেস ফোনটা ঘরের এক কোণায় রাখা আছে। এগিয়ে গিয়ে সেটা হাতে তুলে নিলো ইয়াসুকো।

BanglaBook.org

"না, মা!" ছুটে এসে তার হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলো মিশাতো।

"ছাড়ো!"

"না মা, এটা রাখো! ফোন দিয়ো না কাউকে," ইয়াসুকোর কব্জি শক্ত করে ধরে বলল মিশাতো। ব্যাডমিন্টন খেলতে খেলতে তার হাতের জোর যে অনেক বেড়ে গেছে সেটা টের পেলো ইয়াসুকো।

"ছাড়ো তো।"

"না, মা! আমি কোনভাবেই এটা করতে দিতে পারি না তোমাকে। দরকার হলে আমি নিজেই পুলিশের কাছে গিয়ে ধরা দেবো।"

"কী বলো! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে!"

"আমিই ওকে প্রথম আঘাত করেছিলাম। তুমি তো শুধু আমাকে ওই পিশাচটার হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলে। তার পরেও আমি সাহায্য করেছি তোমাকে। এই খুনের দায়ভার আমারও কম নয়," মিশাতো গম্ভীরভাবে বলল কথাগুলো।

ইয়াসুকোর সারা শরীর অবশ হয়ে আসল। সে সুযোগে তার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে নিলো মিশাতো। সেটা নিয়ে ঘরের অন্য কোণায় চলে গেলো সে।

ইয়াসুকোর মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। মিশাতো যদি আসলেও পুলিশকে বলে, সে নিজে খুন করেছে তাহলে কি পুলিশ বিশ্বাস করবে ওর কথা? শুধু ওর মুখের কথার কোন দাম আছে ওদের কাছে?

না, পুলিশ আরো ভালোমত তদন্ত করে দেখবে নিশ্চয়ই। টেলিভিশনে সে দেখেছে, তারা কিভাবে এসব কেস তদন্ত করে। প্রমাণ চাইবে তারা। আর এটা পাওয়ার জন্যে সবকিছু একদম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হবে। প্রতিবেশিদের জিজ্ঞেস করা হবে, ফরেনসিক টিম আসবে আর তারপর...

ইয়াসুকোর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। পুলিশ তাকে যতই জেরা করুক না কেন, সে কোনভাবেই মিশাতোর সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করবে না। কিন্তু পুলিশ যদি তদন্ত করে সত্যটা বের করে ফেলে? সবকিছু শেষ হয়ে যাবে।

সে চিন্তা করার চেষ্টা করলো খুনটাকে অন্যকোন দিকে প্রবাহিত করা যায় কিনা। যেখানে পুলিশ তাকে ছাড়া আর কাউকে সন্দেহই করবে না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল। কারণ এখন যদি সে পুলিশকে ধোঁকা দিতে চায় তাহলে তারা অবশ্যই সেটা বুঝে ফেলবে।

BanglaBook.org

যেভাবেই হোক মিশাতোকে বাঁচাতে হবে। মেয়েটা তার মতই হয়েছে, প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করে টিকতে পারবে সে। মিশাতোকে বাঁচাতে গিয়ে যদি তার নিজের জীবনটা বিলিয়েও দিতে হয়, তাতেও সে রাজি।

কিন্তু কী করবো আমি? কিছু কি করার আছে?

এ সময় একটা শব্দ কানে ভেসে এলো তার। ঠিকমতো খেয়াল করে বুঝতে পারলো ফোনটা বাজছে। মিশাতো এখনও ধরে রেখেছে ওটা। চোখ বড় বড় করে সেটা দেখছে সে এখন।

ইয়াসুকো সেদিকে হাতটা বাড়িয়ে দিতে মিশাতো আস্তে করে তাকে ফোনটা দিয়ে দিলো।

নিজেকে একটু ধাতস্থ করে ফোনটা রিসিভ করলো সে, "হ্যালো? হানাওকা বলছি।"

"হ্যালো, আমি ইশিগামি। পাশের বাসার..."

ইয়াসুকো অবাক হয়ে গেলো। এই শিক্ষক আবার ফোন করলো কেন? কি চাই এবার তার? "জি, বলুন? কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"না, মানে...আমি ভাবছিলাম, এখন আপনারা কি করবেন।"

ইয়াসুকো কিছুই বুঝতে পারলো না, লোকটা কি বলতে চাইছে, "দুঃখিত, বুঝলাম না আপনার কথা?"

"আসলে বলতে চাচ্ছিলাম..." এটুকু বলার পর ইশিগামি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। "আপনারা যদি পুলিশকে ফোন করতে চান তো সেটা আপনাদের ব্যাপার। আর যদি তা না করতে চান তবে আমি বোধহয় কাজে লাগতে পারি আপনাদের।"

"কি?" ইয়াসুকোর মুখটা হা হয়ে গেলো। কী বলছে লোকটা!

"আমি বরং আপনাদের ওখানে এসেই কথা বলি?" ইশিগামি আস্তে করে বলল। "আসবো?"

"কি? না! এখন আসবেন না!" ইয়াসুকোর কথা আটকে যেতে লাগলো। ঠান্ডা ঘাম ছুটছে সারা শরীরে।

"দেখুন, মিস হানাওকা," ইশিগামি শান্তভাবে বলল পরের কথাগুলো, "একটা লাশের বন্দোবস্ত করা কিন্তু খুব কঠিন। একজন মহিলার পক্ষে সেটা একা একা করা কখনোই সম্ভব নয়।"

ইয়াসুকো বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো।

লোকটা নিশ্চয়ই দেয়ালের ওপাশ থেকে সব শুনতে পেরেছে। টোগাশির সাথে তার ঝগড়া, এরপরে মিশাতোকে সে যা যা বলছিল–সব।

BanglaBook.org

সব শেষ, ইয়াসুকো মাথা নিচু করে ভাবলো। এখন আর বাঁচার কোন উপায় নেই। তাকে পুলিশের কাছে ধরা দিতেই হবে। কিন্তু এমনভাবে সেটা করতে হবে যাতে তারা মিশাতোকে সন্দেহ না করে।

"মিস হানাওকা, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?"

"জি, শুনছি।"

"আমি কি আসবো?"

"বললাম তো একবার–" এটুকু বলে মিশাতোর দিকে তাকালো সে। মেয়েটার চোখে ভয় আর কৌতুহল। ও নিশ্চয়ই ভেবে অবাক হচ্ছে তার মা কার সাথে ফোনে কথা বলছে এখন।

ইশিগামি যদি সব শুনেই থাকে, তাহলে সে নিশ্চয়ই মিশাতোর সংশ্লিষ্টতার কথাও জানে। আর সে যদি একবার পুলিশকে সে-ব্যাপারে কিছু বলে, তবে তো...

একবার ঢোক গিলল ইয়াসুকো, "আচ্ছা, আসুন। আপনার সাথে আমার অন্য একটা ব্যাপারেও কথা ছিলো।"

"আসছি এখনই," ইশিগামি জবাব দিলো ওপাশ থেকে।

"কে া?" ইয়াসুকো ফোন রাখার সাথে সাথে মিশাতো প্রশ্ন করলো।

"পাশের বাসার লোকটা। মি. ইশিগামি।"

"কেন? তিনি কিভাবে–"

"পরে সব খুলে বলবো তোমাকে। এখন তোমার ঘরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দাও। জলদি!"

মিশাতোকে উদ্ভ্রান্ত দেখালেও সে আর কথা না বাড়িয়ে নিজের ঘরে চলে গেলো। ঘরের দরজাটা লাগানোর সাথে সাথেই বাইরে ইশিগামির পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলো ইয়াসুকো।

কিছুক্ষণ পর কলিংবেলের শব্দ ভেসে এলে দরজাটা খুলে দিলো সে।

ইশিগামি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, চেহারায় স্পষ্ট কৌতুহল। এরইমধ্যে বাসায় গিয়ে নীল রঙের একটা জ্যাকেট চাপিয়েছে। কিছুক্ষণ আগেও এটা তার পরনে ছিল না।

"আসুন।"

আস্তে করে মাথা নেড়ে ভেতরে ঢুকে গেলো ইশিগামি।

ঢুকেই কালক্ষেপণ না করে কোটাটসু হিটারের কভারটা সরিয়ে দিলো সে। কোনপ্রকার দ্বিধাবোধ করলো না। এরপর হাটু গেড়ে বসে টোগাশির লাশটা পরীক্ষা করতে শুরু করলো। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে। ইয়াসুকো লক্ষ্য করলো, হাতে একটা দস্তানা পরা আছে তার।

BanglaBook.org

একটু অপেক্ষা করে ইয়াসুকোও তার পাশে হাটু গেড়ে বসে পড়লো। টোগাশির চেহারা থেকে প্রাণের সকল চিহ্ন মুছে গেছে। মুখ থেকে কিছুটা লালা ঝরে পড়েছে মেঝেতে।

"আপনি আমাদের সব কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলেন, তাই না?" ইয়াসুকো জিজ্ঞেস করলো।

"কি শুনতে পেয়েছি?"

"দেয়ালের ওপাশ থেকে সব শোনা যায় নিশ্চয়ই?"

"না, আমি আপনাদের কোন কথাবার্তা শুনিনি। এই বিল্ডিঙে এক বাসা কথা অন্যবাসার কথাবার্তা শোনা যায় না। সাউন্ডপ্রুফ বলতে পারেন," ইয়াসুকোর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল ইশিগামি।

"তাহলে আপনি কিভাবে–"

"কিভাবে বুঝলাম?"

ইয়াসুকো মাথা নেড়ে সায় দিলো।

জবাবে ইশিগামি ঘরের এক কোণায় ইঙ্গিত করলো। একটা খালি ক্যান পড়ে আছে সেখানে। ওটা থেকে কিছুটা ছাই বের হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

"কিছুক্ষণ আগে যখন আমি নক করেছিলাম তখন সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ নাকে এসেছিল। আপনাদের বাসায় মেহমান এসেছে ভেবে জুতোর খোঁজে দরজার দিকে তাকিয়েও কোনকিছু চোখে পড়েনি। আর আপনার ঘরের ভেতর যখন তাকালোাম তখন বুঝলাম কোটাটসু টেবিলটার নিচে কেউ আছে। তারটাও সকেটে ঢোকানো নেই। কেউ যদি লুকাতেই চাইতো তবে সে তো পেছনের ঘরে চলে যেতে পারতো। তার মানে দাঁড়ালো, ওখানে যে-ই থাকুক না কেন সে লুকিয়ে নেই, বরং তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিছুক্ষণ আগের হৈহল্লার আওয়াজ আর আপনার চুলের ওরকম অগোছালো অবস্থা দেখে দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে বেশি সময় লাগেনি আমার। ওহ্, আরেকটা ব্যাপার। এই বিল্ডিঙে কোন তেলাপোকা নেই। কয়েক বছর ধরে এখানে থাকছি আমি, কিন্তু একটাও চোখে পড়েনি আমার।"

ইয়াসুকো অবাক হয়ে ইশিগামির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। একদম শান্ত স্বরে কথাগুলো বলল লোকটা। গলার স্বর একবারের জন্যেও চড়া হলো না। এভাবেই নিশ্চয়ই ছাত্রদের সাথে কথা বলে ভদ্রলোক, ভাবলো সে।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার, না-হলে কি ঘটেছে এতটা নিখুঁতভাবে বুঝতে পারার

BanglaBook.org

কথা নয়। তা-ও দরজার বাইরে থেকে মাত্র একবার নজর বুলিয়ে। অবাক হওয়ার সাথে সাথে কিছুটা স্বস্তিবোধ করতে থাকলো ইয়াসুকো। কি ঘটেছে জানলেও কিভাবে ঘটেছে এটা নিশ্চয়ই জানে না লোকটা।

"ও আমার প্রাক্তন স্বামী," সে বলল। "কয়েক বছর ধরে আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে। তবুও আমাদের পিছু ছাড়তো না সে। বাসায় এসে বসে থাকতো, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হাতে টাকা দিতাম আমি। এবারও সেজন্যেই এসেছিল। কিন্তু আমার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হয়নি..." ইয়াসুকো নিচের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল। সব কথা অবশ্য বলা যাবে না। মিশাতোর ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতে হবে।

"আপনি কি পুলিশের কাছে যাবেন, সব বলে দেবেন? "

"সেটা ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি না। যদিও মিশাতোর সাথে অবিচার করা হবে, তবুও..." সে আরো কিছু বলতো কিন্তু মিশাতোর ঘরের দরজা খোলার আওয়াজে থেমে গেলো মাঝপথেই। হন্তদন্ত হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল মিশাতো।

"না, মা! সেটা আমি তোমাকে কখনোই করতে দেবো না।"

"চুপ করো, মিশাতো।"

"না, চুপ করবো না আমি। শুনুন মি. ইশিগামি, আমি আপনাকে বলছি কে ঐ লোকটাকে খুন করেছে..."

"মিশাতো!" ইয়াসুকো ধমকে উঠলো।

মিশাতো চুপ করে গেলো ঠিকই, কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মার দিকে তাকিয়ে থাকলো। চোখজোড়া লাল হয়ে গেছে কাঁদতে কাঁদতে।

"মিস হানাওকা," ইশিগামি আস্তে করে বলল, "আমার কাছ থেকে কিছু লুকোবার দরকার নেই।"

"আমি কিছুই লুকোচ্ছি না–"

"আমি জানি খুনটা আপনি একা করেননি, আপনার মেয়েও সাহায্য করেছে।"

"না, ওর কোন দোষ নেই। আমি একাই করেছি সবকিছু," জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ইয়াসুকো। "ও স্কুল থেকে আসার আগেই টোগাশিকে খুন করেছি আমি।"

ইশিগামির চেহারা দেখেই বোঝা গেলো সে এসব কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করছে না। "ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠবে," মিশাতোর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল সে।

BanglaBook.org

"আমি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছি না, বিশ্বাস করুন!" ইশিগামির হাটুতে হাত রেখে কথাগুলো বলল ইয়াসুকো।

কিছুক্ষণ তার হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে লাশের দিকে আবার মনোযোগ দিলো ইশিগামি। "পুলিশ কি ভাববে এটাই দেখার বিষয়। তাদেরকে এত সহজে বোকা বানানো যাবে বলে মনে হয় না।"

"কেন না?" বলেই ইয়াসুকো বুঝলো, সে সত্যিটা স্বীকার করে নিলো মাত্র।

ইশিগামি লাশটার ডানহাতের দিকে ইশারা করলো। "ওখানে কিন্তু খামচির দাগ দেখা যাচ্ছে। আমার ধারণা তাকে পেছন থেকে শ্বাসরোধ করার সময় নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল সে। আর খামচির দাগ দেখে বোঝা যাচ্ছে, কেউ তাকে সেটা থেকে বিরত করার চেষ্টা করছিল। পুলিশের চোখেও এটা সহজেই ধরা পড়বে।"

"এটাও আমারই কাজ," ইয়াসুকো জোর দিয়ে বলল।

"মিস হানাওকা, এটা অসম্ভব।"

"কেন?"

"আপনি তো তাকে পেছন থেকে শ্বাসরোধ করেছিলেন, তাই না? তাহলে একই সময়ে আপনি সামনে থেকে তার হাতে খামচি দেবেন কিভাবে? সেজন্যে তো আপনার চারটা হাত দরকার।"

ইয়াসুকো বলার মত আর কিছু খুঁজে পেলো না। নিজেকে ফাঁদে আটকা পড়া ইঁদুর বলে মনে হচ্ছে। চুপচাপ নিচের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে, কাঁধদুটো ঝুলে পড়েছে তার। ইশিগামি যদি একবার দেখেই এত কিছু বুঝতে পারে, তাহলে পুলিশ আরো ভালোমত বুঝবে।

"আমি চাই না মিশাতো এসবের সাথে কোনভাবে জড়িয়ে যাক। ওকে বাঁচাতেই হবে..."

"আমিও চাই না তুমি জেলে যাও, মা," মিশাতো বলল। তার চোখের কোণে আবার পানি চিকচিক করছে।

"আমি জানি না এখন কী করবো!" ইয়াসুকো হতাশ কণ্ঠ বলল। ঘরের পরিবেশ কেমন যেন ভারি হয়ে উঠছে। অস্থির লাগতে লাগলো তার।

"মি. ইশিগামি," মিশাতো বলল, "আপনি তো এখানে এসেছেন মা'কে আত্মসমর্পণ করার কথা বলতে, তাই না?"

"আমি তোমাদের সাহায্যের জন্যেই ফোনটা করেছিলাম," কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিলো ইশিগামি। "যদি তোমরা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাও, করতে পারো। কিন্তু সেটা যদি না করো, তাহলে বলবো, তোমাদের দু-জনের পক্ষে সবকিছু সামলানো বেশ কঠিন হবে।"

BanglaBook.org

ইয়াসুকোর এই সময় হঠাৎ করে একটা কথা মনে পড়লো। ইশিগামি ফোনে বলছিল, একা একজন মহিলার পক্ষে লাশ লুকোনো বেশ কঠিন কাজ।

"পুলিশের কাছে ধরা না দিয়েও এ থেকে বাঁচার কোন উপায় কি আছে আমাদের?" মিশাতো জিজ্ঞেস করলো।

ইয়াসুকো দেখলো ইশিগামি গভীর চিন্তায় মগ্ন।

"আমার মনে হয় তোমাদের কাছে দুটো উপায় আছে এখন। এমন ভাব করতে হবে যেন কিছুই ঘটেনি অথবা যা ঘটেছে তার সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক আছে বলে স্বীকার করা যাবে না। কিন্তু যা-ই করো না কেন, লাশটার কোন ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।"

"সেটা কি করতে পারবো আমরা?"

"মিশাতো," ইয়াসুকো দৃঢ়স্বরে বলল। "আমরা এরকম কিছু করবো না।"

"ওফ্ মা! চুপ করো তো," এটা বলে আবার ইশিগামির দিকে তাকালো সে। "আপনার কি মনে হয় সেটা করা সম্ভব আমাদের পক্ষে?"

"কঠিন হবে কাজটা, কিন্তু অসম্ভব কিছু না," ইশিগামি শান্তস্বরে জবাব দিলো।

"মা," মিশাতো বলল। "মি. ইশিগামি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। এটা ছাড়া অন্য কোন উপায়ও নেই আমাদের হাতে।"

"কিন্তু আমি এটা হতে দিতে–" কথার মাঝেই ইশিগামির দিকে তাকালো ইয়াসুকো।

একদৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে সে। অপেক্ষা করছে তাদের সিদ্ধান্তের।

সায়োকোর কথাটা মনে পড়ে গেলো তার। সে বলেছিল মি. ইশিগামি তাকে পছন্দ করে। এজন্যেই প্রতিদিন তাদের দোকানে লাঞ্চ কিনতে যায়।

ভাগ্যিস সায়োকো তাকে জানিয়েছিলো কথাটা। না-হলে ইশিগামির মানসিক অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতো তার মনে। কোন কারণ ছাড়া একজন লোক কেন তাদেরকে এভাবে যেচে পড়ে সাহায্য করতে চাইবে? তার নিজেরও তো গ্রেফতার হবার ঝুঁকি আছে।

"আমরা যদি লাশটা লুকাই, কেউ কি সেটা খুঁজে পাবে না?" ইয়াসুকো জিজ্ঞেস করলো।

"আমরা কিন্তু এখনো ঠিক করিনি লাশটা লুকোবো কিনা," ইশিগামি

BanglaBook.org

জবাব দিলো। "মাঝে মাঝে কিছু জিনিস না লুকানোই ভালো। সব তথ্য হাতে আসার পর ঠিক করা যাবে লাশটা নিয়ে কি করবো আমরা। কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চিত, লাশটাকে এখানে ফেলে রাখা যাবে না কোনভাবেই।"

"কোন বিষয়ে তথ্যের কথা বলছেন আপনি?"

"এই লোকটার ব্যাপারে তথ্য," মি. ইশিগামি লাশের দিকে ইশারা করে বলল। "সে কি রকম জীবন-যাপন করতো। তার বয়স, পেশা, এখানে আসার কারণ–এসব। তার কি কোন পরিবার আছে এখন? দয়া করে বলবেন না এসব উত্তর আপনার জানা নেই।"

"আসলে, আমি–"

"না, থাক," ইশিগামি তার কথার মাঝখানেই বললো। "আগে এই লাশটা এখান থেকে সরাতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবকিছু পরিস্কারও করা দরকার। এখানে চারদিকে প্রমাণের ছড়াছড়ি এখন, এব্যাপারে আমি নিশ্চিত," কথাটা বলেই লাশটার মাথার দিকে চলে গেলো সে, এরপর সেটাকে ধরে উপরের দিকে ওঠালো।

"সরাবো? কিন্তু কোথায়?"

"আমার বাসায়," ইশিগামি এমন ভঙ্গিতে কথাটা বলল যেন এটাই একমাত্র উপায়। এরপর লাশটা ঘাড়ে তুলে নিলো। তার শক্তি দেখে অবাক না হয়ে পারলো না ইয়াসুকো। খেয়াল করে দেখলো তার নীল রঙের জ্যাকেটটার কলারে 'জুডো ক্লাব' লেখা। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজের অ্যাপার্টমেন্টে লাশটা নিয়ে গেলো ইশিগামি। ইয়াসুকো আর মিশাতোও তার পিছু পিছু গেলো। তার বাসাটা পুরো এলোমেলো। এখানে সেখানে গণিতের বইপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। লাশটা ঘাড়ে থাকা অবস্থাতেই সেগুলো পা দিয়ে সরিয়ে একটা জায়গা খালি করে নিলো সে। আস্তে করে লাশটা শুইয়ে রাখলো মেঝের ওপর।

এরপর তাদের মা-মেয়ের দিকে নজর ফেরালো সে। "মিস হানাওকা, আপনি এখানেই থাকুন। মিশাতো বাসায় গিয়ে সবকিছু পরিস্কার করা শুরু করে দিক। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে যতটা সম্ভব ভালোমত পরিস্কার করতে হবে সবকিছু।"

মিশাতো মাথা নেড়ে মা'র দিকে তাকালো। চেহারাটা সাদা হয়ে গেছে তার। এরপর আর কালক্ষেপণ না করে বের হয়ে গেলো সেখান থেকে।

"দরজাটা বন্ধ করে দিন," ইশিগামি তার দিকে তাকিয়ে বললেন।

BanglaBook.org

"আচ্ছা," ইয়াসুকো নির্দেশ পালন করলো চুপচাপ, এরপর অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সেখানেই।

"ভেতরে আসুন। আপনাদেরটার মত অবশ্য অতটা পরিস্কার না আমার বাসা।"

একটা কুশন বের করে লাশটার পাশে মেঝেতে রেখে দিলো ইশিগামি। কিন্তু ইয়াসুকো সেই কুশনটাতে না বসে দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে বসলো। লাশটা দেখতে ইচ্ছে করছে না তার একদমই। এতক্ষণে বুঝতে পারলো ওটা দেখে কিছুটা ভয়ও পাচ্ছে।

"আমি দুঃখিত, আমার ওটা ওখানে রাখা উচিত হয়নি," বলে কুশনটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরলো ইশিগামি। "এটা নিন দয়া করে।"

"না, ঠিক আছি আমি," আস্তে করে মাথা নেড়ে বলল ইয়াসুকো।

ইশিগামি কুশনটা একটা চেয়ারের ওপর রেখে দিয়ে লাশটার পাশে বসে পড়লো।

লাশের গলার কাছটাতে কেমন যেন লাল হয়ে ফুলে উঠেছে এখন।

"ইলেকট্রিক তারটা, তাই না?"

"জি?"

"আপনি একটা ইলেক্ট্রিক তার দিয়ে ওনার গলা পেঁচিয়ে ধরেছিলেন বোধহয়?"

"হ্যা, হিটারের তারটা," ইয়াসুকো বলল।

"আমিও তাই ভেবেছিলাম," ইশিগামি গলার ফোলা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে বলল। "ওটা সরিয়ে ফেলতে হবে আপনাকে। থাক, আমিই ব্যবস্থা করবো সবকিছুর," এই বলে ইয়াসুকোর দিকে তাকালো সে। "ওনার সাথে কি আজ দেখা করার কথা ছিল আপনার?"

"না! ওরকম কোন কথাই ছিল না," জোরে মাথা নেড়ে বলল ইয়াসুকো। "দুপুরের দিকে আচমকাই আমাদের দোকানে এসে হাজির হয় ও। এরপর সন্ধ্যাবেলায় আমরা একটা রেস্তোরাঁয় দেখা করি। দেখা করার কথা না বললে সে দোকান থেকে যেত না। এরপর আমি ভাবিনি ও আমার বাসায়ও এসে পড়বে।"

"একটা রেস্তোরাঁয়?"

"হ্যা।"

তাহলে তো সাক্ষি থেকে যাবে, ইশিগামি ভাবলো। এরপর লাশের পরনের জ্যাকেটটার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলো সে। দুটো ভাঁজ করা দশ হাজার ইয়েনের নোট বের হয়ে আসলো।

BanglaBook.org

"এই টাকাটাই আমি–"

"আপনিই এটা ওনাকে দিয়েছিলেন?"

সে মাথা নেড়ে সায় জানালে ইশিগামি তার দিকে নোটগুলো বাড়িয়ে ধরলো, কিন্তু ইয়াসুকো সেগুলো নিলো না।

এরপর ইশিগামি তার নিজের স্যুটের পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করে সেখান থেকে দশ হাজার ইয়েনের দুটো নোট বের করলো, আর অন্য নোটগুলো সেগুলোর জায়গায় রেখে দিলো। ইয়াসুকোর দিকে ইয়েনগুলো বাড়িয়ে ধরে বলল, "আমি বুঝতে পারছি কেন আপনি ওগুলো নিতে চাইছেন না।"

ইয়াসুকো একটু দ্বিধাবোধ করে টাকাগুলো নিয়ে বলল, "ধন্যবাদ।"

"ঠিক আছে তাহলে," এই বলে ইশিগামি আবার লাশের পকেট হাতড়াতে লাগলো। এবার টোগাশির ওয়ালেটটা বের হয়ে এলো। সেখানে কিছু খুচরা পয়সা, একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স আর কয়েকটা রশিদ পাওয়া গেলো।

"শিনজি টোগাশি...পশ্চিম শিনজুকু, শিনজুকু ওয়ার্ড। আপনার কি মনে হয়ে সে ওখানেই থাকতো আজকাল?" লাইসেন্সটা দেখার পর সে জিজ্ঞেস করলো।

ইয়াসুকো মাথা দোলালো, "আমি ঠিক জানি না এ ব্যাপারে, কিন্তু আমার মনে হয় না। সে আগে নিশি-শিনজুকুতে থাকতো ঠিকই। কিছুদিন আগে কোথায় যেন শুনেছিলাম, ভাড়া না দেয়ার কারণে তাকে সেখানকার বাসা থেকে বের করে দেয়া হয়।"

"ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখে মনে হচ্ছে সেটা গত বছর নবায়ন করা হয়েছিল, সেখানে কিন্তু ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়নি।"

"আমি নিশ্চিত সে এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারতো না। কারণ ভালো কোন চাকরি ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে ঠিকমতো ভাড়া দেয়ার সামর্থ্যও ছিলো না।"

"এটাই হবে বোধহয়," ইশিগামি একটা রশিদের দিকে খেয়াল করে বলল। ওখানে লেখা : ওগিয়া বোর্ডিং হাউজ। রশিদে লেখা আছে দু-রাতের জন্যে ৫২০০ ইয়েন পরিশোধ করে দেয়া আছে অগ্রিম। তার মানে প্রতি রাতে ২৬০০ করে।

ইশিগামি কার্ডটা ইয়াসুকোকে দেখালো। "আমার মনে হয় সে এখানেই ছিল এই কয়দিন। আর সে যদি চেকআউট না করে বের হয়ে যায় তবে তার জিনিসপত্র খুব তাড়াতাড়িই সরিয়ে ফেলবে কর্তৃপক্ষ। পুলিশকেও

BanglaBook.org

ফোন দিতে পারে। অবশ্য অনেকেই পুলিশি ঝামেলা করতে চায় না ইদানিং, কারণ রুমের ভাড়া না দিয়ে উধাও হয়ে যাওয়ার মত লোকের অভাব নেই। তবুও আমাদের মাথা থেকে ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেললে চলবে না।"

ইশিগামি আবার লাশের পকেটগুলো তল্লাশি করতে লাগলো। একটা চাবি পাওয়া গেলো, সেটার সাথে যে রিঙটা আছে সেখানে লেখা ৩০৫।

ইয়াসুকোকে দেখে মনে হলো না সে চাবিটা চিনতে পেরেছে।

এ সময় পাশের বাসা থেকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মৃদু আওয়াজ ভেসে আসলো। মিশাতো ওখানে সবকিছু যতটা সম্ভব ভালোভাবে পরিস্কার করার চেষ্টা করছে।

যেভাবেই হোক ওদেরকে উদ্ধার করতে হবে এই বিপদ থেকে, ইশিগামি মনে মনে বলল। এত সুন্দর একজন মহিলার সাথে অন্য কোনও উপায়ে ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না সে। তার সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করতে হবে ওদেরকে বাঁচানোর।

লাশটার দিকে তাকালো সে। একটা জড় পদার্থের সাথে আর কোন পার্থক্য নেই ওটার এখন। লোকটার মুখ দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে, বয়স কম থাকা অবস্থায় খুব সুন্দর ছিল সে। গত কয়েক বছরে নিশ্চয়ই ওজন বেড়ে গিয়েছিলো।

আর ইয়াসুকো এই লোকটার প্রেমেই পড়েছিলো। কেমন যেন ঈর্ষাবোধ হতে লাগলো ইশিগামির। কিন্তু মাথা নেড়ে ওসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলল সে। এই সময়ে এমন চিন্তা-ভাবনা আসছে কিভাবে মাথায়?

"তার সাথে ইদানিং কারো ভালো যোগাযোগ ছিল?" ইশিগামি আবার প্রশ্ন করায় ফিরে গেলো।

"আমি জানি না। বেশ কিছুদিন যাবত আমাদের কোন দেখা-সাক্ষাত ছিল না।"

"আগামিকাল সে কি করতো সে ব্যাপারে জানেন কিছু? কারো সাথে দেখা করার কথা ছিল?"

"না, আমি কিছুই বলতে পারছি না এ ব্যাপারে, দুঃখিত," ইয়াসুকো বলল।

"আরে, আমি এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। আপনার জানার কথাও নয় এগুলো," এই বলে ইশিগামি লোকটার ঠোঁটদুটো ফাঁকা করে দাতগুলো পরীক্ষা করে দেখলো। একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। "তার মানে ডেন্টিস্টের কাছে ওনার দাঁতের রেকর্ড থাকবে।"

BanglaBook.org

"আমরা যখন বিবাহিত ছিলাম তখন সে নিয়মিত দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেত।"

"সেটা কত বছর আগের কথা?"

"পাঁচ বছর ধরে আমাদের ডিভোর্স হয়েছে।"

"পাঁচ বছর? তাহলে তো এতদিনে পুরনো রেকর্ড ফেলে দেয়ার কথা। আচ্ছা পুলিশের কাছে ওনার কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে?"

"আমার মনে হয় না। অবশ্য ডিভোর্সের পরে যদি কিছু ঘটে থাকে সে ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না।"

"তাহলে সে সম্ভাবনাও আছে।"

"হতে পারে..."

লোকটা যদি বড়সড় কোন অপরাধ না-ও করে থাকে তবুও পুলিশের কাছে তার রেকর্ড থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়। কারণ ট্রাফিক আইন ভাঙলেও এখানে থানায় যেতে হয়।

তার মানে তারা যেভাবেই লাশটার বন্দোবস্ত করুক না কেন, এক না এক সময়ে সঠিক পরিচয় ঠিকই বের হয়ে আসবে সেটা খুঁজে পাওয়া গেলে। এটা তাদেরকে মেনে নিতেই হবে। তবুও, তাদের সময় নিয়ে সবকিছু করতে হবে। আঙুলের ছাপ পুরো বিষয়টাকে আরো জটিল করে তুলবে।

পরিস্থিতি সহজ নয় মোটেও। লাশটা খুঁজে পাওয়ার পর পুলিশ অবশ্যই হানাওকাদের বাসায় আসবে। আর পুলিশি জেরার মুখে মা-মেয়ে কতক্ষণ টিকবে এ ব্যাপারে ইশিগামি নিশ্চিত নয়। দূর্বল কোন গল্প ফেঁদে বসলে গোয়েন্দারা খুব সহজেই সেটা ধরে ফেলবে। কাহিনীতে কোন অসঙ্গতি চোখে পড়ামাত্র সেটা নিয়ে ঘাটতে শুরু করবে তারা।

তাদেরকে খুব যৌক্তিকভাবে একটা গল্প সাজাতে হবে এই বিপদ থেকে বাঁচতে হলে। আর যুক্তি দিয়ে চিন্তা করলে যেকোন সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব।

চোখ বন্ধ করে চিন্তা করতে লাগলো ইশিগামি। গণিত নিয়ে কোন সমস্যায় পড়লে এভাবেই চিন্তা করে সমাধান বের করে সে। অন্য সব চিন্তাগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে কেবল গণিত নিয়েভাবে। সূত্রে সূত্রে ভরে ওঠে মাথার ভেতরটা। কিন্তু এবার কোন সূত্র নয়, বরং অন্য ব্যাপার ঘুরতে লাগলো তার মাথায়।

কিছুক্ষণ পর চোখ খুলল সে। অ্যালার্ম ঘড়িটার দিকে তাকালো। সাড়ে

BanglaBook.org

আটটা বাজে। এরপর ইয়াসুকোর দিকে তাকালে একটা ঢোক গিলে পিছিয়ে গেলো সে।

"ওনার কাপড়চোপড়গুলো খুলতে আমাকে সাহায্য করুন।"

"কি?" দারুণ অবাক হলো সে।

"লাশের গা থেকে সব জামা কাপড় খুলে ফেলতে হবে। আর সেটা করতে হবে লাশ শক্ত হয়ে যাবার আগেই," লাশের গা থেকে জ্যাকেট খুলতে খুলতে বলল সে।

"ঠিক আছে," এই বলে ইয়াসুকো এগিয়ে আসলো সাহায্যের জন্যে। কিন্তু তার হাত কাঁপতে লাগলো।

"আচ্ছা থাক, আপনি বরং আপনার মেয়েকে সাহায্য করুন গিয়ে। আমি এদিকটা সামলাচ্ছি," ইশিগামি বলল।

"আমি আসলেই দুঃখিত," আস্তে করে এটা বলে উঠে দাঁড়াল সে।

"মিস হানাওকা," পেছন থেকে ইশিগামি ডাক দিলে সে ঘুরে তাকালো। "আপনার একটা অ্যালিবাই দরকার।"

"অ্যালিবাই? কিন্তু আমার তো কোন অ্যালিবাই নেই।"

"এজন্যেই তো একটা অ্যালিবাই তৈরি করতে হবে আমাদের," বলল সে। "আমার ওপর ভরসা রাখুন। একটু যুক্তি দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে এই বিপদ থেকে বেঁচে যাবো আমরা।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

"এই যদি হয় তোমার মগজ খাটানোর নমুনা তবে সেটা নিয়ে গবেষণা করার দরকার আছে," চিকন ফ্রেমের চশমাটা একপাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে বলল মানাবু ইউকাওয়া। একবার হাই তুলল অলস ভঙ্গিতে। তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে চশমাটা আর দরকার পড়বে না।

কথাটা আংশিক সত্যও বটে, কারণ কুসানাগি প্রায় বিশ মিনিট ধরে অসহায়ের মত দাবার বোর্ডের দিকে তাকিয়েই আছে। রাজাকে নিয়ে কোথায় পালাবে সেটা বুঝে উঠতে পারছে না। যেদিকেই যাক না কেন হারতেই হবে তাকে।

"আসলে দাবা খেলতে আমার অতটা ভালো লাগে না, সেটা তো তুমি জানোই," কুসানাগি আস্তে করে বলল।

"হুহ, আবার শুরু করো না ওসব কথা," ইউকাওয়া বলল ব্যঙ্গাত্মক সুরে।

"একটা জিনিস বোঝাও আমাকে। প্রতিপক্ষের যে সৈন্যগুলোকে মারলাম সেগুলোকে যদি আবার ব্যবহারই না করতে পারলাম তাহলে লাভ কি?"

"এখন আবার খেলার নিয়ম কানুনকে দোষারোপ করা শুরু করো না। সৈন্যগুলোকে তো মেরেই ফেলেছো তুমি। তা, মরা সৈন্য কি কাজে লাগবে, শুনি?"

"কিন্তু শোগি খেলায় তো এমনটা করা যায়।"

"সেটা শোগি যে লোকটা আবিষ্কার করেছে তার ব্যাপার। শোগিতে সৈন্যদের মেরে ফেলা হয় না, তাদেরকে বন্দি করা হয় মাত্র। এজন্যেই আবার ব্যবহার করতে পারো।"

"দাবা খেলাতেও এমন নিয়ম চালু করা উচিত।"

"এসব খোড়া অজুহাত দেখানো বন্ধ করে যুক্তি দিয়ে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করো। একবারই গুটি চালানোর সুযোগ পাবে তুমি। আর তোমার এমন গুটি কমই আছে এমুহূর্তে যেগুলো নড়াতে পারবে। যা-ই করো না কেন, পরের দানেই কিস্তিমাত হয়ে যাবে।"

"হার মানছি আমি," কুসানাগি বলল। "দাবা খুব বোরিং খেলা।"

BanglaBook.org

"তোমার জন্যে হতে পারে, আমার জন্যে নয়," ইউকাওয়া দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল। "বিয়াল্লিশ মিনিট ধরে খেলছি আমরা। আর এর মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই তুমি চিন্তা করেছো বসে বসে। তোমার মত একজন লোক নষ্ট করার মত এত সময় পায় কিভাবে? তোমার ঐ রাগি বস্ কিছু বলে না?"

"না, ঐ খুনটার পরে তেমন কিছু হাতে আসেনি এখনও," কুসানাগি তার কফির মগের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল। ইউকাওয়া তাকে যে ইন্সট্যান্ট কফি বানিয়ে দিয়েছিল সেটা পুরোপুরি ঠান্ডা সরবত হয়ে গেছে এতক্ষণে।

ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ১৩ নম্বর ল্যাবে এ মুহূর্তে ইউকাওয়া আর কুসানাগি ছাড়া আর কেউ নেই। ছাত্রছাত্রিরা সবাই অন্য ক্লাসে ব্যস্ত এখন। এজন্যেই কুসানাগি এসময়টাতে এসেছে এখানে।

কুসানাগির ফোনটা বেজে উঠলো। ইউকাওয়া তার সাদা ল্যাব কোটটা পরতে পরতে বলল, "তোমার কথা ঠিকই মনে আছে ওদের।"

ফোনের ডিসপ্লেতে নজর বুলিয়েই ভুরু কুঁচকে ফেলল সে। ইউকাওয়া ঠিকই বলেছে। ডিপার্টমেন্ট থেকে এক জুনিয়র ডিটেক্টিভ ফোন দিয়েছে।

X

ক্রাইম-সিনটা টোকিওর পুরনো এডোগাওয়া নদীর পাশেই, পানি শোধনাগার থেকে খুব একটা দূরে নয়। নদীর ওপাশেই চিবা ওয়ার্ড। লাশটা ওদিকে ফেললে কি হত? কুসানাগি কোটের কলারটা উঠিয়ে দিলো ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্যে।

লাশটা পাওয়া গেছে নদীর পাশের ঢালু জায়গাটাতে। একটা নীল রঙের প্লাস্টিকের শিটে মোড়ানো। সাধারণত ফ্যাক্টরিতে ব্যবহার করা হয় এমন শিট।

একজন বুড়োমত লোক আবিষ্কার করেছে ওটা। সকালে জগিং করতে বেরিয়ে নদীর পাশে নীল শিটে মোড়ানো লাশটা দেখতে পান তিনি। আসলে পর্দা থেকে বের হয়ে থাকা পা'দুটো চোখে পড়ে তার।

"যে লাশটা আবিষ্কার করেছে তার বয়স কত হবে? পঁচাত্তর? এই শীতের দিনেও জগিং করতে বের হয়েছিলেন তিনি! লাশটা দেখার পরে বেচারার কি অবস্থা হয়েছিল কে জানে।"

জুনিয়র ডিটেক্টিভ কিশিতানি সবার আগে ক্রাইম-সিনে এসেছে। সে-ই সবকিছু খুলে বলেছে কুসানাগিকে। এখনও ভুরু কুঁচকে আছে সে। লম্বা কোটটা বাতাসে উড়ছে।

BanglaBook.org

"কিশি, লাশটা দেখেছো তুমি?"

"হ্যা," মুখ বাঁকিয়ে উত্তর দিলো কিশিতানি। "চিফ আমাকে ভালোমত দেখতে বলেছিলেন লাশটা।"

"কারণ তিনি নিজে দেখতে চান না ওটা।"

"আপনি দেখবেন নাকি একবার?"

"না, তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট আমার জন্যে।"

কিশিতানির ভাষ্যমতে লাশটার অবস্থা খুবই সঙ্গিন ছিলো। জামাকাপড় সব খুলে নেয়া হয়েছে, এমনকি মোজাও। চেহারাটা ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করে বিকৃত করে দেয়া হয়েছে। চেনার উপায় নেই একদমই। জুনিয়র ডিটেক্টিভের মতে ওটাকে দেখতে ফাঁটা তরমুজের মত দেখাচ্ছে। আর লাশটার আঙুলগুলো পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আঙুলের ছাপ পাবারও কোন আশা নেই।

লাশটা একজন পুরুষ মানুষের। গলার চারপাশে ক্ষত দেখে মনে হয়েছে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে। এছাড়া আর কোন আঘাতের চিহ্ন নেই সারা শরীরে।

"আশা করি ফরেনসিক টিম আরো কিছু খুঁজে পাবে," কুসানাগি পায়চারি করতে করতে বলল। লোকজন তার দিকে তাকিয়ে আছে, না চাইলেও সূত্র খোঁজার ভান করতে হবে তাকে এখন। সত্যি কথা বলতে, প্রমাণ জোগাড়ের ব্যাপারটা সে পুরোপুরিভাবে ক্রাইম-সিন বিশেষজ্ঞদের ওপর ছেড়ে দেয়। তার চোখে তেমন কিছু ধরাও পড়ে না।

"কাছাকাছি একটা সাইকেল পাওয়া গেছে। এরইমধ্যে অবশ্য এডোগাওয়া থানার একজন এসে সেটা নিয়ে গেছে।"

"সাইকেল? নিশ্চয়ই কেউ ফেলে দিয়েছিল ওটা।"

"আসলে, সাইকেলটা নতুনই বলতে গেলে। কেউ ফেলে দিয়েছে বলে মনে হয় না। সাইকেলটার দুটো চাকাই ফাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে তারকাটা দিয়ে।"

"ওহ্, ভিক্টিমের হবে তাহলে?"

"বলা মুশকিল। একটা রেজিস্ট্রেশন নম্বর অবশ্য ছিল ওটার গায়ে। মালিককে খুঁজে পাওয়া সম্ভব বোধহয়।"

"আশা করি ওটা ভিক্টিমেরই হবে," কুসানাগি বলল। "সেটা না-হলে এক্ষেত্রে লাশের পরিচয় খুঁজে পাওয়া মহা ঝামেলার কাজ হবে।"

"কেন?"

BanglaBook.org

"এই ধরণের কেস তোমার জন্যে নতুন, তাই না কিশি?"

কিশিতানি মাথা নাড়লো।

"একটু চিন্তা করো ব্যাপারটা নিয়ে। লোকটার চেহারা আর আঙুলের ছাপ দুটোই নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তার মানে খুনি চায় না আমরা ভিক্টিমের পরিচয় খুঁজে পাই। অর্থাৎ ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াচ্ছে, ভিক্টিমের খোঁজ পেলেই আমরা খুব সহজে খুনির খোঁজও পেয়ে যাবো। প্রশ্ন হচ্ছে, লাশের পরিচয় বের করতে আমাদের কত সময় লাগবে। সেটাই এই কেসে ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবে।"

ঠিক এই সময়ে কিশিতানির ফোনটা বেজে উঠলে সেটা ধরে কিছুক্ষণ কথা বলল সে, এরপর কুসানাগির দিকে ঘুরে বলল, "এডোগাওয়া স্টেশনে আমাদের ডাক পড়েছে।"

"যাক, কিছু একটা বের করতে পেরেছে বোধহয়," এই বলে কিশিতানির কাঁধে আলতো করে একটা চাপড় দিলো কুসানাগি।

X

এডোগাওয়া পুলিশ স্টেশনে তারা পৌছে দেখলো, মামিয়া হিটারের পাশে দাঁড়িয়ে হাত গরম করছে। মামিয়া হচ্ছে তাদের অপরাধ তদন্ত বিভাগের প্রধান। কয়েকজন লোক ব্যস্ত ভঙ্গিতে তার পাশে ছোটাছুটি করছে, স্থানিয় হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের লোকজন বোধহয়।

"আজকে কি নিজের গাড়িতে করেই এসেছো নাকি?" কুসানাগিকে ভেতরে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো মামিয়া।

"হ্যা। ট্রেন স্টেশন এখান থেকে অনেক দূরে।"

"শহরের এপাশটা চেনো তাহলে?"

"ঠিক চিনি বলবো না, তবে এর আগে বেশ কয়েকবার এসেছি এখানে।"

"তাহলে তো কোন গাইডও দরকার হবে না তোমার। ভালো। কিশিতানিকে নিয়ে এখানে যাও," একটা কাগজ তার দিকে বাড়িয়ে বলল মামিয়া।

সেটাতে একটা ঠিকানা লেখা আছে। শিনোজাকি, এডোগাওয়া ওয়ার্ডের ঠিকানা। ঠিকানার নিচে একটা নাম লেখা : ইয়োকো ইয়ামাবে।

"কে এটা?"

"ওকে সাইকেলের ব্যাপারটা খুলে বলেছো?" কিশিতানিকে জিজ্ঞেস করলো মামিয়া।

BanglaBook.org

"জি, স্যার।"

"মানে, লাশের কাছাকাছি যে সাইকেলটা পাওয়া গেছে সেটার কথা বলছেন?" চিফের ভচকানো চেহারাটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো কুসানাগি।

"হ্যা, ওটাই। ওটা চুরি যাওয়ার পরে থানায় অভিযোগ করা হয়েছিল। রেজিস্ট্রেশন নম্বর মিলে গেছে। মিস ইয়ামাবে নামের এক মহিলার সাইকেল। আমি ফোন করে নিশ্চিত হয়েছি তিনি বাসাতেই আছেন। গিয়ে দেখো সাইকেলটার ব্যাপারে কি বলেন।"

"সাইকেলটা থেকে কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে?"

"ওটার ব্যাপারে তোমার এখন না ভাবলেও চলবে। কিশিতানিকে নিয়ে রওনা হয়ে যাও তুমি," মামিয়া বিরক্ত স্বরে বলল।

"যাক, সাইকেলটা তাহলে চুরি করা হয়েছিল। আমার অনুমানের সাথে মিলে গেছে," গাড়ির দিকে আগাতে আগাতে বলল কুসানাগি। একটা কালো রঙের স্কাইলাইন গাড়ি চালায় সে। গত আট বছর ধরে এটাই তার সঙ্গি।

"আপনার কি মনে হয়, খুনি সাইকেলটা সেখানে ফেলে রেখে গেছে?"

"হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় না মালিককে জিজ্ঞেস করে কোনও লাভ হবে। সে তো আর জানে না কে তার সাইকেল চুরি করেছিল। অবশ্য চুরিটা কোথা থেকে হয়েছিল সেটা জানা গেলে খুনির অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা তথ্য হাতে আসতে পারে।"

ম্যাপের সাথে ঠিকানাটা মিলিয়ে বাসা খুঁজে বের করলো ওরা। একটা আধুনিক বাড়ির সামনে গাড়ি থামালো কুসানাগি। দরজার নেমপ্লেটে 'ইয়ামাবে' নামটা দেখা যাচ্ছে।

ইয়োকো ইয়ামাবে একজন গৃহবধূ, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই মেকআপ করেছে।

"কোন সন্দেহ নেই, এটাই আমার সাইকেল," ফরেনসিকের তোলা সাইকেলের ছবিটা দেখে বলল মহিলা।

"আশা করি স্টেশনে এসে সেটা শনাক্ত করতে আমাদের সাহায্য করবেন আপনি।"

"আমি তো সেটা ফিরে পাবো, তাই না?"

"অবশ্যই। কিন্তু আমাদের সহকর্মিরা আরো কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে ওটার ওপর। সেজন্যে আপনাকে কিছুটা অপেক্ষা করতে হতে পারে।"

BanglaBook.org

"কিন্তু ওটা তো আমার এখনই দরকার। বাজার করা খুব সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাইকেলটা ছাড়া," হতাশায় ভুরু কুঁচকে বললো সে। তার গলার সুর শুনে মনে হচ্ছে যেন পুলিশই চুরি করেছে তার সাইকেলটা।

কিছু না বলে আস্তে করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো কুসানাগি। এরকম মহিলাদের চেনা আছে তার। স্টেশনে কি ঘটতে যাচ্ছে পরিস্কার বুঝতে পারছে সে এখনই। ফুটো হয়ে যাওয়া চাকার জন্যে নিশ্চিত ক্ষতিপূরণ চাইবে সে। একবার ভাবলো, মহিলাকে বলে দেবে তার সাইকেলটা একটা খুনের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে নিশ্চয়ই সেটাতে চড়ার শখ চিরতরে মিটে যাবে তার। কিন্তু বাতিল করে দিলো চিন্তাটা।

মহিলার মতে, সাইকেলটা একদিন আগে চুরি করা হয়েছিল। মার্চের দশ তারিখে। সকাল এগারোটা থেকে রাত দশটার মাঝামাঝি কোন এক সময়ে। এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে গিনজায় গিয়েছিলো সে। এরপর শপিং শেষে রাতের খাবার খায় একটা রেস্তোরাঁয়। শিনোজাকি স্টেশনে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। ওখান থেকে বাসে করে বাসায় ফেরে।

"সাইকেলটা কি পার্কিংলটেই রেখে যান আপনি?"

"না, সাইডওয়াকের পাশে।"

"তালা দেয়া ছিল?"

"অবশ্যই। একটা চেইন দিয়ে বেঁধে রেখেছিলাম সেটা।"

চেইনের কথা স্টেশনের কেউ উল্লেখ করেনি।

মিস ইয়ামাবাকে নিয়ে শিনোজাকি স্টেশনে গেলো সে। যেখান থেকে সাইকেলটা চুরি হয়েছে সেখানটা ভালোমত পরীক্ষা করে দেখলো।

"ঠিক এখানটাতেই রেখেছিলাম," সাইডওয়াকের পাশে একটা জায়গা দেখিয়ে বলল মহিলা। ওটার উল্টোদিকে একটা ছোট বাজার। অনেকগুলো সাইকেল এখনও বাঁধা আছে সেখানে।

আশেপাশে নজর বোলাল কুসানাগি। একটা ব্যাঙ্ক আর বইয়ের দোকান চোখে পড়লো। সকাল আর বিকেলের দিকে বেশ ভিড় থাকার কথা। সে সময় এখান থেকে সাইকেল চুরি করাটা কঠিনই হবে। চোর নিশ্চয়ই আরো পরে কাজটা করেছিল। সবকিছু নিরিবিলি হয়ে যাবার পর।

এরপর তারা মিস ইয়ামাবাকে এডোগাওয়া পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসলো সাইকেলটা সনাক্ত করার জন্যে।

"আমার মনে হয় আমার ভাগ্যটাই খারাপ, বুঝলেন," পেছনের সিট

BanglaBook.org

থেকে বলল সে। "কিছুদিন আগেই সাইকেলটা কিনেছিলাম আমি। যখন বুঝলাম চুরি হয়েছে তখন এত রাগ লাগছিল যে সবার আগে পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিলাম অভিযোগ করতে।"

"রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা আপনার মুখস্ত ছিল, বাহ্!"

"কিছুদিন আগেই কিনেছিলাম, বললাম না। আমার বাসায় এখনও কেনার রশিদটা আছে। আমার মেয়েকে ফোন দিতেই সে রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা বলে দিয়েছিল।"

"ওহ্।"

"আচ্ছা, এটা কেমন ধরণের কেস? যে লোকটা আমাকে বাসায় ফোন করেছিলো পুলিশ স্টেশন থেকে সে কিছু খুলে বলেনি। আমার খুব কৌতুহল হচ্ছে ব্যাপারটা নিয়ে।"

"আসলে আমরা নিজেরাও এখনও জানি না কেসটা কোনদিকে এগোচ্ছে, ম্যাম।"

"তাই নাকি?" নাক দিয়ে একটা আওয়াজ করে বলল মহিলা। "আপনাদের পেট থেকে যে কথা বের করা এত কঠিন তা তো জানতাম না।"

প্যাসেঞ্জার সিটে কিশিতানি খুব কষ্ট করে হাসি চেপে রেখেছে। কুসানাগি এই ভেবে স্বস্তিবোধ করছে যে, খুনের ব্যাপারটা জানাজানি হবার আগেই তারা মহিলার বাসায় গেছে। না-হলে আরো অদ্ভুত সব প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হত।

মিস ইয়ামাবে এডোগাওয়া স্টেশনে এসে একবার দেখেই সাইকেলটা সনাক্ত করে ফেললো। এরপর কুসানাগির তাকিয়ে প্রশ্ন করলো সে, "আমার সাইকেলের ক্ষতিপূরণ কে দেবে?"

X

ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট সাইকেলের হ্যান্ডেলে, সিটে আর ফ্রেমে কয়েকটা হাতের ছাপ খুঁজে পেয়েছে। অন্য কিছু প্রমাণও পাওয়া গেছে। ভিক্টিমের জামাকাপড় উদ্ধার করা হয়েছে খুনের জায়াগা থেকে একটু দূরে। একটা পাঁচ গ্যালন তেলের ক্যানের ভেতর ছিল ওগুলো আংশিক জ্বালানো অবস্থায়। একটা জ্যাকেট, প্যান্ট, মোজা আর সোয়েটার। তাদের ধারণা খুনি সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল কিন্তু পুরোপুরি পুড়ে যাওয়ার আগেই কোন কারণে আগুন নিভে যায়।

BanglaBook.org

কাপড়গুলোকে দেখে বিশেষ কিছু বলে মনে হয়নি। খুবই সাধারণ ডিজাইনের, পুরো দেশজুড়ে হাজারো মানুষের পরনে থাকে ওরকম জামাকাপড়। পুলিশের স্কেচ আর্টিস্ট কাপড়গুলো আর ভিক্টিমের দেহের আকার দেখে মারা যাবার আগে তার সম্ভাব্য চেহারা আঁকার চেষ্টা করেছে। কয়েকজনের হাতে সেই ছবি ধরিয়ে দিয়ে শিনোজাকি স্টেশনের আশেপাশে খোঁজ করতে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু উপযুক্ত তথ্যের অভাবে কিছুই খুঁজে পায়নি তারা।

রাতের খবরেও সেই ছবিটা প্রচার করা হয়। কয়েক ডজন ফোন আসে, কিন্তু তার মধ্যে কোনটিই এডোগাওয়া স্টেশনের জন্যে প্রয়োজনিয় কোন তথ্য সরবরাহ করতে পারেনি।

নিখোঁজ মানুষের তালিকার সাথে মিলিয়েও পুলিশ কিছু খুঁজে বের করতে পারেনি। অবশেষে যখন আশেপাশের হোটেল আর বোর্ডিং হাউজগুলোতে খোঁজ নেয়া হলো তখন একটু আশার প্রদীপের দেখা মিলল।

কামেডোর 'ওগিয়া বোর্ডিং হাউজ' থেকে একজন বাসিন্দা নিখোঁজ হয়েছে এগারো মার্চে, লাশটা খুঁজে পাওয়ার দিন। যখন লোকটা আর ফিরে আসেনি তখন এক কর্মচারি তার ঘরে গিয়ে দেখে সেটা খালি। কেবল অল্পকিছু ব্যক্তিগত জিনিস পড়ে আছে এখানে সেখানে। ম্যানেজারও পুলিশকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি, কারণ ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করে দেয়া হয়েছিল।

ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট সাথে সাথে সেখানে পৌছে যায়। প্রতিটা ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখা হয়। ছাপ, চুলের নমুনা সংগ্রহ করে। অবশেষে ফল পায় তারা। ঘরটাতে পাওয়া একটা চুলের সাথে ভিক্টিমের চুলের নমুনা পুরোপুরি মিলে যায়। আর দেয়ালে যে আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় সেটাও সাইকেলের আঙুলের ছাপের সাথে মিলে যায়।

নিখোঁজ লোকটা রেজিস্ট্রারে তার নাম সই করেছিলো শিনিজি টোগাশি নামে, ঠিকানা লিখেছিল : পশ্চিম শিনজুকু, শিনজুকু ওয়ার্ড।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

সাবওয়ে স্টেশন থেকে নেমে ডানদিকে মোড় নিয়ে শিনোহাশি ব্রিজ ধরে এগোল ওরা। একটা আবাসিক এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছে এখন। যদিও আশেপাশে কিছু ছোটখাটো দোকানপাট চোখে পড়ছে। কিন্তু সেগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে যেন অনন্ত কাল ধরেই এখানে আছে। আসলে শহরের পুরনো অংশগুলোর চেহারা এমনই হয়।

সাড়ে আটটার মত বাজছে এখন। এক মহিলাকে দেখা গেলো তিনটা কুকুর নিয়ে হাটতে বের হয়েছে। নিশ্চয়ই আশেপাশে কোন পার্ক আছে– কুসানাগি ধারণা করলো।

"স্টেশন থেকে কাছে, দোকানপাটও কম না। থাকার জন্যে খারাপ না কিন্তু জায়গাটা," কিশিতানি মন্তব্য করলো।

"কি বোঝাতে চাইছো?"

"সেরকম কিছু না। ডিভোর্স হয়ে যাওয়া একজন মহিলার পক্ষে তার মেয়েকে নিরিবিলিতে বড় করে তোলার জন্যে জায়াগাটা আদর্শ।"

কুসানাগি কিছু না বলে মাথা নাড়লো শুধু। জুনিয়র ডিটেক্টিভের এই কথাগুলো বলার কারণ তারা একজন মহিলার সাথে দেখা করতে এসেছে এখন। এক মেয়ে আছে তার। কুসানাগি জানে, কিশিতানি নিজেও তার বাবাকে ছাড়াই বড় হয়েছে।

একটা কাগজের টুকরোর লেখার সাথে ঠিকানা মিলিয়ে মিলিয়ে সামনের দিকে হাটতে লাগলো তারা। খুব তাড়াতাড়িই গন্তব্যস্থানে পৌছে যাবে বলে মনে হচ্ছে। কাগজের টুকরোতে একটা নামও লেখা আছে–ইয়াসুকো হানাওকা।

মারা যাবার আগে শিনজি টোগাশি একটা বোর্ডিং হাউজে অবস্থান করছিল। কিন্তু ওটা তার স্থায়ি ঠিকানা নয়। ভিক্টিমের নামটা খুঁজে পাওয়ার পর অন্যসব তথ্য জোগাড় করতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ভাড়া না দেবার কারণে আগের বাসা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয় তাকে। সেখান থেকে টোগাশির আগের কর্মস্থলের ঠিকানাও জোগাড় করে পুলিশ। দেখা যায়, একটা বিদেশি গাড়ি আমদানিকারক কোম্পানির সেল্‌সম্যান ছিল সে। কিন্তু ফান্ডের টাকা নিয়ে গোলমাল করার অপরাধে চাকরি চলে যায়। কোম্পানিটা এখনও ব্যবসা

BanglaBook.org

করছে। নতুন কর্মচারিরা অবশ্য তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু বলতে পারেনি। তবে আরো কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর মালিকপক্ষের একজন জানায় চাকরি চলে যাওয়ার কিছুদিন পরে ডিভোর্স হয়ে যায় টোগাশির। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে প্রাক্তন স্ত্রী'র বাসায় গিয়ে হাজির হত সে টাকার জন্যে। সেখান থেকেই ইয়াসুকো হানাওকার নাম বের হয়ে আসে। তার ঠিকানাও খুঁজে বের করে পুলিশ। সেখানেই যাচ্ছে এখন তারা।

"আসলে এখানে না আসলেই ভালো হত," কিশিতানি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল।

"কেন? আমার সাথে কাজ করতে ভালো লাগছে না?"

"না, সেটা না। এভাবে একজন ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত করতে যাওয়ার ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না আমার কাছে। সাথে কমবয়সি একটা মেয়েও আছে তার।"

"যদি খুনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে তো বেশিক্ষণ বিরক্ত করবো না আমরা ।"

"কেসটা নিয়ে এতক্ষণে যা বুঝলাম তাতে তো মনে হচ্ছে না টোগাশি লোকটা খুব ভালো কেউ ছিলো। স্বামী আর বাবা হিসেবেও অতটা সুবিধার ছিলো না। কে চাইবে এই পুরনো কাসুন্দি আবার ঘাটতে?"

"তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তো আমরা একটা ভালো খবর দিতেই যাচ্ছি। শয়তানটা মারা গেছে। মুখটা ওরকম পেঁচার মত করে রেখো না, ঠিক আছে? তোমাকে দেখে তো আমার নিজেরই হতাশ লাগছে। এই তো পৌছে গেছি আমরা," একটা পুরনো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের সামনে দাঁড়িয়ে বলল কুসানাগি।

বিল্ডিঙটা ধূসর রঙের। দীর্ঘদিন রঙ না করায় মলিন হয়ে গেছে সেটা। জায়গায় জায়গায় মেরামতের চিহ্ন। দোতলা বিল্ডিঙটার প্রতি তলায় চারটা করে ইউনিট। বেশিরভাগ বাসারই আলো নেভানো এখন।

"২০৪, তার মানে দোতলায় যেতে হবে আমাদের," এই বলে কংক্রিটের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলো কুসানাগি। কিশিতানি আসতে লাগলো তার পেছন পেছন।

অ্যাপার্টমেন্টটা সিঁড়ির একদম শেষ মাথায়। সেটার জানালা দিয়ে আলো জ্বলতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কুসানাগি। আগে থেকে জানিয়ে আসেনি তারা। মিস হানাওকা যদি বাইরে থাকতেন তাহলে ফিরে যেতে হত তাদেরকে।

BanglaBook.org

কলিংবেলে চাপ দিলো সে। সাথে সাথে ভেতরে কারো নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া গেলো। কিছুক্ষণ পরে দরজাটা খুলে গেলো ঠিকই, তবে ভেতর থেকে একটা চেইন দিয়ে আটকানো থাকায় চার ইঞ্চির মত ফাঁকা হলো শুধু। নিরাপত্তার জন্যে বোধহয়–ভাবলো কুসানাগি।

একজন মহিলার চেহারা দেখা যাচ্ছে ওপাশে। চোখে সন্দেহ নিয়ে গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মহিলার মুখটা ছোটখাটো, কিন্তু চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হবে, কিন্তু হাতগুলো অন্য কথা বলছে।

"এভাবে হঠাৎ করে আসার জন্যে দুঃখিত, ম্যাম। আপনিই কি মিস হানাওকা?" কুসানাগি যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো।

"জি, আমিই," অস্বস্তির সাথে জবাব দিলেন মহিলা।

"আমরা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছি। একটা খারাপ খবর আছে," কুসানাগি তার ব্যাজ বের করে দেখালো। একই কাজ করলো কিশিতানিও।

"পুলিশ?" ইয়াসুকোর চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেলো।

"আমরা কি ভেতরে আসতে পারি?"

"অবশ্যই, আসুন," ইয়াসুকো চেইনটা খুলে দরজা ফাঁক করে দিলো। "আমি কি জানতে পারি আপনারা কেন এসেছেন?"

কুসানাগি অ্যাপার্টমেন্টটার ভেতরে প্রবেশ করলো কিশিতানিকে নিয়ে।

"ম্যাম, আপনি কি শিনজি টোগাশি নামে কাউকে চেনেন?"

কুসানাগি খেয়াল করলো নামটা শোনার সাথে সাথে ইয়াসুকোর চেহারা শক্ত হয়ে গেছে।

"হ্যা, ও আমার প্রাক্তন স্বামী...কেন, কিছু করেছে নাকি ও?"

এখনও আসল ঘটনা জানে না মহিলা। রাতের খবর দেখে না বোধহয়। অবশ্য তেমন একট গুরুত্ব দিয়ে খবরটা প্রচারও করা হয়নি।

"আসলে," বলতে শুরু করলো কুসানাগি। এই সময় তার দৃষ্টি গেলো পেছনের দরজাটার দিকে। বন্ধ ওটা। "বাসায় কি আর কেউ আছে এখন?"

"হ্যা, আমার মেয়ে।"

"ঠিক আছে," দরজার পাশে একজোড়া স্নিকারস চোখে পড়লো কুসানাগির। "দুঃখের সাথে আপনাকে জানাতে হচ্ছে, মি. টোগাশি মারা গেছেন।"

ইয়াসুকোর চেহারা দেখে মনে হলো সে বিশ্বাসই করতে পারছে না কথাটা, চোখজোড়া বড় বড় হয়ে গেছে তার। "সে...সে মারা গেছে...কখন? কিভাবে? কোন দুর্ঘটনা ঘটেছিল নাকি?"

BanglaBook.org

"ওনার লাশটা এডোগাওয়া নদীর পাশ থেকে উদ্ধার করা হয়। আমাদের সন্দেহ তাকে খুন করা হয়েছে," কুসানাগি বলল। তার কাছে মনে হচ্ছে এভাবে সোজাসুজি বলে দেয়াতেই ভালো হলো। তাহলে পরে জিজ্ঞাসাবাদের সময় কিছুটা হলেও সাহায্য করতে পারবে মহিলা।

"ওকে খুন করতে যাবে কে?" অবাক সুরে প্রশ্নটা করলো ইয়াসুকো।

"সেটাই তদন্ত করছি আমরা এখন। মি. টোগাশির পরিবারের কাউকে তো খুঁজে পাইনি, তাই ভাবলাম আপনারা হয়তো কিছু তথ্য দিতে পারবেন। এই অসময়ে আসার জন্যে দুঃখিত," কুসানাগি বাউ করে বলল।

"না, অসুবিধা নেই। কিন্তু আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না," ইয়াসুকো চোখ নিচু করে বলল।

কুসানাগির চোখ আবার পেছনের দরজাটার দিকে চলে গেলো। মিস হানাওকার মেয়েটা কি এখন ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনছে? সৎবাবার মৃত্যুর সংবাদটা সে কিভাবে নেবে?

"আমরা কিছুটা খোঁজ খবর নিয়েছি। আপনার সাথে তো মি. টোগাশির পাঁচবছর আগে ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল, তাই না? এরপরে কি তার সাথে দেখা হয়েছিল আপনার?"

ইয়াসুকো মাথা নেড়ে না করে দিলো, "খুব কমই দেখা হয়েছে আমাদের।"

তার মানে হয়েছে, মনে মনে বলল কুসানাগি। "কখন দেখা হয়েছে?"

"শেষবার আমাদের দেখা হয়েছিল প্রায় এক বছর আগে..."

"এরপরে তার সাথে আর কোন যোগাযোগ হয়নি আপনার?"

"না," দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে জানাল ইয়াসুকো।

"ঠিক আছে," বলে আশেপাশে নজর বোলাতে লাগলো সে। জাপানিজ স্টাইলের ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট। মেঝেতে টাটামি ম্যাট বিছানো। খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে মহিলা, সেটা আশেপাশে তাকালেই বোঝা যায়। দেয়ালে একটা ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট ঝুলছে। সেটা দেখে আগের স্মৃতি মনে পড়ে গেলো কুসানাগির। একসময় সে-ও খেলতো ব্যাডমিন্টন।

"আমাদের ধারণা মি. টোগাশি দশই মার্চ সন্ধ্যায় মারা গেছেন," কুসানাগি বলল। "তারিখটা শুনে আপনার কি কিছু মনে পড়ছে? অথবা নদীর পাশে ঐ জায়গাটার কোন বিশেষত্ব আছে আপনার কাছে? বুঝতেই পারছেন, তদন্তে সাহায্য হবে আমাদের এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে।"

BanglaBook.org

"আমি দুঃখিত, কিন্তু আমার ওরকম কিছুই মনে পড়ছে না। ইদানিং সে কি কাজ করতো এ ব্যাপারেও আমার কোন ধারণা নেই।"

"আচ্ছা।"

মহিলার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বিরক্তবোধ করছে। অবশ্য প্রাক্তন স্বামীর ব্যাপারে কথা বলতে কারই বা ভালো লাগে?

এখন তাহলে যাওয়া যায়, ভাবলো সে। *কিন্তু তার আগে আরেকটা প্রশ্ন করতে হবে।* "আচ্ছা," কুসানাগি যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে পরের প্রশ্নটা করলো, "দশ তারিখে কি আপনি বাসাতেই ছিলেন?"

ইয়াসুকোর চোখজোড়া সরু হয়ে গেলো। অস্বস্তিতে যে ভুগছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। "সেদিন আমি কি করছিলাম এর একদম সঠিক তথ্য দিতে হবে নাকি?"

"দয়া করে অন্যভাবে নেবেন না প্রশ্নটা। তবে যতটা নিখুঁত হবে উত্তর, আমাদের জন্যে ততটাই সুবিধার হবে।"

"কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন তাহলে," এই বলে ইয়াসুকো কুসানাগির পেছনে দেয়ালের দিকে তাকালো। সেখানে নিশ্চয়ই একটা ক্যালেন্ডার ঝোলানো আছে।

"সেদিন সকালে কাজে যাই আমি। এরপর আমার মেয়েকে নিয়ে বাইরে বের হই," ইয়াসুকো জবাব দিলো।

"কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা?"

"একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, কিনশিকোর রাকুটেঞ্চিতে।"

"বাসা থেকে কখন রওনা দিয়েছিলেন? ধারণা করে বললেও চলবে। আর সিনেমার নামটা যদি মনে থাকে..."

"ওহ্, আমরা সাড়ে ছটার দিকে বের হই..."

এরপরে সে বলল তারা কি সিনেমা দেখেছিল। কুসানাগি নাম শুনেছে সিনেমাটার। হলিউডের একটি বিখ্যাত সিরিজের তিন নম্বর সিনেমা।

"এর পরেই কি আপনারা বাসায় চলে আসেন?"

"না, এরপরে একটা নুডলস শপে খাওয়া দাওয়া করি আমরা। তারপর একটা কারাওকেতে যাই?"

"কারাওকে? মানে একটা কারাওকে বারে?"

"হ্যা, আমার মেয়ের খুব যাওয়ার ইচ্ছে ছিল।"

কুসানাগি মৃদু হেসে বলল, "প্রায়ই যান নাকি আপনারা?"

"মাসে একবার কি দু-বার।"

BanglaBook.org

"ওখানে কতক্ষণ ছিলেন আপনারা?"

"সাধারণত দেড়ঘন্টার মত থাকি, এর বেশি থাকলে বাসায় আসতে আসতে দেরি হয়ে যায়।"

"তার মানে একটা সিনেমা দেখে খাওয়াদাওয়া করতে যান আপনারা। এরপরে একটা কারাওকে বারে ঢুঁ মারেন...তাহলে বাসায় ফেরেন কখন?"

"রাত এগারোটার পরে হবে। একদম সঠিক সময়টা আমার মনে নেই।"

কুসানাগি মাথা নাড়লো। কেমন যেন খটকা লাগছে তার গল্পটা শুনে। কিন্তু এ মুহূর্তে ধরতে পারছে না সেটা। হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, এমনিই মনে হচ্ছে।

কারাওকে বারের নামটা জিজ্ঞেস করে বিদায় জানিয়ে বের হয়ে এলো তারা।

X

"আমার মনে হয় না মহিলার খুনের সাথে কোন কানেকশান আছে," অ্যাপার্টমেন্টটা থেকে নিচে নামতে নামতে মন্তব্য করলো কিশিতানি।

"বলা যায় না।"

"মা-মেয়ে একসাথে কারাওকেতে যায়। খুব ভালো লেগেছে আমার ব্যাপারটা শুনে। সচরাচর এই বয়সি মেয়েদের সাথে মায়েদের অতটা বনে না," কিশিতানির গলা শুনেই বোঝা গেলো, ইয়াসুকোকে সন্দেহের আওতায় রাখছে না সে।

সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় মধ্যবয়সি এক লোককে উঠতে দেখলো তারা। ২০৩ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টে চাবি ঘুরিয়ে সেটাতে ঢুকে পড়লো সে।

কুসানাগি আর কিশানাগির মধ্যে একবার চোখাচোখি হলো। এরপর দু-জনেই ঘুরে আবার উপরে উঠতে শুরু করলো।

২০৩ এর বাইরে নেমপ্লেটে 'ইশিগামি' নামটা লেখা। কলিংবেলে চাপ দিতে সদ্য দেখা লোকটা দরজা খুলে দিলো। পরনের কোটটা খুলে রেখেছে সে, একটা সোয়েটার দেখা যাচ্ছে সে জায়াগায়।

কোন প্রকার অভিব্যক্তি ছাড়াই কুসানাগি আর কিশিতানিকে দেখতে লাগলো লোকটা। কুসানাগি আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, দরজা নক করার পরে বেশিরভাগ মানুষই তাদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়। কিন্তু এই লোকটার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। একেবারে অনুভূতিশূন্যভাবে তাকিয়ে আছে।

BanglaBook.org

"আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। একটা ব্যাপারে একটু সাহায্য দরকার আমাদের," কুসানাগি তার পুলিশের ব্যাজটা দেখিয়ে বলল। মুখে বন্ধুসুলভ একটা হাসি ধরে রেখেছে।

তবুও লোকটার মুখের একটা পেশিরও নড়ন চড়ন হলো না। কুসানাগি সামনে এগোল, "কয়েক মিনিটের ব্যাপার। কিছু প্রশ্ন করবো আমরা," আবারো ব্যাজটা দেখালো সে, আগেরবার হয়তো দেখতে পায়নি ঠিকমত।

"কিছু ঘটেছে?" ব্যাজটার দিকে দৃষ্টিপাত না করেই বলল লোকটা। সে মনে হয় বুঝতে পেরেছে তারা গোয়েন্দা বিভাগের লোক।

কুসানাগি পকেট থেকে টোগাশির একটা ছবি বের করলো। বেশ আগের ছবি, টোগাশির সেল্‌সম্যান থাকাকালীন সময়কার।

"এরকম কাউকে দেখেছিলেন নাকি আশেপাশে? ছবিটা অবশ্য কয়েক বছর আগের।"

লোকটা মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখলো কিছুক্ষণ, এরপর কুসানাগির দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।"

"আচ্ছা, দেখেননি। কিন্তু এই ছবির চেহারার সাথে মিলে যায় এমন কাউকে খেয়াল করেছেন ইদানিং?"

"কোথায়?"

"এই আশেপাশেই।"

ছবিটার দিকে আবার ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো লোকটা। *কিচ্ছু পাওয়া যাবে না এর থেকে,* মনে মনে বলল কুসানাগি।

"দুঃখিত, এরকম কাউকে দেখিনি আমি," লোকটা বলল। "আর মানুষজনের চেহারা আমার অতটা মনেও থাকে না।"

"আচ্ছা, অসুবিধে নেই," কুসানাগি বলল। ফিরে এসে প্রশ্ন করার জন্যে পস্তাতে শুরু করেছে মনে মনে। কিন্তু এসেই যখন পড়েছে তখন বাকি প্রশ্নগুলোও করেই যাবে, "আপনি কি প্রতিদিন এ সময়েই বাসায় ফেরেন?"

"আসলে কাজের ওপর নির্ভর করে। টিমের সাথে থাকলে মাঝে মাঝে দেরি হয়।"

"টিম?"

"একটা জুডো ক্লাবের পরিদর্শক আমি," লোকটা উত্তর দিলো, এরপরে জুডো ক্লাবের নামটাও বলল সে।

"জি, আচ্ছা। ঠিক আছে তাহলে। এভাবে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। সারাদিন খাটুনির পর আপনার নিশ্চয়ই ক্লান্ত লাগছে এখন," কুসানাগি মাথা নিচু করে বলল।

BanglaBook.org

এই সময়ে দরজার বাইরে একগাদ্দি গণিতের বইয়ের উপর চোখ পড়লো তার। *সেরেছে, এ ব্যাটা দেখি গণিতের শিক্ষক।* ছোটবেলা থেকেই গণিতভীতি আছে কুসানাগির।

"না, মানে, আমি ভাবছিলাম..." গণিতের ভয়টা মন থেকে দূর করার চেষ্টা করে বলল সে, "নেমপ্লেটে 'ইশিগামি' লেখা..."

"আমিই ইশিগামি।"

"তো, মি. ইশিগামি, মার্চের দশ তারিখে কখন বাসায় ফিরেছিলেন আপনি?"

"মার্চের দশ তারিখে? ঐদিন কিছু ঘটেছে নাকি?"

"আপনার সাথে সেটার কোন সম্পর্ক নেই, স্যার। দশ তারিখে এই এলাকায় কি কি ঘটেছিল এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছিলাম আমরা।"

"ওহ্ আচ্ছা। মার্চের দশ তারিখ, তাই না?" ইশিগামি অন্যদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"জি।"

"আমি নিশ্চিত, ঐদিন কাজ শেষে সরাসরি বাসায়ই এসেছিলাম আমি। এই সাতটা নাগাদ।"

"পাশের বাসা থেকে কোন শোরগোল শুনেছিলেন ঐদিন?"

"পাশের বাসা থেকে?"

"হ্যা, মানে, মিস হানাওকার বাসা থেকে?" কুসানাগি নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

"ওনার কিছু হয়েছে নাকি?"

"না, কিছু হয়নি। আমরা এমনি তথ্য সংগ্রহ করছি। "

এতক্ষণে মি. ইশিগামির চেহারায় একটা কৌতুহলি ভাব ফুটে উঠলো। সে নিশ্চয়ই তার পাশের বাসার মহিলা আর তার মেয়ের কি হয়েছে সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যে। লোকটার অ্যাপার্টমেন্ট দেখে মনে হচ্ছে সে অবিবাহিত।

"ও," ঘাড় চুলকে বলল ইশিগামি। "আমার ওরকম কিছু মনে আসছে না।"

"ঠিক আছে। মিস হানাওকা কি আপনার বন্ধু হয়?"

"পাশের বাসায় থাকার সুবাদে মাঝেমধ্যে এক-আধটু দেখা হয়, এই যা।"

"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সহযোগিতা করার জন্যে। আবারো ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।"

BanglaBook.org

"না না, অসুবিধা নেই। আপনারা তো আপনাদের কাজ করছিলেন মাত্র," ইশিগামি দরজার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল।

কুসানাগি খেয়াল করে দেখলো লোকটা মেইল-বক্স থেকে কিছু চিঠি বের করছে। কিন্তু একটা চিঠির খামের ওপর লেখাটা দেখেই তার চোখ বড় বড় হয়ে গেলো–'ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটি' লেখা সেখানে।

"না, মানে," কুসানাগি একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে পরের প্রশ্নটা করলো, "আপনি কি ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট?"

"জি?" ইশিগামি বলল। এরপর তার চোখও চিঠিটার দিকে গেলো, "ওহ্ এইটা, অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন থেকে এসেছে মনে হয়। আপনারা যে বিষয়ে তদন্ত করছেন তার সাথে ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটির কোন সম্পর্ক আছে নাকি?"

"না, আমার এক বন্ধু সেখান থেকে পাশ করেছে, এজন্যে বললাম।"

"ওহ্, আচ্ছা।"

"দুঃখিত বিরক্ত করার জন্যে," একবার বাউ করে বেরিয়ে গেলো তারা।

অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙ থেকে বেরিয়ে আসার পর হঠাৎ করে কিশিতানি জিজ্ঞেস করলো, "স্যার, আপনি নিজেও তো ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছেন, সেটা এই লোকটাকে বললেন না কেন?"

"কোন কারণ নেই আসলে। আমি মানবিক অনুষদ থেকে পাশ করেছি আর ঐ লোকটা নিশ্চয় বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিল। ওদের সাথে আমাদের অতটা বনতো না।"

"বিজ্ঞানের প্রতি আপনার একটু রাগ আছে, তাই না? ঐ বিষয়গুলো ভয় পান বোধহয়," কিশিতানি মজা করার সুরে বলল।

"ও ব্যাপারে কথা না বাড়ালেই খুশি হবো আমি," কুসানাগি বলল। মানাবু ইউকাওয়ার ছবিটা ভেসে উঠলো তার মনে। 'ডিটেক্টিভ গ্যালেলিও' নামে চেনে সবাই তাকে।

BanglaBook.org

X

গোয়েন্দারা চলে যাবার দশ মিনিট পরে ইশিগামি তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে হলওয়েতে পা রাখলো। পাশের বাসার দিকে তাকিয়ে দেখলো দরজার নিচ দিয়ে আলো ভেসে আসছে। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করলো সে।

সবচেয়ে কাছের পাবলিক টেলিফোন বুথটা একটু দূরে তার বাসা থেকে। কিন্তু ওখানে তার ওপর কারো নজর রাখার সম্ভাবনা কম। নিজের

কোন মোবাইল ফোন নেই তার। আর বাসার ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন করার প্রশ্নই আসে না।

রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে পুলিশের সাথে তার আলাপের ঘটনাটা চিন্তা করতে লাগলো ইশিগামি। সে এমন কিছু করেনি যাতে করে পুলিশের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক ঘটে। কিন্তু সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না কোনভাবেই। পুলিশ যদি ইয়াসুকোকে সন্দেহ করে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে সে কিভাবে লাশটা লুকিয়েছিল। তার কোন সাহায্যকারি ছিল কিনা সেটাও খতিয়ে দেখবে। সেক্ষেত্রে ইশিগামিকে সন্দেহ করতেই পারে তারা।

পাশের অ্যাপার্টমেন্টে কোনভাবেই পা রাখা যাবে না। বাইরে থেকে লক্ষ্য করা যায় এমন সব প্রকার যোগাযোগই বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। এজন্যেই সে নিজের বাসা থেকে ফোন করেনি। গোয়েন্দারা যদি ইয়াসুকোর ফোন রেকর্ড খতিয়ে দেখে সেক্ষেত্রে তার নিজের নাম উঠে আসলে বিপদে পড়ে যাবে।

কিন্তু বেন্টেন-টেই এর ব্যাপারে কি করবে?

সে ব্যাপারে এখনও কিছু ঠিক করা হয়নি। কিছুদিন এড়িয়ে চলতে পারলে ভালো হত। কিন্তু তাতেও ঝুঁকি থেকে যায়। দোকানের মালিকেরা যদি বলে দেয় ইয়াসুকোর পাশের ফ্ল্যাটের গণিতের শিক্ষক প্রতিদিন লাঞ্চ কিনতে আসতো, কিন্তু হঠাৎ করেই আসা বন্ধ করে দিয়েছে–সেটাতে সন্দেহ জাগবে সবার মনে। তার উচিত প্রতিদিন সেখানে যাওয়া, আগের মতই।

বুথে পৌছে একটা কলিং কার্ড বের করে ঢোকাল সে ফোনের নিচের দিকে। এই কার্ডটা তাকে স্কুলের অন্য একজন শিক্ষক উপহার হিসেবে দিয়েছে।

ইয়াসুকোর মোবাইলে ফোন করলো সে। ল্যান্ডলাইনে আড়িপাতার ব্যবস্থা করা হতে পারে, সেজন্যে এই ব্যবস্থা। পুলিশ অবশ্য বলে তারা নাগরিকদের ফোনে আড়ি পাতে না, কিন্তু সেটা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না সে।

"হ্যালো?" ইয়াসুকোর কণ্ঠ ভেসে আসল ফোনে। সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে ইশিগামি ফোন দিয়েছে। কারণ এখন আর পাবলিক টেলিফোন থেকে অতটা ফোন করে না কেউ। আর সে আগে থেকেই বলে রেখেছিল এই নম্বর থেকে ফোন করবে।

"আমি, ইশিগামি। আমার বাসায় কিছুক্ষণ আগে পুলিশ এসেছিল। আপনাদের ওখানেও এসেছিল নিশ্চয়ই?"

BanglaBook.org

"হ্যা, বেশ কিছুক্ষণ আগে।"

"কি জানতে চেয়েছিল ওরা?"

উত্তরে ইয়াসুকো যা যা বলল তার প্রতিটা শব্দ মগজে গেঁথে গেলো ইশিগামির। শুনে মনে হচ্ছে ইয়াসুকোকে এখনও সন্দেহ করছে না তারা। অবশ্য তার অ্যালিবাই খতিয়ে দেখা হবে এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

কিন্তু তারা যদি জানতে পারে টোগাশি মার্চের দশ তারিখে ইয়াসুকোর বাসায় এসেছিল, তাহলে আর এতটা বন্ধুসুলভ আচরণ করবে না। তখন সর্বপ্রথম তারা খতিয়ে দেখবে টোগাশির সাথে ইয়াসুকোর দেখা না হওয়ার ব্যাপারটা। কিন্তু এ ব্যাপারেও সবকিছু ঠিক করে রেখেছে ইশিগামি।

"গোয়েন্দারা কি আপনার মেয়ের সাথে কথা বলেছে?"

"না, মিশাতো পেছনের ঘরে ছিল সে সময়ে।"

"আচ্ছা। কিন্তু যেকোন সময় তাকেও প্রশ্ন করতে পারে তারা। সেক্ষেত্রে কি করতে হবে মনে আছে তো?"

"জি, মনে আছে। আপনি একদম পরিস্কারভাবে সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ওকে। গড়বড় করবে বলে মনে হয় না।"

"আবারো বলছি, একদম স্বাভাবিক আচরণ করবেন। কোন প্রকার অভিনয় করতে যাবেন না। আর মিশাতোকে বলবেন যতটা যান্ত্রিকভাবে সম্ভব প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার।"

"জি, তাকে সেটা বলেছি আমি।"

"পুলিশকে কি আপনার সিনেমার টিকেটের ছেঁড়া অংশটুকু দেখিয়েছিলেন?"

"না, দেখাইনি। আপনি তো বলেই দিয়েছিলেন, তারা নিজে থেকে না দেখতে চাওয়ার আগপর্যন্ত ওগুলো না দেখাতে।"

"ঠিক আছে তাহলে। কোথায় এখন ওগুলো?"

"রান্নাঘরের ড্রয়ারে।"

"ওখান থেকে বের করে অন্যকোন জায়গায় রাখুন। কেউ এত যত্ন করে টিকেট রেখে দেয় না ড্রয়ারে। এতে ওরা সন্দেহ করতে পারে।"

"ঠিক আছে।"

"আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম আগেই..." ইশিগামি ঢোক গিলে বলল, ফোনটা শক্ত করে ধরে রেখেছে হাতের মুঠোয়। "বেন্টেন-টেই'র মালিকেরা কি আমার ব্যাপারে কিছু জানে? মানে, আমি যে সেখানে প্রতিদিন লাঞ্চ কিনতে যাই সে-ব্যাপারে।"

"কি...?" ইয়াসুকো বেশ অবাক হয়ে গেলো প্রশ্নটা শুনে।

BanglaBook.org

"আমি যে সেখানে প্রতিদিন খাবার কিনতে যাই এজন্যে তাদের মনে কোন প্রশ্ন জেগেছে কিনা সেটা জানতে চাচ্ছিলাম। দয়া করে সত্যি কথাটা বলবেন।"

"আসলে, তারা এ ব্যাপারে আলোচনা করছিল সেদিন। আপনি যে নিয়মিত আমাদের দোকানে আসেন সেটা নিয়ে তারা বেশ খুশি।"

"তারা কি জানে আমি আপানার প্রতিবেশি?"

"হ্যা...কেন? কোন সমস্যা হবে এতে?"

"না। আপনাকে সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমি যেভাবে বলেছি সবকিছু সেভাবেই করতে থাকুন, ঠিক আছে?"

"জি।"

"রাখি তাহলে," ইশিগামি ফোনটা নামিয়ে রাখার প্রস্তুতি নিলো।

"ওহ্, মি. ইশিগামি," ইয়াসুকোর নরম কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

"জি?"

"ধন্যবাদ আপনাকে। কোনদিনও আপনার ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে।"

"আরে...এভাবে বলবেন না দয়া করে," মৃদু হেসে ফোনটা রেখে দিলো সে।

ইয়াসুকো যখন 'ধন্যবাদ' বলছিল তখন বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছিল। বলে বোঝাতে পারবে না সে। ঘামছিলও একটু একটু। বুথের বাইরে মৃদু বাতাসে একটু স্বস্তি লাগছে এখন।

ইশিগামি খুশিমনে বাসার দিকে রওনা দিলো, কিন্তু এই সময় একটা কথা মনে পড়ে গেলো তার। বেন্টেন-টেই'র ব্যাপারে ভুল করেছে ফেলেছে সে। গোয়েন্দারা যখন তাকে ইয়াসুকোর কথা জিজ্ঞেস করেছিল তখন সে বলেছিল খুব একটা কথাবার্তা হয় তাদের মাঝে। লাঞ্চ শপটার কথা তখন বলে দেয়া উচিত ছিল।

X

"মিস হানাওকার অ্যালিবাই খতিয়ে দেখেছো?" মামিয়া জিজ্ঞেস করলো কুসানাগি আর কিশিতানিকে। তার ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দু-জন।

"কারাওকে বারের কথাটা মিলে গেছে," কুসানাগি রিপোর্ট করলো। "ওখানকার ম্যানেজার তাদের দু-জনকেই চেনে। আর সেদিনকার রেজিস্ট্রারে তাদের নাম ছিল। নয়টা চল্লিশের পর থেকে দেড় ঘন্টার মত সময় তারা ছিল সেখানে।"

BanglaBook.org

"এর আগে?"

"আমার মনে হয় তারা সাতটার শো দেখেছিল সিনেমা হলে। নয়টা দশে শেষ হয় সেটা। এরপরে যদি তারা নুডলস খেতে যায়, তাহলে বলতে হবে কোন খুঁত নেই তাদের কথায়।"

"আমি তো খুঁতের কথা জিজ্ঞেস করিনি, আমি বলেছি তোমরা নিজেরা খতিয়ে দেখেছো নাকি পুরো ব্যাপারটা।"

কুসানাগি তার হাতের নোটবুকটা বন্ধ করে দিলো। "কেবল কারাওকে বারে খোঁজ নেয়া হয়েছে।"

"এটাকে তুমি ঠিকভাবে কাজ করা বলো?" মামিয়া কড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলো।

"দেখুন চিফ, আপনি নিজেও জানেন নুডলস-শপ আর সিনেমা হলগুলোতে খোঁজখবর নেয়া কতটা ঝক্কির কাজ।"

কুসানাগির কথা শুনতে শুনতে ড্রয়ার থেকে একটা কার্ড বের করে সেটা তাদের দিকে ছুড়ে দিলো মামিয়া। সেটার গায়ে লেখা–'ক্লাব ম্যারিয়ান।' নিচে একটা ঠিকানা লেখা।

"এটা কি?"

"মিস ইয়াসুকো আগে যেখানে কাজ করতেন। টোগাশি পাঁচ তারিখে সেখানে গিয়েছিল।"

"মানে, খুন হওয়ার পাঁচ দিন আগে।"

"ওখানে গিয়ে ইয়াসুকোর ব্যাপারে খোঁজ-খবর করছিল সে। আশা করি বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাচ্ছি?" মামিয়া দরজার দিকে নির্দেশ করে বললেন। "আমি চাই তোমরা অ্যালিবাইটা ভালোমত খতিয়ে দেখবে। কোনকিছু না মিললে দরকার হলে আবার মিস ইয়াসুকোকে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

ল্যাবের টেবিলের ওপর একটা লোহার দন্ড রাখা আছে। সেটার নিচের দিকে একটা গোলাকার চাকতি। কিন্তু সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হচ্ছে সেটার উপরের দিকে একটা সুইচ লাগানো।

"এটা আবার কি?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করলো। নিচু হয়ে জিনিসটাকে দেখছে সে।

"আমি হলে ওটাতে হাত দিতাম না," কিশিতানি সতর্ক করে দিলো পাশ থেকে।

"আরে, মনে হয় না কোন বিপদ হবে। কারণ বিপজ্জনক জিনিসপত্র এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখার কথা না ওর," কুসানাগি সুইচটাতে চাপ দিতে দিতে বলল। সাথে সাথে চাকতি ওপরে উঠে ভাসতে লাগল দন্ডটার পাশে।

কুসানাগি হা হয়ে গেলো ব্যাপারটা দেখে। একদম শূন্যে ভাসছে চাকতিটা।

"ওটা নিচে নামানোর চেষ্টা করো দেখি," বাইরে থেকে কেউ বলে উঠলো।

কুসানাগি দেখলো ইউকাওয়া ঢুকছে ঘরে। হাতে একটা পেটমোটা ফাইল।

"ক্লাসে ছিলে নাকি?" কুসানাগি চাকতিটার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল। ওটাকে নিচে নামানোর জন্যে হাত বাড়াল সে। সাথে সাথে হাত ফিরিয়ে নিলো, "আউচ! এত গরম কেন?"

"বিপজ্জনক জিনিসপত্র আমি বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখি না, কথাটা কিন্তু ঠিক বললে না," মৃদু হেসে বলল ইউকাওয়া। "আর এই জিনিসটার পেছনের যে সূত্র কাজ করছে সেটা হাইস্কুলের কোন পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রও বলতে পারবে।"

"হাইস্কুলে আমার পদার্থবিজ্ঞান ছিল না," কুসানাগি হাতে ফুঁ দিতে দিতে বলল। কিশিতানি হেসে ফেলল সেটা শুনে।

"তোমার বন্ধুটা কে?" ইউকাওয়া জিজ্ঞেস করলো।

কিশিতানির মুখ থেকে হাসিটা উধাও হয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি বাউ করে বলল, "আমি কিশিতানি। ডিটেক্টিভ কুসানাগির সাথে কাজ করি আমি। আপনার ব্যাপারে অনেক কিছু শুনেছি, স্যার। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের

BanglaBook.org

অনেক কেসে সাহায্য করেছেন আপনি। সেখানে সবাই আপনাকে ডিটেক্টিভ গ্যালেলিও বলে ডাকে।"

ইউকাওয়া হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলো কথাটা, "ও নামে ডাকবে না আমাকে। শখ করে যে সাহায্য করি না সেটা তো জানোই বোধহয়। তোমার ডিটেক্টিভ কুসানাগির মিনমিন করা শুনতে ভালো লাগে না বলেই করি। তার যুক্তিগুলো যা হয় না একেকটা! বেশি সময় কাটিয়োনা ওর সাথে। তাহলে তোমার মগজটাও ওর মত..."

কিশিতানি অনেক কষ্ট করে হাসি চেপে রাখতে গিয়েও পারলো না। কুসানাগি রাগি রাগি দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে।

"একটু বেশিই হাসো তুমি," কুসানাগি গম্ভীর স্বরে বলল। "আর তুমি যে কেসগুলা সমাধান করে মজা পাও সেটা স্বীকার করছো না কেন?" এবার ইউকাওয়ার দিকে ঘুরে বলল কথাটা সে।

"মজা পাওয়ার কি আছে ও কাজে বলো দেখি? ঐ সময়গুলো গবেষণার পেছনে দিতে পারতাম আমি। এবার আশা করি কোন 'অমীমাংসিত' কেসের কাজে আসোনি?"

"না, শুধু তোমার সাথে দেখা করতেই এসেছি। এই এলাকায় কিছু কাজ ছিল আমাদের।"

"যাক, বাঁচা গেলো," ইউকাওয়া সিঙ্কের কাছে গিয়ে কেতলিতে পানি ভরে সেটা বার্নারে চাপিয়ে দিলো। এভাবেই কফি বানানোর সূচনা করে সে। "তোমার এডোগাওয়া নদীর তীরের খুনটার সমাধান হলো?" কাপে ইন্সট্যান্ট কফির গুড়ো ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করলো সে।

"তুমি কিভাবে বুঝলে আমরা ঐ কেসটা নিয়ে কাজ করছি?"

"একটু যুক্তি দিয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যায়। সেদিন আমার এখানে তুমি ফোনটা ধরার পর রাতের খবরেও খুনটার ব্যাপারে রিপোর্ট দেখেছিলাম একটা। আর এখন তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না তদন্তের অবস্থা খুব একটা ভালো।"

কুসানাগি কিছুটা বিরক্ত হলেও প্রকাশ করলো না সেটা, "অতটাও খারাপ চলছে না। কয়েকজনকে সন্দেহ করছি আমরা। কেবল তো শুরু।"

"সন্দেহভাজন? তাই নাকি?" ইউকাওয়া প্রশ্ন করলো ঘাড় না ঘুরিয়েই। তার গলার স্বর শুনে অতটা আগ্রহি বলে মনে হলো না।

"আসলে," কিশিতানি মাঝে বলে উঠলো। "আমার মনে হয় না আমরা সঠিক পথে এগোচ্ছি।"

BanglaBook.org

"তদন্ত যে দিকে মোড় নিচ্ছে সেটা নিয়ে তোমার আপত্তি আছে?" ইউকাওয়া ভুরু উঁচু করে জিজ্ঞেস করলো।

"সেটাকে ঠিক আপত্তি বলবো না আমি..."

"ওটাকে তুমি কিছু না বললেই ভালো লাগবে আমার," কুসানাগি ধমকের সুরে বলল।

"আমি দুঃখিত, স্যার।"

"আরে, ক্ষমা চাইছো কেন?" ইউকাওয়ার আওয়াজ শুনে মনে হলো সে ব্যাপারটা উপভোগ করতে শুরু করেছে এখন। "তোমাকে যে আদেশ করা হয় সেগুলো তুমি পালন করো, কিন্তু তোমার নিজেরও মতামত থাকছে সে ব্যাপারে–এটা তো অনেক ভালো কথা। গতানুগতিক সব নিয়ম-কানুনকে প্রশ্ন করার মত কেউ যদি না থাকে তাহলে নতুন নতুন পথ আবিষ্কার হবে কিভাবে?"

"আরে, এত বক্তৃতা না দিলেও চলবে," কুসানাগি বলল। "ও ভালো মানুষ সাজার জন্যে কথাগুলো বলেছে, আর কিছু না।"

"কি? না, আমি সেরকম–"

"আহা, স্বীকার করে নাও, কিছু মনে করবো না আমি। ঐ ডিভোর্সি মহিলা আর তার মেয়ের প্রতি সহানুভূতি জেগেছে তোমার ভেতরে। সত্যি কথা বলতে কি, ওনাদের সন্দেহের বাইরে রাখা গেলে আমার নিজেরও ভালো লাগতো।"

"জটিল মনে হচ্ছে ব্যাপারটা," ইউকাওয়া হাসতে হাসতে বলল।

"কিছুই জটিল না এখানে। যে লোকটা খুন হয়েছে সে তার প্রাক্তন স্ত্রীর খোঁজ করছিল ইদানিং। আর সেই মহিলার অ্যালিবাই খতিয়ে দেখার কাজই করছি আমরা এখন।"

"তার অ্যালিবাই আছে তাহলে?"

"এ ব্যাপারটাই তো খোঁচাচ্ছে আমাকে," কুসানাগি মাথা চুলকে বলল।

"ওহ্, তোমার গলার সুর শুনে মনে হচ্ছে, অবস্থা সুবিধের নয়," ইউকাওয়া কফির কেতলির দিকে হাত বাড়িয়ে বলল। ধোঁয়া বের হচ্ছে ওটা থেকে এখন। "কফি চলবে তো তোমাদের?"

"জি," কিশিতানি আগ্রহের সাথে মাথা নেড়ে বলল।

"আমি খাবো না," কুসানাগি বলল। "আমার মনে হচ্ছে, মহিলার অ্যালিবাইয়ে কোথাও একটা গোলমাল আছে।"

"আমার কাছে কিন্তু এমন মনে হচ্ছে না," কিশিতানি বলল।

BanglaBook.org

"কিসের ভিত্তিতে? আমরা তো এখনও তদন্তের কাজ পুরোপুরি শেষ করিনি।"

"কিন্তু আপনিই তো চিফকে বললেন, নুডল্‌স শপ আর সিনেমা হলে খোঁজখবর নেয়া অসম্ভব ব্যাপার।"

"অসম্ভব বলিনি আমি। বলেছি, ঝক্কির কাজ।"

"হয়েছে," ইউকাওয়া দু-কাপ কফি নিয়ে এসে বলল। "তো সন্দেহভাজন মহিলা বলেছে খুনের সময়টাতে তারা একটা সিনেমা দেখায় ব্যস্ত ছিল?" একটা কাপ কিশিতানির দিকে বাড়িয়ে দিলো সে।

"ধন্যবাদ," কিশিতানি মাথা নেড়ে বলল। এরপরেই তার চোখদুটো বড় হয়ে গেলো কাপের হ্যান্ডেলের দিকে নজর পড়ায়। ময়লা জমে দাগ বসে গেছে সেখানটাতে। কুসানাগি হেসে উঠলো জুনিয়র ডিটেক্টিভের অবস্থা দেখে।

"সিনেমাটাই যদি তাদের অ্যালিবাই হয়ে থাকে তবে সেটা খতিয়ে দেখা বেশ কঠিন হবে," ইউকাওয়া একটা চেয়ারে বসে বলল।

"কিন্তু এরপরে তো তারা একটা কারাওকে বারে গিয়েছিল। সেখানকার এক কর্মচারিকে ভালোমত জিজ্ঞাসাবাদ করেছি আমরা," কিশিতানি বেশ দৃঢ় স্বরেই বলল কথাটা।

"তার মানে এটা নয় যে, সিনেমা হলের গল্পটা বিশ্বাস করতেই হবে আমাদের। খুনটা করার পরেও তারা কারাওকে বারে যেতে পারে," কুসানাগি যুক্তি দেখালো।

"কিন্তু হানাওকারা তো সাতটা নাগাদ সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। ওরকম ব্যস্ত সময়ে কাউকে খুন করা সহজ কথা নয়। আর শুধু খুনই নয়, সব জামাকাপড়ও খুলে নেয়া হয়েছিল ভিক্টিমের।"

"মানছি তোমার কথা, কিন্তু কাউকে নির্দোষ ঘোষণা করার আগে তোমাকে সব সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখতে হবে," কুসানাগি বলল। *আর ঐ মামিয়া হোৎকাটাকেও সন্তুষ্ট করতে হবে*–শেষের কথাটা মনে মনে বলল সে।

"তোমাদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে লোকটা কখন খুন হয়েছিল সেটা বের করতে পেরেছো?" ইউকাওয়া জিজ্ঞেস করলো।

"দশ তারিখে সন্ধ্যা ছয়টার পর যেকোন এক সময়ে খুনটা করা হয়েছে," কিশিতানি বলল। "ময়নাতদন্তের রিপোর্টে এমনটাই বলা হয়েছে।"

BanglaBook.org

"বাহ। ডিপার্টমেন্টের অন্যসব কেসের তথ্যও বলে দিচ্ছো না কেন," তিরস্কারের সুরে বলল কুসানাগি।

"আমি তো ভেবেছিলাম প্রফেসরসাহেব আমাদের ডিপার্টমেন্টকে সাহায্য করেন?"

"খুব বড় আর জটিল ধরণের কেসের সম্মুখিন হলে তার শরণাপন্ন হই আমরা। কিন্তু এই কেসের ক্ষেত্রে বাইরের কারো সাহায্য দরকার নেই আমাদের," কুসানাগি বলল।

"বুঝলাম, আমি একজন সাধারণ নাগরিক। কিন্তু কেসে সাহায্য করা ছাড়াও তোমাকে যে সঙ্গ দেই আমি সেই কথাটা ভুলে যেও না। আমি না থাকলে কার কাছে গিয়ে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ব্যবস্থাপনা নিয়ে অভিযোগ করতে তুমি?" ইউকাওয়া কফির কাপে দীর্ঘ একটা চুমুক দিয়ে বলল।

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমরা এখান থেকে চলে গেলেই খুশি হবে," কুসানাগি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

"আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও," ইউকাওয়া বলল। "তোমাদের এই সন্দেহভাজন মহিলা কি প্রমাণ করতে পারবে তারা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল?"

"সিনেমার গল্পটা তো ঠিকমতই বলতে পেরেছিল। অবশ্য সেটা থেকে বোঝা যাবে না, তারা কখন সিনেমাটা দেখেছে।"

"টিকেটের ছেঁড়া অংশ ছিল তাদের কাছে?"

ইউকাওয়ার চোখের দিকে বলল কুসানাগি, "ছিল।"

"তাই? কোথায় রেখেছিল সে ওগুলো?" জানালা দিয়ে রোদ এসে ইউকাওয়ার চশমার ওপর পড়ায় সেটা চিকচিক করছে এখন।

"আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাইছো। টিকেটের ছেঁড়া অংশ কে এত যত্ন করে রেখে দেয়, তাই না? আমার মনেও সন্দেহ জাগতো যদি ইয়াসুকো হানাওকা তার রান্নাঘরের ড্রয়ার থেকে ওগুলো বের করতো।"

"ওগুলো কোন নির্দিষ্ট জায়গায় ছিল না তাহলে?"

"প্রথমে সে বলেছিল ওগুলো ফেলে দিয়েছে কিন্তু পরে ভালোমত তার ব্যাগ ঘেটে দেখে ওখানেই আছে। "

"হুম, ব্যাগটা বাঁচিয়ে দিলো তাহলে। বিশ্বাস করা যায় এটা, কি বলো? টিকেটের তারিখ কি মিলে গেছে?"

"হ্যা, আমরা দেখেছি পরীক্ষা করে। তার মানে কিন্তু এটা দাঁড়াচ্ছে না, তারা আসলেও সিনেমা হলের ভেতর ঢুকেছিল। এমনও হতে পারে, শুধু টিকেটটাই কিনেছে কিন্তু ভেতরে ঢোকেনি।"

BanglaBook.org

"যাই হোক, অন্তত সিনেমাহলের কাছে তো যেতে হয়েছিল তাদের টিকেট কিনতে।"

"আমরাও সেরকমটাই ভাবছি। তাই আজ সকালে সিনেমাহলের আশেপাশে খোঁজ-খবর নিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু দূর্ভাগ্য সেদিন টিকেট কাউন্টারে যে মেয়েটা ছিল তার আবার আজ ছুটি। তাই তার বাসায় যেতে হয় আমাদের। আর সেটা তোমার ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি হওয়ায় ভাবলাম এখানেও একবার ঢুঁ মেরে যাই।"

"ঐ মেয়েটা তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানাতে পারেনি নিশ্চয়ই," মৃদু হেসে বলল ইউকাওয়া। কুসানাগির চেহারা দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে।

"আসলে খুনটা বেশ কয়েকদিন আগে হয়েছে। আর টিকেট কাউন্টারে এত মানুষের ভিড় থাকে যে, সবার চেহারা মনে রাখা আসলেও কঠিন। আমি অবশ্য আশাও করিনি বেশি কিছু জানতে পারবো। যাই হোক, তোমার অনেক সময় নষ্ট করলাম আমরা," এই বলে কিশিতানিকে ওঠার ইঙ্গিত করলো কুসানাগি।

"লেগে থাকো ভালোমত," পেছন থেকে বলল ইউকাওয়া। "যদি তোমাদের এই সন্দেহভাজন আসলেও খুনি হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের সামনে বেশ কঠিন সময় অপেক্ষা করছে।"

"মানে?" কুসানাগি ঘুরে প্রশ্ন করলো।

"মানে, একজন সাধারণ অপরাধি কিন্তু টিকেট নিয়ে অতটা সাবধানি হবে না। ওগুলো যদি আসলেও অ্যালিবাই তৈরি করার জন্যে কেনা হয়ে থাকে আর ওরকম সাধারণ একটা জায়গায় রাখা থাকে তাহলে বুঝতে হবে, যার বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছো তোমরা সে কোন সাধারণ অপরাধি নয়।"

সতর্কবাণীটা হজম করে নিলো কুসানাগি। "আচ্ছা, মনে থাকবে আমার, এবার আসি তাহলে," বিদায় জানিয়ে আবার বের হয়ে যেতে গিয়েও থেমে গেলো সে। দ্বিতীয়বারের মত ঘুরে দাঁড়াল, "তোমার এক ক্লাসমেটের সাথে দেখা হলো, মহিলার বাসার পাশেই থাকে। তোমার থেকে এক-দুই বছরের বড় হতে পারে।"

"বড়?" ইউকাওয়া ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো।

"ইশিগামি নাম লোকটার। হাইস্কুলের গণিতের শিক্ষক। ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটি থেকেই পাশ করেছে। তোমার ডিপার্টমেন্টেরই হবে।"

"ইশিগামি..." চশমার পেছনে চোখজোড়া বড় হয়ে গেলো ইউকাওয়ার। "বুদ্ধ ইশিগামি?"

BanglaBook.org

"বুদ্ধ?"

ইউকাওয়া হাত দিয়ে ইশারা করে তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলে পাশের ঘরে ঢুকে গেলো। একবার চোখাচোখি হলো কিশিতানি আর কুসানাগির মধ্যে।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো প্রফেসর। একটা কালো রঙের ইউনিভার্সিটি ফাইল তার হাতে। সেটা খুলে একটা পাতার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "এই ইশিগামি?"

পাতাটায় বেশ কয়েকজন ছাত্রের ছবি আছে। একদম ওপরে লেখা বিজ্ঞান অনুষদ, আটত্রিশতম ব্যাচ।

ইউকাওয়া পাতার মাঝামাঝি একটা ছবি আঙুল দিয়ে নির্দেশ করলো। অন্যান্য ছাত্রদের মত সে হাসছে না। মুখটা গোলগাল, ছোট ছোট চোখ। ছবির নিচে নাম লেখা : তেতসুয়া ইশিগামি।

"আরে, উনিই তো," কিশিতানি বলল। "এখানে অবশ্য বয়স অনেক কম দেখাচ্ছে।"

"এখন চুল বেশ পাতলা," কুসানাগি বলল। "চেনো নাকি তুমি তাকে?"

"হ্যা। কিন্তু সে আমার থেকে বড় ছিল না, সমানই ছিল। তখনকার দিনে বিজ্ঞান অনুষদে সব ছাত্রদের প্রথম বর্ষে একই সাথে ক্লাস করতে হত। এরপরে মেজর অনুযায়ি ভাগ করে দিত আমাদের। আমি নিয়েছিলাম পদার্থবিজ্ঞান আর ও গণিত।"

"ওহ্, তাহলে উনি আমাদের সমান? হুম..."

"ওকে আগে থেকেই বয়সের তুলনায় বড় বলে মনে হত," ইউকাওয়া হেসে বলল। "আচ্ছা, তুমি কী যেন বলছিলে? সে একটা হাইস্কুলের গণিতের শিক্ষক?" একটু অবাক হয়ে প্রশ্নটা করলো সে।

"হ্যা, যেখানে থাকেন তার কাছেই স্কুলটা। এছাড়াও একটা জুডো ক্লাবের পরিদর্শক।"

"ওহ্, আচ্ছা। আমি জানি সে ছোটবেলা থেকেই জুডোর প্র্যাকটিস করতো। ওর দাদার মনে হয় একটা জুডো স্কুল ছিল। কিন্তু তুমি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত সে আসলেই হাইস্কুলের গণিতের শিক্ষক?

"হ্যা, আমি নিশ্চিত।"

"এরকম তো হওয়ার কথা নয়। যাই হোক, তোমার কথা বিশ্বাস করছি আমি। অনেকদিন ওর সাথে দেখা-সাক্ষাত নেই, ভেবেছিলাম কোথাও

BanglaBook.org

গবেষণায় ডুবে আছে। কিন্তু ইশিগামি...একটা হাইস্কুলের গণিতের শিক্ষক! ব্যাপারটা মানতে কষ্ট হচ্ছে..." এই বলে স্মৃতিচারণে ডুবে গেলো ইউকাওয়া।

"ডিপার্টমেন্টে খুব নামডাক ছিল বুঝি ওনার?" কিশিতানি জিজ্ঞেস করলো।

"আমি কিন্তু খুব সহজে কাউকে মেধাবি বলি না। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি মেধাবি শব্দটা ব্যবহার না করি তাহলে ইশিগামিকে অপমান করা হবে। আমাদের এক প্রফেসর একবার বলেছিলেন, প্রতি চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে এরকম দুয়েকজন ছাত্র পাওয়া যায়। তাকে নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত ছিল ডিপার্টমেন্টে। কম্পিউটারের ওপর ভরসা ছিল না তার, সারারাত ল্যাবে বসে কাগজ কলম নিয়ে বিরাট বিরাট হিসেব কষতো। যখনই তার দেখা পেতাম আমরা, কোন না কোন সূত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকতো সে। সম্মান করে 'বুদ্ধ ইশিগামি' বলে ডাকতো সবাই তাকে।"

কুসানাগি মাথা নাড়লো। ইউকাওয়ার মুখে তার চেয়েও মেধাবি কারো কথা শুনতে কেমন যেন লাগছে। সে সবসময়ই ভেবে এসেছে তার এই পদার্থবিদ বন্ধুর চেয়ে মেধাবি লোক খুব কমই আছে। কিন্তু সবার ওপরেই কেউ না কেউ থাকে।

"এরকম মেধাবি একজনকে তো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালগুলোর লুফে নেয়ার কথা," কিশিতানি মন্তব্য করলো।

"সেটাই তো ভাবছি," ইউকাওয়া বলল। "আছে কি রকম সে? কি মনে হলো তোমাদের?"

"তা বলতে পারবো না। কিন্তু অসুস্থ মনে হলো না। আমরা অবশ্য বেশিক্ষণ কথা বলিনি তার সাথে, তবে তার মুখ দেখে সেরকম কিছু অনুমানও করতে পারিনি..."

"বুদ্ধর মনে যে কী চলে এটা কেউই বলতে পারবে না কখনও," ইউকাওয়া শুকনো হেসে বলল।

"সেটাই। বেশিরভাগ লোকই দরজায় অপরিচিত কাউকে দেখলে সন্দেহের চোখে দেখে। আর সেই অপরিচিত লোক গোয়েন্দা হলে তো কথাই নেই। কিন্তু ওনাকে দেখে কিছুই বুঝতে পারলাম না। কোন অনুভূতি নেই যেন।"

"গণিত ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তার খুব কমই আগ্রহ আছে। যদিও ব্যাপারটা এমন নয়, সে অন্যসব ব্যাপারে উন্নাসিক ধরণের। সবার সাথে

BanglaBook.org

মানিয়ে চলার ক্ষমতাও আছে তার। আচ্ছা, আমাকে ওর ঠিকানাটা দিতে পারবে? সময় পেলে একবার দেখা করতাম।"

"তুমি! কারো সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে যাবে? ব্যাপারটা কেমন শোনাচ্ছে না?"

নোটবুক বের করে ইউকাওয়াকে ঠিকানাটা দিয়ে দিলো কুসানাগি। খুশিমনে সেটা টুকে রাখলো ইউকাওয়া, খুনের ঘটনাটা ভুলেই গেছে যেন।

X

ছয়টা আটাশের সময় ইয়াসুকো তার সবুজ বাইসাইকেলটা নিয়ে বাসায় ফিরে আসল। ডেস্কে বসে জানালা দিয়ে বাইরে নজর রাখছিলো ইশিগামি। ডেস্কভর্তি কাগজপত্রের স্তুপ, গাণিতিক সমীকরণে ভর্তি সেগুলো। বাসায় ফিরে গণিত নিয়ে যুদ্ধ করা তার অভ্যাস। কিন্তু ইদানিং সে কাজেও মনোযোগ দিতে পারছে না। অপেক্ষায় আছে কবে গোয়েন্দারা আবার ফিরে আসবে।

গতরাতে আবার এসেছিল তারা। আগের দু-জনই। এবার একজনের নাম দেখতে পেরেছে সে–কুসানাগি।

ইয়াসুকো বলেছে তারা অ্যালিবাই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছিল। যেমনটা সে ভেবে রেখেছিল আগে থেকেই। অনেক প্রশ্নই করেছিল তারা, এই যেমন, সিনেমা হলের আশেপাশে পরিচিত কারো সাথে দেখা হয়েছিল কিনা, টিকেটের ছেঁড়া অংশগুলো আছে কিনা, সিনেমার কাহিনী কি ছিল–এসব।

কারাওকে বার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেনি, তার মানে সেদিকটা খোঁজ খবর নিয়েছে ওরা আগেই। আর সেই অ্যালিবাইটা না মেলার কোন কারণ নেই। ইশিগামি হিসেব করেই ঐ বারটা ঠিক করেছিল।

ইয়াসুকো সবকিছু পুলিশকে দেখিয়েছে–টিকেটের ছেঁড়া অংশ, পপকর্ণের রশিদ, সব। সিনেমার কাহিনীও বলেছে। এছাড়া আর কিছু বলেনি। পুলিশ যখন জিজ্ঞেস করেছিল পরিচিত কারো সাথে দেখা হয়েছে নাকি, তখন না করে দিয়েছে।

গোয়েন্দারা সন্তুষ্ট হয়েই ফিরে গেছে বলে ইশিগামির ধারণা। কিন্তু কাজে বিন্দুমাত্র ঢিল দিলে চলবে না এখন। যেহেতু তারা ফিরে এসেছে, তার মানে ইয়াসুকোকে সন্দেহ করার মত যথেষ্ট তথ্য আছে তাদের হাতে। সেই তথ্যগুলো কি হতে পারে, সেটা নিয়ে ভাবতে লাগলো সে।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর জ্যাকেটটা গায়ে চাপিয়ে টেলিফোন কার্ড আর ওয়ালেট নিয়ে বের হয়ে গেলো

সিঁড়ির দিকে এগোনোর সময় কারো পায়ের আওয়াজ ভেসে এলো নিচে থেকে। গতি কমিয়ে সেদিকে তাকালো ইশিগামি। ইয়াসুকো। সে অবশ্য প্রথমে তাকে খেয়াল করেনি। একজন আরেকজনকে অতিক্রম করার সময় আস্তে করে 'গুড ইভনিং' জানালো ইশিগামি। অন্যান্য সময়ে যেভাবে বলে আজও সেভাবেই বলার চেষ্টা করলো। শান্তস্বরে, নিচের দিকে চোখ রেখে। এরপরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো।

বলা যায় না, পুলিশ হয়তো সবসময় তাদের ওপর নজর রাখছে। তাই একদম স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে। ইয়াসুকোকেও একই নির্দেশ দিয়েছে সে। ওপরে ওঠার সময় আস্তে করে তাকেও 'গুড ইভনিং' জানিয়েছে ভদ্রমহিলা।

পার্কের কাছে পৌছে তাড়াতাড়ি ফোন বুথে ঢুকে গেলো ইশিগামি। দ্রুত টেলিফোন কার্ডটা ঢুকিয়ে ইয়াসুকোর নম্বরে ডায়াল করলো। কাছে একটা মুদি দোকান আছে। সেটার মালিক বাসায় ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে এখন। এছাড়া আর কেউ নেই আশেপাশে।

"জি, ইয়াসুকো বলছি," ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে এলো। তার কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে ইশিগামির ফোনের অপেক্ষাতেই ছিল।

"রিপোর্ট করার মত কিছু আছে?"

"হ্যা। আজকে বেন্টেন-টেই'তে এসেছিলেন একজন গোয়েন্দা।"

"ওখানে?"

"হ্যা।"

"এবার কি জিজ্ঞেস করলো?"

"টোগাশি কখনো দোকানে এসেছিল কিনা সেটা জানতে চাইছিল।"

"কি বললেন আপনি?"

"আমি না করে দিয়েছি। তখন সে বলল, আমি থাকা অবস্থায় হয়তো আসেনি। তাই মালিকদের সাথেও কথা বলেছে। পরে ওরা আমাকে বলল, টোগাশির একটা ছবি দেখিয়ে তার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন অফিসারটা। আমার ধারণা তারা আমাকে সন্দেহ করছে।"

"সেটা তো আমরা ভেবেই রেখেছিলাম। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর কিছু জিজ্ঞেস করেছিল নাকি?"

"না, শুধু আগে যেই ক্লাবে আমি কাজ করতাম সে সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন

BanglaBook.org

করেছে। জানতে চাচ্ছিল, সেখানকার কারো সাথে এখনও যোগাযোগ আছে কিনা আমার। যখন জানতে চাইলাম কেন এসব কথা জানতে চাইছেন, তখন বলল টোগাশি নাকি কিছুদিন আগে আমার খোঁজে সেখানে গিয়েছিল।"

"ওহ্, আচ্ছা," ইশিগামি বলল। "তার মানে আপনার খোঁজে সেখানেও গিয়েছিল টোগাশি।"

"সেরকমটাই তো মনে হচ্ছে। ওখানেই বোধহয় বেন্টেন-টেই সম্পর্কে খোঁজ পায় সে। অফিসার বলছিল তারও সেরকম ধারণা। আর সে জন্যেই বেন্টেন-টেই'তে খোঁজ নিতে এসেছে। আমি আবারও বলি টোগাশিকে দেখিনি আমি সেখানে।"

কুসানাগিকে শ্রদ্ধা না করে পারলো না ইশিগামি। বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক বলে মনে হয়েছে তার কাছে। আস্তে ধীরে কথা বলে, কোন কিছু চাপিয়ে দেয় না। কিন্তু সে যেহেতু একজন হোমিসাইড গোয়েন্দা, নিশ্চয়ই সে সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা তার বেশি। সাক্ষিকে ভয় দেখিয়ে কথা আদায় করবে না, বরং কৌশলে তার মুখ থেকে কথা বের করে নেবে। ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটির চিঠিটাও তার নজর এড়ায়নি, তার মানে সূক্ষ্ম জিনিসের প্রতিও সমান নজর থাকে তার। আর এরকম একজন মানুষের কাছ থেকে সাবধানে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

"এছাড়া অন্য কোন কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন তাকে?"

"না। কিন্তু মিশাতো..."

ফোনটা শক্ত করে ধরলো ইশিগামি, "ওর স্কুলেও গিয়েছিল?"

"হ্যা, আমিও কেবল শুনলাম এটা। ক্লাস শেষে বাসায় আসার পথে তার সাথে দেখা করেছে ওরা। ঐ দু-জন গোয়েন্দাই হবে।"

"মিশাতো আছে আশেপাশে?"

"হ্যা, ধরুন একটু।"

কিছুক্ষণ পরেই মিশাতোর গলার আওয়াজ ভেসে এলো রিসিভারে, "হ্যালো?"

"তোমাকে গোয়েন্দারা কি জিজ্ঞেস করেছিল?"

"আমাকে ঐ লোকটার ছবি দেখিয়ে বলছিল তাকে অ্যাপার্টমেন্টের আশেপাশে দেখেছি কিনা আমি..."

"তুমি তো না করে দিয়েছো, তাই না?"

"হ্যা।"

BanglaBook.org

"আর কি জানতে চেয়েছিল?"

"সিনেমাটা সম্পর্কে। আমরা কি সত্যিই মার্চের দশ তারিখে গিয়েছিলাম কিনা। তারিখটা হয়তো গোলমাল করে ফেলতে পারি–এরকমটা বলছিল। কিন্তু আমি বলে দিয়েছি দশ তারিখেই গিয়েছিলাম আমরা।"

"তখন তারা কি বলল?"

"তারা জানতে চাচ্ছিল আমি সিনেমাটা নিয়ে কোন বন্ধুর সাথে আলাপ করেছি কিনা। আর আমার বন্ধুদের নামও জিজ্ঞেস করেছিল।"

"বলেছো তাদেরকে?"

"শুধু মিকার নামটা বলেছি।"

"মিকার সাথেই তো বারো তারিখে সিনেমাটার ব্যাপারে আলাপ করেছিলে তুমি, তাই না?"

"জি।"

"ভালো কাজ দেখিয়েছো তুমি। আর কিছু জানতে চেয়েছিল ওরা?"

"সেরকম কিছু না। এই স্কুল কেমন লাগে, ব্যাডমিন্টন প্র্যাকটিস কেমন চলছে–এসব আর কি। আমি বুঝলাম না, তারা কিভাবে জানলো আমি ব্যাডমিন্টন টিমে আছি? আমার সাথে তো র‍্যাকেটটাও ছিল না।"

ইশিগামি ধারণা করলো ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটটা হানাওকাদের বাসায় ঝোলানো অবস্থায় দেখেছিল কুসানাগি। এ দেখি বিপজ্জনক লোক, কিছুই নজর এড়ায় না।

ইয়াসুকো নিয়ে নিলো ফোনটা মিশাতোর কাছ থেকে। "কি করা উচিত এখন আমাদের?" আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো সে।

"কিছু না। সমস্যার কিছু দেখছি না আমি এ মুহূর্তে," ইশিগামি স্বাভাবিকভাবে বলল। "সবকিছু আমার হিসেবমতই এগোচ্ছে। আমার ধারণা তারা আবার আসবে, খুব শিগ্রই। আমি যেভাবে বলেছি সবকিছু সেভাবে করলে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই আপনাদের।"

"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, মি. ইশিগামি। আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা।"

"ঠিক আছে তাহলে। চিন্তা করবেন না, খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমি কাল আবার ফোন করবো।"

টেলিফোন কার্ডটা বের করে ফোন বুথ থেকে বেরিয়ে গেলো সে। শেষের কথাটা বলা ঠিক হয়নি। সবকিছু কি আসলেই খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে?

BanglaBook.org

যাই হোক, সবকিছু তার ধারণা মোতাবেকই এগোচ্ছে। সে জানতো তারা একসময় বের করে ফেলবে, টোগাশি ইয়াসুকোর খোঁজ করছিল। এজন্যেই অ্যালিবাইয়ের ব্যাপারটায় জোর দিয়েছে সে। আর সে এটাও চায় পুলিশ অ্যালিবাইটাকে সন্দেহ করুক।

মিশাতোর সাথে যে তারা যোগাযোগ করবে এটা সে আগেই বুঝতে পেরেছিলো। তাদের নিশ্চয়ই ধারণা এই কেসের সবচেয়ে দূর্বল দিক হচ্ছে মিশাতো, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই অ্যালিবাইয়ের মিথ্যাটা বের হয়ে যাবে। কিন্তু ইশিগামি সেদিকটাও ভেবে রেখেছে। এখন মনে হচ্ছে সবকিছু আরো ভালোমত খতিয়ে দেখতে হবে আবার।

এসব ভাবতে ভাবতে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে পৌছে গেলো সে। কিন্তু দরজার দিকে তাকিয়েই থেমে গেলো। কালো জ্যাকেট পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। চোখে চিকন ফ্রেমের চশমা। হয়তো আরেকজন গোয়েন্দা হবে–ভাবতে গিয়েও থেমে গেলো। তার পায়ের আওয়াজ শুনে ফিরে তাকিয়েছে লোকটা। ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসলো, "ইশিগামি?"

অবাক হয়ে সে খেয়াল করলো লোকটা হাসছে। কিন্তু হাসিটা খুব পরিচিত ঠেকছে তার কাছে। চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেলো তার। নিজের অজান্তেই বিশ বছর আগের পুরনো দিনগুলোতে ফিরে গেলো।

"মানাবু ইউকাওয়া!"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

প্রতিদিনকার মতই বড় ক্লাসরুমটা খালি খালি লাগছে। প্রায় একশজন ছাত্র-ছাত্রি বসতে পারবে এখানে। কিন্তু এখন বড়জোর বিশ পঁচিশজন আছে। তা-ও সবাই পেছনের দিকে বসে আছে যাতে করে অ্যাটেনডেন্স ডাকার পর বেরিয়ে যেতে পারে নির্বিঘ্নে কিংবা লেকচার চলাকালীন সময়ে অন্য কোন কাজ করতে পারে।

খুব কম আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রই গ্র্যাজুয়েশনের পরে গণিতবিদ হতে চায়। আসলে এই ক্লাসে একমাত্র ইশিগামি বাদে কেউই এই পথে পা বাড়াতে চায় না। আর ফলিত গণিতের এই কোর্সে ছাত্র-ছাত্রিদের আগ্রহ আরো কম।

ইশিগামির নিজরও এই কোর্সটা অত ভালো লাগে না, তবুও সে দ্বিতীয় সারিতেই বসেছে বরাবরের মত। সব ক্লাসেই এ জায়গায় বসে সে, যতটা কাছাকাছি সম্ভব। মাঝামাঝি জায়গাতেও বসে না, তাহলে অনেক কিছু এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সবচেয়ে ভালো প্রফেসরেরও তো মাঝে মধ্যে ভুল হতে পারে, সেটা ধরিয়ে দেয়ার মত কেউ থাকবে না তাহলে।

ক্লাসের সামনের দিকটা সবসময় নির্জনই থাকে, কিন্তু আজকে ঠিক তার পেছনের সিটটাতে কেউ একজন বসেছে। ইশিগামি অবশ্য তার দিকে কোন মনোযোগ দিচ্ছিল না। লেকচার শুরু হবার আগে কিছু জরুরি কাজ আছে তার। নোটবুক বের করে সেখানে সূত্র কষতে শুরু করলো সে।

"বাহ্, তুমি দেখি এরডোসের অনুসারি," পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

ইশিগামি প্রথমে বুঝতে পারেনি মন্তব্যটা তাকে উদ্দেশ্যে করে করা হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে কাজ থেকে মনোযোগ সরাতে বাধ্য হলো। আলাপ শুরু করার জন্যে নয়, বরং এই ভেবে তার খুব অবাক লাগছে যে, ক্লাসে সে বাদে 'এরডোস'কে কেউ চেনে।

তাকিয়ে দেখলো তারই সমবয়সি একজন ছাত্র, লম্বা চুল কাধঁ পর্যন্ত নেমে এসেছে। পরনে একটা রঙচঙে শার্ট। ইশিগামি আগেও দেখেছে তাকে। পদার্থবিজ্ঞানে মেজর করছে ছেলেটা। কিন্তু এটা ছাড়া আর কিছু জানে না তার সম্পর্কে।

BanglaBook.org

এ নিশ্চয়ই কথাটা বলেনি, ইশিগামি ভাবছিল, এমন সময় ছেলেটা বলে উঠলো, "এভাবে কাগজ-কলম দিয়ে কিন্তু আর বেশিদিন কাজ করতে পারবে না তুমি। চেষ্টা করে দেখতে পারো অবশ্য, কিছু হলে হতেও পারে।"

ইশিগামি অবাক হয়ে খেয়াল করলো কিছুক্ষণ আগের কণ্ঠস্বর আর ছেলেটার কণ্ঠস্বর মিলে গেছে। তার মানে সে-ই একটু আগে মন্তব্যটা করেছিল। "তুমি জানো আমি কি করছি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"আমি দুঃখিত। পেছন থেকে একবার উঁকি দিয়ে দেখেছিলাম শুধু, তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি," ইশিগামির ডেস্কের দিকে ইঙ্গিত করে বলল ছেলেটা।

ইশিগামির চোখ তার নোটবুকের দিকে ফিরে গেলো। সে কিছু সূত্র লিখেছে ঠিকই, কিন্তু ওগুলো আরো বড় একটা সূত্রের অংশমাত্র। ছেলেটা যদি এটুকু দেখেই বলতে পারে সে কি নিয়ে কাজ করছিল, তার মানে সে নিজেও এটা নিয়ে ঘাটাঘাঁটি করেছে আগে।

"তুমিও কাজ করেছো এটা নিয়ে, তাই না?" ইশিগামি জিজ্ঞেস করলো।

লম্বা চুলের ছেলেটা সোজা হয়ে বসে হেসে বলল, "আরে, না। আমি অপ্রয়োজনিয় জিনিসপত্র নিয়ে ঘাটাঘাঁটি করি না। আমি পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। তোমরা গণিতবিদরা যে সূত্র আবিষ্কার করো সেগুলোকে আমরা কাজে লাগাই মাত্র। সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব তোমাদেরই।"

"কিন্তু আমি এখানে কি করছি সেটা তো তুমি বুঝতে পারছো?" ইশিগামি তার নোটবুকের দিকে ইঙ্গিত করে বলল।

"হ্যা, কারণ এটা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করা হয়েছে। কোনটার প্রমাণ আছে আর কোনটার নেই সেটা জানার মধ্যে তো কোন ক্ষতি নেই," ছেলেটা ব্যাখ্যা করলো ইশিগামির চোখের দিকে তাকিয়ে। "চার রঙের সমস্যাটা তো? ইতিমধ্যেই সমাধান করা হয়েছে এটার। যেকোন মানচিত্র রঙ করতে পারবে তুমি ওগুলো দিয়ে।"

"সব মানচিত্র নয়।"

"তা ঠিক। কিছু শর্ত আছে অবশ্য। যেকোন সমভূমি অথবা গোলাকার মানচিত্র হতে হবে সেটা, এই যেমন পৃথিবীর।"

এটা গণিতের সবচেয়ে পুরনো সমস্যাগুলোর একটা। ১৮৭৯ সালে আর্থার কেইলি করেছিলেন প্রশ্নটা। এরপর প্রায় একশ বছর ধরে সমাধান করা হয় এটার। সর্বশেষ প্রমাণটা আসে কেনেথ অ্যাপেল এবং উলফ

BanglaBook.org

হ্যাকেনের পক্ষ থেকে। ইলিনয় ইউনিভার্সিটির এই দু-জন গণিতবিদ একটা কম্পিউটার ব্যবহার করে সমাধান করে। তার বলে, সব মানচিত্রই মোটামুটি পঞ্চাশ ধরণের মানচিত্রের একটা সমষ্টি, চারটা রঙ দিয়েই রঙ করা যাবে ওগুলোকে।

সেটা ১৯৭৬ সালের কথা।

"আমার কাছে প্রমাণটা তেমন সুবিধার মনে হয় না," ইশিগামি বলল।

"সে তো বুঝতেই পারছি। এজন্যেই তুমি কলম আর নোটবুক নিয়ে কাজে নেমেছো।"

"তারা যেভাবে প্রমাণ করেছিল সেটা একজন মানুষের পক্ষে হাতেকলমে করার জন্যে একটু বেশিই কঠিন হয়ে যায়। এজন্যেই তারা কম্পিউটার ব্যবহার করেছিল। কিন্তু একটা সূত্র প্রমাণ করতে যদি তোমার কম্পিউটারের সাহায্যের দরকার হয়, তাহলে সেটার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।"

"যেমনটা বলেছিলাম। এরডোসের অনুসারি," লম্বাচুলো ছেলেটা একটু হেসে বলল।

পল এরডোস হচ্ছে একজন হাঙ্গেরিয়ান গণিতবিদ। বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে সেখানকার গণিতবিদদের সাথে যৌথভাবে গবেষণা করার জন্যে বিখ্যাত। তিনি বিশ্বাস করতেন সব গাণিতিক সমীকরণেরই হাতে কলমে করা যায় এমন সমাধান আছে। কেনেথ অ্যাপেল এবং উলফ হ্যাকেনের সমাধানটা দেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'সৌন্দর্যের অভাব' রয়েছে ওটায়।

ইশিগামির মনে হলো নতুন ছেলেটার চিন্তাভাবনার ধরণ অনেকটা তার নিজের মতই।

"সেদিন আমার এক প্রফেসরের কাছে গিয়েছিলাম একটা সমস্যা নিয়ে," ছেলেটা বলল। "খুব জটিল ছিল না কিন্তু প্রফেসর বোধহয় টাইপিঙে কোথাও ভুল করেছিল। তাই পুরো ব্যাপারটাই প্যাঁচ খেয়ে যাচ্ছিল বারবার। ভুলটা ধরতে পারি আমি, দেখাই তাকে। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে সে বলে, আরেকজন ছাত্র নাকি ইতিমধ্যেই সেটা বলে গেছে তাকে। একটু হতাশই হয়েছিলাম প্রথমদিকে। কারণ আমি ভেবেছিলাম কেবলমাত্র আমিই ভুলটা ধরতে পেরেছি।"

"ওহ্, ওটা! তেমন..." ইশিগামি মুখ খুলেও বন্ধ করে নিলো।

"কঠিন ছিল না?" ছেলেটা তার মুখের কথা শেষ করে দিলো। "ইশিগামির মত ছাত্রের জন্যে এটা বিশেষ কিছু না–এমনটাই বলেছিলেন প্রফেসর। তুমি যতই ওপরে ওঠো না কেন, তার চেয়েও ওপরে কেউ না

BanglaBook.org

কেউ থাকবেই, নাকি? সে সময়টাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, গণিতবিদ হওয়া আমার কম্ম নয়।"

"পদার্থবিজ্ঞানে মেজর করার কথা বলছিলে, তাই না?"

"আমি ইউকাওয়া। তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে বেশ ভালো লাগছে," ছেলেটা তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল।

আগ্রহ নিয়েই তার সাথে হাত মেলাল ইশিগামি। এতদিন তার ধারণা ছিল এখানে সে-ই একমাত্র সবার থেকে আলাদা।

X

ইউকাওয়াকে সে ঠিক 'বন্ধু' বলবে না। কিন্তু সেদিনকার পরে তাদের যতবারই দেখা হয়েছিল প্রতিবারই কিছু না কিছু নিয়ে কথা হয়েছে। ইউকাওয়া অনেক পড়াশোনা করতো, পাঠ্যবইয়ের বাইরের অনেক কিছু নিয়ে অগাধ জ্ঞান ছিল তার। কিন্তু কিছুদিন পরেই সে বুঝতে পারে গণিতের বাইরে অন্যকিছু নিয়ে খুব কমই আগ্রহ আছে ইশিগামির।

তারপরও ইউনিভার্সিটিতে একমাত্র তার সাথে কথা বলেই একটু আরাম পেত ইশিগামি। কারণ ইউকাওয়ার চিন্তাভাবনার ধরণকে সম্মান করতো সে।

সময়ের সাথে সাথে তাদের দেখা-সাক্ষাতও কমে গিয়েছিল। পদার্থবিজ্ঞান আর গণিতের ভুবন দু-জনকে দুদিকে ব্যস্ত রাখত। প্রত্যেকেই ছিল নিজের বিষয়ে পারদর্শি। কোন সমস্যার সম্মুখিন হলে নিজেদের জ্ঞান দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করতো সেগুলোর। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু পার্থক্য ছিল, কারণ ইউকাওয়া সবকিছু সমাধান করার আগে সেটা নিয়ে অনেক ভেবে দেখতো। আর ইশিগামি কলম আর নোটবুক নিয়ে বসে যেত। সূত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করার দিকে আগ্রহ ছিল তার। ইউকাওয়া সেটা হাতেনাতে পরীক্ষা করে দেখতে ভালোবাসতো।

নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবার পরেও ইউকাওয়া সম্পর্কে এটাসেটা কানে আসতো ইশিগামির। তৃতীয় বর্ষে এক আমেরিকান কোম্পানি এসেছিল ইউয়াকাওয়ার একটি প্রজেক্টের সত্ত্ব কিনতে। 'ম্যাগনেটাইজড গিয়ার' নাম ছিল সেটার।

স্নাতকোত্তর পরীক্ষার পরে ইউকাওয়ার সাথে যোগাযোগ একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার। ততদিনে নিজেও ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে গেছে সে। আর এরপর সময় চলতে থাকে তার নিজস্ব গতিতে।

X

BanglaBook.org

"কিছু জিনিস কখনো বদলায় না, কি বলো?" ইউকাওয়া ইশিগামির অ্যাপার্টমেন্টের বুকশেলফের দিকে তাকিয়ে বলল।

"যেমন?"

"এই, তোমার গণিতের জন্যে ভালোবাসা। আমি হলফ করে বলতে পারি আমার ডিপার্টমেন্টের কোন প্রফেসরের কাছেও এত বই নেই।"

ইশিগামি আর কথা বাড়াল না ও ব্যাপারে। বুকশেলফে শুধু যে বই আছে তা নয়, ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন রিসার্চ পেপারের প্রিন্ট-আউটও রয়েছে। পৃথিবীর যেকোন ঝানু গণিতবিদের চেয়ে তার সংগ্রহ কোন অংশে কম নয়।

"কফি চলবে?" ইউকাওয়াকে বসার ইশারা করে বলল ইশিগামি।

"কফিতে না নেই আমার, কিন্তু সাথে করে এটা নিয়ে এসেছি আমি," এই বলে প্যাকেট থেকে দামি একটা ব্র্যান্ডের হুইস্কি বের করে দেখালো ইউকাওয়া।

"আরে, ওটা আনার কোন প্রয়োজন ছিল না।"

"খালি হাতে তো আর বন্ধুর সাথে দেখা করতে আসা যায় না।"

"তাহলে কিছু সুশি অর্ডার করে দেই। তুমি নিশ্চয় খাওনি এখনও?"

"না না, অসুবিধে নেই।"

"আরে, আমি নিজেও খাইনি।"

ফোন তুলে একটা রেস্তোরাঁর নম্বরে ডায়াল করলো সে। সবচেয়ে ভালো খাবারগুলো অর্ডার দিলো। ওপাশ থেকে যে অর্ডার নিচ্ছিল তাকে কিছুটা অবাক মনে হলো। স্বাভাবিক–ভাবলো ইশিগামি। দীর্ঘদিন এরকম কিছু অর্ডার দেয়নি সে। শেষ কবে তার বাসায় কোন মেহমানকে আপ্যায়ন করেছিল সেটাও ভুলে গেছে।

"তোমাকে দেখে কিন্তু বেশ অবাক হয়েছি," ইশিগামি বলল।

"হঠাৎ করেই এক বন্ধুর কাছে তোমার নামটা শুনি আমি। তারপর ভাবলাম, দেখা করি।"

"বন্ধু? কে?"

"ইয়ে মানে, সেটা শুনে তোমার হয়তো কিছুটা অদ্ভুত বলে মনে হবে," ইউকাওয়া নাক চুলকে বলল। "কিছুদিন আগে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে একজন এসেছিল তোমার বাসায়, তাই না? কুসানাগি নামে?"

"গোয়েন্দা?" ভেতরে ভেতরে অবাক হলেও সেটা বুঝতে দিলো না ইশিগামি। তার পুরনো বন্ধু কি কিছু জানে?

"হ্যা, সে আমার সহপাঠি ছিল এককালে।"

BanglaBook.org

আরো অবাক হয়ে গেলো ইশিগামি, "সহপাঠি?"

"ব্যাডমিন্টন ক্লাবে একসাথে ছিলাম আমরা। তাকে দেখে অবশ্য ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটির ছাত্র বলে মনে হয় না, তাই না? সে বোধহয় সমাজতত্ত্ব বিভাগে ছিল।"

"আসলেও মনে হয় না," অস্বস্তিকর ভাবটা কেটে গেলো ইশিগামির। "এখন তুমি বলাতে মনে পড়ছে, ইউনিভার্সিটির একটা চিঠি দেখেছিল সে। সেকারণেই আমাকে প্রশ্ন করেছিল ওটা সম্পর্কে। কিন্তু আমাকে বলল না কেন, সে নিজেও ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিল?"

"আসলে ও বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রদের নিজের সহপাঠি বলে মনে করে না। তার ধারণা আমরা অন্য এক প্রজাতির মানুষ।"

ইশিগামি মাথা নাড়লো। মানবিক অনুষদের ছাত্রদের সম্পর্কে তার নিজেরও সেরকমই ধারণা।

"কুসানাগি আমাকে বলল তুমি নাকি একটা হাইস্কুলে পড়াচ্ছো ইদানিং?" ইউকাওয়া সরাসরি ইশিগামির দিকে তাকিয়ে বলল কথাটা।

"হ্যা, এই তো কাছেই সেটা। তুমি তো ইউনিভার্সিটিতে, তাই না?"

"হ্যা, তেরো নম্বর ল্যাবে।"

নিজের ঢোল পেটানোর ইচ্ছে নেই ইউকাওয়ার, বুঝতে পারলো ইশিগামি। নিজের অবস্থান নিয়ে গর্বও করতে চাইছে না।

"তুমি কি প্রফেসর হয়ে গেছো নাকি?"

"না, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরেই আটকে আছি এখনও। তুমি তো জানোই ওদিককার অবস্থা," ইউকাওয়া শুকনো গলায় বলল।

"তাই? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি এতদিনে প্রফেসর হয়ে গেছো। বিশেষ করে তোমার সেই ম্যাগনেটিক গিয়ারের কাজটার পর।"

ইউকাওয়া হেসে উঠলো কথাটা শুনে, "ওসব কেবল তোমারই মনে আছে এখনও। ওরা কাজে লাগাতে পারেনি ওটা। প্রজেক্ট হিসেবেই থেকে যায় আইডিয়াটা।" হুইস্কির বোতল খুলতে শুরু করলো ইউকাওয়া।

উঠে গিয়ে দুটো গ্লাস নিয়ে আসল ইশিগামি।

"কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম তুমি এতদিনে নিশ্চিত প্রফেসর হয়ে গেছো। রিসার্চে ডুবে আছো কোন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ল্যাবে। 'বুদ্ধ ইশিগামি'র কি হলো? নাকি এখনও এরডোসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছো?"

"ওরকম কিছুই ঘটেনি," শ্বাস ছেড়ে বলল ইশিগামি।

"চলো তাহলে, শুরু করা যাক," ইশিগামির গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বলল ইউকাওয়া।

BanglaBook.org

আসলে গণিত নিয়ে অনেক বড় স্বপ্ন ছিল ইশিগামির। ইউকাওয়ার মতই স্নাতকোত্তর করার পর ইউনাভার্সিটিতেই পিএইচডি করার ইচ্ছে ছিল তার। গণিতের ভুবনে অবদান রাখতে চেয়েছিল সে।

কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি, কারণ বাবা-মা'র সব দায়িত্ব এসে পড়েছিল তার কাঁধে। পিএইচডি'র জন্যে গবেষণা করার পাশাপাশি পার্ট-টাইম চাকরি করে সেটা করা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। স্থায়ি একটা চাকরির খোঁজে বের হয়ে পড়ে সে।

তার পরিচিত এক প্রফেসর নতুন একটা ইউনিভার্সিটির খোঁজ দেয় তাকে। সেখানে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে যোগ দেয়। পাশাপাশি নিজের কাজও চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু সেটাই কাল হয়ে দাঁড়ায় তার জন্যে। কারণ সেখানকার প্রফেসরদের কারোরই গবেষণার প্রতি মনোযোগ ছিল না। ক্ষমতার পেছনে দৌড়াচ্ছিল সবাই। রাতের পর রাত জেগে সে যে রিসার্চ করতো সেটা ফাইলবন্দি হয়ে থাকতো কোন প্রফেসরের আলমারিতে। সেখানকার শিক্ষার্থিদের অবস্থাও অতটা সুবিধার ছিল না। হাইস্কুল পর্যায়ের গণিত বুঝতেই ঘাম ছুটে যেত ওদের।

অন্য ইউনিভার্সিটিতে যে চাকরি খোঁজেনি তা নয়। কিন্তু গণিত অনুষদ আছে এমন ইউনিভার্সিটিগুলো অনেক দূরে দূরে অবস্থিত। আর গণিত বিভাগ থাকলেও রিসার্চের ব্যবস্থা ছিল না, কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টগুলোর মত গণিতের পেছনে টাকা ঢালতে রাজি ছিল না কোম্পানিগুলো।

খুব তাড়াতাড়ি ইশিগামি বুঝে যায় অন্যদিকে পা বাড়াতে হবে তাকে। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট জোগাড় করে নেয় একটা। কিন্তু এর জন্যে গণিত নিয়ে দেখা যাবতিয় স্বপ্ন বিসর্জন দিতে হয়েছিল তাকে।

কিন্তু এ মুহূর্তে ইউকাওয়াকে এসব বলা জরুরি বলে মনে হলো না তার কাছে। অনেকের জীবনেই এমন ঘটনা ঘটেছে। তারটাও সেরকমই একটা ঘটনা, বিশেষ কিছু নয়।

কিছুক্ষণ পরেই খাবার দিয়ে গেলে সেগুলো খেয়ে নিলো দু-জন মিলে। আলাপ করতে লাগলো এটাসেটা নিয়ে। দেখতে দেখতে বোতলটাও খালি হয়ে গেলো। উঠে গিয়ে আরেক বোতল হুইস্কি নিয়ে আসলো ইশিগামি। খুব কমই পান করে সে, মাঝে মধ্যে জটিল কোন গাণিতিক সমস্যা নিয়ে বেশিক্ষণ খাটলে মাথাটা ভারি হয়ে আসে তার। তখন এক আধটু হুইস্কি খেলে মাথা খুলে যায় আবার।

আলাপটা সেরকম প্রাণবন্ত না হলেও কথা বলতে খারাপ লাগছিল না

BanglaBook.org

ইশিগামির। ইউনিভার্সিটি জীবন নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে ভালোই লাগছিল। ইশিগামি অবাক হয়ে খেয়াল করলো, প্রায় দুই যুগ আগে শেষ কথা হয়েছিল তাদের। এরমধ্যে অন্য কারো সাথে প্রাণ খুলে কথা বলেনি সে। ইউকাওয়া ছাড়া কে আর তার সব কথা বুঝবে?

"ওহ্! তোমাকে তো সবচেয়ে জরুরি জিনিসটা দেখাতেই ভুলে গিয়েছি," ইউকাওয়া হঠাৎ বলে উঠলো। এরপরে তার কাগজের ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করে ইশিগামির সামনে রাখলো।

"কি এটা?"

"খুলেই দেখো না," হেসে জবাব দিলো সে।

খামটার ভেতরে পুরো একটা পাতাভর্তি কিছু সূত্র লেখা। ইশিগামি একবার দেখেই চিনে ফেলল। "রাইম্যানের উপপাদ্যকে ভুল প্রমাণের চেষ্টা করছো নাকি?"

"এত তাড়াতাড়ি বুঝে গেলে?"

রাইম্যানের উপপাদ্য হচ্ছে সবচেয়ে জটিল উপপাদ্যগুলোর মধ্যে একটি। এখনও প্রমাণ করতে পারেনি কেউ সেটাকে। রাইম্যান নামের এক জার্মান গণিতবিদ প্রস্তাব করেছিলেন এটা।

ইউকাওয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করছে রাইম্যানের উপপাদ্য আসলে ভুল। পৃথিবীর অনেক গণিতবিদই সে চেষ্টা করেছে আগে কিন্তু কেউই সফল হতে পারেনি।

"আমাদের ডিপার্টমেন্টের এক প্রফেসরের কাছ থেকে ধার করেছি এটা। কোন জার্নালে প্রকাশ হয়নি এখনও। কিন্তু আমার ধারণা ঠিক পথেই এগোচ্ছে সে," ইউয়াকাওয়া ব্যাখ্যা করলো।

"তাহলে তোমার ধারণা রাইম্যানের উপপাদ্য ভুল?"

"আমি বলেছি এটা ঠিক পথেই এগোচ্ছে," খামটার দিকে ইশারা করে বলল ইউকাওয়া। "রাইম্যানের উপপাদ্য যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে এটাতে নিশ্চয়ই কোন ভুল আছে।"

ইউকাওয়ার চোখ জ্বলজ্বল করছে, তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন উপভোগ করছে বিষয়টা। ইশিগামি বুঝতে পারলো, আসলে তাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে ইউকাওয়া। 'বুদ্ধ ইশিগামি' কি আগের মতনই আছে কিনা সেটা বোঝার চেষ্টা করছে।

"একবার দেখবো নাকি আমি?"

"সেজন্যেই তো এনেছি।"

কাগজটা হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে সেটা পড়তে লাগলো ইশিগামি।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর উঠে গিয়ে ডেস্কে বসলো সে। একটা কাগজ কলম নিয়ে লিখতে শুরু করলো।

"P=NP সমস্যাটার সাথে পরিচিত তো তুমি?" ইউয়াকাওয়া জিজ্ঞেস করলো পেছন থেকে।

"মানে, বোঝাতে চাচ্ছো, যে কারো সমাধান ভুল প্রমাণ করার চেয়ে সেটা নিজে সমাধান করা বেশ কঠিন, তাই তো? ক্লে গণিত সংস্থা পুরস্কার ঘোষণা করেছে এটার জন্যে," ইশিগামি ঘুরে বলল।

"আমি নিশ্চিত ছিলাম, তুমি এটার ব্যাপারে শুনেছো," গ্লাসটা হাতে নিতে নিতে বলল ইউকাওয়া।

আবার ঘুরে বসলো ইশিগামি।

গণিতকে সবসময়ই সে গুপ্তধন শিকারের সাথে তুলনা করে। একবার যদি কেউ জানে তাকে কোন পথে এগোতে হবে, সেই অনুযায়ি সূত্র বসালেই চলবে। যদি সেটাতে না হয় তবে আবার শুরুতে ফিরে গিয়ে অন্য কোন পথ ধরে এগোতে হবে। আর ধৈর্য ধরে এভাবে কাজ করতে থাকলেই এক না এক সময় গুপ্তধনের দেখা মিলবে। এমন একটা সমাধান হাতে আসবে যেটা আগে কেউ করেনি।

সেক্ষেত্রে মনে হতে পারে অন্য কারো সমাধানের নির্ভুলতা যাচাই করার জন্যে সেই ব্যক্তির দেখানো সূত্র ধরে এগোলেই চলবে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। কারণ সেই ব্যক্তি ভুল সূত্রও দিতে পারে। সে অনুযায়ি এগোলে সমাধান আসবে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও যে ভালো কোন সমাধান নেই সেটার কেউ নিশ্চয়তা দিতে পারবে না। তখন আসল সমাধান খুঁজে বের করা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এই জন্যেই P=NP সমস্যাটার প্রস্তাব করা হয়।

খুব তাড়াতাড়ি ইশিগামি ডুবে গেলো সমস্যাটার ভেতরে। সময়ের খেই হারিয়ে ফেলল একটু পরেই। মনে হতে লাগলো দীর্ঘদিন পরে যুদ্ধে নেমেছে দক্ষ কোন যোদ্ধা। মগজের প্রতিটি কোষ ব্যস্ত হয়ে উঠলো তার।

X

"আহ্!" হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে গেলো ইশিগামি। কাগজটা হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ইউকাওয়া কোট খুলে মেঝেতে ঘুমাচ্ছে এখন। আস্তে করে তার কাঁধে টোকা দিলো সে, "সমাধান করে ফেলেছি।"

ইউকাওয়া উঠে বসলো। চোখ কচলে তাকালো ইশিগামির দিকে, "কি হয়েছে?"

BanglaBook.org

"সমাধান করে ফেলেছি আমি। দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে, তুমি যে সমাধানটা এনেছিলে সেটা ভুল ছিল। মিলে যাচ্ছিল প্রায়, কিন্তু শেষের দিকে একটা সূত্রের প্রয়োগে ভুল হয়ে গেছে। প্রাইম নম্বরগুলো–"

"আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও," ইউকাওয়া হাত উঁচু করে তাকে থামার নির্দেশ দিলো। "কি বলছো কিছুই বুঝতে পারছি না এখন। কয়েক কাপ চা খাওয়ার পরেও বুঝতে পারবো কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহ আছে। আর রাইম্যানের উপপাদ্যটা ভালোমত বুঝিও না আমি। তোমাকে দেখানোর জন্যেই এনেছিলাম ওটা।"

"কিন্তু তুমি তো বলছিলে, তোমার ধারণা ওটা ঠিক পথেই এগোচ্ছে?"

"ঐ প্রফেসরের কথাই পুনরাবৃত্তি করছিলাম আমি। আসলে সে নিজেও বোধহয় সমস্যাটার কথা জানতো, এজন্যেই কোথাও প্রকাশ করেনি।"

"ওহ্," হতাশ হয়ে বলল ইশিগামি।

"তুমি কিন্তু অবাক করে দিয়েছো আমাকে। প্রফেসর আমাকে বলেছিল, কোন দক্ষ গণিতবিদের পক্ষেও একবার বসে ভুলটা বের করা সম্ভব নয়," ইউকাওয়া তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল। "আর তুমি সেটা ছয় ঘন্টায় করে ফেলেছো!"

"ছয় ঘন্টা?" ইশিগামি অবাক হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। আলো ফুটতে শুরু করেছে বাইরে। অ্যালার্ম ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো, প্রায় পাঁচটা বেজে গেছে।

"বুদ্ধ ইশিগামি এখনও আগের মতনই আছে তাহলে," ইউকাওয়া উচ্ছসিত হয়ে বলল। "কিছু জিনিস কখনো বদলায় না। ভালো লাগলো ব্যাপারটা।"

"আমি দুঃখিত ইউকাওয়া, ভুলেই গিয়েছিলাম তোমার কথা।"

"আরে, ব্যাপার না। আমি কিছু মনে করিনি। তোমার একটু হলেও ঘুমানো উচিত এখন। স্কুল আছে তো, নাকি?"

"হ্যা, তা আছে। কিন্তু এখন আর ঘুমানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। অনেক দিন পরে গণিত নিয়ে এভাবে খাটলাম। ধন্যবাদ তোমাকে," হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল ইশিগামি।

"এখানে এসে খুব খুশি হয়েছি আমি," ইশিগামির সাথে হাত মেলাল ইউকাওয়া।

"আমিও খুশি হয়েছি," বলল সে। "খুব বেশি কিছু করার নেই এখানে। কিন্তু ট্রেন চালু হওয়ার আগপর্যন্ত থেকে যাও।"

X

BanglaBook.org

সাতটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিলো ইশিগামি। ভালোই হলো ঘুমটা, অনেক দিন পরে এভাবে মগজ খাটিয়েছে সে। মাথাটা অন্যান্য সময়ের চেয়েও পরিস্কার লাগছে আজ।

স্কুলের জন্যে তৈরি হচ্ছে সে, এমন সময়ে ইউকাওয়া মন্তব্য করলো, "তোমার প্রতিবেশি দেখি খুব ভোরেই উঠে গেছে।"

"আমার প্রতিবেশি?"

"সাড়ে ছটার সময় তার বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ পাই আমি।"

ইউকাওয়া এতক্ষণ জেগে ছিল তাহলে।

ইশিগামি উত্তর দেবে কিনা ভাবছে এমন সময়ে ইউকাওয়া আবার বলে উঠলো, "কুসানাগি তোমাকে তো বলেছে সে একটা খুনের কেসের সন্দেহভাজন, তাই না? সেজন্যেই তোমার ফ্ল্যাটে এসেছিল ওরা।"

জ্যাকেট পরতে পরতে পাল্টা প্রশ্ন করলো ইশিগামি, "তোমার সাথে কেস নিয়ে আলোচনা করে সে?"

"মাঝে মাঝে। আসলে কাজের ফাঁকে সময় কাটাতে আসে। আমি তাড়িয়ে দেয়ার আগপর্যন্ত এটা সেটা নিয়ে অভিযোগ করে, এই আর কি।"

"যাই হোক, তার বর্তমান কেস নিয়ে কিছুই জানি না আমি। কুসানাগি...না কী যেন বলেছিলে তার নাম? সে কিছু বলেনি আমাকে।"

"একটা লোক খুন হয়েছে। সে আবার তোমার প্রতিবেশির প্রাক্তন স্বামী।"

"ওহ্! জানতাম না তো!" অনুভূতিহীনভাবে বলল ইশিগামি।

"তা, প্রতিবেশির সাথে বেশি কথাবার্তা হয়?"

চিন্তার ঝড় বইতে লাগলো ইশিগামির মাথায়। ইউকাওয়ার গলার সুর শুনে অবশ্য মনে হচ্ছে না সে কিছু সন্দেহ করেছে। প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে পারলে ভালো হত। কিন্তু গোয়েন্দাটার কথাও মনে রাখতে হবে। ইউকাওয়ার সাথে আবার তার আলাপ হতে পারে। তাই উত্তর দিতেই হবে তাকে এখন।

"ঠিক 'বেশি' বলবো না। কিন্তু মিস হানাওকা যে লাঞ্চ শপটাতে কাজ করেন সেখানে নিয়মিত যাই আমি। আমার এখন মনে হচ্ছে কুসানাগিকে সেটা বলতে বোধহয় ভুলে গিয়েছিলাম তখন।"

"লাঞ্চবক্স বিক্রি করে সে তাহলে?"

"আমি কিন্তু আমার প্রতিবেশির জন্যেই ওখানে যাই এমনটা না। স্কুলে যাওয়ার পথে পড়ে বলেই যাই। আমার সাথে গেলেই দেখবে তুমি।"

"বুঝতে পারছি। তবুও সন্দেহভাজন খুনের আসামির পাশে বসবাস করা বেশ অস্বস্তিদায়ক।"

BanglaBook.org

"আমাকে তো আর খুন করছে না সে, তাই আমার মাথা না ঘামালেও চলবে।"

"তা ঠিক," স্বাভাবিকভাবেই বলল ইউকাওয়া। সন্দেহের লেশমাত্র নেই কণ্ঠে।

সাড়ে সাতটা নাগাদ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে গেলো তারা। ইউকাওয়া কাছের ট্রেন স্টেশনে না গিয়ে ইশিগামির সাথে হাটার সিদ্ধান্ত নিলো। স্কুলের কাছ থেকে ট্রেনে উঠবে সে, তাহলে আর ট্রেন বদল করতে হবে না মাঝপথে।

যাবার পথে কেসটার ব্যাপারে আর কথা হলো না তাদের মধ্যে। ইশিগামি একবার ভেবেছিল কুসানাগি তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে ইউকাওয়াকে পাঠিয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে একটু অতিরিক্তই ভেবে ফেলেছিল সে। তথ্যের জন্যে এতটা মরিয়া হয়ে ওঠেনি নিশ্চয়ই কুসানাগি।

"এখানকার দৃশ্য তো বেশ ভালো," সুমাইদা নদীর পাশ দিয়ে হাটার সময় বলল ইউকাওয়া। কিছুক্ষণ আগেই শিনোহাশি ব্রিজ পার করে এসেছে তারা। বাস্তুহারাদের জায়গাটাও দেখেছে সে।

পনিটেইলওয়ালা ধূসর চুলের লোকটা তার কাপড়চোপড় নেড়ে দিচ্ছে। তার পেছনে ক্যান-মানব নিজের কাজে ব্যস্ত।

"প্রতিদিন একই ঘটনা," ইশিগামি বলল। "গত একমাস ধরে এই একই জিনিস দেখছি আমি। ওদেরকে জীবন্ত ঘড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে তুমি।"

"কোন নিয়ম-কানুন ছাড়া জীবন যাপন করলে এমনটাই হয়। নিজের অজান্তেই একটা শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে যায় জীবন।"

"ঠিক বলেছো।"

কিয়োসু ব্রিজের আগের সিঁড়িটা ধরে উপরে উঠলো ওরা। সামনে একটা বিরাট অফিস, পুরোটা কাঁচে মোড়ানো। সেখানে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে বলে উঠলো ইশিগামি, "এখনও এরকম শরীর ধরে রেখেছো কিভাবে, ইউকাওয়া? মাথাভর্তি চুল তোমার। আমাদের মধ্যে কত পার্থক্য!"

"আগের মত নেই কিন্তু। দিন দিন আরো পাতলা হয়ে যাচ্ছে।"

স্বাভাবিকভাবে গল্প করলেও ইশিগামির মনে অন্য কথা ঘুরছে। এভাবে যেতে থাকলে তো তার সাথে বেন্টেন-টেই'তে পৌছে যাবে ইউকাওয়া। সেখানে তাদের দেখে নিশ্চিত অবাক হয়ে যাবে ইয়াসুকো। আর সেটা তার বন্ধুর নজর এড়াবে বলে মনে হয় না। নিজে চুপচাপ থাকলেও সবকিছুর প্রতিই সমান নজর থাকে ইউকাওয়ার।

BanglaBook.org

রাস্তার পাশের সাইনটা বন্ধুকে দেখালো সে, "এই লাঞ্চবক্স শপটার কথাই বলছিলাম আমি।"

"বেন্টেন-টেই? নামটা তো ভালোই দিয়েছে। মালিকদের নিশ্চয়ই ধারণা সম্পত্তির দেবি বেন্টেন তাদের দু-হাত উজার করে দেবেন এই নাম দিলে।"

"অন্তত আমি নিয়মিত কেনাকাটা করি ওখান থেকে। আজকেও যাবো।"

"ওহ্, আচ্ছা। আমার তাহলে চলে যাওয়া উচিত এখন, কি বলো?"

একটু অবাক হলেও ভেতরে ভেতরে স্বস্তি অনুভব করলো ইশিগামি। "দুঃখিত, তোমাকে ঠিকমত আপ্যায়ন করতে পারলাম না।"

"আরে না, সব ঠিকই ছিল। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চের সুযোগ পেলে করবে নাকি?"

"আমার বাসাতেই রিসার্চের কাজ করতে পারবো আমি। সেরকম যন্ত্রপাতির তো আর দরকার নেই আমার। আর এই বয়সে আমাকে কেউ নেবে বলে মনে হয় না।"

"বলা যায় না কিন্তু। শুভকামনা থাকলো তোমার জন্যে, ইশিগামি।"

"তোমার জন্যেও শুভকামনা।"

"অনেক দিন পর দেখা হয়ে ভালোই লাগলো।"

হাত মিলিয়ে রওনা দিলো ইউকাওয়া। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বন্ধুর প্রস্থান দেখতে লাগলো ইশিগামি। ভালো হয়েছে তার সাথে বেন্টেন-টেই পর্যন্ত যায়নি সে।

ইউকাওয়া দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলে ঘুরে বেন্টেন-টেইয়ের দিকে রওনা দিলো সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৭

ইশিগামিকে দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ইয়াসুকো। ইদানিং লোকটার শান্ত চেহারা দেখলে তার নিজের ভেতরটাও শান্ত হয়ে যায়। সে খেয়াল করেছে গতরাতে ইশিগামির বাসায় একজন মেহমান এসেছিল। সারারাত লাইট জ্বলেছে। তার ভয় হচ্ছিল গোয়েন্দাটা বুঝি এসেছে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে।

"স্পেশাল প্যাকেজটা নেবো আমি," বরাবরের মতই বলল ইশিগামি। ইয়াসুকোর দিকে তাকাচ্ছে না, অন্যদিনের মতই।

"অবশ্যই, একটু অপেক্ষা করুন," বলল সে। এরপর নিচুস্বরে যোগ করলো, "গতকাল আপনার বাসায় কেউ এসেছিল?"

ইশিগামি অবাক হয়ে গেলো প্রশ্নটা শুনে, তাড়াতাড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো আশেপাশে কেউ আছে কিনা, "এভাবে কথা বলা উচিত হচ্ছে না," ফিসফিসিয়ে বলল সে। "আমাদের ওপর নজর রাখতে পারে ওরা।"

"আমি দুঃখিত," বলে তাড়াতাড়ি কাউন্টারের পেছনে সরে আসল ইয়াসুকো।

এরপর দু-জনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে লাঞ্চ তৈরি হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। কেউ কারো দিকে তাকালোও না একবার।

রাস্তার দিকে একবার নজর দিলো ইয়াসুকো। কাউকে দেখা যাচ্ছে না বাইরে, অবশ্য পুলিশ যদি সত্যিই নজর রেখে থাকে তাহলে খালি চোখে দেখতে পাবার কথাও নয়।

পেছন থেকে বক্স লাঞ্চটা দিয়ে গেলে সেটা ইশিগামির দিকে এগিয়ে দিলো সে।

"আমার এক পুরনো সহপাঠি এসেছিল গতকাল," টাকা দেয়ার সময় বলল ইশিগামি।

"কি?"

"ইউনিভার্সিটির এক পুরনো সহপাঠি দেখা করতে এসেছিল। আপনাকে যদি বিরক্ত করে থাকি তাহলে দুঃখিত," যতটা সম্ভব আস্তে কথাগুলো বলল সে।

"না না, আমার কোন অসুবিধে হয়নি," হেসে জবাব দিলো ইয়াসুকো।

BanglaBook.org

মেঝের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে সে, যাতে বাইরে থেকে কেউ দেখলেও বুঝতে না পারে। "না, মানে...আমি ভাবছিলাম, সচরাচর আপনার বাসায় তো কেউ আসে না।"

"আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তাকে দেখে।"

"আপনার ভালোই সময় কেটেছে তাহলে। শুনে খুশি হলাম।"

"ধন্যবাদ," ব্যাগটা হাতে নিতে নিতে বলল ইশিগামি। "সন্ধ্যায়..."

তার মানে আজ সন্ধ্যায় ফোন দেবেন তিনি। ইয়াসুকো হেসে মাথা নাড়লো জবাবে। ইশিগামিকে পেছন থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলো সে। এরকম একজন লোকেরও যে বন্ধু থাকতে পারে সেটা ভেবে অবাকই লাগছে তার।

সকালের কর্মব্যস্ততার পর দুপুরের বিরতির সময়টা ইয়ানোজাওয়াদের সাথে কাটাতে পেছনে গেলো ইয়াসুকো। সায়োকো মিষ্টি জিনিস খেতে ভালোবাসে, ইয়াসুকোকে দেখে একটা বিন কেক তার দিকে এগিয়ে দিলো সে। মি. ইয়ানোজাওয়া অবশ্য মিষ্টি জিনিসের খুব একটা ভক্ত নন। তাই কেকের দিকে না তাকিয়ে চায়ের কাপটা উঠিয়ে নিলেন তিনি।

"তোমাকে কি কালকেও বিরক্ত করেছে ওরা?"

"কারা?"

"ঐ হতচ্ছাড়া পুলিশগুলো," সায়োকো ভুরু কুঁচকে বলল। "আমাদের তো ছাড়তেই চাইছিল না কালকে। আমি ভেবেছি রাতে নিশ্চিত তোমার বাসায় যাবে ওরা," এই বলে স্বামীর দিকে তাকালো সে সমর্থনের আশায়। মাথা নেড়ে সায় জানালো ইয়ানোজাওয়া।

"না। সেদিনের পরে আর আসেনি ওরা।"

আসলে মিশাতোকে স্কুলের পরে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশগুলো। কিন্তু সেকথা বলার প্রয়োজনবোধ করলো না সে।

"যাক। বাঁচলে তাহলে।"

"তারা নিশ্চয়ই কিছু নিয়মমাফিক প্রশ্ন করা ছাড়া অন্য কোন ঝামেলা করেনি," ইয়ানোজাওয়া বলল। "ইয়াসুকোকে তো আর সন্দেহ করছে না ওরা।"

"যাই হোক না কেন, টোগাশি যে খুন হবার আগে এখানে আসেনি তাতে আমি খুশি। তা না-হলে ইয়াসুকোর পেছনে আরো ভালোমত লাগতো পুলিশগুলো।"

"ভয় দেখিয়ো না তো মেয়েটাকে," ইয়ানোজাওয়া তার স্ত্রীকে বলল।

BanglaBook.org

"আরে, ওদেরকে তো চেনো না তুমি। মনে নেই ঐ গোয়েন্দাটা, কুসানাগি না কী যেন বলছিল, টোগাশি নাকি ম্যারিয়ান ক্লাবেও গিয়েছিল ইয়াসুকোর খোঁজে?" এই ম্যারিয়ান ক্লাবেই সায়োকো আর ইয়াসুকো আগে কাজ করতো। "সে বলেছিল তার ধারণা টোগাশির এখানে আসার কথা। মনে মনে কিছু একটা চলছিল ঐ ব্যাটার, আমি তখনই ধরতে পেরেছিলাম।"

"হতে পারে, কিন্তু টোগাশি তো আর এখানে আসেনি, তাই না? আমাদের দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।"

"এজন্যেই তো আমি বললাম, শয়তানটা এখানে না আসাতে খুব ভালো হয়েছে। না-হলে আমাদের ইয়াসুকোকে একটুও নিস্তার দিত না ওরা।"

ইয়ানোজাওয়া হাত নেড়ে তার স্ত্রীর কথা উড়িয়ে দিলো। ওরা যদি জানতে পারে টোগাশি এখানে এসেছিল, তাহলে কি হবে? পেটের ভেতরটা কেমন জানি করে উঠলো ইয়াসুকোর।

"যাই হোক না কেন, হাল ছেড়ে দেয়া চলবে না তোমার, ইয়াসুকো," সায়োকো বলল। "ওরা আবার আসবে তোমার সাথে কথা বলতে, দেখো। আসাটাই স্বাভাবিক, কারণ হাজার হলেও টোগাশি তোমার স্বামী ছিল। কিন্তু যখন ওরা বুঝতে পারবে টোগাশির খুনের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই, তখন আর জ্বালাবে না। আমি জানি শয়তানটা এখনও তোমাকে জ্বালাতন করতো।"

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল ইয়াসুকো।

"সত্যি কথা বলতে কি, আমি আসলে খুশিই হয়েছি সে মারা গেছে," সায়োকো স্বান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল।

"আহ্, সায়োকো," ভুরু কুঁচকে বলল ইয়ানোজাওয়া।

"আরে, বলতে দাও আমাকে। তুমি তো জানো না ইয়াসুকোকে কতটা ভুগিয়েছে ঐ হারামি।"

"শুধু তুমি জানো, না?"

"কিছুটা তো জানিই। ইয়াসুকো অনেক কিছুই খুলে বলেছে আমাকে। সে ম্যারিয়ানে কাজ করা শুরুই করেছিল ঐ জানোয়ারটার হাত থেকে বাঁচার জন্যে, তাই না ইয়াসুকো? আমি জানি না কে তাকে খুন করেছে, কিন্তু তার সাথে দেখা হলে একবার হাত মেলাতাম আমি।"

ইয়ানোজাওয়া বিরক্ত হয়ে বের হয়ে গেলো ঘর থেকে। সায়োকো

BanglaBook.org

অসন্তোষ নিয়ে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার কি মনে হয় ইয়াসুকো? কে মেরেছে টোগাশিকে? কোন পাওনাদার হবে হয়তো, কি বলো?"

"কে জানে?" ইয়াসুকো কাঁধ তুলল।

"যাই হোক, তুমি ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছো এতেই আমি খুশি," কেকের শেষ টুকরোটা মুখে তুলে নিতে নিতে বলল সায়োকো।

ইয়াসুকো কিছুক্ষণ পরে সামনে ফিরে গেলো। ইয়ানোজাওয়াদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় না তারা কিছু সন্দেহ করেছে। বরং তারা ভাবছে কেসটা ইয়াসুকোর জন্যে হয়রানি ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের ধোঁকা দিতে কষ্ট লাগছিল তার, কিন্তু সে যদি গ্রেফতার হয় তাহলে আরো বড় বিপদে পড়বে তারা। বেন্টেন-টেইয়ের ব্যবসাতেও ধ্বস নামবে সন্দেহ নেই। সত্যটা লুকানো ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই তার এখন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত যান্ত্রিকভাবে কাজ করে গেলো সে। মাঝে মাঝেই সেদিনটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু জোর করে ওগুলো মাথা থেকে দূরে ঠেলে দিলো বারবার।

ছয়টা নাগাদ দোকানে ভিড় কমে আসলো একদম। এই সময় হুট করে দরজাটা খুলে গেলো।

"স্বাগতম," অভ্যাসবশত বলে উঠলো সে। কিন্তু আগন্তুককে দেখে পরের কথাগুলো মুখেই রয়ে গেলো। "আপনি–"

"কি খবর?" হেসে তাকে জিজ্ঞেস করলো লোকটা। চোখের নিচে ভাঁজ পড়ে গেছে তার।

"মি. কুডো! আপনি এখানে কি করছেন?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো সে।

"কি করছি মানে? লাঞ্চবক্স কিনতে এসেছি," এই বলে কাউন্টারের সামনে টাঙানো লাঞ্চবক্সের ছবিগুলো দেখতে লাগলেন। "বেশ ভালো মেন্যু দেখি।"

"নিশ্চয়ই ম্যারিয়ানের কেউ বলেছে এখানকার কথা।"

"ওরকমই কিছু একটা," হেসে বললেন তিনি। "বেশ কয়েকদিন পর সেদিন ওখানে গিয়েছিলাম আমি।"

ইয়াসুকো পেছনে ঘুরে জোরে ডাক দিলো, "সায়োকো! তাড়াতাড়ি আসো! তুমি বিশ্বাসই করবে না!"

"কি হয়েছে?" হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে আসতে লাগলো সায়োকো।

BanglaBook.org

"মি. কুডো এসেছেন," ইয়াসুকো হেসে জবাব বলল।

"কি? মি. কুডো..." পেছন থেকে বেরিয়ে এলো সায়োকো। অ্যাপ্রনটা খুলে ফেলেছে। সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে বলে উঠলো, "একি! মি. কুডো! আপনি?"

"আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে। কেমন যাচ্ছে আপনাদের দিনকাল? দেখে তো ভালোই মনে হচ্ছে।"

"এই তো, চলছে কোনরকম। এতদিন পড়ে আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে। তা, কি মনে করে?"

"তেমন কিছু না। আপনাদের সাথে দেখা করতেই এলাম," ইয়াসুকোর দিকে তাকিয়ে বললেন কুডো। নাক চুলকাচ্ছেন তিনি। এটা তার একটা পুরনো অভ্যাস। কিছু বলতে লজ্জা পেলে এটা করেন।

আকাসাকার ক্লাবটাতে ইয়াসুকো যখন কাজ করতো তখন নিয়মিত সেখানে যেতেন মি. কুডো। ওখানে গিয়ে সবসময় ইয়াসুকোর খোঁজ করতেন তিনি। দুয়েকবার বাইরে ডিনারেও গেছে তারা। মাঝে মাঝে ক্লাব বন্ধ হয়ে যাবার পরে একসাথে বারে যেত তারা। সে যখন টোগাশির হাত থেকে বাঁচার জন্যে ম্যারিয়ানে চলে আসে, তখন একমাত্র মি. কুডোকেই সেটা জানিয়েছিল। এরপরে ম্যারিয়ানের নিয়মিত কাস্টমার হয়ে যান মি. কুডো। ম্যারিয়ানের চাকরিটা ছেড়ে দেয়ার কথাটাও তাকেই প্রথম জানিয়েছিল ইয়াসুকো। তার এখনও মনে আছে সেদিন মি. কুডোর কথাটা শুনে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন, "যেখানেই যাও তোমার জন্যে শুভকামনা।"

এরপরে তার সাথে আর দেখা হয়নি।

কিছুক্ষণ পরে ইয়ানোজাওয়া বেরিয়ে আসলে চারজন মিলে পুরনো দিনের গল্পে মশগুল হয়ে গেলো।

অনেকটা সময় কথাবার্তা বলার পরে সায়োকো ইয়াসুকোকে তাড়াতাড়ি ছুটি নিতে বলল আজকের জন্যে। মি. কুডোর সাথে একটু ঘোরাঘুরি কিংবা চা খেতে যেতে পারবে তাহলে সে।

কুডোর দিকে তাকালো ইয়াসুকো।

"যদি তোমার সময় হয় আর কি," বললেন তিনি। তবে মনে মনে নিশ্চয়ই সেরকমই ইচ্ছে ছিল তার আগে থেকেই।

"একটু অপেক্ষা করুন," হেসে জবাব দিলো ইয়াসুকো।

কিছুক্ষণ পর দোকান থেকে বের হয়ে শিনোহাশি রোড ধরে হাটতে লাগলো তারা।

BanglaBook.org

"সত্যি কথা বলতে আমি তোমাকে ডিনারে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ আর সে কষ্ট দেবো না। তোমার মেয়ে নিশ্চয়ই বাসায় অপেক্ষা করছে," হাটতে হাটতে বলল কুডো। ইয়াসুকো আকাসাকাতে থাকতেই তাকে তার মেয়ের কথা জানিয়েছিলো।

"আপনার ছেলে কেমন আছে?"

"ভালো। থার্ড-ইয়ারে উঠে গেছে সে। সামনে পরীক্ষা।"

কুডো একটা ছোট প্রিন্টিং কোম্পানির ম্যানেজার। পশ্চিম টোকিওর ওসাকিতে স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে থাকেন।

রাস্তার পাশে একটা কফিশপে গেলো তারা। ইয়াসুকো ইচ্ছে করেই মোড়ের রেস্তোরাঁটাতে গেলো না।

"ম্যারিয়ানে তোমার খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম আমি," কুডো বললেন। "আমার মনে ছিল তুমি বলেছিলে, সায়োকোর লাঞ্চশপে কাজ করবে। কিন্তু সেটার ঠিকানা তো আমি জানতাম না।"

"আমার কথা এরকম হঠাৎ করেই মনে হলো আপনার?"

"আসলে তা না," কুডো একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললেন। "টেলিভিশনে খুনের খবরটা দেখি আমি। তখনই তোমাকে নিয়ে চিন্তা শুরু হয়। টোগাশির কথা শুনে একটু খারাপই লাগছে।"

"ওহ্...আপনি যে ওকে চিনতে পেরেছেন সেটা ভেবে অবাক লাগছে আমার।"

জবাবে হাসলেন কুডো। এরপর একবার ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "চিনবো না কেন? পর্দায় বড় করে টোগাশি নামটা দেখাচ্ছিল তো। আর সেটা কোনদিনও ভোলা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।"

"...আমি দুঃখিত।"

"আরে, তুমি ক্ষমা চাচ্ছো কেন," হাত নেড়ে বললেন কুডো।

ইয়াসুকো জানত কুডো তাকে পছন্দ করেন। আসলে মনে মনে সে-ও খানিকটা পছন্দ করতো তাকে। কিন্তু ওটুকুই। বেশ কয়েকবার তাকে হোটেলে নিয়ে যেতে চেয়েছেন কুডো। কিন্তু প্রতিবারই ভদ্রভাবে না বলে দিয়েছে সে। কারণ বিবাহিত একজন লোকের সাথে জড়ানোর ইচ্ছে ছিল না তার। আর তখন সে নিজেও বিবাহিত ছিল। অবশ্য কুডো কিংবা অন্য কাস্টমারকে একথা জানায়নি তখন।

একবার ট্যাক্সি করে ইয়াসুকোকে বাসায় নামিয়ে দেয়ার সময় টোগাশির সাথে দেখা হয়ে যায় কুডোর। ইয়াসুকো তার সিগারেট কেসটা ট্যাক্সিতে ফেলে গিয়েছিল, সেটাই ফেরত দিতে বাসায় নক করেছিলেন কুডো। কিন্তু

BanglaBook.org

দরজা খুলে দেয় টোগাশি। মাতাল অবস্থায় ছিল সে তখন। কুডোকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে ধরে নেয়, না বলা সত্ত্বেও জোর করে ইয়াসুকোকে হোটেলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছে। তখন চোখমুখ বন্ধ করে কুডোকে পেটানো শুরু করে সে। ইয়াসুকো এসে তাকে না থামালে পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারতো।

কিছুদিন পর ক্ষমা চাওয়ার জন্যে টোগাশিকে কুডোর অফিসে নিয়ে যায় ইয়াসুকো। টোগাশিও সুবোধ বালকের মত ক্ষমা চায়, কারণ সে জানতো কুডো যদি পুলিশের কাছে অভিযোগ করে তাহলে তার কপালে খারাবি আছে।

তবুও কুডো তেমন কিছু বলেননি তাকে। শুধু সাবধান করে বলে দেন স্ত্রীকে চিরদিন নাইটক্লাবে কাজ করতে দিতে পারে না সে। জবাবে কিছু না বলে একবার শুধু বাউ করেছিল টোগাশি।

এরপরেও নিয়মিত ক্লাবে আসতেন কুডো। ইয়াসুকোর সাথেও আগের মতনই ব্যবহার করতেন। কিন্তু ক্লাবের বাইরে দেখা-সাক্ষাত করা বন্ধ করে দিয়েছিল তারা। কুডোই তাকে আইনজীবির ঠিকানাটা দিয়েছিলেন। যার সহায়তায় টোগাশিকে ডিভোর্স দেয় সে।

এতদিন পর, কফির টেবিলে বসে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কুডো। "কেসটাতে তুমি জড়িয়ে যাবে না তো?"

"পুলিশ বেশ কয়েকবার এসেছে বাসায়। কিন্তু ওটুকুই।"

"আমি জানতাম তারা আসবে," কুডো দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন।

"চিন্তা করার মত কিছু নয় আসলে," ইয়াসুকো হেসে নিশ্চিত করলো তাকে।

"মিডিয়াও নিশ্চয়ই তোমার পেছনে উঠে পড়ে লেগেছে?"

"না, সেরকম কিছু ঘটেনি এখনও।"

"যাক। অবশ্য টোগাশির খুনের ব্যাপারটাকে অতটা গুরুত্বও দেয়নি ওরা। কিন্তু কেউ যদি ঘাটাতে আসে তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারবো সে ব্যাপারে।"

"ধন্যবাদ, আগের মতনই আছেন আপনি।"

কুডো লজ্জা পেয়ে গেলেন। কফির কাপ হাতে নিতে নিতে বললেন, "আমি খুশি তুমি কোনভাবে এর সাথে জড়িত নও বলে।"

"অবশ্যই আমি জড়িত না। আপনি কি ভেবেছিলেন, আমি ওকাজ করেছি?"

BanglaBook.org

"না, তা নয়। তোমাকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল আমার, এই যা। হাজার হলেও তোমার প্রাক্তন স্বামীকে খুন করা হয়েছে। তোমাকে তো ফাঁসিয়েও দিতে পারে কেউ।"

"সায়োকোও একই কথা বলছিল। আপনারা সবাই আমাকে নিয়ে একটু বেশিই দুশ্চিন্তা করেন।"

"এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, আমি আসলেও অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করছিলাম। টোগাশির সাথে তোমার ডিভোর্সের তো পাঁচবছর হয়ে গেলো প্রায়। এখনও দেখা-সাক্ষাত হত তোমাদের মাঝে?"

"ওর সাথে?"

"হ্যা, টোগাশির কথাই বলছি।"

"একদমই না," জবাব দিলো সে। খেয়াল করে দেখলো মুখের পেশিগুলো আপনা আপনিই শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু একটু পরেই কুডো অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করায় অস্বস্তিকর ভাবটা কেটে গেলো দ্রুত। কুডো তার জীবন কাহিনী বলা শুরু করেছেন। ইয়াসুকো খেয়াল করলো, তিনি কেবল তার ছেলের কথাই বলছেন, স্ত্রীর কথা একবারের জন্যেও মুখে আনছেন না। কুডোর সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন সেটা জানা নেই ইয়াসুকোর।

কফিশপ থেকে তারা যখন বের হলো তখন বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে।

"আমার দোষ এটা," কুডো ইয়াসুকোর কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন। "সোজাসুজি বাসায় গেলে আর বৃষ্টির মাঝে আটকা পড়তে হত না তোমাকে।"

ইয়াসুকো মাথা নেড়ে বলল, "আরে, না, আপনার দোষ হতে যাবে কেন?"

"তোমার বাসা কি এখান থেকে বেশি দূরে?"

"সাইকেলে করে গেলে দশ মিনিটের ব্যাপার।"

"সাইকেল? তাহলে তো ঝামেলা হয়ে গেলো," মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন কুডো।

"ব্যাপার না। আমার কাছে একটা ছাতা থাকে সবসময়। কালকে বাসা থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরুলেই চলবে।"

"আমি নামিয়ে দেই তোমাকে।"

"না না, তার দরকার হবে না।"

কিন্তু কুডো ইতিমধ্যেই একটা ট্যাক্সি ডেকে ফেলেছেন।

BanglaBook.org

"আগামিবার একসাথে ডিনার করি আমরা?" ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে বললেন কুডো। "তোমার মেয়েকেও নিয়ে এসো সাথে করে।"

"তাকে নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু আপনার–"

"আরে, আমি যেকোন সময়ই আসতে পারবো। এখন আর অতটা ব্যস্ত নই।"

ইয়াসুকো আসলে তার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছিল, কিন্তু আর কথা বাড়ালো না সে। তার কাছে মনে হলো কুডো ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাচ্ছেন ব্যাপারটা।

ইয়াসুকোর মোবাইল নম্বর জানতে চাইলেন কুডো। সেটা তাকে না দেওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেলো না সে।

ইয়াসুকোর অ্যাপার্টমেন্টের সামনে ট্যাক্সি নিয়ে আসলেন কুডো। কিন্তু তার পাশের দরজাটা খুলছিল না, তাই নামতে হলো।

"তাড়াতাড়ি ঢুকে যান নইলে ভিজে যাবেন," ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বলল ইয়াসুকো।

"শিঘ্রই দেখা হচ্ছে তাহলে।"

ইয়াসুকো মৃদু হেসে মাথা নাড়লো কেবল।

কুডো ট্যাক্সিতে ওঠার সময় ইয়াসুকোর পেছনে কাউকে দেখে থেমে গেলেন। ইয়াসুকোও মাথা ঘোরাল ভালোমত খেয়াল করার জন্যে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না ঠিকমতো। কিন্তু তবুও বুঝতে অসুবিধা হলো না তার, ইশিগামি দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির নিচে।

তাকে দেখে মনে হচ্ছে এতক্ষণ ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে দেখছিল সে। একটু পর ছাতা ফুটিয়ে রাস্তায় নেমে গেলো ইশিগামি।

"ফোন দেবো আমি," যাবার আগে বলে গেলেন কুডো। ট্যাক্সির লাইটটা মিলিয়ে যেতে দেখলো ইয়াসুকো। এতক্ষণে সে খেয়াল করলো বুকের ভেতর তার হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে। কতদিন পর একজন পুরুষ মানুষের সাথে ভালো সময় কাটালো সে!

বাসায় ফিরে দেখলো মিশাতো টিভি দেখছে।

"কিছু হয়েছে আজকে?"

মিশাতো ভালোমতই জানে তার মা স্কুলের কথা জিজ্ঞেস করছে না।

"না, কিছু না। মিকাও কিছু বলেনি, তার মানে পুলিশ এখনও যোগাযোগ করেনি ওর সাথে।"

কিছুক্ষণ পরে ইয়াসুকোর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো। ডিসপ্লেতে একটা পাবলিক ফোনের নম্বর দেখাচ্ছে।

BanglaBook.org

"হ্যালো?"

"ইশিগামি বলছি," পরিচিত কণ্ঠটা ভেসে আসলো ওপাশ থেকে। "কিছু ঘটেছে আজকে?"

"সেরকম কিছু না।"

"ঠিক আছে। দয়া করে সাবধানে থাকবেন। পুলিশ কিন্তু এখনও আপনাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়নি। সবকিছু আরো ভালোমত খতিয়ে দেখবে তারা।"

"বুঝতে পেরেছি।"

"আর কিছু হয়েছে নাকি আজ?"

"কি?" ইয়াসুকো জিজ্ঞেস করলো অবাক স্বরে। "কেবলই তো বললাম কিছু হয়নি।"

"জি, ঠিক আছে। দুঃখিত। কাল আবার ফোন করবো আমি," ফোন কেটে দেয়া হলো ওপাশ থেকে।

ইয়াসুকো ঠিক বুঝতে পারলো না, কী হলো। মি. ইশিগামিকে আগে কখনও এভাবে কথা বলতে শোনেনি সে। নিশ্চয়ই কুডোর সাথে তাকে দেখার কারনেই শেষের কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলো।

ইয়াসুকো জানে ইশিগামি কেন তাদেরকে এভাবে সাহায্য করছে। সায়োকোর কথাটা নিজেও বিশ্বাস করে সে এখন। ইশিগামি পছন্দ করে তাকে।

হঠাৎ করে একটা প্রশ্ন উদয় হলো তার মনে। সে যদি অন্য কারো সাথে ঘনিষ্ঠ হয় এখন, ইশিগামি কি তখনও তাকে সাহায্য করবে? ইয়াসুকো ঠিক করলো কুডোর সাথে ডিনারে যাবে না। আর গেলেও সেই কথা ইশিগামিকে বলা যাবে না। হঠাৎ করেই গোটা ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকল তার কাছে। কতদিন এভাবে ইশিগামির সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিয়ে চলতে হবে তাকে?

সে কি টোগাশির ঝামেলাটা মিটে যাওয়া না পর্যন্ত অন্য কোন পুরুষ মানুষের সাথে দেখা করতে পারবে না?

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

জিমের দরজার বাইরে থেকেই পরিচিত আওয়াজ শুনতে পেলো কুসানাগি। শক্ত হার্ডউডের ওপর কেডসের প্রতিধ্বনি, নিয়মিত বিরতিতে টেনিস বলে র‍্যাকেটের বাড়ি লাগার আওয়াজ ভেসে আসছে। দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিলো সে। সবচেয়ে কাছের টেনিস কোর্টটাতে খেলায় ব্যস্ত ইউকাওয়া। তার প্রতিপক্ষ এক আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্র। বলটা উঁচু করে নিখুঁত একটা সার্ভ করলো ছেলেটা। ইউকাওয়া সেটার কাছে যাওয়ার আগেই এপাশের দেয়ালে আঘাত করলো বলটা। খেলা শেষ, হেরে গেছে ইউকাওয়া। যেখানে ছিল সেখানেই বসে পড়লো। হাসিমুখে প্রতিপক্ষকে কী যেন বলল। খানিকবাদে কুসানাগিকে দরজায় দেখে উঠে দাঁড়াল সে। বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এলো কোর্ট থেকে।

"কি হয়েছে আবার?"

"আরে, সেটা তো আমার জিজ্ঞেস করার কথা! তুমিই তো আমাকে ফোন দিয়েছিলে।"

কুসানাগির কল লিস্টে ইউকাওয়ার নাম উঠেছিল দেখেই সে এসেছে এখানে।

"ও, হ্যা, ফোন করেছিলাম তোমাকে। কিন্তু সরাসরি ভয়েস মেইলে চলে গিয়েছিল। অত জরুরি কিছুও ছিল না, তাই আর মেসেজ রাখার প্রয়োজনবোধ করিনি। ভেবেছিলাম তুমি কোন কাজে ব্যস্ত হবে।"

"আসলে আমি একটা সিনেমা দেখছিলাম, তাই ফোনটা বন্ধ ছিল।"

"কাজের সময়ে সিনেমা! তোমার বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি!"

"হুহ! তাহলে তো ভালোই হত। আমি ঐ মা-মেয়ের অ্যালিবাই পরীক্ষা করে দেখার জন্যেই সিনেমাটা দেখছিলাম।"

"তা-ও ভালো, বসে বসে সিনেমা দেখার জন্যে বেতন তো পাচ্ছো।"

"একটা সিনেমা যখন তোমাকে কেউ জোর করে দেখাবে তখন বুঝবে কেমন লাগে। যাই হোক, শুধু-শুধু তাহলে তোমাকে বিরক্ত করলাম। ল্যাবেই খুঁজেছিলাম প্রথমে, কিন্তু ওখান থেকে বলল কোর্টে আছো তুমি।"

"এসেই যখন পড়েছো কিছু খাওয়া যাক তাহলে, কি বলো? আর তোমাকে একটা কথা আসলেও জিজ্ঞেস করতে হবে আমার," এই বলে

BanglaBook.org

কোর্ট থেকে বের হয়ে আসল তারা। মাঝখানে টেনিস স্নিকার্স পাল্টে জুতো পরে নিলো ইউকাওয়া।

"কি জিজ্ঞেস করবে?"

"তুমি আজ বিকেলে যেখানে ছিলে সেখানকার সাথে যোগাযোগ আছে ব্যাপারটার।"

"কোথায় ছিলাম আমি?"

"সিনেমা হলে," কুসানাগির দিকে তাকিয়ে বলল ইউকাওয়া।

X

ক্যাম্পাসের কাছেই একটা বারে গেলো তারা। কুসানাগি যখন এখানকার ছাত্র ছিল তখন অবশ্য এটার অস্তিত্ব ছিল না, আরো পরে খুলেছে। পেছনের দিকে একটা টেবিল দখল করলো দু-জন মিলে।

"মিস হানাওকা বলছেন মার্চের দশ তারিখে সিনেমাটা দেখতে গিয়েছিলেন তারা, যেদিন টোগাশি খুন হয়। আর তার মেয়ে স্কুলের এক বান্ধবির সাথে বারো তারিখে সিনেমাটা নিয়ে গল্প করে," ইউকাওয়ার গ্লাসে বিয়ার ঢালতে ঢালতে বলল কুসানাগি। "সেই বান্ধবির সাথেও কথা বলেছি আমি। সেজন্যেই সিনেমাটা দেখতে গেলাম, কাহিনী মেলানোর জন্যে।"

"হ্যা হ্যা, মানছি তোমার কথা। জনগণের পয়সায় সিনেমা দেখার যথেষ্ট কারণ ছিল তোমার। তো, মেয়েটার বান্ধবি কি বলল?"

"তেমন কিছু না। মেয়েটার নাম মিকা। মিশাতো নাকি বারো তারিখে সিনেমাটা নিয়ে তার সাথে আলোচনা করেছিল। সে নিজেও সিনেমাটা আগে দেখেছিল, তাই অনেকক্ষণ গল্প করে তারা সেটা নিয়ে।"

"সিনেমাটা দেখার একদিন পরে আলোচনা করেছে, অদ্ভুত তো," ইউকাওয়া মন্তব্য করলো।

"তাই না? সে যদি গল্প করতেই চায় তাহলে পরের দিন সেটা করলো না কেন? তখনই আমার মনে প্রশ্ন জাগে, তারা কি আসলেও দশ তারিখে সিনেমাটা দেখতে গিয়েছিল, নাকি এগারো তারিখে?"

"সেটা কি সম্ভব?"

"বলা যায় না। মহিলা সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কাজ করে। এরপরে তার মেয়ের ব্যাডমিন্টন প্র্যাকটিস শেষে সাতটার শো সহজেই ধরতে পারার কথা তাদের। দশ তারিখে নাকি তারা একাজই করেছিল।"

"ব্যাডমিন্টন? মেয়েটা ব্যাডমিন্টন ক্লাবে আছে?"

BanglaBook.org

"হ্যা, সেটা আমি প্রথমবার তাদের বাসায় গিয়েই বুঝেছিলাম। একটা র‍্যাকেট ঝোলানো ছিল দেয়ালে। আর এই ব্যাডামিন্টনের ব্যাপারটাও খোঁচাচ্ছে আমাকে। সহজ কোন খেলা নয় এটা। প্র্যাকটিসের পর তো একদম ক্লান্ত হয়ে যাবার কথা মেয়েটার।"

"তোমার মত শরীর যাদের তাদের অবশ্যই ক্লান্ত হবার কথা," গরম গরম কোনিয়াকুতে সরিষা মাখাতে মাখাতে বলল ইউকাওয়া।

"তোমার এসব ফাজলামোমার্কা কথা বন্ধ করো তো। আমি কি বলছি সেটা বোঝার–"

"তুমি বলতে চাইছো ওরকম কমবয়সি একটা মেয়ের ব্যাডমিন্টন প্র্যাকটিসের পরে সিনেমা হল আর কারাওকে বারে যাবার ব্যাপারটায় তোমার খটকা লাগছে, এই তো?"

কুসানাগি অবাক হয়ে গেলো। ঠিক এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিল সে।

"আমার কিন্তু মনে হয় না ব্যাপারটা অসম্ভব। মেয়েটার বয়স তো কম, আর আর স্বাস্থ্যও বেশ ভালো।"

"তা ঠিক। কিন্তু মেয়েটা শুকনো গড়নের, ক্লান্ত হয়ে যাবার কথা খুব তাড়াতাড়ি।"

"তোমার সাথে একমত হতে পারছি না। এমনটাও হতে পারে, সেদিন প্র্যাকটিসে অত কঠিন কিছু ছিল না। আর তুমি তো কারাওকে বারে যাবার ব্যাপারটা নিজে খতিয়ে দেখেছিলে, তাই না?"

"হ্যা।"

"কখন গিয়েছিল তারা সেখানে?"

"ন-টা চল্লিশে।"

"মেয়েটার মা সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কাজ করে, তাই না?"

"হ্যা।"

"খুনটা হয়েছে শিনোজাকি'তে। বাসা থেকে সেখানে যাওয়া আসা বাবদ সময় বাদ দিলেও কারাওকে বারে যাবার আগে তারা দু-ঘন্টা সময় হাতে পাচ্ছে। হ্যা, তুমি যা বলছো সেটা সম্ভব হলেও হতে পারে," ইউকাওয়া হাতে চপস্টিক নিয়ে বলল।

কুসানাগি তার দিকে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করতে লাগলো, সে কখন তাকে লাঞ্চবক্স শপটার কথা বলেছিল। "একটা কথা বলো তো," কিছুক্ষণ পরে বলল সে। "হঠাৎ করে এই কেসটার ব্যাপারে এত আগ্রহ দেখাচ্ছো কেন তুমি? অন্যান্য কেসের ব্যাপারে তো কখনও জিজ্ঞেস করো না।"

BanglaBook.org

"ঠিক 'আগ্রহ' বলবো না ব্যাপারটাকে। ভাবছিলাম আর কি। এধরণের অ্যালিবাইকে মিথ্যা প্রমাণ করার কাজটা করতে ভালোই লাগে।"

"অতও সোজা না কিন্তু কাজটা। আমরা কম চেষ্টা করছি না।"

"কিন্তু এখন পর্যন্ত মহিলার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ জোগাড় করতে পারোনি, তাই না?"

"তা ঠিক। কিন্তু কথা হচ্ছে অন্য কোন সন্দেহভাজন নেই আমাদের হাতে এ মুহূর্তে। টোগাশিও পেছনে কোন সূত্র রেখে যায়নি। খুব বেশি বন্ধুবান্ধব ছিল না তার, আর শত্রুও নেই বলতে গেলে। তোমার কাছে কি ব্যাপারটা একটু বেশিই কাকতালিয় মনে হচ্ছে না, খুনের দিন সন্ধ্যাতেই তারা সিনেমা দেখতে গেলো?"

"বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাচ্ছো। কিন্তু এখানে যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে হবে তোমার। অ্যালিবাইটা বাদেও অন্যকোন দিক নিয়ে ভাবা উচিত এখন।"

"কিভাবে কাজ করতে হয় সেটা শেখাতে এসো না আমাকে। সবকিছুই খতিয়ে দেখছি আমরা, বিশ্বাস করো," কুসানাগি পকেট থেকে একটা ফটোকপি করা কাগজ বের করে টেবিলে রাখলো। একজন মানুষের চেহারা আঁকা রয়েছে ওখানে।

"কি এটা?"

"জীবিত থাকা অবস্থায় ভিক্টিমের চেহারা কেমন ছিল সেটা বের করার চেষ্টা করেছি আমরা। শিনোজাকি স্টেশনের আশেপাশে কয়েকজন অফিসারকে ছবিটা হাতে দিয়ে পাঠানোও হয়েছিল খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে।"

"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম, তুমি বলেছিলে না, লোকটার জামাকাপড় পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল? কিন্তু পুরোপুরি পোড়েনি ওগুলো। একটা জ্যাকেট, একটা সোয়েটার আর কালো রঙের একটা প্যান্ট, তাই তো? ওগুলো তো যে কেউই পরতে পারে।"

"হুম। ডজনখানেক লোক বলেছিল তারা স্টেশনের আশেপাশে ওরকম পোশাক পরা কাউকে না কাউকে দেখেছে। কোত্থেকে যে শুরু করবো কিছুই বুঝতে পারছি না আমরা।"

"কোন লাভই হয়নি তাহলে?"

"না। শুধু একজন মহিলা বলছিল, অফিস থেকে ফেরার পথে সে নাকি স্টেশনের কাছে ওরকম পোশাক পরা একজন লোককে পায়চারি করতে দেখেছে। শিনোজাকিতে পোস্টারগুলো লাগানোর পরে ফোন করেছিল সে।"

BanglaBook.org

"বাহ্, এখানকার লোকজন তো দেখি বেশ সহযোগিতা করছে আজকাল। মহিলাকে আরো জিজ্ঞাসাবাদ করছো না কেন? জরুরি কিছু তো জানতেও পারো।"

"সেটা করেছি আমরা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সে যার কথা বলছে তার সাথে আমাদের ভিক্টিমের কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি না।"

"কেমন?"

"এই যেমন, সে যে স্টেশনটার কথা বলছে সেটা শিনোজাকি না, মিজু স্টেশন। শিনোজাকির আগের স্টেশন সেটা। আর আমাদের আর্টিস্ট যে চেহারাটা এঁকেছে, তার চেয়েও নাকি গোলাকার ছিল লোকটার মুখ।"

"গোলাকার?"

"একটা কথা তোমাকে বুঝতে হবে, ইউকাওয়া। তদন্ত করার সময় প্রায়ই আমরা ভুল দিকে পা বাড়াই। কিন্তু একসময় দেখা যায় সেখান থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বেরিয়ে এসেছে। তোমাদের বিজ্ঞানের দুনিয়ার মত নয় এটা, যেখানে সব কিছুই একটা নির্দিষ্ট সূত্র অনুযায়ি হবে। আর সেই সূত্রটা বের করতে পারলেই তোমার কাজ শেষ হয়ে যাবে," এই বলে খাওয়ার দিকে মনোযোগ দিলো কুসানাগি। সে আশা করছিল, উত্তরে কঠিন কিছু একটা শুনতে হবে তাকে, কিন্তু ইউকাওয়া কিছুই বলল না। তার দিকে মুখ তুলে দেখলো হাতে ভর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে।

কুসানাগি আগেও তার বন্ধুকে এ অবস্থায় দেখেছে। এর অর্থ হচ্ছে সে এখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। বিরক্ত করা যাবে না।

"তুমি বলেছিলে লোকটার চেহারা ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে বিকৃত করে দেয়া হয়েছে?"

"হ্যা, আঙুলের ছাপও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। নিশ্চিতভাবেই খুনি চাচ্ছিল না আমরা ভিক্টিমের পরিচয় বের করে ফেলি।"

"কি ব্যবহার করে করা হয়েছে সেটা?"

কুসানাগি আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো কেউ তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে কিনা। এরপর সামনে এগিয়ে এসে বলল, "আমরা কিছু খুঁজে পাইনি, তবে ধারণা করছি খুনি একটা হাতুরি ব্যবহার করেছে। ফরেনসিকের লোকদের ধারণা বেশ কয়েকবার আঘাত করা হয়েছে হাড্ডি ভাঙার জন্যে। চোয়াল আর দাঁত পুরোপুরি গুড়িয়ে গেছে তাতে। ডেন্টাল রেকর্ডসের সাথেও মিলিয়ে দেখতে পারিনি আমরা।"

"একটা হাতুড়ি?" ইউকাওয়া চপস্টিক দিয়ে একটা আলুর টুকরো তুলে নিতে নিতে বলল।

BanglaBook.org

"কেন, কি হয়েছে?"

ইউকাওয়া চপস্টিকটা নামিয়ে রেখে বলল, "আচ্ছা, তোমার সন্দেহভাজন মহিলাই যদি কাজটা করে থাকে, তাহলে খুনের দিনটাতে সারাদিন সে কি করেছিল বলে তোমার মনে হয়? তুমি ধারণা করছো, সে সিনেমা দেখতে যায়নি ঐদিন, তাই তো?"

"আমি আসলে পুরোপুরি নিশ্চিত নই, সে গিয়েছিল কিনা।"

"যাই হোক, আমি তোমার ধারণার কথাই জানতে চাচ্ছি। ভেবেচিন্তে বলো," ইউকাওয়া হাত নেড়ে তাকে উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল।

কুসানাগি ভুরু কুঁচকে বলল, "ঠিক আছে। ধারণা করেই বলছি তোমাকে, প্রমাণ দিতে পারবো না কিন্তু। ধরো আমাদের সন্দেহভাজন মহিলা, সুবিধার জন্যে মিস এক্স বলছি তাকে। তো, মিস এক্স সন্ধ্যা ছটার পরে কাজের জায়গা থেকে বের হন। সেখান থেকে হামামাটসু স্টেশনে হেটে যেতে তার দশ মিনিট লাগার কথা। সেখান থেকে সাবওয়েতে করে শিনোজাকি স্টেশনে যেতে আরো বিশ মিনিট লাগবে। তারপর বাসে বা ট্যাক্সিতে করে এডোগাওয়া নদীর কাছে পৌছে যায় সে। সবমিলিয়ে সাতটার আশেপাশে তার সেখানে থাকার কথা।"

"আর এই সময়ে আমাদের ভিক্টিম কি করছিল?"

"ভিক্টিমও মিস এক্সের সাথে দেখা করতে সেখানে যাচ্ছে। কিন্তু সে শিনোজাকি স্টেশন থেকে সাইকেলে করে যাচ্ছে।"

"সাইকেল?"

"হ্যা। লাশটা যেখানে পাই আমরা তার পাশেই একটা পরিত্যক্ত সাইকেল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে যে আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় সেটা ভিক্টিমের আঙুলের ছাপের সাথে পুরোপুরি মিলে গেছে।"

"আঙুলের ছাপ? আমি তো ভেবেছিলাম ওগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।"

কুসানাগি মাথা নেড়ে সায় জানালো, "ভিক্টিমের পরিচয় বের করার পর আমরা ব্যবহার করার মত আঙুলের ছাপ উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। আসলে আমার বলা উচিত ছিল ভিক্টিম যেখানে রাতে ছিল সেখানকার দেয়াল থেকে আঙুলের ছাপ খুঁজে পাই আমরা।" এটা শুনে ইউকাওয়া কিছু বলতে যাওয়ার আগেই আবার বলে উঠলো কুসানাগি, "আমি জানি তুমি কি বলতে চাচ্ছো এখন, দেয়ালের ছাপ আর সাইকেলে পাওয়া আঙুলের ছাপ পুরোপুরি মিলে গেলেও সেটা ভিক্টিমের না-ও হতে পারে। খুনিরও হতে পারে সেটা, তাই তো? যুক্তি আছে তোমার কথায়। কিন্তু ঘরটা থেকে কিছু

BanglaBook.org

চুলও খুঁজে পাই আমরা। আর সেটা ভিক্টিমের চুলের সাথে মিলে যায়। আমরা ডিএনএ অ্যানালাইসিস করেও দেখেছি।"

ইউকাওয়া হেসে বলল, "পুলিশের কাজের ভুল ধরতে চাচ্ছিলাম না আসলে। আমি বরং সাইকেলের ব্যাপারটা নিয়ে বেশি চিন্তিত। ভিক্টিম কি নিজে সাইকেলটা শিনোজাকি স্টেশনে রেখে দিয়েছিল?"

"না, আসলে–"

এরপরে কুসানাগি তাকে সাইকেল চুরির ঘটনাটা খুলে বলল। চশমার পেছনে ইউকাওয়ার চোখজোড়া বড় হয়ে গেলো সেটা শুনে।

"তো, ভিক্টিম শুধুমাত্র সেদিন সেখানে যাওয়ার জন্যে সাইকেলটা চুরি করার ঝুঁকি নিয়েছিল? বাস কিংবা ট্যাক্সি নিলো না কেন?"

"আমি ঠিক জানি না সে কেন সাইকেলটা চুরি করেছিল, কিন্তু সে সেটাই করেছিল। লোকটা বেকার ছিল, খুব বেশি টাকা-পয়সা থাকতো না হয়তো তার কাছে। বাস কিংবা ট্যাক্সিতে উঠলে ভাড়া দিতে হত।"

যুক্তিটা ইউকাওয়াকে সন্তুষ্ট করতে পারলো বলে মনে হয় না। নাক দিয়ে একটা আওয়াজ করে সে বলল, "যাই হোক, যেকোনভাবে আমাদের ভিক্টিম মিস এক্সের কাছে পৌছুল। এরপর?"

"আমার ধারণা, তারা ঠিক করে রেখেছিল কোথায় দেখা করবে। কিন্তু মিস এক্স সেখানে আগেই পৌছে যায়। যখন ভিক্টিমকে আসতে দেখে সে তখন পেছন দিক থেকে গলায় একটা দড়ি জাতীয় কিছু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও!" দু-হাত তুলে বলল ইউকাওয়া, "ভিক্টিমের উচ্চতা কত ছিল?"

"একশ সত্তর সেন্টিমিটারের আশেপাশে," খুব কষ্ট করে খিস্তি আউড়ানো থেকে নিজেকে সামলালো কুসানাগি। সে জানে ইউকাওয়া কি বলবে এরপর।

"আর মিস এক্স?"

"একশ ষাট সেন্টিমিটারের মত।"

"তার মানে ভিক্টিম প্রায় দশ সেন্টিমিটারের মত লম্বা," ইউকাওয়া একটা শয়তানি হাসি দিয়ে বলল। "আশা করি তুমি বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাচ্ছি।"

"অবশ্যই। নিজের থেকে লম্বা কাউকে শ্বাসরোধ করা বেশ কঠিন একটা কাজ। আর ভিক্টিমের গলার দাগ দেখে মনে হয়েছে, কেউ উপরের

BanglaBook.org

দিকে টানছিল দড়িটা। কিন্তু সে তো বসেও থাকতে পারে। হয়তো সাইকেলেই ছিল তখনও।"

"বাহ্, একটা খোঁড়া অজুহাত তৈরি করে রেখেছো দেখছি।"

"মোটেও খোঁড়া অজুহাত না," কুসানাগি টেবিলে কিল দিয়ে বলল।

"তো, এরপর কি হলো? ভিক্টিমের শরীর থেকে সব জামাকাপড় খুলে নিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসা হাতুড়ি দিয়ে মুখের নকশা পাল্টে দিলো আর একটা লাইটার দিয়ে আঙুলগুলো পুড়িয়ে দিলো? এরপর কাপড়-চোপড়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো। তাই তো?"

"তবুও নয়টার মধ্যে কিনশিকোতে পৌঁছে যাবার কথা তার।"

"কাগজে কলমে সেটা সম্ভব। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, খুবই দূর্বল সব যুক্তি ব্যবহার করছো তুমি। এখন আবার এটা বোলো না, তোমার পুরো ডিপার্টমেন্ট তোমার সাথে একমত।"

কুসানাগির মুখটা কালো হয়ে গেলো। হাতের বিয়ারের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ওয়েটারকে আরেক রাউন্ড বিয়ার দিয়ে যেতে ইশারা করে বলল, "আসলে ওদিককার অনেকেরই সন্দেহ একজন মহিলার পক্ষে এতকিছু করা আসলেও সম্ভব কিনা।"

"সন্দেহ করাটাই স্বাভাবিক। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা অত সহজ নয়। আর আমি হলফ করে বলতে পারি, লোকটা বাঁধা দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। তাছাড়া গড়পড়তা গড়নের একজন মহিলার পক্ষে তার লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়াটাও কঠিন। দুঃখিত, কিন্তু তোমার অফিসের লোকদের সাথেই তাল মেলাতে হচ্ছে আমাকে।"

"আমি জানতাম তুমি এটাই বলবে। আসলে আমি নিজেও পুরোপুরি বিশ্বাস করি না ব্যাখ্যাটা। একটা সম্ভাবনার কথা বলছিমাত্র।"

"তার মানে আরো সম্ভাবনা ঘুরছে তোমার মাথায়। বলে ফেলো, আমরাও শুনি সেগুলো।"

"না, আমি এটা বলছি না যে, এমূহূর্তে খুব বেশি কিছু জানি আমি। তোমাকে যে সম্ভাব্য দৃশ্যটার কথা বললাম সেখানে ভিক্টিমকে শিনোজাকিতেই খুন করা হয়েছে। কিন্তু এমনটাও তো হতে পারে তাকে খুন করার পর সেখানে নিয়ে আসা হয়েছে। ডিপার্টমেন্টের সবার আসলে এটাই ধারণা। মিস এক্স সেটা করে থাকুক আর না করে থাকুক।"

"সেটাই কিন্তু বেশি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমার মনে এটা প্রথমে আসেনি। কেন?"

BanglaBook.org

"সোজা ব্যাপার। মিস এক্স যদি আসলেও খুনি হয়ে থাকে, তাহলে অন্য কোথাও খুনটা হবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। তার কোন গাড়ি নেই আর সে গাড়ি চালাতেও জানে না। তাই অন্য কোন গাড়িও জোগাড় করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। লাশটা নদীর তীরে নিয়ে যাবার কোন উপায় ছিল না তার।"

"হুম, ভালো বলেছো।"

"আর ঐ সাইকেলের ব্যাপারটাও বাদ দিলে চলবে না। আমরা এটা ধরে নিতে পারি, সেটা ইচ্ছেকৃতভাবে সেখানে ফেলে রাখা হয়েছিল, যাতে করে আমরা ধরে নেই খুনটা সেখানেই হয়েছে। কিন্তু এরপর আবার কষ্ট করে ভিক্টিমের আঙুলের ছাপ সেখানে লাগানোর কি দরকার ছিল?" বিশেষ করে যখন আঙুলগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।"

"সাইকেলটা একটা রহস্য, বেশ কয়েকটা কারণে," এই বলে আঙুল দিয়ে টেবিল বাজাতে লাগলো ইউকাওয়া। এরপর বলল, "আচ্ছা, এটা ধরে নেয়া কি যুক্তিসঙ্গত নয়, একজন পুরুষ খুনটা করেছে, মহিলা নয়?"

"আমার ডিপার্টমেন্টের সবারও একই ধারণা। তবুও আমি বলবো, মিস এক্স কোনভাবে খুনের ঘটনার সাথে জড়িত।"

"তাহলে মিস এক্সের কোন পুরুষ সঙ্গি ছিল?"

"তার সাথে যোগাযোগ আছে এমন লোকজনের খোঁজ করছি আমরা এখন। হাজার হলেও সে একটা বারে হোস্টেস হিসেবে কাজ করতো। বেশ কয়েকজন পুরুষ মানুষের সাথে যোগাযোগ থাকাটা মোটেও অসম্ভব কিছু নয়।"

"এই কথাটাও ভালো বলেছো," হেসে বলল ইউকাওয়া। এরপরেই আবার গম্ভীর মুখ করে ফটোকপিটা দেখতে চাইলো।

কুসানাগি ভিক্টিমের সম্ভাব্য ছবিটা তার হাতে দিলো। সেটাতে টোগাশির যে ছবিটা আঁকা হয়েছে তাতে সে খুনের ঘটনাস্থলের পাশে যে কাপড়গুলো পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো পরিহিত অবস্থায় আছে।

ইউকাওয়া কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না, খুনি জামাকাপড়গুলো খুলে নিলো কেন?"

"ভিক্টিমের পরিচয় গোপন করার জন্যে। একই কারণে সে আঙুলের ছাপও নষ্ট করে দেয় আর চেহারার ওই অবস্থা করে।"

"তাহলে কাপড়গুলো সাথে করে নিয়ে গেলো না কেন? তোমরা ওগুলো খুঁজে পেয়েছো কারণ সে কাপড়গুলো পোড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। আর

BanglaBook.org

সেজন্যেই এই ছবিটা আঁকা সম্ভব হয়েছে।"

"মনে হয় তাড়াহুড়ো ছিল তার, অথবা ভুল করে ফেলেছে।"

"আমি মানছি কারো ওয়ালেট কিংবা ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখে তার পরিচয় বের করা ফেলা সম্ভব। কিন্তু কারো পোশাক দেখে পরিচয় বের করা কি সহজ? মনে হচ্ছে কাপড়চোপড় পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টাটা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। খুনির তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করার কথা, তাই না?"

"কি বলতে চাচ্ছো তুমি? তোমার ধারণা অন্য কোন কারণে কাপড়চোপড়গুলো খোলা হয়েছে?"

"একদম নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না। কিন্তু আসলেও যদি অন্য কোন কারণ থেকে থাকে তাহলে সেটা বের না করা পর্যন্ত খুনির খোঁজ পাবে বলে মনে হয় না," আঙুল দিয়ে টেবিলে বড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন একে বলল ইউকাওয়া।

X

এইটথ গ্রেডের বি গ্রুপের পরীক্ষার ফলাফল হতাশাজনক। শুধু গ্রুপ বি'ই নয়, সম্পূর্ণ এইটথ গ্রেডই পরীক্ষায় খারাপ করেছে। ইশিগামির ধারণা ছাত্র-ছাত্রিরা আরো গাধা হচ্ছে দিন দিন।

পরীক্ষার খাতা দেয়ার পরে সব সেকশনের গণিত শিক্ষকেরা মিলে একটা মেক-আপ পরীক্ষার তারিখ ঠিক করবে। এ বছর স্কুল থেকে পাশের জন্য সর্বনিম্ন নম্বর একদম কম করে ধরা হয়েছে। যেসব শিক্ষার্থি সে নম্বর পাবে না তারা পরবর্তি গ্রেডে উঠতে পারবে না। অবশ্য কেউ যাতে ফেল করে আগের ক্লাসে আটকে না থাকে সেজন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে মেক-আপ পরীক্ষা নেয়া হবে।

পরীক্ষার গ্রেড দেখার পর ক্লাসে প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠলেও ইশিগামি বরাবরের মতই সেগুলোকে পাত্তা দিলো না।

"আচ্ছা স্যার, এমনও তো ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে ভর্তি হবার জন্যে গণিতের দরকার নেই," এক শিক্ষার্থি বলল। "আমরা যারা ঐসব ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চাই, তাদের কেন গণিতে পাশ করা লাগবে?"

ইশিগামি প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালো। ছেলেটার নাম মরিওকা। এ মুহূর্তে সে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সমর্থনের আশায় আশেপাশে তাকাচ্ছে আর মাথা চুলকাচ্ছে। ছেলেটা খাটো, কিন্তু ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্টুদের মধ্যে

BanglaBook.org

একজন। স্কুল থেকে ইতিমধ্যেই তাকে বেশ কয়েকবার সতর্ক করা হয়েছে মোটরসাইকেলে করে ক্লাসে আসার জন্যে, যেটা একদম নিষিদ্ধ।

"তুমি কি কোন আর্টস কলেজে ভর্তি হতে চাও, মরিওকা?"

"না, মানে...যদি আমি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আদৌ ভর্তি হই, সেটাতে গণিত থাকবে না এটা জোর দিয়ে বলতে পারি। আমার অবশ্য ভর্তি হবার ইচ্ছেও নেই তেমন। আর আগামি বছর উচ্চতর গণিত নিচ্ছি না আমি, তাহলে এই গণিতের গ্রেড কি কাজে লাগবে, শুনি? আমার মত গর্দভদের পড়াতেও নিশ্চয়ই ভালো লাগে না আপনার। তাই বলছিলাম, একটা চুক্তিতে আসতে পারি আমরা, কি বলেন? যেখানে দু-জনেরই লাভ হবে।"

শেষ কথাটা শুনে পুরো ক্লাসে হসির রোল উঠলো। ইশিগামিও শুকনোভাবে হেসে বলল, "আমাকে নিয়ে যদি তোমার এতই চিন্তা হয় তাহলে মেক-আপ পরীক্ষায় পাশ করে দেখাও। ডিফারেন্সিয়াল আর ইন্টেগ্রাল ক্যালকুলাসই তো আছে শুধু।"

"এই ছাতার ক্যালকুলাস করে কী লাভ হবে আমার? শুধু শুধু সময় নষ্ট।"

ইশিগামি ঘুরে ব্ল্যাকবোর্ডে একটা কঠিন অঙ্ক বোঝানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল, কিন্তু শেষ কথাটা শুনে আবার পেছনে ফিরে তাকালো সে। এ ধরণের কথার জবাব দিতেই হবে তাকে। "আমি শুনেছি মোটরসাইকেল খুব পছন্দ তোমার, মরিওকা। কখনও মোটরসাইকেল রেস দেখেছো তুমি?"

মরিওকা বোকার মত মাথা নাড়লো। প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়েছে সে।

"ওখানে কি রেসাররা সব সময় একই গতিতে মোটরসাইকেল চালায়? না। একটু পরপর গতি বদলায় তারা। বাতাস কোনদিকে বইছে, রাস্তা কেমন সেটার ওপর নির্ভর করে সবকিছু। কোথায় গতি কমাতে হবে আর কোথায় গতি বাড়াতে হবে সেটা সবসময় মাথায় থাকে তাদের। আমি কি বলছি বুঝতে পারছো?"

"হ্যা, কিন্তু তার সাথে গণিতের কি সম্পর্ক?"

"কোথায় কেমন গতিতে চালাতে হবে সেটা বের করার জন্যে কিন্তু আলাদা দল থাকে। তারা মাইক্রোফোনে বলে দেয় সব। আর সেই হিসেবের জন্যে ক্যালকুলাস প্রয়োজন। তাহলে এখন বুঝতে পারছো তো কেন ডিফারেন্সিয়াল আর ইন্টেগ্রাল ক্যালকুলাস করতে হবে তোমাকে?"

"হ্যা," কিছুক্ষণ পরে বলল মরিওকা। "কিন্তু সেজন্যে তো সফটওয়্যার ব্যবহার করলেও হয়।"

BanglaBook.org

"কিন্তু ধরো, তোমাকেই সেই সফটওয়্যারটা বানাতে হচ্ছে, তখন?"

"আমি? সফটওয়্যার বানাবো? অসম্ভব!" চেয়ারে আরো হেলান দিয়ে বসে বলল মরিওকা।

"তুমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার না-হলে এই ক্লাসের অন্য কেউ তো হতে পারে। এজন্যেই গণিত শেখানো হয়। তোমাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে, আমি তোমাদের পথটা দেখিয়ে দিচ্ছি মাত্র, এরপর সবকিছু তোমাদের নিজেদেরই শিখতে হবে। কিন্তু তুমি যদি সেটাই না জানো কোন্ দরজা দিয়ে ও পথে প্রবেশ করবে তাহলে তো বিপদ। আর আমি পরীক্ষা নিয়ে দেখছি তোমরা সে দরজাটা চেনো কিনা।"

কথাটা বলার সময় পুরো ক্লাসে একবার চোখ বোলাল ইশিগামি। প্রতিবারই একজন না একজন থাকে জিজ্ঞেস করে তারা কেন গণিত শিখছে। প্রতিবছরই সে এই একই উত্তর দেয়। কিন্তু এবারেরজন যেহেতু মোটরসাইকেল পছন্দ করে তাই সেটা দিয়েই উদাহরণ দিয়েছে। গত বছর গাড়ি দিয়ে উদাহরণ দিয়েছিল, তার কাছে এটা নতুন কিছু নয়।

X

ক্লাস শেষে টিচার'স রুমে গিয়ে ইশিগামি দেখলো কেউ তার ডেস্কে একটা কাগজে লিখে রেখেছে, 'ইউকাওয়াকে ফোন দাও'–তার নিচে একটা ফোন নম্বর লেখা। হাতের লেখাটা সে চেনে। তার স্কুলেরই অন্য এক গণিত শিক্ষকের।

ইউকাওয়া আবার কি চায়? সে নিজেকেই প্রশ্ন করলো।

মোবাইল হাতে নিয়ে হলওয়েতে চলে গেলো সে। কাগজে লেখা নম্বরটাতে ডায়াল করলো। একবার রিং হতেই ফোন ধরলো ইউকাওয়া।

"ক্লাসের মধ্যে তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।"

"জরুরি কিছু?"

"বলতে পারো। আজকে দেখা করতে পারবে?"

"আজকে? আমার হাতে অবশ্য কিছু কাজ আছে এখন। পাঁচটার পরে হলে..." কেবল ষষ্ঠ পিরিয়ডের ক্লাস শেষ হলো। সব শিক্ষার্থি এখন যার যার হোমরুমে। ইশিগামির অবশ্য নিজের কোন হোমরুম নেই। তাই জুডো স্কুলের চাবিটা অন্য এক টিচারের হাতে দিয়ে বের হয়ে যেতে পারবে সে।

"ঠিক আছে তাহলে, পাঁচটার সময় স্কুলের সামনের গেটে দেখা করছি আমরা?"

BanglaBook.org

"আচ্ছা। এখন কোথায় তুমি?"

"আশেপাশেই আছি।"

"ঠিক আছে।"

ইউকাওয়া ফোনটা কেটে দেয়ার কিছুক্ষণ পরেও ইশিগামি শক্ত করে মোবাইলটা ধরে রাখলো। দুশ্চিন্তা হচ্ছে তার। এমন কি জরুরি কাজ আছে যে, ইউকাওয়া সব ফেলে তার সাথে দেখা করতে চলে এসেছে? উদ্ভ্রান্ত অবস্থাতেই ডেস্কে গিয়ে বসলো সে।

পরীক্ষার বাকি খাতাগুলো দেখতে দেখতে পাঁচটা বেজে গেলো। টিচার'স রুম থেকে বের হয়ে মাঠ পেরিয়ে সামনের গেটের দিকে হাটতে লাগলো ইশিগামি।

ইউকাওয়া গেটের কাছে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল। কোটটা বাতাসে উড়ছে। ইশিগামিকে দেখে হেসে হাত নাড়লো সে, "এভাবে ডাকার জন্যে দুঃখিত।"

"আমিও ভাবছিলাম, কি এত জরুরি কাজ আছে যে, একেবারে এখানে চলে এসেছো তুমি," একটু নরম হয়ে বলল ইশিগামি।

"হাটতে হাটতে কথা বলি," এই বলে কিয়োসুবাশি রোড ধরে হাটা শুরু করলো ইউকাওয়া।

"না, এদিক দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হবে," পাশের রাস্তাটা দেখিয়ে বলল ইশিগামি। "তাহলে তাড়াতাড়ি আমার অ্যাপার্টমেন্টে পৌছে যাবো আমরা।"

"কিন্তু আমি তো সেই লাঞ্চবক্স শপটাতে যেতে চাই," ইউকাওয়া ব্যাখ্যা করলো।

"লাঞ্চবক্স শপ? কেন, ওখানে কেন?" ইশিগামি বলল, মুখের পেশিগুলো শক্ত হয়ে গেছে।

"কেন আবার? লাঞ্চবক্স কিনতে! আজ রাতে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করার সুযোগ পাবো বলে মনে হয় না। তাই আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রাখতে চাই। ওখানকার খাবার তো ভালো, তাই না? তুমি তো প্রতিদিনই কিনছো।"

"ওহ্, আচ্ছা। ঠিক আছে, চল তাহলে," ইশিগামি বেন্টেন-টেইয়ের দিকে ঘুরে বলল।

কিয়োসু ব্রিজের দিকে হাটা শুরু করলো ওরা। সেই সময় একটা ট্রাক চলে গেলো ওদের পাশ দিয়ে।

BanglaBook.org

"তো," ইউকাওয়া বলল, "সেদিন কুসানাগির সাথে দেখা হয়েছিল আমার, বুঝলে। মনে আছে না ওর কথা? ঐ যে গোয়েন্দাটা।"

ইশিগামি আরো সতর্ক হয়ে গেলো। "কি বলল সে?"

"সেরকম কিছু না। যখনই সে কোন কানাগলিতে গিয়ে পৌছায়, তখনই আমার শরণাপন্ন হয়। আর কেসগুলো বেশিরভাগ সময়ই কঠিন হয়। একবার এ অতৃপ্ত এক আত্মার সমস্যা নিয়েও এসেছিল, বোঝো তাহলে।"

অতৃপ্ত আত্মার গল্পটা বলা শুরু করলো সে। খারাপ না গল্পটা একেবারে, কিন্তু ইশিগামি জানে, ইউকাওয়া এই গল্প করতে আসার মানুষ নয়।

ইশিগামি ভাবছিল ইউকাওয়া এখানে আসার আসল কারণটা জিজ্ঞেস করবে এমন সময় বেন্টেন-টেই নজরে আসল তাদের। আবার অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো সে। ইয়াসুকো তাদের দেখে কি ভাববে? এই সময়ে ইশিগামির আগমনই তার কাছে বিস্ময়কর ঠেকবে, তার ওপর একজন বন্ধুসহ সেখানে গেলে তো আরো চমকে যাবে। এখন এটা আশা করা ছাড়া উপায় নেই যে, ইয়াসুকো স্বাভাবিক আচরণ করবে।

ইউকাওয়া দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লো, ইশিগামিও গেলো তার পেছন পেছন। ইয়াসুকো অন্য এক কাস্টমারের সাথে কথা বলতে ব্যস্ত।

"স্বাগতম," উচ্ছসিত ভঙ্গিতে ইউকাওয়াকে বলল ইয়াসুকো। এরপরে ইশিগামির দিকে নজর দিলো সে। মুখেই জমে গেলো হাসিটা, চোখগুলো দেখে বোঝাই যাচ্ছে অবাক হয়ে গেছে।

"আমার বন্ধু কিছু করেছে নাকি?" ইউকাওয়া জিজ্ঞেস করলো।

"না না, সেরকম কিছু না," ইয়াসুকো দ্রুত উত্তর দিলো। "উনি আমার প্রতিবেশি, এখান থেকেই প্রতিদিন লাঞ্চ কেনেন..."

"সেরকমই শুনেছি। তাই এসেছি এখানে।"

"ধন্যবাদ আপনাকে," শান্তভাবে মাথা নেড়ে বলল ইয়াসুকো।

"আমরা পুরনো বন্ধু। একই সাথে ক্লাস করতাম একসময়," ইউকাওয়া বলতেই থাকলো। "সেদিন ওর বাসাতেও গিয়েছিলাম।"

"জি," ইয়াসুকো হেসে আবার মাথা নাড়লো।

"আপনি জানেন সেটা?"

"হ্যা, আমাকে বলেছেন তিনি।"

ইউকাওয়া হেসে বলল, "তো, আপনি কোন লাঞ্চবক্সটা নিতে বলবেন?"

BanglaBook.org

"মি. ইশিগামি তো সবসময় স্পেশাল প্যাকেজটাই নেন। কিন্তু আজ তো শেষ হয়ে গেছে ওগুলো।"

"আহ্-হা। তাহলে অন্য কিছু নিতে হচ্ছে। এগুলোও দেখতে খারাপ না..."

ইউকাওয়া লাঞ্চবক্স পছন্দ করার সময় ইশিগামি দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো। গোয়েন্দারা কি বাইরে থেকে নজর রাখছে তাদের ওপর? তাহলে ইয়াসুকোর সাথে অতটা কথাবার্তা বলা উচিত হবে না এখন।

এরপরে আরেকটা চিন্তা মাথায় এলো তার। ইউকাওয়ার দিকে ফিরলো সে। ওকে কি বিশ্বাস করা যায়? ওর সাথে থাকার সময়ও কি সতর্ক থাকতে হবে? যদি কুসানাগি ওর বন্ধু হয়ে থাকে তাহলে এখানে যা যা ঘটবে সেটা তো তার কানেও যেতে পারে।

ইউকাওয়া অবশেষে একটা লাঞ্চবক্স পছন্দ করলো। ইয়াসুকো তার অর্ডারের কথা জানাতে পেছনে গেছে, এমন সময়ে দোকানের দরজাটা খুলে গেলো। কালো কোট পরা এক লোক ঢুকেছে ভেতরে। তাকে দেখেই ইশিগামির চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো।

একেই সে কিছুদিন আগে ইয়াসুকোকে তার বাসায় নামিয়ে দিতে দেখেছিল। ছাতার নিচ দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়েছিল সে অনেকক্ষণ। দেখে পুরনো বন্ধু বলে মনে হয়েছিল ওদের, অথবা আরো ঘনিষ্ঠ কিছু।

লোকটা অবশ্য ইশিগামিকে খেয়াল করলো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ইয়াসুকোর ফেরার অপেক্ষা করতে লাগলো। পেছন থেকে ফিরে লোকটাকে দেখে ইয়াসুকো অবাক হয়ে গেলো। লোকটার চোখের ভাষা দেখে মনে হলো বলতে চাইছে কাস্টমাররা বের হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে রাজি আছে।

কে এই লোকটা? ইশিগামি নিজেকেই জিজ্ঞেস করলো। এ আবার কখন উদয় হলো, আর ইয়াসুকোর সাথে এত ঘনিষ্ঠই বা হলো কিভাবে? ইশিগামির এখনও সেদিনকার ইয়াসুকোর খুশি খুশি চেহারাটা মনে আছে, ট্যাক্সি থেকে বের হওয়ার একদম প্রাণবন্ত লাগছিল তাকে। ওভাবে তাকে আগে কখনও দেখেনি ইশিগামি। একজন সুস্থ মহিলার চেহারা যেমন হওয়ার কথা, সেরকম।

আর সেটার কারণ এই লোকটা, ইশিগামি নয়।

তার দৃষ্টি ইয়াসুকো আর লোকটার মাঝে ঘুরতে লাগলো। লোকটা ভেতরে ঢোকার পরে পরিবেশটাই বদলে গেছে। গণিত শিক্ষকের বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল যেন।

BanglaBook.org

ইউকাওয়ার লাঞ্চবক্সটা তৈরি হয়ে গেছে। বিল দিয়ে সেটা হাতে নিয়ে নিলো সে। এরপর ইশিগামির দিকে ঘুরে বলল, "অপেক্ষা করার জন্যে ধন্যবাদ।"

বেন্টেন-টেই থেকে বের হয়ে তারা সুমাইদা নদী ধরে হাটতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই পৌছে গেলো কিয়োশু ব্রিজের সিঁড়ির কাছে।

"ঐ লোকটা কে ছিল?" ইউকাওয়া জিজ্ঞেস করলো।

"কি?"

"দোকানে যে লোকটা এসেছিল। তোমার চেহারা দেখে মনে হলো তুমি তাকে চেনো।"

ইউকাওয়ার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে মেনে মনে গালি দিলো ইশিগামি, "তাই নাকি? চিনি বলে মনে হয় না।"

"ওহ্, থাক তাহলে, বাদ দাও।"

"কি জরুরি কাজে এসেছো বললে না তো? লাঞ্চবক্স কিনতে এসেছো এটা বলো না আবার।"

"ওহ্, তাই তো, এখনও বলিইনি তোমাকে কেন এসেছি," ইউকাওয়া বলল। "ঐ কুসানাগির কারণেই এসেছি, বুঝলে। তোমাকে তো বললামই, যেকোন কেসে আটকে গেলে আমার কাছে আসে সে। এবার যখন শুনলো তুমি আমার বন্ধু, অদ্ভুত একটা অনুরোধ নিয়ে আসলো..."

"কি সেটা?"

"সরাসরিই বলি, পুলিশ এখনও তোমার প্রতিবেশির আগের স্বামীর খুনের ব্যাপারটা তদন্ত করছে। তোমার প্রতিবেশিকে সন্দেহ করছে তারা। দুর্ভাগ্যবশত এখনও কোন প্রমান আসেনি ওদের কাছে, যাতে করে মহিলাকে ফাঁসানো যায়। তাই তার ওপর নজর রাখতে চায় এখন। কিন্তু সবসময় সেটা সম্ভব না। এজন্যেই তোমার কাছে এসেছি আমি।"

"মানে? আমাকে তো তার ওপর নজর রাখতে বলেনি ওরা, তাই না?"

ইউকাওয়া বোকার মত মাথা চুলকে বলল, "ইয়ে মানে, সেটাই চাইছে কুসানাগি। সবসময় অবশ্য নজর রাখতে বলছে না। শুধু পাশের বাসা থেকে সবকিছু খেয়াল করতে হবে। যদি সেরকম কিছু তোমার নজরে আসে তাহলে সেটা ওদের জানাতে হবে। আমি জানি, তোমার এতে ভালো লাগবে না, কিন্তু ওরা এমনই।"

"তো এজন্যেই আমার সাথে কথা বলতে এসেছো তুমি?"

"হ্যা, পুলিশের পক্ষ থেকে অবশ্য তোমাকে অফিশিয়ালি জানাবে শিগ্রই, কিন্তু তার আগে আমার মনে হলো তোমাকে একবার জানিয়ে রাখি।

BanglaBook.org

তুমি না করে দিলেও আমার সমস্যা নেই। বরং তাতেই খুশি হবো আমি। আসলে কুসানাগির জন্যেই এখানে আসা। হাজার হলেও বন্ধু মানুষ।"

ইউকাওয়াকে দেখে মনে হচ্ছে সে আসলেও ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত। ভেতরে ভেতরে অবশ্য ইশিগামি সন্দেহ করছে তাকে। পুলিশ কি আসলেও কোনও সাধারণ নাগরিককে এরকম অনুরোধ করবে?

"এজন্যেই কি বেন্টেন-টেই'তে গিয়েছিলে তুমি?"

"সত্যি কথা বলতে, হ্যা, সেজন্যেই গিয়েছিলাম। সন্দেহভাজন মহিলাকে একবার দেখার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে তার পক্ষে কাউকে খুন করা সম্ভব নয়।"

ইশিগামি প্রায় বলেই ফেলেছিল তারও একই ধারণা, কিন্তু চুপ করে থাকলো সে। বরং বলল, "বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যায় না। একটা বইয়ের প্রচ্ছদ দেখে কিন্তু ধারণা করতে পারবে না ভেতর কি আছে।"

"হুম। তো, কি ঠিক করলে? পুলিশের হয়ে কাজ করবে?"

"আসলে, এসবে না জড়ালেই খুশি হবো আমি," মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ইশিগামি। "অন্য কারো ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ঘাটানোও আমার পছন্দ নয়। তাছাড়া আমার হাতে সে সময়ও নেই। আমাকে দেখে হয়তো মনে হয় না, কিন্তু আমি আসলে বেশ ব্যস্ত থাকি।"

"সেরকমটাই ভেবেছিলাম আমি। কুসানাগিকে তোমার কথাটাই বলে দেবো। তাহলে আর তোমাকে ঘাটাবে না ওরা। এভাবে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।"

"আরে, ব্যাপার না।"

শিনোহাশি ব্রিজের কাছে পৌছে গেছে তারা। বাস্তুহারাদের শ্যান্টিগুলো দেখা যাচ্ছে নদীর পাশে।

"খুনটা বোধহয় মার্চের দশ তারিখে হয়েছিল, কুসানাগি ওরকমই বলেছে। তুমি নাকি সেদিন বেশ তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরেছিলে?"

"হ্যা, সেদিন অত জরুরি কোন কাজ ছিল না আমার। সাতটার দিকে ফিরেছিলাম বোধহয়। সেরকমটাই তো তাকে জানিয়েছি।"

"এরপরে গণিত নিয়ে যুদ্ধ করতে বসে গিয়েছিলে?"

"ওরকমই কিছু একটা হবে।"

ইউকাওয়া কি ওর অ্যালিবাই খোঁজার চেষ্টা করছে? তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সে ধরে নিয়েছে ইশিগামি এসবের সাথে কোনভাবে জড়িত।

BanglaBook.org

"তোমার তো গণিত বাদে অন্য কোন শখ ছিল না?"

"শখ," ইশিগামি নাক দিয়ে আওয়াজ করে বলল। "না, গণিত নিয়েই ব্যস্ত থাকি আমি।"

"তাহলে একঘেয়েমি লাগলে কি করো? গাড়ি চালাতে বের হয়ে যাও নাকি?" ইউকাওয়া গাড়ির স্টিয়ারিং ঘোরানোর ভঙ্গি করে বলল।

"না। আর চাইলেও সেটা সম্ভব না আমার পক্ষে। গাড়ি নেই আমার।"

"কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স তো আছে তোমার, নাকি?"

"এত নিশ্চিত হচ্ছো কিভাবে?"

"না, এমনি বলছি। তুমি এতটাও ব্যস্ত নও যে, কোন ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না, তাই না?"

"হ্যা, লাইসেন্স আছে আমার। চাকরি পেতে সুবিধা হবে ভেবে শিখেছিলাম। কিন্তু বুঝতেই পারছো, কোন কাজে আসেনি ওটা," ইউকাওয়ার দিকে না তাকিয়েই বলল সে। "তুমি কি এটা জানার চেষ্টা করছিলে আমি গাড়ি চালাতে পারি কিনা?"

"না, সেটা কেন করবো?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো ডিটেক্টিভ গ্যালেলিও।

"না, তোমার প্রশ্নগুলো শুনে আমার সেরকমই মনে হচ্ছিল।"

"আসলে ওরকম কিছু ভেবে প্রশ্নগুলো করিনি আমি। গণিত বাদে অন্য কিছু নিয়ে কথা বলার জন্যেই ও প্রসঙ্গ তুলেছিলাম।"

"গণিত আর 'খুনের রহস্য' বাদে অন্য প্রসঙ্গ," ইচ্ছে করেই খুনের রহস্য শব্দ দুটোতে জোর দিলো ইশিগামি।

"হা-হা-হা, ভালো বলেছো," হেসে জবাব দিলো ইউকাওয়া।"

শিনোহাশি ব্রিজের নিচ দিয়ে হাটতে লাগলো তারা। পনিটেইলওয়ালা ধূসর চুলের লোকটা একটা পাত্রে কী যেন সেদ্ধ করছে। পাশে একটা ছোট তেলের কৌটো। আশেপাশে আরো কয়েকজনকে দেখা গেলো।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময়ে ইশিগামির দিকে ঘুরে ইউকাওয়া বলল, "আমি তাহলে বাড়ির পথ ধরি এখন। এই তদন্তের ব্যাপারে তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।"

"আমার তরফ থেকে কুসানাগির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। তাকে সাহায্য করতে না পারার জন্যে দুঃখিত আমি।"

"আরে, এখানে ক্ষমা চাওয়ার মত কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। আশা করি আমি আবার দেখা করতে আসলে তুমি কিছু মনে করবে না।"

BanglaBook.org

"না, অবশ্যই না।"

"যাক। তাহলে একসাথে বসে হুইস্কি খাওয়া আর গণিত নিয়ে আড্ডা দেয়া যাবে।"

"মানে, বলতে চাইছো গণিত আর খুন নিয়ে আড্ডা দেয়া যাবে।"

ইউকাওয়া শ্রাগ করে বলল, "হতে পারে তোমার জন্যে আরেকটা কঠিন কোন সমস্যা নিয়ে আসলাম আমি। যেটা নিয়ে অবসর সময়ে চিন্তা করতে পারবে তুমি?"

"যেমন?"

"বলো তো কোনটা কঠিন? একটা সমস্যার সমাধান করা নাকি সেই সমস্যাটা তৈরি করা? এটার কিন্তু উত্তর আছে। ঐ ক্লে গণিত সংস্থার দেয়া ফালতু ধাঁধাটার মত নয়। মজার না প্রশ্নটা?"

"আসলেই," ইউকাওয়ার মুখের ভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করতে করতে বলল ইশিগামি। "চিন্তা করবো আমি প্রশ্নটা নিয়ে।"

ইউকাওয়া একবার বাউ করে ঘুরে নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

পাস্তার শেষটুকু ভাগাভাগি করে নিলো ওরা। ওয়াইনের বোতলটাও খালি হয়ে এসেছে। ইয়াসুকো তার ওয়াইন গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। শেষ কবে এত ভালো ইটালিয়ান খাবার খেয়েছে মনে করতে পারছে না।

"আরো ওয়াইন লাগবে?" কুডো জিজ্ঞেস করলেন, চোখের নিচ দিকে লালচে একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছে তার।

"না, আর কিছু লাগবে না আমার, ধন্যবাদ। আপনার জন্যে কিছু বলছেন না কেন?"

"আমারও লাগবে না। ডেজার্টের জন্যে জায়গা বাঁচিয়ে রাখছি," একটা ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন কুডো।

এর আগেও ক্লাবে কাজ করার সময় কুডোর সাথে বাইরে ডিনারে গেছে ইয়াসুকো কিন্তু কোনবারই এক বোতল ওয়াইনে থেমে থাকেননি তিনি।

"অ্যালকোহল কমিয়ে দিচ্ছেন নাকি?"

"চেষ্টা করছি। বয়সের দিকেও তো খেয়াল রাখতে হবে।"

"ঠিকই করছেন। নিজের প্রতি খেয়াল রাখা ভালো।"

"ধন্যবাদ," হেসে বললেন তিনি।

কাজের মাঝখানে আজ আগেভাগেই ফোন করে ডিনারের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। ইয়াসুকো প্রথমদিকে দ্বিধায় ভুগছিল যাবে কিনা, পরে রাজি হয়ে যায়। যদিও এই রকম বিপদের সময়ে কারো সাথে ডিনারে যাওয়ার ব্যাপারটা তার কাছে ভালো ঠেকছিলো না। তার মেয়ের তো আরো খারাপ লাগবে শুনলে, বেচারি এসব কিছুতে মুষড়ে পড়েছে। আর ইশিগামির ব্যাপারটাও ভাবতে হবে, অনেক বড় ঝুঁকি নিয়ে তাদের সাহায্য করছে ভদ্রলোক। আর কতদিন এরকম নিঃশর্তভাবে সাহায্য করে যাবে সেটা বলা মুশকিল।

কিন্তু পরে তার মনে হয় সে যদি না করে দেয় তাহলে সেটাই অস্বাভাবিক দেখাবে। কুডোকে না বলার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ তো নেই। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যদি তাকে কুডো ডিনারের কথা জিজ্ঞস করতেন, তবে সে হ্যা-ই বলতো। কিন্তু এখন হঠাৎ করে না করে দিলে সায়োকোর মনেও সন্দেহ জাগতে পারে।

BanglaBook.org

মনে মনে অবশ্য ইয়াসুকো জানতো সে নিজেকেই সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছে এসব বলে। আসলে তার নিজেরও কুডোকে দেখতে ইচ্ছে করছিল।

সে জানে না কুডোর প্রতি তার অনুভূতিটা ঠিক ভালোবাসা কিনা। আসলে সেদিন তিনি দোকানে আসার আগে গত একবছরে তার কথা মনেই পড়েনি। কিন্তু তবুও তিনি যখন তাকে ডিনারের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন নিজেকে খুবই সুখি মনে হচ্ছিল তার। কোন প্রেমিক তাকে বাইরে খাওয়াতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিলে যেমন লাগে সেরকম।

এটাও হতে পারে, তার জীবনের সব ঝামেলাগুলোকে একপাশে সরিয়ে একান্তে কিছু সময় কাটাতে চাচ্ছিল সে। চাইছিল কেউ তার সাথে একজন আদর্শ ভদ্রলোকের মত আচরণ করুক।

যেকারণেই হোক না কেন, কুডোর সাথে ডিনারে এসে ভুল করেনি সে। ভালো কাটছে তার সময়টা।

"তোমার মেয়ে আজ রাতে কি খাবে?" কফিতে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কুডো।

"আমি তার জন্যে একটা মেসেজ রেখে এসেছি, বাইরে থেকে যা ইচ্ছা আনাতে পারে সে। মনে হয় পিজ্জা অর্ডার করবে, ওটাই বেশি পছন্দ তার।"

"বেচারি, একা একা পিজ্জা খাচ্ছে। যেখানে আমরা এখানে বসে মজা করে ইটালিয়ান খাচ্ছি।"

"আমার মনে হয় এখানে আসার চেয়ে টিভি দেখতে দেখতে পিজ্জা খেতেই তার বেশি ভালো লাগবে। এরকম ফর্মাল ডিনারে ওর অনীহা আছে।"

"হতে পারে," কুডো বললেন। "কিংবা হয়তো আমার মত অপরিচিত একজন লোকের সাথে বসে ডিনার করাটা তার পছন্দ হবে না। যাই হোক, পরেরবার কিন্তু ওকেও বলবো আমি। সুশি খেতে যেতে পারি আমরা একসাথে।"

"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু ওর ব্যাপারে অত চিন্তা না করলেও চলবে।"

"চিন্তা করছি না, তোমার মেয়ের সাথে আসলেও দেখা করতে চাই আমি," কুডো লাজুক ভঙ্গিতে কফির কাপ থেকে চোখ উঠিয়ে বললেন।

তিনি যখন ফোন করেছিলেন ইয়াসুকোকে তখন মিশাতোকে আনার ব্যাপারেও জোর দিচ্ছিলেন। সে খুব খুশি হয়েছিল এটা ভেবে যে, তিনি মন থেকে ওর সাথে দেখা করতে চান।

BanglaBook.org

কিন্তু সে এটাও জানতো মিশাতোকে আনা যাবে না। একে তো এরকম জায়গায় খেতে সে পছন্দ করে না, তার ওপর এমন স্পর্শকাতর মুহূর্তে সে যদি অপরিচিত কারো সাথে দেখা করে তাহলে নার্ভের ওপর চাপ পড়বে। বিশেষ করে আলোচনাটা যদি টোগাশির খুনের দিকে মোড় নেয়। আর সে এটাও চায় না তার মেয়ে তাকে অন্য একজন লোকের সাথে দেখুক।

"এবার আপনার ব্যাপারে বলুন। নিজের পরিবারের সাথে রাতের খাবারটা যে খেলেন না সেটা কি ঠিক হলো?"

"আসলে..." কুডো কফির কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন। "আজকে তোমাকে এখানে নিয়ে আসার আরেকটা কারণ হলো আমার নিজের ব্যাপারে কথা বলা।"

ইয়াসুকো ভুরু উঁচু করে তার চোখের দিকে তাকালো।

"ইয়ে মানে, আমি, আমি কিন্তু এখন একা।"

ইয়াসুকো বিস্ময় গোপন করতে পারলো না।

"আমার স্ত্রীর অগ্নাশয়ের ক্যান্সার হয়েছিল। অপারেশনও করিয়েছিলাম, কিন্তু ততদিনে বড্ড দেরি হয়ে যায়। রোগটা ধরা পড়ার আগপর্যন্ত সে একদম সুস্থই ছিল। তারপরই হঠাৎ করে সব শেষ হয়ে গেলো।"

তিনি এমন স্বরে কথাগুলো বলছিলেন যে, ইয়াসুকোর বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিল। বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে থাকলো সে।

"আসলেই?" অবশেষে বলল সে।

"এরকম কোন কিছু নিয়ে নিশ্চয়ই ঠাট্টা করবো না আমি," একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন কুডো।

"না, অবশ্যই না। আমি আসলে বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী বলবো," নিচের দিকে তাকিয়ে বলল। "আমি আসলেও দুঃখিত। আপনার জন্যে নিশ্চয়ই খুব খারাপ ছিল সময়টা।"

"তা ছিল। কিন্তু বললাম না, হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গিয়েছিল সবকিছু।"

"আপনি কবে জেনেছিলেন, তার ক্যান্সার হয়েছে?"

"গত বছরের আগের বছর...তার মানে দু-বছর আগে," কিছুক্ষণ ভাবার পর জবাব দিলেন কুডো।

"আমি তো তখনও ম্যারিয়ানে ছিলাম, আর আপনিও নিয়মিত আসতেন ক্লাবে।"

কুডো হেসে উঠলেন ঠিকই, কিন্তু সে হাসিতে প্রাণ ছিল না। "খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে আমাকে, তাই না? আমার স্ত্রী ক্যান্সারে ভুগছে আর আমি ক্লাবে ক্লাবে ঘুরছি।"

BanglaBook.org

ইয়াসুকো কি বলবে ভেবে পেলো না। তার কেবল কুডোর সে-সময়কার হাসি হাসি মুখের কথা মনে হতে লাগলো।

"ধরে নাও সবকিছু থেকে একটু দূরে থাকতে চাইছিলাম আমি," মাথা চুলকে বললেন তিনি।

ক্লাবে তার শেষ দিনটার কথা মনে পড়ে গেলো ইয়াসুকোর। একটা ফুলের তোড়া তাকে দিয়েছিলেন তিনি। *যেখানেই যাও তোমার জন্যে শুভকামনা। সুখে থেকো সবসময়।*

সেই কথাগুলো দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি? ঐ মুহূর্তে তার সময়টা নিশ্চয়ই ইয়াসুকোর চেয়েও খারাপ ছিল। তবুও হাসি-মুখে বিদায় জানিয়েছিলেন তিনি।

"এসব গম্ভীর কথাবার্তা বলার জন্যে দুঃখিত," কুডো একটা সিগারেট বের করে বললেন। "আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম, আমার পরিবার নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না।"

"আর আপনার ছেলে? তার তো সামনে পরীক্ষা, তাই না?"

"আমার বাবা-মা তার খেয়াল রাখছে এ মুহূর্তে। ওর কলেজ থেকে ওদের বাসাটাই কাছে। আর আমি যে ওকে খুব একটা সাহায্য করতে পারি তা-ও না। আমার ধারণা, দেখভাল করার মত কাউকে পেয়ে আমার মা খুশিই হয়েছেন।"

"তাহলে এখন একদম একা একা জীবন কাটাচ্ছেন আপনি?"

"তুমি যদি দিনের পর দিন কাজ থেকে এসে ঘুমের পর আবার সকালে উঠে কাজে যাওয়াকে 'জীবন কাটানো' বলো, তবে সেটাই করছি।"

"গতবার কিন্তু আপনি এসব কথা বলেননি।"

"বলার প্রয়োজনবোধ করিনি। তোমার জন্যে চিন্তা হচ্ছিল তাই দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু এবার যখন তোমাকে ডিনারের প্রস্তাব দিলাম, তখন জানতাম আমার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে তুমি। সেটা করার অধিকারও আছে তোমার। তাই বলে দিলাম সব।"

"আমার ধারণাই ছিল না..." ইয়াসুকো চোখ নামিয়ে বলল।

কুডো মনে মনে কি চাচ্ছেন সেটা বুঝতে বাকি রইলো না তার। মিশাতোর সাথেও সেজন্যেই দেখা করতে চাচ্ছেন।

রেস্তোরাঁ থেকে বের হয়ে কুডো তাকে আগের দিনের মতই ট্যাক্সি করে বাসায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

"ডিনারের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ," ট্যাক্সি বের হয়ে যাবার আগে বলল ইয়াসুকো।

BanglaBook.org

"আশা করি এটা শেষবারের মত নয়।"

"আচ্ছা," কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মুখে হাসি টেনে এনে বলল ইয়াসুকো।

"গুড নাইট তাহলে। তোমার মেয়েকে আমার পক্ষ থেকে আদর করে দিও।"

"গুড নাইট," ইয়াসুকো জানে মিশাতোর সাথে আজকের সন্ধ্যাটা নিয়ে আলাপ করা সহজ কোন কাজ হবে না। সে তাকে জানিয়ে এসেছে, সায়োকো আর ইয়ানোজাওয়ার সাথে বাইরে খেতে যাচ্ছে।

ট্যাক্সিটা চলে যেত দেখলো সে। এরপরে সিঁড়ি বেয়ে তার অ্যাপার্টমেন্টে পৌছে গেলো। ভেতরে ঢুকে দেখে মিশাতো পা ভাঁজ করে টিভির সামনে বসে আছে। পাশে একটা খালি পিজ্জার বাক্স।

"কি খবর?" তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো মিশাতো।

"আমি দুঃখিত বাবু, দেরি হয়ে গেলো।"

ইয়াসুকো মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারছে না। মনে হচ্ছে তার চোখ দেখেই সে বুঝে ফেলবে সবকিছু।

"কোন ফোন এসেছিল?"

"ফোন?"

"হ্যা, মি. ইশিগামির?" মিশাতো আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো।

"না। আমি মোবাইল বন্ধ করে রেখেছিলাম।"

"ওহ্," মৃদুস্বরে বলল মিশাতো।

"কেন, কিছু হয়েছে নাকি?"

"না, মানে..." মিশাতো একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "তিনি বেশ কয়েকবার বাসা থেকে বের হয়েছেন আজ সন্ধ্যায়। আমি জানালা দিয়ে তাকে দেখেছি। মনে হচ্ছিল তোমাকে ফোন দিতেই যাচ্ছিলেন তিনি।"

"ওহ্..."

সে বোধহয় আসলেও ফোন দিয়েছিল, ইয়াসুকো ভাবলো। কুডোর সাথে কথা বলার সময়ও একবার এই সম্ভাবনাটা মাথায় উঁকি দিয়েছিল তার। ইশিগামি যে কুডোকে আজ বেন্টেন-টেইয়ে দেখে ফেলেছে এ ব্যাপারটাও খোঁচাচ্ছিল তাকে। অবশ্য কুডো তাকে একজন সাধারণ কাস্টমারের চেয়ে বেশি কিছু ভাবেননি।

আজকেই তাকে আসতে হলো, তা-ও অমন অদ্ভুত সময়ে। আর সাথে একজন 'বন্ধু' ছিল তার। এর আগে কখনও বন্ধু নিয়ে আসেনি সে।

BanglaBook.org

ইশিগামির অবশ্যই কুডোকে চিনতে পারার কথা। সে নিশ্চয়ই কিছু একটা সন্দেহও করেছে তাদের দু-জনকে একসাথে দেখে। বিশেষ করে আগের দিন ট্যাক্সি করে তাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটার পর সন্দেহ জাগারই কথা। ফোন করে সে যে কী বলবে কে জানে।

কোটটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখছিল এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠলে ইয়াসুকো অবাক হয়ে তার মেয়ে দিকে তাকালো একবার। দু-জনেই জমে গেছে। একবার মনে হলো ইশিগামি এসেছে, কিন্তু এরকম ঝুঁকি তো নেয়ার কথা নয় তার।

"কে?" দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে।

"এতরাতে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু আপনাকে কিছু প্রশ্ন করার ছিল," একটা অপরিচিত লোকের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। চেইন লাগানো অবস্থাতেই দরজাটা খুলল সে, একটু ফাঁক হলো সেটা। ওপাশে লোকটাকে দেখার সাথে সাথে চিনে ফেলল। ।

"হোমিসাইড ডিটেক্টিভ কিশিতানি, ম্যাম। এর আগের দিন কুসানাগি স্যারের সাথে এসেছিলাম আমি," জ্যাকেটে হাত দিয়ে পুলিশের ব্যাজ বের করে বলল সে।

"জি, মনে আছে আমার," ইয়াসুকো হলওয়েতে উঁকি দিয়ে বলল। কুসানাগিকে দেখা গেলো না কাছে পিঠে।

দরজাটা বন্ধ করে মিশাতোকে চোখ দিয়ে একবার ইশারা করলো ইয়াসুকো। সে ঘরে গিয়ে স্লাইডিং দরজাটা বন্ধ করে চেইনটা সরিয়ে পুরোপুরি খুলে দিলো দরজাটা। "আবার কি?"

"ঐ সিনেমাটার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি–" ডিটেক্টিভ মাথা নেড়ে বলল।

ভুরু কুঁচকে ফেলল ইয়াসুকো। ইশিগামি তাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিল, পুলিশ সিনেমাটার ব্যাপারে তার সাথে কথা বলতে আসবে। এখন দেখা যাচ্ছে তার কথাই ঠিক।

"সিনেমাটার ব্যাপারে আবার কী কথা? সে নিয়ে তো একবার বলেছি আমি সব।"

"হ্যা, আপনি পূর্ণ সহযোগিতাই করেছিলেন সেবার। আসলে ঐ ছেঁড়া অংশগুলো চাচ্ছিলাম।"

"ছেঁড়া অংশ? মানে টিকেটের ছেঁড়া অংশ?"

"হ্যা। কুসানাগি স্যার বোধহয় ওগুলো সাবধানে রাখতে বলে গিয়েছিলেন গতবার?"

BanglaBook.org

"একটু দাঁড়ান।"

ইয়াসুকো রান্নাঘরের ড্রয়ার থেকে ওগুলো নিয়ে এসে ডিটেক্টিভের হাতে দিলো। একটা তার আরেকটা মিশাতোর। সে খেয়াল করে দেখলো কিশিতানি গ্লোভস পরে আছে।

"আমি একজন সন্দেহভাজন, তাই না?"

"না না, ওরকম কিছু না," তীব্রভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল কিশিতানি। "আসলে কোন সন্দেহভাজন খুঁজে পাচ্ছি না আমরা, সেজন্যে এসব করতে হচ্ছে। ভিক্টিমের সাথে সম্পর্ক আছে এমন সবাইকে এক এক করে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হচ্ছে যাচাই করে।"

"এই ছেঁড়া অংশগুলো কিভাবে আপনাদের সে কাজে সাহায্য করবে?"

"সেটা তো বলতে পারবো না আমি, কিন্তু কোন না কোনভাবে কাজে লাগতে পারে এগুলো। আসলে, সেদিন আপনারা সিনেমাটা দেখতে গিয়েছিলেন–এটা প্রমাণ করতে পারলেই ভালো হত। এরপরে অন্য কিছু কি মনে পড়েছে আপনার? সেদিনের পর থেকে?"

"না, যা যা ঘটেছে সবই আপনাদের বলেছি।"

"ঠিক আছে, ধন্যবাদ," কিশিতানি ঘরে চোখ বুলাতে বুলাতে বলল। "খুব ঠান্ডা পড়েছে ইদানিং, তাই না? আপনারা কি ঐ কোটাটসু হিটারটা প্রতি শীতেই ব্যবহার করেন?"

"কোটাটসুটা? হ্যা, তা করি..." ইয়াসুকো হিটার-টেবিলটার দিকে তাকিয়ে বলল। আসলে সেদিকে তাকিয়ে বিস্ময় গোপন করতে চাইছে সে।

"কতদিন ধরে ব্যবহার করছেন ওটা?"

"এই ধরুন পাঁচ ছয় বছর তো হবেই। কেন?"

"না, এমনি," কিশিতানি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। "আজ কি বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন নাকি? দেরি করে বাসায় ফিরেছেন মনে হচ্ছে।"

ইয়াসুকো অবাক হয়ে গেলো প্রশ্নটা শুনে। তার মানে পুলিশ তার ফেরার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছিল। ট্যাক্সিটাকে অবশ্যই দেখেছে তারা।

মিথ্যা কথা বলা যাবে না।

"এক বন্ধুর সাথে ডিনারে গিয়েছিলাম," যেটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে বলার চেষ্টা করলো ইয়াসুকো, কিন্তু উত্তরটা সন্তুষ্ট করতে পারলো না ডিটেক্টিভকে।

"ট্যাক্সিতে যে আপনার সাথে ছিল, সেই তো? তাকে কিভাবে চেনেন আপনি? আশা করি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি দেখে কিছু মনে করবেন না," ডিটেক্টিভের গলা শুনে আসলেও লজ্জিত মনে হলো।

BanglaBook.org

"আমি কোথায় ডিনারে গিয়েছিলাম সেটাও কি বলতে হবে?"

"কিছু মনে করবেন না, ম্যাম। কিন্তু আপনাকে এসব কথা না জিজ্ঞেস করলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে কথা শুনতে হবে আমাকে," কিশিতানি বোকার মত হেসে বলল। "তবে নিশ্চিন্তে থাকুন, আপনার বন্ধুকে বিরক্ত করবো না আমরা। তা, কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা?"

"ওনার নাম কুডো। আমি আগে যে ক্লাবে কাজ করতাম সেখানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল তার। টোগাশির সাথে আমার সম্পর্কের কথা তিনি জানতেন। টিভিতে খবরটা দেখার পরে আমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তিনি, এজন্যেই দেখা করি আমরা।"

"কি করেন তিনি?"

"শুনেছি একটা প্রিন্টিং কোম্পানি চালান, কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না।"

"তার ফোন নম্বর আছে আপনার কাছে?"

ইয়াসুকো বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকালো।

"দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন," কিশিতানি ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "খুব জরুরি না হলে আমরা তার সাথে যোগাযোগ করবো না। আর করলেও সেটার কথা কেউ জানবে না, আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি আমি।"

ইয়াসুকো অসন্তোষ গোপন না করেই ব্যাগ থেকে ফোন বের করে কুডোর নম্বরটা কিশিতানিকে বললে সে দ্রুত একটা নোটপ্যাডে টুকে নিলো।

এরপরে কিশিতানি আবার কুডো সম্পর্কে সবকিছু জানতে চাইলো। প্রতিবারই বোকার মত একটা হাসি দিয়ে পরের প্রশ্নটা করছে সে। একসময় ইয়াসুকো খেয়াল করলো, কুডো সম্পর্কে যা যা জানে সব বলে দিয়েছে ডিটেক্টিভকে।

কিশিতানি চলে যাওয়ার পরে ইয়াসুকো দরজা বন্ধ করে সেখানেই বসে পড়লো। খুবই ক্লান্ত লাগছে তার।

এরপর স্লাইডিং দরজাটা খুলে যাবার শব্দ কানে আসলো তার। মিশাতো ঘর থেকে বের হয়েছে। "তারা এখনও সিনেমাটা সম্পর্কে সন্দেহ করছে, তাই না?" মেয়েটা তার কাছে এসে বলল। "সবকিছু ইশিগামির কথামতই হচ্ছে।"

"আমি জানি," ইয়াসুকো দাঁড়িয়ে মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে আদর করে দিলো।

BanglaBook.org

"মা, আমি ভেবেছিলাম তুমি বেন্টেন-টেইয়ের লোকদের সাথে বাইরে খেতে গিয়েছো।"

মিশাতোর দিকে তাকালো ইয়াসুকো। ভুরু কুঁচকে আছে মেয়েটা।

"তুমি সব কিছু শুনছিলে?"

"অবশ্যই, না শোনার কি আছে।"

"ওহ্..." হিটিং টেবিলের নিচে পা ঢোকাতে ঢোকাতে বলল ইয়াসুকো। ডিটেক্টিভটাও এটার ব্যাপারে প্রশ্ন করছিল।

"এরকম সময়ে কারো সাথে খেতে গেলে কিভাবে তুমি মা?"

"আমি না বলতে পারিনি। যার সাথে বাইরে গিয়েছিলাম, তিনি আগে আমার খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। আর আমার–মানে আমাদের ব্যাপারে খুব চিন্তা হচ্ছিল তার, এজন্যেই খোঁজ নিতে এসেছিলেন। তোমাকে আগে এসব খুলে না বলার জন্যে দুঃখিত।"

"না, মা...ঠিক আছে। আমি শুধু–"

পাশের বাসার দরজাটা বন্ধ হবার আওয়াজ কানে আসলো তাদের। এরপর সিঁড়ি বেয়ে কারো নেমে যাওয়ার আওয়াজ ভেসে এলো। একে অপরের দিকে তাকালো মা-মেয়ে।

"তোমার ফোনটা কোথায় মা?"

"এখন খোলা সেটা।"

কিছুক্ষণ পরে ইয়াসুকোর ফোনটা বেজে উঠলো।

X

ইশিগামি সে-রাতে তৃতীয়বারের মত ফোনবুথ থেকে ইয়াসুকোর নম্বরে ডায়াল করলো। আগের দু-বার ফোন বন্ধ দেখাচ্ছিল বলে তার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, কারণ এর আগে প্রতিবারই রিং হবার সাথে সাথে ফোন ধরেছিল ইয়াসুকো। কিন্তু ওপাশের কণ্ঠটা শুনেই সে বুঝে গেলো, মিছেমিছি দুশ্চিন্তা করছিল সে এতক্ষণ।

ইশিগামি কিছুক্ষণ আগে ইয়াসুকোদের বাসার কলিংবেলের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। ইয়াসুকো তাকে জানালো পুলিশ এসেছিল আবার। সে জানতো তারা আবার আসবে। এবার টিকেটের ছেঁড়া অংশ নিতে এসেছিল ডিটেক্টিভ। এটাও আগে ভেবে রেখেছিল সে। টিকেটের ছেঁড়া অংশটা সিনেমা হলে জমা হওয়া অংশগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখা হবে। ইয়াসুকোর আঙুলের ছাপও মিলিয়ে দেখা হবে ওখানে পাওয়া অংশটার সাথে। যদি

BanglaBook.org

সেটা মিলে যায় তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে ইয়াসুকোরা সে রাতে সিনেমা হলে গিয়েছিল। সিনেমাটা দেখেছিল কিনা সেটা অবশ্য প্রমাণ হবে না। যদি আঙুলের ছাপ না মিলে তাহলে ইয়াসুকোর প্রতি পুলিশের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হবে।

আর এবার কোটাটসু হিটারের কথাও জিজ্ঞেস করেছিল ডিটেক্টিভ, এটাও সে আগে থেকে ধারণা করতে পেরেছিল।

"আমার ধারণা, কি দিয়ে খুনটা করা হয়েছে তারা সেটা ধরতে পেরেছে।"

"মানে?"

"হিটারের তারটা। ওটাই তো ব্যবহার করেছিলেন আপনি, তাই না?"

রিসিভারের ওপাশটা নীরবই থাকলো। ইয়াসুকো বোধহয় সেদিনের ঘটনাটা মনে করছে।

"গলায় ফাঁস দিয়ে কাউকে মারা হলে সেখানে দাগ বসে যায়," ইশিগামি ব্যাখ্যা করলো। এভাবে সরাসরি কথাগুলো বলতে তার একটু অস্বস্তি লাগছে, কিন্তু এখন এসবের ধার ধারলে চলবে না। "ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট খুব উন্নত আজকাল। গলার দাগ দেখেই তারা বলে দিতে পারবে কি দিয়ে খুন করা হয়েছে।"

"এজন্যেই তাহলে ডিটেক্টিভ কিশিতানি হিটারের ব্যাপারে প্রশ্ন করছিলো?"

"তা যে করবে সেটা আগে থেকেই জানতাম। চিন্তা করবেন না, আমি ব্যবস্থা করে রেখেছি।"

সে জানতো খুনে কি ব্যবহার করা হয়েছে সেটা বের করে ফেলবে পুলিশ। এজন্যেই হানাওকাদের হিটারটা নিজের কাছে এনে রেখেছে, আর তার হিটারটা দিয়ে দিয়েছে ওদের। হানাওকার হিটারটা এখন তার ক্লোজেটে বন্দি। তাদের ভাগ্য ভালো, তাদের হিটার সুটোর তার ভিন্ন রকমের। ডিটেক্টিভরা যদি হানাওকাদের তারটা পরীক্ষা করেও দেখে তাহলে আরেকটা কানাগলিতে ঢুকে পড়বে।

"এছাড়া আর কি জিজ্ঞেস করেছে?"

"আর কি..." ইয়াসুকোর গলার আওয়াজ মিলিয়ে গেলো।

"মিস হানাওকা? হ্যালো?"

"জ্-জি?"

"কোন সমস্যা?"

BanglaBook.org

"না, কিছু না। আমি মনে করার চেষ্টা করছিলাম, আর কি জিজ্ঞেস করেছিলেন।"

"ওহ্।"

"আর কিছু বলেননি। শুধু বলছিলেন আমি যদি প্রমাণ করতে পারি আসলেও সিনেমা হলে গিয়েছিলাম তাহলে সন্দেহের তালিকা থেকে আমার নাম বাদ দেয়া হবে।"

"হ্যা, সিনেমার অ্যালিবাইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাদের জন্য। এটা আমার পরিকল্পনারই অংশ। এ নিয়ে চিন্তা করবেন না।"

"ধন্যবাদ। আপনার কথা শুনে স্বস্তি পেলাম।"

ইয়াসুকোর কথাটা শুনে ইশিগামির ভেতরটা আবার যেন কেমন করতে লাগলো। কিছুক্ষণ আগের দুশ্চিন্তার কথা প্রায় ভুলেই গেলো সে। বেন্টেন-টেইয়ে দেখা হওয়া লোকটার কথা জিজ্ঞেস করবে কিনা চিন্তা করলো। আজও ইয়াসুকোকে বাসায় পৌছে দিয়ে গেছে, জানালা দিয়ে খেয়াল করেছে ইশিগামি।

"এটুকুই বলার ছিল আমার। আপনার কি খবর, মি. ইশিগামি? আপনার কোন সমস্যা হয়েছে?" ইয়াসুকো তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলো। ইশিগামি বুঝতে পারলো সে অনেকক্ষণ যাবত কিছু বলছে না।

"না, কিছু না। দয়া করে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক জীবন-যাপন করবেন। আমি নিশ্চিত, পুলিশ আবার আসবে নতুন প্রশ্ন নিয়ে। কিন্তু আপনার ভয় পেলে চলবে না।"

"জি, বুঝতে পেরেছি।"

"ঠিক আছে তাহলে। গুড নাইট।"

উত্তরের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রিসিভারটা রেখে দিলো সে। নিচের স্লট থেকে টেলিফোন কার্ডটা বের হয়ে আসলো।

BanglaBook.org

X

কুসানাগির রিপোর্ট শোনার পর হতাশা গোপন করলো না মামিয়া। চেয়ারে দোল খেতে খেতে প্রশ্ন করলো, "তাহলে খুনের ঘটনার পরে এই কুড়ো লোকটার সাথে ইয়াসুকো হানাওকার দেখা হয়েছে? তুমি কি সে ব্যাপারে নিশ্চিত?"

"লাঞ্চবক্স শপের মালিক দু-জন তো এ কথাই বলেছে। আমার মনে

হয় না তাদের মিথ্যে কথা বলার কোন দরকার আছে। কুডোকে দেখে নাকি ইয়াসুকো তাদের মতই অবাক হয়েছিল। অবশ্য সেটা অভিনয়ও হতে পারে।"

"নাইটক্লাবের হোস্টেস ছিল সে আগে। অভিনয়ের ক্ষমতাটা তার জন্মগত হবার কথা," কুসানাগির দিকে তাকিয়ে বলল মামিয়া। "যাই হোক, এই কুডোর ব্যাপারে আরো খোঁজ খবর নাও। খুনের ঘটনাটার পরপরই যে সে উদয় হলো এ ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না।"

"জি, চিফ," কিশিতানি মাঝখান দিয়ে বলল। "কিন্তু মিস হানাওকার মতে, টোগাশির খুনের ব্যাপারটা শোনার পরে সে কারণেই তার সাথে দেখা করতে আসে কুডো। কাকতালিয় নয় ঘটনাটা। আর তারা যদি আসলেও কোন চক্রান্ত করে থাকে, তাহলে ওরকম খোলাখুলিভাবে রেস্তোরাঁতে দেখা করারও কথা নয়।"

"বলা যায় না। হয়তো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যেই ও কাজ করেছে তারা," কুসানাগি বলল।

কিশিতানি ভুরু কুঁচকে তার উর্ধ্বতন অফিসারের দিকে তাকালো। "হতে পারে, কিন্তু–"

"আপনি কি চান আমরা সরাসরি কুডোর সাথে কথা বলি?" মামিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো কুসানাগি।

"বলতে পারো। সে যদি আসলেও এসবের সাথে জড়িত থাকে তাহলে মুখ ফসকে কিছু বেরিয়ে যেতেও পারে।"

বাউ করে বেরিয়ে আসলো দু-জনেই।

"ওরকম অনুমান করে কথা বলা বন্ধ করা উচিত তোমার," বের হয়ে যাবার সময় কিশিতানিকে সতর্ক করে বলল কুসানাগি। "তাহলে সেটাকে তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে অপরধিরা।"

"মানে?"

"কুডো আর মিস হানাওকার ব্যাপারে তোমার ধারণার কথাটা বলছি। হতে পারে তাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, কিন্তু সেটা গোপন করে রেখেছিল তারা এতদিন। এর থেকে ভালো সঙ্গি আর কোথায় পাবে মিস হানাওকা?"

"তাহলে এতদিন পরে প্রকাশ্যে দেখা-সাক্ষাত শুরু করলো কেন তারা?"

BanglaBook.org

"অনেক কারণ হতে পারে। সম্পর্ক বেশিদিন লুকিয়ে রাখা যায় না, এক সময়ে বেরিয়েই পড়ে। হয়তো তারা ভেবেছে সবার সামনে মেলামেশা শুরু করার মোক্ষম সময় এটা।"

কিশিতানি মাথা নাড়লো ঠিকই, কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

এডোগাওয়া পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে কুসানাগির গাড়িতে চড়ে বসলো তারা। "ফরেনসিকের ধারণা কোন ধরণের বৈদ্যুতিক তার দিয়ে খুন করা হয়েছে টোগাশিকে," সিটবেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বলল কিশিতানি। "এক ধরণের কাপড়ে মোড়ানো সেটা।"

"হুম। হিটারে যেরকম তার ব্যবহার করা হয় সেরকম। এই যেমন কোটাটসুর মত কিছু একটা।"

"ক্ষতস্থান থেকে তারের নকশাটা বের করতে পেরেছে ওরা।"

"হ্যা, তো?"

"আসলে হানাওকাদের বাসাতেও একটা কোটাটসু হিটার আছে, দেখেছি আমি। ওটার তার কিন্তু ওরকম কাপড়ে মোড়ানো নয়। রাবারের তৈরি ওটা।"

"তো?"

"না, এটুকুই।"

"কোটাটসু ছাড়াও আরো অনেক ধরণের বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র আছে, কিশিতানি। আর এমনও হতে পারে, তারটা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে খুনি?"

"জি..." বিড়বিড় করে বলল কিশিতানি।

এর আগের দিন পুরোটা সময় ইয়াসুকো হানাওকার ওপর নজর রেখেছে কিশিতানি আর কুসানাগি। তার কোন সঙ্গি আছে কিনা এটা বের করাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

কাজ শেষে মিস হানাওকা এক লোকের সাথে ট্যাক্সিতে করে একটা দামি রেস্তোরাঁতে গিয়েছিল। পুরোটা সময় বাইরে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে দু-জন।

একসময় খাওয়া-দাওয়া শেষে বের হয়ে আসে তারা। এরপর সরাসরি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ইয়াসুকোর অ্যাপার্টমেন্টে চলে যায়। লোকটা অবশ্য ট্যাক্সি থেকে বের হয় না। কিশিতানিকে প্রশ্ন করতে পাঠিয়ে লোকটার পিছু নেয় কুসানাগি। সৌভাগ্যবশত তাদের খেয়াল করেনি কেউ।

BanglaBook.org

লোকটা ওসাকিতে একটা বড় অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। দরজার বাইরে বড় করে তার নাম লেখা ছিল : কুনিয়াকি কুডো।

কুসানাগি এটা মেনে নিয়েছে ইয়াসুকো যদি আসলেই টোগাশিকে খুন করে থাকে, তবে কাজটা একা করেনি সে। একজন পুরুষ সঙ্গি দরকার তার। আর সে সঙ্গি লোকটাই হয়তো আসল খুনি।

তাহলে মি কুডোই কি সেই লোক? কিশিতানিকে যখন সে সম্ভাব্য ঘটনাটা শোনাচ্ছিল, তার নিজের কাছেও অবিশ্বাস্য ঠেকছিল সেটা। তার ধারণা আবারও ভুল পথে এগোচ্ছে তারা।

আরেকটা ব্যাপার তাকে খুব খোঁচাচ্ছে। বেন্টেন-টেইয়ের বাইরে থেকে ইয়াসুকোর ওপর নজর রাখার সময় দু-জন অপ্রত্যাশিত লোককে সেখানে ঢুকতে দেখেছে সে। মানাবু ইউকাওয়া আর ইয়াসুকো হানাওকার পাশের ফ্লাটে ইশিগামি নামের গণিতের যে শিক্ষক ভদ্রলোক থাকেন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

সন্ধ্যা ছ-টার একটু পরে সবুজ রঙের একটি মার্সিডিজ আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিংলটে ঢুকে গেলো। কুসানাগিকে সকালেই জানানো হয়েছে, এটা কুনিয়াকি কুডোর গাড়ি। রাস্তার এপাশের কফিশপের সিটটা থেকে উঠে দাঁড়াল সে, ওয়ালেট থেকে দু'কাপ কফির দাম বের করে টেবিলে রেখে দিলো। দ্বিতীয় কাপটা অবশ্য এখনও প্রায় ভর্তিই আছে।

রাস্তা পার হয়ে অ্যাপার্টমেন্টটার পার্কিংলটে চলে এলো কুসানাগি। বিল্ডিঙটাতে প্রবেশের দুটো পথ, একটা বেজমেন্টে আরেকটা নিচতলায়। দুটোই স্বয়ংক্রিয় লক সিস্টেম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। যারা বেজমেন্টে গাড়ি পার্ক করে তারা সচরাচর এখানকার প্রবেশপথটা দিয়েই ভেতরে যায়। কুডো তার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ার আগেই কুসানাগি তার সাথে কথা বলতে চায়। না-হলে আবার ইন্টারকমে ফোন দিতে হবে, ততক্ষণে নিজেকে সামলে নেবে কুডো। সে সুযোগটা তাকে দিতে চায় না কুসানাগি।

প্রবেশপথটার কাছে গিয়ে দেখলো সে-ই আগে পৌছে গেছে সেখানে। দেয়ালে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কুডোর দেখা মিলল। একটা স্যুট পরে আছেন ভদ্রলোক, হাতে দামি ব্রিফকেস। তাকে পাশ কাটিয়েই চলে গেলেন তিনি।

কুডো তার পকেট থেকে চাবি করে দরজায় ঢোকাতে যাবেন এ সময় পেছন থেকে ডাক দিলো কুসানাগি, "মি. কুডো?"

চমকে ঘুরে তাকালেন। আপাদমস্তক ডিটেক্টিভের ওপর নজর বোলালেন একবার, এরপর বললেন, "জি?"

কুসানাগি ব্যাজটা বের করে দেখালো তাকে, "এভাবে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু কিছু প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে।"

"পুলিশ...মানে, আপনি একজন ডিটেক্টিভ?" কুডো চোখ সরু করে বললেন।

"জি, আমি আসলে মিস ইয়াসুকো হানাওকার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

কুডোর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো কুসানাগি। কেসটার ব্যাপারে নিশ্চিত জানেন তিনি। যদি চমকে ওঠেন তাহলে বোঝা

BanglaBook.org

যাবে কোন সমস্যা আছে। ভুরু কুঁচকে আস্তে করে মাথা নাড়লেন কুডো, "ঠিক আছে। আমার অ্যাপার্টমেন্টে যাবেন? নাকি কোন ক্যাফেতে?"

"আপনার অ্যাপার্টমেন্টে কোন আপত্তি নেই আমার।"

"আচ্ছা, কিন্তু ওদিকটা একটু অগোছালো..."

আসলে যতটা না অগোছালো তার চেয়ে বেশি নিঃসঙ্গ মনে হলো অ্যাপার্টমেন্টটাকে। ফার্নিচার খুবই কম, দুটো দামি চেয়ার চোখে পড়লো তার। একটাতে তাকে বসার ইঙ্গিত করলেন কুডো।

"চা কফি কিছু লাগবে আপনার?" স্যুটটা না খুলেই জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"না, ধন্যবাদ, বেশিক্ষণ থাকবো না আমি।"

"ঠিক আছে," কুডো বললেন ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভেতরে গিয়ে দুটো গ্লাস আর এক বোতল আইস-টি নিয়ে এলেন।

"আপনার পরিবারের কেউ নেই?" কুসানাগি হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলো।

"আমার স্ত্রী গত বছর মারা গেছেন। একটা ছেলে আছে আমাদের, কিন্তু সে এখন তার দাদা-দাদির সাথে থাকছে," কুডো ব্যাখ্যা করলেন।

"আচ্ছা। তার মানে একাই থাকেন আপনি?"

"জি," কুডো নরম স্বরে বললেন। গ্লাসদুটোতে আইস-টি ঢেলে একটা কুসানাগির সামনে রাখলেন তিনি। "আপনি...আপনি কি মি. টোগাশির ব্যাপারে কথা বলতে এসেছেন?"

কুসানাগি হাত বাড়িয়ে চায়ের গ্লাসটা নিতে গিয়েও থেমে গেলো। কুডো যদি সরাসরি কাজের কথায় আসতে চান তাহলে এসবে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

"জি, আপনি বোধহয় জানেন, ইয়াসুকো হানাওকার প্রাক্তন স্বামী খুন হয়েছেন।"

"তার সাথে ইয়াসুকোর কোন সম্পর্ক নেই।"

"তাই নাকি?"

"অবশ্যই। বেশ কিছুদিন আগেই ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এখন তাকে খুন কেন করতে যাবে সে?"

"আসলে, আপনার সাথে একমত হতে পারলে খুশিই হতাম আমি।"

"তাহলে হচ্ছেন না কেন?"

"দেখুন, ডিভোর্স হওয়ার পরেই যে সব দম্পতি দেখা-সাক্ষাত বন্ধ

BanglaBook.org

করে দেয় এমনটা কিন্তু সব সময় হয় না। অনেক সময় দু-জনরে একজন বিচ্ছেদটা মেনে নিতে বেশ কষ্ট পায়। সঙ্গির পিছু অত সহজে ছাড়তে চায় না। এমনকি ডিভোর্স হয়ে যাবার পরেও।"

"যাই হোক, আমাকে সে বলেছে টোগাশির সাথে তার অনেক দিন দেখা হয়নি," কুডো বললেন।

"আপনি কি তার সাথে খুনের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছেন?"

"হ্যা, করেছি। ইয়ে মানে, সেজন্যেই আসলে তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমি।"

ইয়াসুকো হানাওকার জবানবন্দির সাথে মিলে যাচ্ছে কথাটা।

"আচ্ছা, ঘটনার আগেও কি মি. হানাওকাকে নিয়ে ভাবতেন আপনি?"

"'ভাবতেন' বলতে ঠিক কি বোঝাতে চাচ্ছেন? যেহেতু আপনি আমার অ্যাপার্টমেন্ট পর্যন্ত চলে এসেছেন সেহেতু ধরে নিচ্ছি তার সাথে আমার সম্পর্কটা কেমন সেটাও ভালোমতই জানেন। ইয়াসুকোর আগের ক্লাবের একজন নিয়মিত কাস্টমার ছিলাম আমি। তার স্বামীর সাথেও দেখা হয়েছিল আমার, যদিও একটা দুর্ঘটনা ছিল ওটা। টিভিতে তার খুন হবার খবর খবরটা দেখে ইয়াসুকোকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ি, এজন্যেই তার একটু খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম।"

"আমি শুনেছি, ঐ ক্লাবে নিয়মিত যাতায়াত ছিল আপনার। কিন্তু শুধু এই কারণেই তার সাথে দেখা করতে গেলেন, এটা মেনে নিতে একটু কষ্ট হচ্ছে বৈকি। আপনি তো বড়সড় একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত, তাই না?" এরকম চাঁছাছোলাভাবে কথা বলতে কুসানাগির খুব একটা ভালো লাগে না, তারপরও কাজের কারণে বলতে হয়।

কিন্তু এভাবে কথা বলাটা কাজে দিলো। কুডো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি ভেবেছিলাম আপনি ইয়াসুকো হানাওকার সম্পর্কে কথা বলতে এসেছেন। কিন্তু এখন দেখছি আপনার সব প্রশ্নই আমাকে নিয়ে। আমাকে কি সন্দেহ করছেন আপনারা?"

কুসানাগি হেসে হাত নেড়ে বলল, "আরে, না না। এভাবে আপনাকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু আপনার সম্পর্কে একটু কৌতূহল ছিল আমার, হাজার হলেও মিস হানাওকার সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ আপনি।"

ডিটেক্টিভ বেশ নরম সুরেই কথাগুলো বলল। কিন্তু কুডোর দৃষ্টি নরম হলো না। একবার মাথা নাড়লেন শুধু।

"ঠিক আছে, আপনি আরো কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলছি। যতটা

BanglaBook.org

সম্ভব খোলাখুলি করেই বলি, ইয়াসুকোকে ভালোবাসি আমি। খুনের ব্যাপারটা শোনার পরে আমার মনে হয়েছে, তার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সঠিক সময় এটাই। এবার সন্তুষ্ট হয়েছেন তো?"

একটা শুকনো হাসি দিলো কুসানাগি। এরপর বলল, "এভাবে বলবেন না দয়া করে।"

"কিন্তু এটাই তো জানতে চেয়েছিলেন আপনি, তাই না?"

"আসলে আমরা জানার চেষ্টা করছি কার কার সাথে মিস হানাওকার যোগাযোগ আছে, এটকুই।"

"কিন্তু এটাই তো বুঝতে পারছি না আমি। পুলিশ তাকে সন্দেহ করছে কেন?" কুডো মাথা নেড়ে বললেন।

"টোগাশি খুন হবার আগে তার খোঁজ করছিল, তাদের দেখা হবার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না," কুসানাগি সাবধানে বলল কথাগুলো। সে আশা করছে এতে হিতে বিপরীত হবে না।

"তার মানে, আপনারা ধরেই নিচ্ছেন সে খুনটা করেছে। ব্যাপারটা পুলিশের জন্যে একটু বেশিই সাদামাটা হয়ে গেলো না?" কুডো নাক দিয়ে একটা আওয়াজ করে বললেন।

"দুঃখিত, আমরা আসলে অতটা জটিল করে ভাবি না সবকিছু। আমাদের কাছে অন্য সন্দেহভাজনের নামও আছে, কিন্তু মিস হানাওকার নাম সন্দেহের তালিকা থেকে এ মুহূর্তে বাদ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তিনি যদি খুনের কেসটা সমাধানে কোন কাজে না-ও আসেন, তার আশেপাশের কেউ কাজে আসতে পারেন।"

"তার আশেপাশে কেউ?" কুডো ভুরু উঁচু করে জিজ্ঞেস করলেন, এরপর এমন ভঙ্গিতে চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন যেন কিছু একটা বুঝতে পেরেছেন তিনি। "এটাই তাহলে," বিড়বিড় করে বললেন।

"এটাই তাহলে মানে কি?"

"আপনাদের ধারণা কাউকে দিয়ে খুনটা করিয়েছে সে, তাই না? এজন্যেই এখানে এসেছেন আপনি। আপনার ধারণা আমিই সেই খুনি।"

"আমরা কিন্তু কোন খুনির কথা বলিনি, তবুও..." ইচ্ছে করেই বাক্যটা শেষ করলো না সে। কুডোর মনে যদি আরো কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেটা শুনতে চায় সে।

"আপনারা যদি এখন তার সহযোগির খোঁজেই থাকেন তবে বলবো, আমি বাদেও আরো অনেকের সাথে কথা বলতে হবে আপনাদের। হোস্টেস

BanglaBook.org

থাকাকালীন অনেকেই ভক্ত ছিল তার। আর হবেই না কেন? ইয়াসুকো দেখতেও তো দারুণ সুন্দরি। আমি তো শুনেছি ইয়ানোজাওয়াদের ওখানে শুধু তাকে দেখতেই অনেক কাস্টমার আসে।"

"আপনার কাছে যদি তাদের নাম ঠিকানা কিছু থেকে থাকে তাহলে সেগুলো পেলে উপকারই হবে আমার।"

"দুঃখিত, কিন্তু সে-ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারবো না আপনাকে। আর নির্দোষ কাউকে ফাঁসানোর কোন শখও নেই আমার," কুডো হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বললেন। "আমি এতটাও বোকা নই যে, সুন্দরি কেউ এসে কাউকে খুন করার কথা বললেই লাফ দিয়ে রাজি হয়ে যাবো। ইয়াসুকো ওরকম মেয়েও নয়। এখানে এসে আপনার কোন লাভই হলো না...কুসানাগি...না কী যেন বলেছিলেন আপনার নাম? যাই হোক, অন্য কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোন ফল হবে বলে মনে হয় না," বলে উঠে দাঁড়ালেন কুডো। ইঙ্গিতটা পরিস্কার, আর কথা বলতে চাইছেন না তিনি।

কুসানাগিও উঠে দাঁড়াল। নোটবুক আর কলমটা হাতে ধরে রেখেছে অবশ্য এখনও। "মার্চের দশ তারিখে কি অফিসেই ছিলেন আপনি?"

কুডোর চোখজোড়া বড় বড় হয়ে গেলো। দেখে মনে হচ্ছে বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাকেই প্রশ্নটা করা হয়েছে, "আমার অ্যালিবাই চাচ্ছেন এখন?"

"জি," কুসানাগি সরাসরি বলল। কথা ঘোরানোর দরকার নেই আর, যা বোঝার বুঝেই গেছেন কুডো।

"একটু অপেক্ষা করুন তাহলে," এই বলে ব্রিফকেস থেকে একটা মোটা নোটবুক বের করলেন কুডো, কিছুক্ষণ পাতা উল্টিয়ে বললেন, "ক্যালেন্ডারে ঐদিন কোন বিশেষ কাজের কথা লেখা নেই, তার মানে অফিসেই ছিলাম আমি। ছয়টার দিকে অফিস থেকে বের হয়েছিলাম বোধহয়। আমার কথা বিশ্বাস না-হলে কর্মচারিদের কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।"

"আর কাজ শেষে?"

"বললামই তো, লিখে রাখিনি কিছু। তার মানে সেদিন বিশেষ কিছু করিনি। বাসায় এসে কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আপনার জন্যে তো অসুবিধা হয়ে গেলো মনে হয়, একা একা থাকি আমি। কাউকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হতে পারবেন বলে মনে হয় না।"

BanglaBook.org

"সেদিনকার ব্যাপারে আরেকটু ভালোমত মনে করার চেষ্টা করে দেখবেন কি? বুঝতেই পারছেন সন্দেহভাজনের তালিকাটা যত ছোট হবে ততই সুবিধা।"

কুডোকে রীতিমত অধৈর্য দেখাচ্ছে এখন। তবুও ক্যালেন্ডারটা আবার খুললেন তিনি। "দশ তারিখ? ওহ্..." বিড়বিড় করে কী যেন বললেন।

"কিছু ঘটেছিল?"

"হ্যা, এক ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম কাজ শেষে। সন্ধ্যার দিকে...হ্যা, আমাকে ইয়াকিটোরি বারে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।"

"কখন সেটা মনে আছে?"

"তা ঠিক বলতে পারবো না। কিন্তু আমরা নয়টা পর্যন্ত সেখানে ছিলাম, এরপরে বাসায় চলে আসি। এই যে ক্লায়েন্টের ঠিকানা," এই বলে নোটবুক থেকে একটা কার্ড বের করে দেখালেন তিনি। সেখানে একটা ডিজাইনার অফিসের নাম লেখা।

"ধন্যবাদ," কার্ডটা না নিয়েই বলল কুসানাগি। "আমার লাগবে না ওটা," এরপর নোটবুক আর কলম পকেটে ঢুকিয়ে রেখে দরজার দিকে রওনা দিলো সে।

জুতো পরছিল সে, এমন সময় পেছন থেকে কুডো ডাক দিলেন তাকে।

"আচ্ছা অফিসার, কত দিন তার ওপর নজর রাখবেন আপনারা?"

তার দিকে তাকালো কুসানাগি।

"আমার কথা তো ওভাবেই জেনেছেন আপনারা, তাই না? ওর ওপর নজর রাখার মাধ্যমে? আর আমার পিছু নিয়ে এখান পর্যন্ত এসেছেন?"

"ধরে ফেলেছেন," কুসানাগি মাথা চুলকে বলল।

"তাহলে কি দয়া করে আমাকে বলবেন কতদিন তার পিছু নেবেন আপনারা?"

হাসবে চিন্তা করেও সেটা বাতিল করে দিলো কুসানাগি। গম্ভীর স্বরে বলল, "যতদিন প্রয়োজন মনে হবে, স্যার।"

কুডোকে দেখে মনে হলো আরো কিছু বলার আছে তার কিন্তু তাকে সে সুযোগ না দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টটা থেকে বের হয়ে গেলো কুসানাগি।

রাস্তায় বের হয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকলো সে। "ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটি।" ট্যাক্সি ড্রাইভার মাথা নেড়ে সায় জানালে পেছনের সিটে উঠে পড়লো। নোটবুকটা বের করে কুডোর সাথে তার কথোপকথনের অংশটার ওপর নজর বোলাল এবার। তার অ্যালিবাইটা খতিয়ে দেখতে

BanglaBook.org

হবে, কিন্তু তার আগেই একটা উপসংহারে পৌছে গেছে–লোকটা নির্দোষ। সত্যি কথাই বলেছে তাকে। আসলেও ইয়াসুকোকে অনেক ভালোবাসেন ভদ্রলোক। কিন্তু একথাও সত্য, কুডো বাদেও ইয়াসুকোকে সাহায্য করার মত লোকের অভাব হবে না।

ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটির সামনের দরজাটা বন্ধ। এখানে সেখানে কিছু আলো জ্বললেও অন্ধকারকে পুরোপুরি দূর করতে পারেনি সেটা। আর রাতের বেলা সুনশান ক্যাম্পাসে কেমন যেন গা শিউরানো একটা ভাব আছে। কুসানাগি সরাসরি সিকিউরিটি অফিসে গিয়ে বলল "তেরো নম্বর ল্যাবে প্রফেসর ইউকাওয়ার সাথে দেখা করার কথা আমার," যদিও আসার আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসেনি সে।

বিজ্ঞান অনুষদের হলরুমগুলো একদম চুপচাপ। তবে কিছু লোকজন যে আছে তখনও সেটা দরজার নিচ দিয়ে বের হওয়া আলো দেখে বোঝা যাচ্ছে। রিসার্চ আর থিসিস প্রজেক্টে কাজ করছে শিক্ষার্থিরা। কুসানাগির মনে পড়লো একবার ইউকাওয়া বলেছিল, সে-ও মাঝেমাঝে ল্যাবে রাত কাটায়।

কুডোর সাথে দেখা করার আগেই সে এখানে আসবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। লোকটার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ইউনিভার্সিটিটা বেশি দূরে নয়। আর ইউকাওয়ার কাছে তার কিছু প্রশ্নও আছে।

বেন্টেন-টেইয়ে সে গিয়েছিল কেন? আর ঐ ইশিগামি লোকটার সাথে তার কি কাজ? সে যদি কেসটা সম্পর্কে নতুন কিছু জেনে থাকে তাহলে কুসানাগিও সেটা শুনতে চায়। নাকি ইউকাওয়া তার পুরনো বন্ধুর সাথে আড্ডা দিতেই গিয়েছিল, পথে প্রাইম সাসপেক্টের কর্মস্থলে যাওয়াটা একেবারেই কাকতালিয়?

কুসানাগির মনে হয় না কোন উদ্দেশ্য ছাড়া ইউকাওয়া সেখানে গিয়েছিল। আর এর আগে কুসানাগির কোন কেসের সাথে সে সরাসরি এভাবে জড়িয়ে যায়নি।

তেরো নম্বর ল্যাবের বাইরে একটা চার্ট ঝোলানো থাকে যেখানে লেখা থাকে, কে ভেতরে আছে আর কে নেই। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ইউকাওয়া এখন বাইরে। কুসানাগি মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলো। তার মানে কাজ শেষে এখান থেকে সোজাসুজি বাসায় চলে গেছে।

তবুও ল্যাবের দরজাটায় একবার নক করলো সে। চার্টের লেখা অনুযায়ি ভেতরে দু-জন শিক্ষার্থি থাকার কথা এখন।

BanglaBook.org

"ভেতরে আসুন," মোটা গলায় কেউ একজন বলল। কুসানাগি দরজাটা খুলল। চশমা চোখের এক শিক্ষার্থি ল্যাবের পেছন দিক থেকে বেরিয়ে এলো। তাকে আগেও দেখেছে কুসানাগি।

"প্রফেসর ইউকাওয়া কি বাসায় চলে গেছে?"

শিক্ষার্থি মাথা নেড়ে বলল, "এই তো কিছুক্ষণ আগেই...তার ফোন নম্বর লাগবে?"

"না, আছে আমার কাছে। অত জরুরি কিছু না। এমনি একটু দেখা করতে এসেছিলাম আর কি।"

"ওহ্, আচ্ছা," ছেলেটা বলল। কুসানাগিকে আগেও এখানে দেখেছে সে বেশ কয়েকবার।

"আমি জানি মাঝে মাঝে অনেক দেরি করে বাসায় ফেরে সে। তাই ভাবলাম ল্যাবেই পাবো হয়তো।"

"সাধারণত তাই করেন, কিন্তু গত দু-তিন দিন ধরেই বেশ আগেভাগে চলে যাচ্ছেন তিনি। আমার মনে হয় আজ কোথাও যাওয়ার কথা তার।"

"তুমি জানো কোথায়?" *মনে হয় সেই গণিত শিক্ষকের বাসায়,* আন্দাজ করলো কুসানাগি।

"আমি নিশ্চিত নই, তবে শিনোজাকির ব্যাপারে কিছু বলছিলেন তিনি।"

কুসানাগি অবাক হয়ে গেলো, এই জায়গার নাম শুনতে হবে সেটা কল্পনাও করেনি সে, "শিনোজাকি!"

"হ্যা। আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, এখান থেকে শিনোজাকি স্টেশনে যাবার সবচেয়ে কাছের রাস্তা কোনটা।"

"কিন্তু সে তোমাকে বলেনি, কেন সেখানে যাচ্ছে?"

"না, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি কিছু বলেননি।"

কুসানাগি ছেলেটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বের হয়ে আসল। সে জানে কিছু একটা গোলমাল আছে, কিন্তু কি সেটা বুঝতে পারছে না। খুনের ঘটনাস্থল থেকে সবচেয়ে কাছের স্টেশন হচ্ছে শিনোজাকি। ইউকাওয়ার সেখানে কি কাজ?

ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে মোবাইলফোনটা বের করলো সে। ইউকাওয়াকে কল দিতে গিয়েও ইতস্ততবোধ করে শেষমেষ ফোনটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো। এখন ডিটেক্টিভ গ্যালেলিওকে কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে না। কুসানাগিকে না জানিয়ে কেসটার সাথে তার এভাবে জড়িয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে কিছু একটা বের করতে পেরেছে সে।

BanglaBook.org

আর জিজ্ঞেস করলেও যে বলবে সে সম্ভাবনাও কম। 'আমি যা-ই করি না কেন, তাতে তোমার কি?'–এটাই বলবে সে।

X

একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসল ইশিগামির ভেতর থেকে। মেক-আপ পরীক্ষার খাতাগুলো দেখছে সে এখন। ভয়ঙ্কর অবস্থা। এবার সে ইচ্ছে করে আগের বারের চেয়ে সোজা প্রশ্ন করেছিল যাতে সবাই পাশ করতে পারে, কিন্তু একটা খাতাতেও সঠিকভাবে কোন সমাধান করা হয়নি। শিক্ষার্থিরা একদমই পড়াশোনা করছে না। তারা জানে, পরীক্ষায় যতই খারাপ করুক না কেন, স্কুল থেকে তাদের পাশ করিয়ে দেয়া হবে। আর বোর্ডও কাউকে আটকে রাখতে চায় না।

তাহলে গণিতের পরীক্ষা নেয়া বন্ধ করে দেয় না কেন তারা?–ইশিগামি ভাবলো। খুব কম ছেলেমেয়েই গণিত ঠিকমত বোঝে এখানে। এদের শিখিয়েও কোন লাভ নেই। কারণ গণিতকে গোণায়ই ধরে না তারা।

খাতা দেখা শেষ করে ঘড়ির দিকে তাকালো। আটটা বাজছে।

জুডো ক্লাবের তালাটা ঠিকমত লাগানো হয়েছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে স্কুল থেকে বের হয়ে গেলো সে। মোড়ে ট্রাফিক লাইটের নিচে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় এক লোক এগিয়ে আসলো তার দিকে।

"বাসায় যাচ্ছেন নাকি?" লোকটা হেসে জিজ্ঞেস করলো। "অ্যাপার্টমেন্টে যখন পেলাম না তখনই বুঝেছিলাম যে এখানে আছেন আপনি।"

লোকটাকে চিনতে অসুবিধে হলো না ইশিগামির। সিনিয়র হোমিসাইড ডিটেক্টিভ।

"দুঃখিত, আপনি...?"

"আহ্, ভুলে গেছেন দেখছি।"

লোকটা আইডি কার্ড বের করার জন্যে কোটের পকেটে হাত ঢোকালে ইশিগামি হাত নেড়ে নিষেধ করলো তাকে, "না, মনে পড়েছে, আপনি ডিটেক্টিভ কুসানাগি।"

সবুজ রঙের লাইটটা জ্বললে ইশিগামি হাটতে শুরু করলো। কুসানাগিও আসতে শুরু করলো তার সাথে।

এ এখানে কি করছে? ইউকাওয়া যে প্রস্তাবটা নিয়ে এসেছিল দু-দিন আগে সেটার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছে? কিন্তু সে তো না করে দিয়েছিল।

BanglaBook.org

"আপনি কি মানাবু ইউকাওয়া নামে কাউকে চেনেন?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা, চিনি। আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল ও, বলল, আপনি নাকি ওকে আমার কথা বলেছিলেন।"

"আসলে আমিই বলেছিলাম। তাতে যদি আপনার কোন সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে দুঃখিত।"

"কোন সমস্যা হয়নি। ওর সাথে দেখা করতে পেরে ভালোই লেগেছে আমার।"

"আপনারা কি নিয়ে কথা বললেন? আশা করি কিছু মনে করছেন না এভাবে জিজ্ঞেস করলাম দেখে।"

"বেশিরভাগ সময়ই পুরনো দিনগুলো নিয়েই কথা বলেছি আমরা। প্রথম দিন তো এসব নিয়েই আড্ডা দেই।"

"প্রথম দিন?" একপাশের ভুরু উঁচু করে জিজ্ঞেস করলো কুসানাগি। "তার মানে আবার এসেছিল সে?"

"দু-বার দেখা করতে এসেছে। দ্বিতীয়বার আমাকে বলল, আপনি নাকি পাঠিয়েছেন তাকে।"

"আমি পাঠিয়েছি?" কুসানাগি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো। "ঠিক কি বলেছে ও, বলুন তো।"

"ইউকাওয়া বলল, আপনি নাকি তদন্তের ব্যাপারে আমার সাহায্য চাইছেন, আর আপনার হয়ে ও এসেছিল সেটা জানাতে।"

"ওহ্, তদন্তের ব্যাপারে সাহায্যের জন্যে," কুসানাগি হাটতে হাটতে বলল।

ডিটেক্টিভের গলার অনিশ্চয়তাটুকু ধরতে ইশিগামির বেগ পেতে হলো না। ইউকাওয়াকে পাঠায়নি সে তাহলে।

কুসানাগি বোকার মত হেসে বলল, "আসলে ওর সাথে অনেক কিছু নিয়ে কথা বলি তো তাই মাঝে মাঝে নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে যাই। তা সে কোন ব্যাপারে সাহায্যের কথা বলছিল?"

ইশিগামি বুঝতে পারলো না ইয়াসুকোর নামটা বলবে কিনা। অবশ্য সে যা বলবে তার সাথে নিশ্চয়ই পরে ইউকাওয়ার কথা মিলিয়ে দেখা হবে। বোকা সাজলে চলবে না এখন।

ইশিগামি ইউকাওয়ার অনুরোধের ব্যাপারে সব খুলে বলল।

কুসানাগির চোখ বড় বড় হয়ে গেলো, "এটা করতে বলেছে সে

BanglaBook.org

আপনাকে?" গলা শুনে বোঝাই যাচ্ছে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেছে। কিন্তু একটু পরেই আবার বলল, "আমিই বলেছিলাম বোধহয় তাকে একথা, হ্যা, এখন মনে পড়ছে। আপনাকে আগে জানাতে এসেছিল কারণ তাহলে আপনার সুবিধা হবে।"

ইশিগামির কাছে মনে হলো কুসানাগি বানিয়ে বানিয়ে বলছে শেষের কথাগুলো। তার মানে ইউকাওয়া স্বেচ্ছায় এসেছিল তার সাথে কেসটার ব্যাপারে কথা বলতে। কি চলছে ওর মনে?

ইশিগামি থেমে কুসানাগির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আপনিও কি আজকে আমাকে সে কথাই জিজ্ঞেস করতে এসেছেন? নাকি অন্য কোন ব্যাপার?"

"না, আমি কেবলই বলতে যাচ্ছিলাম আপনাকে সেটা," এই বলে পকেট থেকে একটা ছবি বের করলো কুসানাগি। "এই লোকটাকে কি আগে কোথাও দেখেছেন? ছবির কোয়ালিটি অবশ্য অত ভালো না। বেশ দূর থেকে নেয়া হয়েছে এটা।"

সেদিকে দিকে তাকিয়ে একবার ঢোক গিলল ইশিগামি। ছবির লোকটার কথাই তার মাথায় গত কয়েক দিন যাবত ঘুরছে। লোকটার নাম জানে না সে, শুধু এটুকু জানে এ ব্যাটা ইয়াসুকোর খুব ঘনিষ্ঠ।

"মি. ইশিগামি?"

ইশিগামি ঠিক বুঝতে পারলো না কী বলবে। সে না করে দিতে পারে কিন্তু তাতে লোকটার আসল পরিচয় জানা যাবে না।

"দেখে চেনা চেনা লাগছে," ইশিগামি আস্তে করে বলল। "কে, ইনি?"

"কোথায় দেখেছেন তাকে এটা মনে করতে পারবেন?"

"আসলে আমি ঠিক নিশ্চিত না। প্রতিদিন তো অনেককেই দেখি। আপনি যদি লোকটার নাম অথবা কাজের ঠিকানাটা আমাকে বলেন, তাহলে হয়তো কিছু মনে পড়তে পারে।"

"ওনার নাম কুডো। একটা প্রিন্টিং কোম্পানি চালান তিনি।"

"কুডো?"

"হ্যা," এই বলে কুসানাগি বানান করে নামটা শোনাল তাকে।

কুডো। ইশিগামি ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। পুলিশ এর পেছনে লেগেছে কেন? ইয়াসুকোর সাথে নিশ্চয়ই কোন সম্পর্ক আছে তার। পুলিশ বোধহয় কোন যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছে তাদের মধ্য।

"তাহলে? কিছু মনে পড়ছে আপনার?"

BanglaBook.org

"না। কিন্তু তাকে কোথাও দেখেছি আমি," ইশিগামি মাথা নেড়ে বলল। "আমি দুঃখিত, কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারছি না। ভুলও হতে পারে আমার।"

"ঠিক আছে, সমস্যা নেই," পকেট থেকে একটা কার্ড বের করতে করতে বলল কুসানাগি। "যদি কিছু মনে পড়ে, দয়া করে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন।"

"অবশ্যই। আচ্ছা, সে কি কোনভাবে কেসটার সাথে জড়িত?"

"এ মুহূর্তে সেটা বলা সম্ভব হচ্ছে না আমার পক্ষে। আমরা এখনও খোঁজ খবর নিচ্ছি।"

"তার সাথে কি মিস হানাওকার কোন সম্পর্ক আছে?"

"জি, তাদের মধ্যে যোগাযোগ আছে," কুসানাগি ইচ্ছে করেই ওভাবে বলল কথাটা। এরচেয়ে বেশি তথ্য সে জানতে দিতে চায় না লোকটাকে। "আরেকটা কথা, সেদিন ইউকাওয়ার সাথে বেন্টেন-টেইয়ে গিয়েছিলেন আপনি, তাই না?"

ইশিগামি জমে গেলো, প্রশ্নটা এতটাই অপ্রত্যাশিত যে, কী বলবে বুঝে উঠতে পারলো না।

"আপনাদের দু-জনকে সেদিন দেখেছি আমি," কুসানাগি বলতেই থাকলো। "একটা কাজে সেদিকে গিয়েছিলাম আমি।"

তার মানে বেন্টেন-টেইয়ের ওপর নজর রাখছে ওরা।

"হ্যা, গিয়েছিলাম। ইউকাওয়া বলেছিল ওর একটা লাঞ্চবক্স কিনতে হবে, তাই ওখানে নিয়ে যাই আমি।"

"এত দূরে কেন? স্কুলের কাছের কোন দোকানে কি লাঞ্চবক্স পাওয়া যায় না?"

"সেটা ইউকাওয়াকে জিজ্ঞেস করতে হবে আপনাকে। বেন্টেন-টেইয়ে যাওয়ার বুদ্ধিটা ওর ছিল।"

"আপনারা কি কেসটা নিয়ে কোন আলোচনা করেছিলেন?"

"আপনাকে আগে যেটা বললাম, আপনি নাকি আমার সাহায্য চেয়েছিলেন।"

"ওটা বাদে," মাথা নেড়ে বলল কুসানাগি। "আপনাকে তো বোধহয় এটা জানিয়েছে সে মাঝে মাঝে কেসের ব্যাপারে ওর সাহায্য নেই আমি। পদার্থবিজ্ঞান ছাড়া অন্য ব্যাপারেও কিন্তু মেধা আছে তার। পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা একজন আদর্শ গোয়েন্দার মত। আমি আসলে ভাবছিলাম এই কেসের ব্যাপারে কিছু হয়তো জানিয়েছে সে আপনাকে।"

BanglaBook.org

ইশিগামি কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে গেলো। তাদের মধ্যে যদি এতই কথা হয়, তাহলে তো তথ্যও আদান প্রদান হবার কথা। কিন্তু ডিটেক্টিভ তাকে কেন জিজ্ঞেস করছে, ইউকাওয়া কেসটা সম্পর্কে কি ভাবছে?

"না, সে ওরকম কিছু বলেনি।"

"আচ্ছা। ঠিক আছে তাহলে, বাসায় যাবার পথে আপনাকে এভাবে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।"

কুসানাগি বিদায় জানিয়ে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে হাটা দিলো। ইশিগামি তার চলে যাওয়া দেখতে লাগল পেছন থেকে। কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে তার। সাজানো গোছানো একটা সমীকরণে অজানা কোন রাশির আগমন ঘটেছে যেন। যার জন্যে সবকিছু গুবলেট হয়ে যেতে বসেছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

শিনোজাকি স্টেশন থেকে বের হয়ে মোবাইলফোনটা হাতে নিলো কুসানাগি। মানাবু ইউকাওয়ার নম্বরটা বের করে কল বাটনে চাপ দিলো। দুপুর তিনটা বাজছে এখন। ভেবেছিল এই সময়ে ভিড় একটু কম হবে স্টেশনে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে লোকজনের কমতি নেই আশেপাশের রাস্তায়। উল্টোদিকের সুপারমার্কেটটার সামনে সারি সারি সাইকেল পার্ক করে রাখা।

খুব তাড়াতাড়িই সিগনাল খুঁজে পেলো কুসানাগির ফোন, কিন্তু রিং হবার আগেই সেটা বন্ধ করে দিলো। যাকে খুঁজছে তাকে পেয়ে গেছে।

একটা বইয়ের দোকানের সামনে রেলিঙের উপর বসে আছে ইউকাওয়া, হাতে একটা কোন আইস্ক্রিম। পরনে সাদা ট্রাউজার আর কালো রঙের ফুল হাতা শার্ট। একটা সানগ্লাসও চাপিয়েছে চোখে।

শব্দ না করে ইউকাওয়ার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল সে। অন্যদিকে ঘুরে সুপারমার্কেটের লোকজনদের ওপর নজর রাখছে।

"ডিটেক্টিভ গ্যালেলিও!" জোরে ডাক দিলো, ভেবেছিল এতে চমকে উঠবে ইউকাওয়া, কিন্তু আশানুরূপ ফল পেলো না। অন্যান্য সময়ের মত বিরক্তও হলো না পদার্থবিদ। আস্তে করে তার দিকে মুখ ফেরাল সে।

"তোমার নাক তো ঠিকই আছে দেখছি। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এত খরচ করে ঐ কুকুরগুলো পুষছে কেন তাহলে?" মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে বলল।

"এখানে কি করছো তুমি?" জিজ্ঞেস করলো কুসানাগি। "এটা বলবে না আবার, 'আইস্ক্রিম খাচ্ছিলাম'।"

"তোমাকেও একই প্রশ্ন করতে পারি আমি, কিন্তু করবো না। আমার খোঁজেই এখানে এসেছো তুমি। আসলে আমি কি করছি সেটা জানাই তোমার উদ্দেশ্য।"

"বুঝতেই যখন পারছো, ঝেড়ে কাশো দেখি এবার।"

"তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি।"

"ওহ্, তাই?"

"সত্যিই বলছি। কিছুক্ষণ আগে ল্যাবে ফোন করেছিলাম, সেখান থেকে এক শিক্ষার্থি জানাল তুমি নাকি আমার খোঁজে আজ গিয়েছিলে। কাল সন্ধ্যায়ও একবার ঢুঁ মেরে এসেছো শুনেছি। তাই ভাবলাম এখানে যদি

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি তাহলে একটা সময় তোমাকে পাবোই। ঐ ছেলেটাই তোমাকে শিনোজাকি স্টেশন সম্পর্কে জানিয়েছে, তাই না?"

এগুলো সবই সত্যি, কিন্তু কুসানাগি যে প্রশ্ন করেছিল তার উত্তর এখনও দেয়নি ইউকাওয়া। কুসানাগিও আজ ছেড়ে দেয়ার মুডে নেই।

"আমি জানতে চাচ্ছিলাম তুমি এই জায়গায় কি করছো?" একটু চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো সে। ইউকাওয়ার কথাবার্তার ধরণের সাথে সে পরিচিত, তবুও সবসময় রাগ চেপে রাখা যায় না।

"এত অধৈর্য হচ্ছো কেন? কফি চলবে? ঐ ভেন্ডিং মেশিন থেকে কিনতে হবে, কিন্তু ল্যাবের ইন্সট্যান্ট কফি থেকে ভালো হবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত," উঠে দাঁড়িয়ে হাতের আইস্ক্রিমটা পাশের ট্র্যাশ ক্যানে ফেলে দিলো ইউকাওয়া।

কুসানাগিকে নিয়ে সুপারমার্কেটের কাছে গেলো সে। সেখানকার ভেন্ডিং মেশিন থেকে দু'কাপ কফি নিয়ে একটা ডিটেক্টিভের দিকে এগিয়ে দিলো। এরপর পাশেই একটা পার্ক করা সাইকেলের ওপর বসে কফির কাপে শব্দ করে চুমুক দিতে লাগল।

কুসানাগি অবশ্য দাঁড়িয়েই থাকলো, নিজের কফির কাপে চুমুক দিলো সে, এরপর বলল, "অন্য মানুষের সাইকেলে ওভাবে বসা উচিত না। মালিক যদি ফিরে আসে?"

"আসবে না। অন্তত আরো কিছুক্ষণ নির্বিঘ্নে এখানে বসে থাকতে পারবো আমি।"

"তুমি কিভাবে জানলে সেটা?"

"কারণ এর মালিক কিছুক্ষণ আগে এটা এখানে রেখে সাবওয়ে স্টেশনে ঢুকতে দেখেছি আমি। সবচেয়ে কাছের স্টেশনটাতে পৌছুতেও ত্রিশ মিনিট লাগার কথা তার, আর সেখানে গিয়ে তার কাজ সেরে আসতে আরো সময় লাগবে।"

"এখানে বসে বসে একাজই করছিলে নাকি এতক্ষণ?"

"পর্যবেক্ষণ করা আমার শখের মধ্যে পড়ে, জানোই তো। আর কাজটা করেও মজা পাই আমি।"

"শখ থাকা ভালো কিন্তু এমুহূর্তে আমার প্রশ্নের জবাব তোমার কাছে থাকলেই বেশি খুশি হবো আমি। কেন এসেছো এখানে? এটা আবার বোলো না, আমার কেসের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।"

ইউকাওয়া ঘুরে সাইকেলের হ্যান্ডেলবারটা পরীক্ষা করতে লাগল।

BanglaBook.org

"এখন আর লোকজন সাইকেলে নাম লিখে রাখে না। মনে হয় নিজের পরিচয় অন্য কাউকে জানাতে চায় না তারা। কিছুদিন আগেও কিন্তু সবাই তাদের সাইকেলে নাম লিখে রাখত। সময়ের সাথে সাথে সব বদলে যায়।"

এতক্ষনে কুসানাগি কিছুটা বুঝতে শুরু করেছে, "আমরা সাইকেল নিয়ে এর আগেও কথা বলেছি, তাই না?"

ইউকাওয়া মাথা নেড়ে সায় দিলো। "তুমিই তো আমাকে বলেছিলে খুনের ঘটনাস্থলের কাছে ইচ্ছেকৃতভাবে সাইকেল রেখে দেয়ার ঘটনাটা তোমাকে খোঁচাচ্ছে।"

"ঠিক সেটা বলিনি। আমি বলেছি ইচ্ছেকৃতভাবে সাইকেলটা ওখানে রেখে দেয়ার কোন মানে হয় না। খুনি যদি ভিক্টিমের আঙুলের ছাপ ওখানে লাগাবেই, তাহলে আঙুলগুলো পোড়ানোর কি দরকার ছিল? ঐ আঙুলের ছাপ দিয়েই তো লাশের পরিচয় খুঁজে বের করি আমরা।"

"ভালো বলেছো। কিন্তু একটা ব্যাপার, যদি সাইকেলে কোন আঙুলের ছাপ না থাকতো তাহলে কি লাশের পরিচয় খুঁজে বের করায় কোন হেরফের হত?"

পুরো দশ সেকেন্ড ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলো কুসানাগি, এই প্রশ্নটা আগে আসেনি তার মাথায়।

"না, হতো না," অবশেষে বলল সে। "আঙুলের ছাপ আমরা মিলিয়ে দেখেছিলাম ঠিকই, কিন্তু সেটা না করলেও হত। কারণ ঐ বোর্ডিং হাউজের ঘর থেকে কিছু চুলও পেয়েছিলাম আমরা। সেটার ডিএনএ অ্যানালাইসিস করেই পরিচয় খুঁজে বের করা হয়।"

"ঠিক। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, আঙুলগুলো পুড়িয়ে কোন লাভই হয়নি। কিন্তু আমি যদি বলি, খুনি সেটা আগে থেকেই জানতো?"

"মানে, লাভ নেই জেনেও খুনি আঙুলগুলো পুড়িয়েছিল বলতে চাচ্ছো?"

"কোন না কোন কারণ তো অবশ্যই আছে। তবে সেটা লাশের পরিচয় গুম করার জন্যে নয়, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এমনও হতে পারে সাইকেলটা সেখানে রাখার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের বোঝানো যে, এটা নিছক কোন সাজানো ঘটনা নয়।"

বিষয়টা হজম করতে কুসানাগির কিছু সময় লাগল, "মানে বলতে চাচ্ছো সেটা সেখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে আমাদের কোনভাবে বিভ্রান্ত করার জন্যে?"

BanglaBook.org

"হ্যা, কিন্তু সেই 'কোনভাবে'টাই আমি বের করতে পারিনি এখনও," সাইকেলটা থেকে নেমে বলল ইউকাওয়া। "আমি নিশ্চিত, সে চাইছে আমরা যেন ভাবি ভিক্টিম সাইকেলে চড়ে সেখানে এসেছে। কিন্তু সেটা কেন?"

"এ ব্যাপারটা লুকানোর জন্যে যে, ভিক্টিমের একার পক্ষে সেখানে যাওয়ার মত অবস্থা ছিল না," কুসানাগি বলল। "কারণ ততক্ষণে সে মারা গেছে। পরে খুনি তাকে সেখানে বয়ে নিয়ে যায়। আমাদের চিফ এটাই ভাবেন।"

"কিন্তু তুমি তো তার সাথে একমত নও, তাই না? কারণ প্রাইম সাসপেক্ট ইয়াসুকোর কোন ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই।"

"অবশ্য তার একজন সঙ্গি থাকলে এই যুক্তিটা খাটবে না।"

"কিন্তু এখন সাইকেল চুরি হওয়ার সময়টার ব্যাপারে মনোযোগ দাও। তোমাদের রিপোর্ট অনুযায়ি সকাল এগারটা থেকে রাত দশটার মধ্যে যেকোন এক সময়ে চুরি হয়েছিল সেটা। কিন্তু এত নিখুঁতভাবে সময়টা কিভাবে বের করলে, সেটা আমি বুঝতে পারছি না।"

"ওটা নিয়ে এত গবেষণার কি আছে? সাইকেলের মালিকই জানিয়েছিল আমাদের সময়টা।"

"ওহ্," হাত নেড়ে বলল ইউকাওয়া। "আর তাকে এত তাড়াতাড়ি খুঁজে পেলে কিভাবে?"

"তিনি সাইকেলটা চুরির ব্যাপারে রিপোর্ট করে রেখেছিলেন। আমাদের শুধু রেজিস্ট্রেশন নম্বর মিলিয়ে দেখতে হয়েছে।"

কিন্তু উত্তরটা শুনে ইউকাওয়া যে সন্তুষ্ট হতে পারছে না সেটা চশমার পেছনে তার চোখদুটো না দেখা সত্ত্বেও বুঝতে পারলো কুসানাগি। "এখন আবার কি ভাবছো?"

"তুমি কি জানো সাইকেলটা চুরি হবার সময় কোথায় রাখা ছিল?"

"অবশ্যই। সেটার মালিককে আমি নিজেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম।"

"তাহলে সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে? আশেপাশেই তো হবার কথা।"

কুসানাগি একবার ভাবলো, জিজ্ঞেস করবে 'কি দরকার?' কিন্তু সেটা আর করলো না। ইউকাওয়াকে দেখে মনে হচ্ছে নতুন কোন সূত্র আবিষ্কারের দোরগোড়ায় আছে সে এখন।

"আসো আমার সাথে," বলে সেদিকে রওনা হলো সে। জায়গাটা তারা

BanglaBook.org

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার চেয়ে মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে। সারি করে দাঁড়ানো অনেকগুলোর সাইকেলের সামনে এসে থামলো কুসানাগি।

"তিনি বলেছিলেন, সাইডওয়াকে চেইন দিয়ে রেলিঙের সাথে বেঁধে রেখেছিলেন সেটা, ঠিক এখানে।"

"চোর তাহলে চেইনটা কেটে ফেলে?"

"তাই তো হবার কথা।"

"তার মানে চোরের সাথে বোল্ট কাটারও ছিল..." বিড়বিড় করে বলল ইউকাওয়া। "কিন্তু এখানে তো চেইন ছাড়াও অনেক সাইকেল দেখা যাচ্ছে, তাহলে সে ওটা চুরি করতে গেলো কেন?"

"আমি কিভাবে জানবো? বোধহয় সাইকেলটা তার পছন্দ হয়েছিল।"

"পছন্দ করেছিল?" নিজেকেই বলল ইউকাওয়া। "কি পছন্দ করেছিল?"

"কিছু বলতে চাইলে পরিস্কার করে বলো," কুসানাগি বিরক্ত হয়ে বলল।

"তুমি তো শুনেছোই, কালকেও এখানে এসেছিলাম আমি। এসে আজকের মতই নজর রাখছিলাম আশেপাশে। সারাদিনই এখানে এভাবে সাইকেল রাখা থাকে। কিছু কিছু সাইকেল এমনভাবে পড়ে থাকে, দেখে মনে হয় মালিক চাইছে সেটা চুরি হোক। কিন্তু এই সাইকেলগুলো থাকা সত্ত্বেও আমাদের খুনি ঐ সাইকেলটাই নিলো কেন?"

"আমরা কিন্তু জানি না খুনিই সাইকেলটা চুরি করেছে।"

"আচ্ছা, ধরো তোমার কথাই ঠিক। তাহলে ভিক্টিম এখান থেকে সাইকেলটা চুরি করেছিল। কিন্তু ঐ সাইকেলটাই কেন?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না," কুসানাগি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। "সাইকেলটার মধ্যে তো ওরকম বিশেষ কিছু ছিল না। আমার মনে হয় ভিক্টিম অতকিছু না ভেবেই ওটা চুরি করেছিল।"

"না, ব্যাপারটা এত সহজ নয়," ডিটেক্টিভের মুখের সামনে একটা আঙুল দুলিয়ে বলল ইউকাওয়া। "আমার ধারণা সাইকেলটা একদম নতুন ছিল, ঠিক?"

অবাক হয়ে গেলো কুসানাগি। "হ্যা, সাইকেলের মালিক তো অমনটাই বলছিল। একমাস আগে কেনা হয়েছিল সাইকেলটা।"

ইউকাওয়ার চেহারা দেখে বোঝা গেলো সে এই উত্তরটাই আশা করছিল। "যা ভেবেছিলাম। একটা নতুন সাইকেল, যেটা কিনা দামি চেইন

BanglaBook.org

দিয়ে তালা মারা থাকবে। আর সেটা চুরি যাওয়ার সাথে সাথে পুলিশে রিপোর্ট করবে মালিক। এজন্যেই সে সাথে করে বোল্ট কাটার নিয়ে এসেছিল।"

"মানে, সে ইচ্ছে করে নতুন সাইকেল চুরি করেছে?"

"হ্যা।"

"কেন?"

"এর একটাই কারণ হতে পারে, অপরাধি চাইছিল মালিক যেন পুলিশের কাছে অভিযোগ করে। এটা তার পরিকল্পনারই অংশ। আমার ধারণা তদন্তটাকে অন্যদিকে ঘোরানোর জন্যেই সে একাজ করেছে।"

"তার মানে তুমি বলতে চাইছো সাইকেল চুরি যাওয়ার সময় সম্পর্কে আমাদের ধারণাটাও ভুল। সকাল দশটা থেকে রাত এগারোটার মধ্যে চুরি হয়নি ওটা? কিন্তু চোর কিভাবে জানলো ওটার মালিক আমাদের কি বলবে?"

"সে হয়তো সময়ের কথাটা জানতো না, কিন্তু এটা ধারণা করে নিয়েছিল, রিপোর্টটা ঠিকই করা হবে। আর তাতে সবার নজর এই স্টেশনের দিকে ঘুরে যাবে।"

একবার ঢোক গিলল কুসানাগি। "তুমি বলতে চাইছো, আমাদের নজর এই স্টেশনের ওপর ফেলার জন্যেই পুরো ঘটনাটা সাজানো হয়েছে?"

"একটা সম্ভাবনার কথা বলছি মাত্র।"

"এখানকার আশেপাশে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে আমরা অনেক সময় নষ্ট করেছি।"

"ঠিক নষ্ট করেছো তা বলবো না। সাইকেলটা তো এখান থেকেই চুরি করা হয়েছিল। কিন্তু এইসব তথ্য জানতে পারলেই যে কেসটার সমাধান করতে পারবে, সেটা ভাবলে ভুল হবে। আরো গভীর ষড়যন্ত্র আছে এর পেছনে।"

হঠাৎ করে ইউকাওয়া ঘুরে বিপরীত দিকে হাটা দিলো।

"আরে," কুসানাগি দ্রুত তার পিছু নিয়ে বলল, "এখন আবার কোথায় যাচ্ছো?"

"বাসায়। আর কোথায়?"

"দাঁড়াও," ইউকাওয়ার ঘাড় ধরে তাকে থামিয়ে বলল কুসানাগি। "আরেকটা প্রশ্ন আছে আমার। এই কেসটা নিয়ে এত আগ্রহ দেখাচ্ছো কেন তুমি?"

BanglaBook.org

"কেন, আগ্রহ না দেখাবার কথা ছিল নাকি?"

"এটা কিন্তু কোন উত্তর হলো না।"

ইউকাওয়া ঘাড় থেকে কুসানাগির হাতটা সরিয়ে দিলো। "আমাকে কি সন্দেহ করছো?"

"সন্দেহ করবো? না, তা কেন করতে যাবো?"

"তাহলে আমার যা ইচ্ছে আমি সেটাই করতে পারি। তোমার তদন্তের কাজে তো আর বাঁধা দিচ্ছি না আমি।"

"ঠিক আছে, সরাসরিই বলি কথাটা। তুমি মি. ইশিগামির সাথে আমাকে নিয়ে কথা বলেছো, তাই না? তুমি তাকে এও বলেছো, আমি নাকি তোমাকে তার কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্যে পাঠিয়েছি। এটার কারণ জিজ্ঞেস করার অধিকার আমার আছে।"

ঘুরে কুসানাগির দিকে ঠান্ডা দৃষ্টিতে তাকালো ইউকাওয়া, "তুমি তার সাথে কথা বলতে গিয়েছিলে?"

"হ্যা। কারণ তুমি আমাকে কিছুই জানাচ্ছিলে না।"

"সে কি বলল?"

"আমি প্রশ্ন করছি এখানে, তুমি না। তাকে ও কথা বলেছো কেন তুমি? তোমার ধারণা সে-ও এসবের সাথে জড়িত?"

ইউকাওয়া আবার ঘুরে হাটা দিলো।

"আরে! দাঁড়াও!" পেছন থেকে বলল কুসানাগি।

ইউকাওয়া ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালো। "এবার আমি তোমাকে কিছু কথা সরাসরি বলি। এই কেসে তোমাকে সহযোগিতা করা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। কিছু ব্যক্তিগত কারণে এটাতে জড়িয়েছি আমি, তাই সাহায্যের আশা ভুলে যাও।"

"তাহলে আমার তরফ থেকেও কোন সহযোগিতা পাবে না তুমি।"

"ঠিক আছে। এবার তাহলে একা একাই কাজ করতে হবে আমাদের," নিচের দিকে তাকিয়ে বলল ইউকাওয়া।

কুসানাগি বুঝল, ইউকাওয়াকে তার কথা থেকে টলানো যাবে না এখন, তাই আর ডাক দিলো না সে পেছন থেকে।

একটা সিগারেট খেয়ে নিজেও স্টেশনের দিকে রওনা দিলো সে। ইচ্ছে করেই দেরি করেছে, যাতে ইউকাওয়ার সাথে একই ট্রেনে না যেতে হয়। সে বুঝতে পারছে না তার বন্ধুর কি এমন ব্যক্তিগত কারণ আছে যাতে সে এই কেসটার পেছনে এভাবে লেগেছে। তা-ও নিজে নিজেই সব কাজ করছে সে। তাকে অবশ্য বিরক্ত করবে না কুসানাগি।

BanglaBook.org

কি নিয়ে এত চিন্তিত ইউকাওয়া? ট্রেনে বসে চিন্তা করতে লাগলো সে।

ইশিগামিকে নিয়ে? কিন্তু ইশিগামি যদি কোনভাবে কেসটার সাথে জড়িত থেকেই থাকে, তাহলে তদন্তে তার নাম উঠে আসলো না কেন কখনও? পুলিশ খালি এটা জানে, সে প্রধান সন্দেহভাজনের প্রতিবেশি। ইউকাওয়া তাকে নিয়ে এত ভাবছে কেন?

দু-দিন আগের কথা মনে করার চেষ্টা করলো সে। লাঞ্চবক্স শপটাতে দুজনকে একসাথে ঢুকতে দেখেছিল সেদিন ইশিগামি তাকে বলেছে ইউকাওয়ার আগ্রহেই সেখানে গিয়েছিল তারা।

কারণ ছাড়া কোন কিছু করার মানুষ নয় ইউকাওয়া। তার মনে নিশ্চয়ই কিছু একটা চলছিল। কি সেটা?

আর কুডোও ঠিক সেই সময়ে সেখানে হাজির হয়েছিলেন...অবশ্য সেটা কোনভাবেই ইউকাওয়ার জানবার কথা নয়।

কুডোর সাথে যা যা কথা হয়েছে তা আবার একবার ভাবলো সে মনে মনে। ইশিগামির ব্যাপারে কিছুই বলেনি সে। আসলে কুডো কারো নামেই কিছু বলেনি।

হঠাৎ করে একটা কথা মনে পড়লো তার। কুডো বলেছিলেন, বেন্টেন-টেই'তে শুধু ইয়াসুকোকে দেখতেই নাকি অনেক কাস্টমার আসে। খুব বিরক্তি নিয়ে কথাটা বলেছিলেন ভদ্রলোক।

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে সোজা হয়ে বসলো কুসানাগি। উল্টোদিকে বসে থাকা এক মহিলা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে।

ট্রেনের দরজায় টাঙানো ম্যাপটাতে একবার নজর বোলাল সে। হামাকোতে একবার থামতে হবে তাকে।

X

শেষ কবে গাড়ি চালিয়েছিল সেটা ভুলে গেছে ইশিগামি। কিন্তু ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই আবার সব কিছু আওতায় এসে পড়লো তার। তবুও তার গন্তব্যস্থলে গাড়িটা পার্ক করতে বেশ খানিকটা সময় চলে গেলো। যেখানেই গাড়িটা রাখতে যাবে, কেউ না কেউ ঢুকে পড়ছে হুট করে। অবশেষে দুটো ট্রাকের মাঝে চাপা একটা জায়গা দেখে সেখানেই পার্ক করলো।

এই নিয়ে জীবনে দ্বিতীয়বারের মত গাড়ি ভাড়া করলো ইশিগামি। এর আগে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকাকালীন একদল শিক্ষার্থিকে নিয়ে একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট ভ্রমণে যেতে হয়েছিল তাকে। সেবার একটা বড় ভ্যান

BanglaBook.org

চালিয়েছিল। কিন্তু আজকের গাড়িটা সে তুলনায় অনেক ছোট আর সামলানোও সোজা।

ডানদিকে একটা বিল্ডিঙের দিকে তাকালো সে। একটা সাইন বোর্ড ঝুলছে সেটার সামনে হিকারি গ্রাফিক্স লিমিটেড। কুনিয়াকি কুডোর কোম্পানি এটা।

এই জায়গাটা খুঁজে পেতে অবশ্য বেশি বেগ পোহাতে হয়নি ইশিগামিকে। কুডোর নামটা ডিটেক্টিভ কুসানাগিই বলেছিল তাকে। সাথে এও বলেছিল, একটা প্রিন্টিং কোম্পানি আছে তার। বাকি কাজটা সে ইন্টারনেট থেকে সেরে নিয়েছে। একমাত্র হিকারি গ্রাফিক্স-এর ম্যানেজারের নামই কুনিয়াকি কুডো।

স্কুল শেষে সরাসরি রেন্ট-এ-কারের অফিসে চলে যায় সে। সেখান থেকে আগেই বুক করে রাখা গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। একটু ঝুঁকি আছে অবশ্য কাজটায়। কারণ টাকা-পয়সা আদান প্রদানের একটা রেকর্ড রয়ে যাবে কোম্পানিটার কাছে। কিন্তু বুঝে-শুনেই ঝুঁকিটা নেয় সে।

ঘড়িতে যখন ৫:৫০ বাজছিল তখন সামনের দরজা দিয়ে কয়েকজন লোক বেরিয়ে আসলো। কুডোও আছে তাদের মধ্যে। তাকে দেখেই জমে গেলো ইশিগামি।

ওদিক থেকে চোখ না সরিয়েই ডিজিটাল ক্যামেরাটা হাতে নিলো। এরপর ভিউ-ফাইন্ডারে চোখ রেখে যতটা সম্ভব জুম করে নিলো সে।

কুডো খুব ফিটফাট অবস্থায় আছে এখন। ইশিগামি জানেও না ওসব জামাকাপড় কোথায় পাওয়া যায়। আর ইয়াসুকো একারণেই কুডোকে পছন্দ করে। অবশ্য বেশিরভাগ মহিলাই তার আর কুডোর মধ্যে তুলনা করে কুডোকেই বেছে নেবে। হিংসা হতে লাগলো তার লোকটার প্রতি।

ঝটপট একটা ছবি তুলে ফেলল। ইচ্ছা করেই ফ্ল্যাশটা বন্ধ করে রেখেছে, তা সত্ত্বেও বেশ ভালোই এসেছে ছবিটা ।

কুডো বিল্ডিঙের পেছন দিকে যাচ্ছিল। ইশিগামির ধারণা সেখানেই তার দামি গাড়িটা পার্ক করে রাখা। অপেক্ষা করতে লাগল সে। কিছুক্ষণ পরেই সবুজ একটা মার্সিডিজ বেরিয়ে এলো রাস্তায়। কুডোকে সেটার ড্রাইভিং সিটে দেখে দ্রুত নিজের ইঞ্জিনটা চালু করে নিলো সে।

সাবধানে কুডোর পিছু নিলো। বেশ কঠিন কাজটা, কিন্তু সৌভাগ্যবশত কুডো খুব আস্তে আস্তে, নিয়ম মেনে গাড়ি চালাচ্ছে। আর প্রতি মোড়ে হলুদ লাইট জ্বলতে দেখলেই থেমে যাচ্ছে সে।

BanglaBook.org

গাড়ি চালানোর ফাঁকে জিপিএস-এর দিকে নজর বোলাল কয়েকবার। অপরিচিত রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে সে এখন, কিন্তু জিপিএস অনুযায়ি কুডোর মার্সিডিজটা শিনাগাওয়ার দিকে চলেছে।

কিছুক্ষণ পরেই রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বেড়ে গেলে পিছু নেয়া আরো কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। হঠাৎ করে তার আর কুডোর মাঝে একটা ট্রাক ঢুকে গেলো। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটু পরেই লাল লাইট জ্বলে উঠলে থেমে যেতে হলো তাকে। ট্রাকটা রাস্তার একদম সামনে গিয়ে থেমেছে। তার মানে কুডোর গাড়ি ইতিমধ্যেই সিগনাল পার হয়ে গেছে।

হারিয়ে ফেললাম এত তাড়াতাড়ি, নিজের ভাগ্যকে গাল দিয়ে মনে মনে বলে উঠলো ইশিগামি।

কিছুক্ষণ পরে সবুজ লাইট জ্বললে তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে সামনে বাড়ল। সৌভাগ্যবশত একটু পরেই সবুজ মার্সিডিজটা নজরে আসল তার। ডানদিকে মোড় নেয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে সেটা। পেছনের ইন্ডিকেটর লাইটটা জ্বলছে আর নিভছে। একটা হোটেলে ঢুকবে কুডো।

বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সেটার পিছু নিলো সে। এতে হয়তো কুডোর মনে সন্দেহ জাগতে পারে, কিন্তু ঝুঁকিটা নিতেই হবে, নইলে আবার হারিয়ে ফেলবে।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি নিয়ে হোটেলটার পার্কিংলটে ঢুকে গেলো কুডো। ইশিগামিও অনুসরণ করলো তাকে।

পার্কিংলট থেকে যখন টিকেট নিচ্ছিল ইশিগামি, সে-সময় কুডো পেছনে তাকায় একবার। বাধ্য হয়ে ড্রাইভিং সিটে বসেই ঝুঁকে পড়ে সে। কুডো তাকে দেখে ফেলেছে নাকি বুঝতে পারছে না।

পার্কিংলটটা খালিই বলতে গেলে। দরজার কাছাকাছি একটা জায়গায় পার্ক করলো কুডো। তার থেকে বেশ খানিকটা দূরে গাড়ি থামাল ইশিগামি। ক্যামেরাটা হাতে তুলে নিলো। মার্সিডিজ থেকে কুডো বের হচ্ছে এমন সময় আরেকটা ছবি তুলল। কুডো এদিকেই তাকিয়ে আছে, নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করেছে! আবারও লুকিয়ে পড়লো ইশিগামি।

কিন্তু এদিকে না এসে হোটেলে ঢুকে গেলো কুডো। লোকটা দৃষ্টির আড়াল হবার পরে আবার গাড়ি চালু করে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলো সে।

দুটো ছবিতেই কাজ চালাতে হবে। পার্কিংলট থেকে বের হবার সময় ছবি দুটোর সাথে যে চিঠিটা পাঠাবে সেটা মনে মনে লিখতে শুরু করল :

BanglaBook.org

ছবি দুটো দেখে বুঝতেই পারছো ধরা পড়ে গেছো। যার সাথে লুকিয়ে দেখা করো তার পরিচয় জেনে ফেলেছি আমি। এই লোকটার সাথে কি দরকার তোমার? তুমি যদি তার সাথে কোন সম্পর্কে জড়াও তাহলে সেটা বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করা হবে। তুমি কি জানো না, আমি তোমার জন্যে কি কি করছি? কত বড় ঝুঁকি নিয়েছি? লোকটার সাথে দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করতে হবে তোমাকে। যদি তা না করো তাহলে সব রাগ এই লোকটার ওপর ঝাড়বো আমি। তার উপযুক্ত কারণ এবং ক্ষমতা দুটোই আছে আমার। আবারও বলছি, তুমি যদি তার সাথে কোন সম্পর্কে জড়াও তাহলে সেটা বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করা হবে। আর সেটাকে ক্ষমা করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। উপযুক্ত প্রতিশোধ নেয়া হবে।

বারবার একই জিনিস ভাবতে লাগল ইশিগামি। প্রতিবারই কিছু লাইন যোগ করছে আর বাদ দিচ্ছে। একটু বেশিই কি কঠিন হয়ে যাচ্ছে হুমকিটা? হোক।

হোটেলের পার্কিংলট থেকে প্রায় বেরিয়ে গেছে, এমন সময় একটা দৃশ্য দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেলো তার।

ইয়াসুকো হানাওকা ঢুকছে হোটেলের ভেতরে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

হোটেলের লাউঞ্জে প্রবেশ করতেই পেছনের টেবিল থেকে এক লোক ডাক দিলো ইয়াসুকোকে। কুডো। চারপাশে তাকিয়ে দেখলো বেশিরভাগ টেবিলই নানা বয়সি মানুষে ভর্তি। অনেকের পরনে দামি স্যুট, চকচকে জুতো, টাই। খাওয়া দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ব্যবসায়িক আলাপটাও সেরে নিচ্ছে তারা। নিচের দিকে তাকিয়ে কুডোর টেবিলটার দিকে হাটা দিলো সে।

"এভাবে হঠাৎ করে ডাকার জন্যে দুঃখিত," কুডো হেসে বললেন। "কিছু খাবে?"

ওয়েটার আসলে তার কাছে এক কাপ দুধ-চা অর্ডার করলো ইয়াসুকো।

"কিছু হয়েছে নাকি?" ইয়াসুকো জিজ্ঞেস করলো।

"না, সেরকম কিছু না," কফির কাপ তুলতে তুলতে বললেন কুডো। "আমার বাসায় একজন ডিটেক্টিভ এসেছিলেন গতকাল।"

"তারা আপনার সাথে যোগাযোগ করেছে!"

"তুমি তাদের আমার ব্যাপারে কিছু বলেছিলে নাকি?"

"আসলে সেদিন ডিনার শেষে বাসায় যাবার পর আমার বাসায় পুলিশ এসেছিল। আমি কোথায় গিয়েছিলাম, কার সাথে গিয়েছিলাম এসব প্রশ্নের উত্তরও দিতে হয়েছে আমাকে। তখন যদি আপনার কথা না বলতাম তাহলে আরো সন্দেহ করতো ওরা। আমি খুবই দুঃখিত–"

"আরে, তুমি ক্ষমা চাচ্ছো কেন?" মাঝপথেই তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন কুডো। "আমি জানি তোমার কোন দোষ নেই। আর আমাদের মাঝে যদি ভবিষ্যতে কিছু হয়, তাহলে সেটা পুলিশের জানতে সমস্যা কোথায়? আমার মনে হয় তাদের বলে ভালোই করেছো তুমি।"

"আসলেই?" ইয়াসুকো তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।

"শুধু মনে রেখো, এখন থেকে আমাদের ওপর সবসময় নজর রাখবে ওরা," মাথা নেড়ে বললেন কুডো। "এখানে আসার পথেও কেউ অনুসরণ করছিল আমাকে।"

"কি!"

"প্রথম দিকে অত খেয়াল করিনি, কিন্তু মোড়টা ঘোরার সময় পরিস্কার বুঝতে পারি সব। ওরা এমনকি আমার পিছু নিয়ে পার্কিংলটেও ঢুকেছিল।"

কুডো এমনভাবে কথাগুলো বললেন যেন খুবই সাধারণ ঘটনা

BanglaBook.org

সেগুলো। কিন্তু ইয়াসুকো ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। "এরপর? কোথায় গেলো তারা?"

"জানি না," কাঁধ তুলে বললেন তিনি। "ওদের চেহারা দেখতে পারিনি আমি। এখানে বসার পর থেকেই আশেপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখছি, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি আমার। অবশ্য ওদের না চোখে পড়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার ধারণা এতক্ষণে চলে গেছে ওরা।"

ইয়াসুকোও আশেপাশে একবার তাকালো। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত সবাই।

"তার মানে আপনাকে সন্দেহ করছে ওরা?"

"আমি তোমাকে টোগাশিকে খুন করতে সাহায্য করেছি–তারা বোধহয় এমন গল্প ফেঁদেছে। কালকে যে ডিটেক্টিভটা এসেছিলেন, তিনি তো কোন রাখঢাক না করেই আমার অ্যালিবাইয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন।"

ওয়েটার দুধ-চা নিয়ে এসেছে। সেটা টেবিলে পরিবেশন করার সময়ে ইয়াসুকো দ্বিতীয়বারের মত আশেপাশে নজর বুলিয়ে নিলো।

"তারা যদি এখনও আপনার ওপর নজর রাখে তাহলে আমাদের দু-জনকে একসাথে দেখলে কিছু সন্দেহ করবে না?"

"করলে করুক। বললামই তো, ওসবের আর পরোয়া করি না আমি। সবাই আমাদের একসাথে দেখলেও কিছু যায় আসে না এখন। লুকোছাপা করলে ওদের মনে সন্দেহ আরো বাড়বে," কুডো পেছন দিকে হেলান দিয়ে আয়েশ করে হাত ছড়িয়ে বসে বললেন। যেন ভাবভঙ্গি দিয়েই বোঝাতে চাচ্ছেন কোনকিছুর পরোয়া করেন না।

"আসলে আমি চাই না আমার জন্যে আপনাকে কোন সমস্যায় পড়তে হোক। আমাদের বোধহয় কিছুদিন দেখা-সাক্ষাত না করাই ভালো হবে। পরিস্থিতি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত আর কি।"

"আমি জানতাম তুমি এ ধরণের কিছু বলবে," সামনের দিকে এগিয়ে এসে বললেন কুডো। "এজন্যেই তোমাকে এখানে ডেকেছি আজ। আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না তোমাকে। ঘটনার দিন অন্য এক লোকের সাথে ছিলাম আমি। সেটাই শক্ত অ্যালিবাই হিসেবে কাজ করবে। বেশিদিন আমাকে ঘাটাবে না ওরা।"

"সেটাই যেন হয়।"

"আমি আসলে তোমাকে নিয়ে বেশি চিন্তিত," কুডো উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন। "ওরা এটা কিছুদিনের মধ্যেই বুঝে ফেলবে, আমি তোমাকে কোনভাবেই সাহায্য করিনি। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে, তোমাকে এত

BanglaBook.org

সহজে রেহাই দিচ্ছে ওরা। আমার তো ভাবলেই খারাপ লাগছে ব্যাপারটা।"

"কিছু করার নেই এখন। টোগাশি তো খুন হবার আগে আমার খোঁজ করছিল।"

"একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, তোমার সাথে কী এমন দরকার ছিল তার? মরে গিয়েও সে তোমাকে শান্তি দিচ্ছে না," কুডো মুখ বাঁকিয়ে বললেন। "তুমি তো আসলেই কিছু করোনি, তাই না? না না, সন্দেহ করছি না তোমাকে। মারা যাবার আগে যদি টোগাশির সাথে যোগাযোগ হয় তোমার তবে সেটা নিশ্চিন্তে আমাকে বলতে পারো। বলা যায় না, সাহায্যও করতে পারি তোমাকে।"

ইয়াসুকো অভিব্যক্তিহীনভাবে কুডোর দিকে তাকালো। তাহলে এজন্যেই আজ ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি? অল্প হলেও সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে তার মনে।

"না, আমি আসলেও কিছু করিনি," মুখে হাসি টেনে বলল সে।

"আমিও এটাই ভেবেছিলাম। তবুও তোমার মুখ থেকে শুনতে পেয়ে ভালো লাগলো," ঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন কুডো। "এসেই যখন পড়েছো ডিনারটা আমার সাথে সেরে যাও? খুব ভালো একটা ফ্রেঞ্চ রেস্টুরেন্ট চিনি আমি।"

"না, আজকে পারবো না। মিশাতোকে বলে আসিনি।"

"ওহ্, ঠিক আছে তাহলে। আমি চাই না সে একা একা থাকুক," বিলের কাগজটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কুডো। "চল, তাহলে?"

কুডো বিল দেয়ার সময় আরেকবার আশেপাশে তাকালো ইয়াসুকো। কিন্তু কাউকে দেখেই গোয়েন্দা বলে মনে হলো না।

কুডোকে পুলিশ সন্দেহ করার একটা ভালো দিকও আছে, খুব তাড়াতাড়িই সত্যটা জেনে যাবে তারা। তখন তার সাথে দেখা সাক্ষাতে আর বিধি-নিষেধও থাকবে না। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে না ইয়াসুকো, এরকম নাজুক পরিস্থিতে কুডোর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া কি উচিত হবে? যতই মনে মনে সেটা চাক না সে। আর ইশিগামির কথাটাও মাথায় রাখতে হবে।

"তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেবো আমি," বিল দেয়া শেষ করে বললেন কুডো।

"তার দরকার হবে না। ট্রেনে করেই চলে যেতে পারবো।"

"এত কষ্ট করার দরকার নেই, আমিই পৌঁছে দিচ্ছি।"

BanglaBook.org

"না, আসলেও লাগবে না। বাসায় যাওয়ার পথে টুকটাক বাজার করতে হবে আমাকে।"

"ঠিক আছে," একটু মনোক্ষুন্ন হয়ে বললেন কুডো, কিন্তু শেষপর্যন্ত হাসিমুখেই বিদায় জানালেন তাকে। "পরে দেখা হবে তাহলে। আমি ফোন দিলে সমস্যা হবে?"

"না, না, কোন সমস্যা হবে না। চা খাওয়ানোর জন্যে ধন্যবাদ," এই বলে হাটা দিলো ইয়াসুকো।

শিনাগাওয়া স্টেশনের কাছে প্রায় পৌছে গেছে এমন সময় ফোনটা বেজে উঠলো। হাটতে হাটতেই সেটা বের করে ডিসপ্লে দেখলো সে। বেন্টেন-টেই থেকে সায়োকো ফোন করেছে ।

"হ্যালো?"

"হ্যালো? ইয়াসুকো? কথা বলতে পারবে এখন?" সায়োকোর গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে কিছু একটা নিয়ে উদ্বিগ্ন সে।

"হ্যা, কোন সমস্যা?"

"ডিটেক্টিভটা আজকেও এসেছিল। এবার অনেক উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করেছে, তাই ভাবলাম তোমাকে ফোন করি।"

শক্ত করে ফোনটা চেপে ধরলো ইয়াসুকো। না জানি কি জাল পাতছে পুলিশ অফিসারগুলো তার জন্যে।

"উল্টাপাল্টা প্রশ্ন মানে?" অস্বস্তির সাথে জিজ্ঞেস করলো সে।

"ঐ লোকটা সম্পর্কে প্রশ্ন করছিল তারা। তোমার প্রতিবেশি। কী যেন নাম...ইশিগামি?"

ফোনটা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল ইয়াসুকোর হাত থেকে। "ওনার ব্যাপারে কি প্রশ্ন?" কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলো সে।

"তারা নাকি শুনেছে, এখানে একজন কেবল তোমাকে দেখার জন্যেই লাঞ্চ কিনতে আসে। তার ব্যাপারে জানার জন্যেই এসেছিল। আমার ধারণা কুডো এ কথা বলেছে তাদেরকে।"

"কুডো?"

ইয়াসুকোর মাথাতেই ঢুকলো না ব্যাপারটা।

"ইয়াসুকো...আমি বোধহয় ওরকম কিছু একটা কুডোকে বলেছিলাম একসময়, আর সেটাই সে পুলিশকে জানিয়েছে।"

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিস্কার হলো তার কাছে। কুডোকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় ইশিগামির ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু শুনেছে তারা, এরপরে বেন্টেন-টেইয়ে গেছে সেটা যাচাই করতে।

BanglaBook.org

"তুমি তাদের কি বললে, সায়োকো?"

"আমি ওদের মনে সন্দেহ জাগাতে চাইনি, তাই সত্যটাই বলে দিয়েছি। বলেছি, তিনি একজন গণিতের শিক্ষক, তোমার পাশের বাসায় থাকেন। আর এখানে তার আসার কারণ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই, কিন্তু ধারণা করছি, তোমাকে পছন্দ করেন তিনি...এসব।"

ইয়াসুকোর গলা শুকিয়ে গেছে। ইশিগামির ব্যাপারটা তাহলে জেনেই গেছে পুলিশ। কুডোই কি তাদেরকে সে কাজে সাহায্য করেছে নাকি অন্য কোন কারণে তাকে সন্দেহ করছে তারা?

"হ্যালো? ইয়াসুকো?"

"হ্যা, শুনছি।"

"যাই হোক, এগুলোই বলেছি আমি ওদের। কোন সমস্যা হবে না তো?"

হবে, কিন্তু মুখের ওপর সেটা তাকে বলতে পারলো না ইয়াসুকো। "না, আমার মনে হয় না কোন সমস্যা হবে। আর ইশিগামির তো এসবের সাথে কোন সম্পর্কও নেই।"

"আমিও এটাই ভেবেছিলাম, তবুও জানিয়ে রাখলাম তোমাকে।"

"ধন্যবাদ," এই বলে ফোন কেটে দিলো ইয়াসুকো। পেটের ভেতর মোচড় দিচ্ছে তার। মনে হচ্ছে বমি করে ফেলবে।

বাসায় ফেরার পুরো পথটাই দরদর করে ঘামলো সে। মাঝখানে বাজারে থেমে এটাসেটা কিছু জিনিস কিনলেও বাসায় যেতে যেতেই ভুলে গেলো কি কিনেছে।

X

ইশিগামি তার কম্পিউটারে বসে কাজ করছিল, এমন সময় পাশের বাসার দরজা খোলার আওয়াজ আসলো তার কানে। কম্পিউটার স্ক্রিনে তিনটা ছবি খোলা। দুটো কুডোর আর অন্যটা ইয়াসুকোর। হোটেলে ঢোকার সময় তোলা হয়েছে ওগুলো। তাদের দু-জনের একসাথে একটা ছবি তোলার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু তাতে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। আর ইয়াসুকো তাকে দেখে ফেললে ঝামেলা হয়ে যেত। তাই তিনটা ছবি তুলেই চলে এসেছে।

পরিস্থিতি একদম খারাপ হলেই কেবল এ ছবিগুলো কাজে আসবে তার, তবে সে আশা করছে, ওরকম কিছু ঘটবে না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো আটটা বাজছে প্রায়। তার মানে বেশিক্ষণ

BanglaBook.org

কথাবার্তা বলার সময় পায়নি কুডো আর ইয়াসুকো। কেমন যেন স্বস্তি লাগলো কথাটা ভেবে।

টেলিফোন কার্ডটা পকেটে ভরে বাসা থেকে বের হয়ে গেলো সে। আশেপাশে তাকিয়ে যখন নিশ্চিত হলো তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে না তখন টেলিফোন বুথের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো।

সেখানে পৌছে ইয়াসুকোর মোবাইলে ফোন দিলো সে। তিনবার রিং হবার পর ওপাশ থেকে তার আওয়াজ ভেসে আসল।

"হ্যালো?"

"আমি, ইশিগামি। কথা বলতে পারবেন এখন?"

"হ্যা।"

"কিছু হয়েছে আজকে?" সে আসলে জানতে চায়, কুডোর সাথে ইয়াসুকোর কি কথা হয়েছে। কিন্তু সেটা জিজ্ঞেস করা সম্ভব নয়, কারণ কুডোর পিছু না নিলে তাদের একসাথে দেখতো না সে।

"আসলে..." ইয়াসুকো বলতে শুরু করলো।

"আসলে কি? কোন সমস্যা?" নিশ্চয়ই কুডো তাকে উল্টাপাল্টা কিছু বুঝিয়েছে।

"বেন্টেন-টেইয়ে আবার পুলিশ এসেছিল। এবার আপনার সম্পর্কে প্রশ্ন করছিল ওরা?"

"আমার সম্পর্কে? কেন?" ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলো ইশিগামি।

"ইয়ে মানে, আসলে দোকানে আপনার সম্পর্কে কয়েকদিন ধরেই কথাবার্তা হচ্ছিল, ঘটনার আগে থেকেই। আমি দুঃখিত এসব আপনাকে আগে বলিনি। আসলে আমি চাইনি আপনি রেগে... "

এভাবে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলায় ইশিগামির রাগ উঠছে এখন। ইয়াসুকো কখনও গণিতে ভালো করতে পারেনি, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

"আমি রাগ করবো না। দয়া করে সব কিছু খুলে বলুন, কিচ্ছু লুকাবেন না। আমার সম্পর্কে কি বলছিল তারা?" ইশিগামি উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলো। তার চেহারা সম্পর্কে বাজে কোন মন্তব্য শুনতে হতে পারে এখন।

"আসলে আমি এতদিন স্বীকার করিনি... আপনি তো বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা। এখানে অনেকের ধারণা আপনি বেন্টেন-টেইয়ে লাঞ্চ কিনতে আসেন শুধুমাত্র আমাকে দেখার জন্যে।"

"কি!" বাজ পড়লো যেন ইশিগামির মাথায়।

"আমি আসলেও দুঃখিত। তারা মজা করার জন্যে ওটা বলেছিল। আপনার কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নয়। আমিও গুরুত্ব দেইনি

BanglaBook.org

ব্যাপারটাকে," ইয়াসুকো কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বলল।

কিন্তু ইশিগামির কানে এখন এসব কিছুই ঢুকছে না। অন্য কেউ কিভাবে বুঝল এ কথা?

তারা অবশ্যই ঠিক ধারণাটাই করেছে। ইয়াসুকোকে দেখতেই সে দোকানে যায় প্রতিদিন। আর এখন বুঝতে পারছে সে নিজেও অবচেতন মনে এটা ভাবতো, এক না এক সময়ে ইয়াসুকোও সত্যটা ধরতে পারবে। কি হাসাহাসিটাই না করেছে তারা ইশিগামিকে নিয়ে। তার মত কুৎসিত এক লোক কিনা প্রেমে পড়েছে ইয়াসুকোর মত সুন্দরির!

"আপনাকে রাগিয়ে দিয়েছি আমি, তাই না?" ইয়াসুকো বলল।

"না না, ডিটেক্টিভরা ঠিক কি জিজ্ঞেস করেছিল?" গলা খাঁকারি দিয়ে বলল ইশিগামি।

"যেমনটা বললাম, তারা নাকি শুনেছে, আমাকে দেখতে প্রতিদিন কেউ আসে। তার নাম জানার জন্যেই এখানে এসেছিল, আর দোকানে তখন যে ছিল সে সবকিছু বলে দিয়েছে।"

"তারা এরকম কথা কোত্থেকে শুনলো?"

"আমি...আমি ঠিক জানি না।"

"আর কিছু জিজ্ঞেস করেছিল তারা?"

"না, মনে হয়।"

শক্ত করে রিসিভারটা কানে চেপে ধরলো সে। এ মুহূর্তে সাহস হারালে চলবে না। কিভাবে ব্যাপারটা ঘটল সে জানে না, কিন্তু পুলিশের নজর তার দিকে ঘুরে গেছে এখন। বুদ্ধি দিয়ে সামনে এগোতে হবে।

"আপনার মেয়ে আছে আশেপাশে?"

"মিশাতো? হ্যা, আছে, কেন?"

"তাকে দেয়া যাবে একটু?"

"অবশ্যই।"

ইশিগামি চোখ বন্ধ করে বোঝার চেষ্টা করলো এ কুসানাগির মাথায় কি ঘুরছে এখন। কি ফন্দি আঁটছে হারামজাদা। আর মানাবু ইউকাওয়ারই বা এসবের সাথে কি সম্পর্ক।

"হ্যালো?" ওপাশ থেকে মিশাতোর গলার আওয়াজ ভেসে এলো।

"আমি ইশিগামি," বলল সে। "মিশাতো, তুমি তো বারো তারিখে তোমার বন্ধুর সাথে সিনেমাটার ব্যাপারে কথা বলেছিলে, তাই না? মিকা ছিল না ওর নাম?"

"হ্যা, পুলিশকেও একথা জানিয়েছি আমি।"

BanglaBook.org

"হ্যা, ভালো করেছো। তোমার আরেকজন বন্ধু আছে না? হারুকা?"

"জি। হারুকা তামাওকা।"

"তার সাথেও তো সিনেমাটার ব্যাপারে আলাপ করেছিলে, তাই না?"

"হ্যা, একবার শুধু। তা-ও বেশিক্ষণ না।"

"পুলিশকে তো তার ব্যাপারে কিছু জানাওনি?"

"না, শুধু মিকার কথা বলেছি। আপনিই তো বলেছিলেন হারুকাকে না জানাতে, তাই বলিনি।"

"ঠিক আছে। কিন্তু আমার মনে হয় এখন হারুকার ব্যাপারটাও তাদের জানানোর সময় এসে গেছে।"

এরপরে আশেপাশে নজর বুলিয়ে মিশাতোকে কি করতে হবে সেটা খুলে বলল সে।

X

টেনিস কোর্টের পাশের খোলা জায়গাটা থেকে ধূসর রঙের ধোঁয়ার কুণ্ডলি উড়তে দেখা যাচ্ছে।

কুসানাগি সেখানে পৌছে দেখলো ইউকাওয়া একটা লাঠি হাতে নিয়ে তেলের ড্রামের ভেতরে কী যেন খোঁচাচ্ছে। ল্যাব কোটের হাতা কনুই পর্যন্ত গুটানো।

তার পদশব্দ শুনে ইউকাওয়া ঘুরে তাকালো, "আবার গন্ধ শুকে এসে পড়েছো দেখছি।"

"সন্দেহজনক লোকজনের ওপর নজর রাখাই ডিটেক্টিভদের কাজ।"

"তাহলে আমাকে সন্দেহ করা হচ্ছে এখন?" ইউকাওয়া একপাশের ভুরু উঁচু করে জিজ্ঞেস করলো। "তোমার মধ্যে বেশ তেজ দেখছি আজকাল? ভালো, এই দুনিয়াতে টিকে থাকতে হলে সেটার দরকার আছে।"

"তোমার যা ইচ্ছে বলতে পারো, গ্যালেলিও," কুসানাগি ব্যাঙ্গাত্মক স্বরে বলল। "জানতে চাইছো না কেন সন্দেহ করছি তোমাকে?"

"তার দরকার নেই। লোকজন এমনিতেও বিজ্ঞানীদের সন্দেহ করে সবসময়," ড্রামের ভেতরের জিনিসগুলোকে আরো একবার নাড়িয়ে বলল সে।

"কি পোড়াচ্ছো?"

"সেরকম কিছু না। কিছু রিপোর্ট কার্ড আর পুরনো জিনিসপত্র, যেগুলো আর লাগবে না আমার," এই বলে পাশে থেকে একটা বালতি তুলে ড্রামের ভেতরে পানি ঢেলে দিলো ইউকাওয়া। ছ্যাঁৎ করে আওয়াজ হয়ে ধোঁয়ার

BanglaBook.org

পরিমাণ আরো বেড়ে গেলো।

"তোমার কাছে কিছু প্রশ্ন ছিল আমার...অফিশিয়ালি।"

"আসলেও কিছু একটা ঘুরছে তোমার মাথায়, তাই না?" বালতিটা হাতে নিয়ে হাটা শুরু করলো ইউয়াকাওয়া।

কুসানাগি অনুসরণ করলো তাকে। "তোমার সাথে কথা বলার পরে বেন্টেন-টেইয়ে গিয়েছিলাম গতকাল। খুব মজার একটা কথা শুনলাম সেখানে। জানতে চাও না কি সেটা?"

"না।"

"তবুও বলছি তোমাকে। ইয়াসুকোকে পছন্দ করে তোমার বন্ধু ইশিগামি।"

হাটা বন্ধ হয়ে গেলো ইউকাওয়ার। ঘুরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কুসানাগির দিকে তাকালো সে, "ওখানকার কেউ একথা বলেছে তোমাকে?"

"ওরকমই কিছু একটা। কাল তোমার সাথে কথা বলে ট্রেনে ওঠার পরে একটা জিনিস মাথায় আসে আমার। যুক্তি আর প্রমাণের তো দরকার আছেই, কিন্তু একজন গোয়েন্দার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো তার কল্পনাশক্তি।"

"তো?" ইউকাওয়া জিজ্ঞেস করলো। "এটার সাথে কালকের তদন্তের কি সম্পর্ক?"

"না বোঝার ভান কোরো না। আমি জানি তুমিও ইশিগামিকে সন্দেহ করো। কিন্তু আমার কাছ থেকে লুকানোর চেষ্টা করছিলে ব্যাপারটা।"

"কিছু লুকানোর চেষ্টা করছিলাম বলে মনে পড়ছে না।"

"যাই হোক, আমি এখন জানি তুমি কেন তাকে সন্দেহ করো। তার ওপর কড়া নজর রাখা হবে এখন থেকে। আর সেজন্যেই এখানে এসেছি আজ। কাল অবশ্য আমরা বলেছিলাম নিজের কাজ নিজেই করবো, কিন্তু এখন একটা চুক্তিতে আসতে চাই। আমি তোমাকে সব তথ্য দেবো, বিনিময়ে তুমি আমাকে বলবে কি খুঁজে পেয়েছো এই কেসটার ব্যাপারে। খারাপ না কিন্তু চুক্তিটা।"

"তুমি আসলে আমাকে একটু বেশিই চালাক ভাবো। কিছুই খুঁজে পাইনি আমি। সবটাই আমার কল্পনা।"

"সেই কল্পনার কথাই খুলে বলো আমাকে," কুসানাগি তার বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল।

কিছুক্ষণ ভেবে আবার হাটা শুরু করলো ইউকাওয়া। "ল্যাবে চল আগে।"

BanglaBook.org

১৩ নম্বর ল্যাবে ঢুকে বড় টেবিলের পাশে বসে পড়লো কুসানাগি, আর ইউকাওয়া তার বিখ্যাত ইনস্ট্যান্ট কফি বানানো শুরু করলো।

"আচ্ছা, ইশিগামিও যদি এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকে তাহলে তার ভূমিকাটা কি?" কাপে গরম পানি ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করলো ইউকাওয়া।

"আমাকেই কথা বলতে হবে প্রথমে?"

"চুক্তির প্রস্তাবটা কিন্তু তুমিই দিয়েছিলে," চেয়ারে বসতে বসতে বলল ইউকাওয়া।

"ঠিক আছে। চিফকে ইশিগামির ব্যাপারে কিছু বলিনি এখনও, তাই যা বলবো তার পুরোটাই আমার নিজের ধারণা। খুনটা যদি অন্য কোথাও হয়ে থাকে, ইশিগামিই সেটা নদীর পাড়ে বয়ে নিয়ে গেছে।"

"তাই? কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম তোমার ধারণা খুনটা ওখানেই করা হয়েছে।"

"আগেই বলেছিলাম কিন্তু, একজন সঙ্গি থাকলে সে যুক্তি আর খাটবে না। আমার এখনও মনে হয় কাজটা ইয়াসুকো হানাওকাই করেছে। আর ইশিগামি তাকে সাহায্য করেছে।"

"বেশ নিশ্চিত মনে হচ্ছে তোমাকে।"

"দেখো, ইশিগামিই যদি খুনটা করে থাকে, তাহলে সে-ই কিন্তু মূল অপরাধি, সহযোগি নয়। ইয়াসুকোকে সে যতই ভালোবাসুক না কেন, মনে হয় না এত বড় ঝুঁকি নেবে। সে যদি একাই খুনটা করে থাকে, আর ইয়াসুকো যদি সে ব্যাপারে জানতো, তাহলে এতদিনে ধরা পড়ে যেত ইশিগামি। তার মানে ইয়াসুকোও এসবের সাথে যুক্ত।"

"এমন কি হতে পারে না, ইশিগামিই টোগাশিকে খুন করেছে, এরপর দু-জন মিলে লাশ ওখানে নিয়ে গেছে?

"সম্ভব না এটা বলবো না আমি, কিন্তু সেটার সম্ভাবনা খুবই কম। ইয়াসুকো হানাওকার সিনেমা হলের অ্যালিবাইটা নড়বড়ে হতে পারে, কিন্তু পরেরটুকুতে কোন খুঁত নেই। খুনটা করার পরে কারাওকে বারে যাওয়া সম্ভব ছিল তার পক্ষে, কিন্তু লাশ ওখানে নিয়ে যেতে হলে সেটা সম্ভব নয় কিছুতেই।"

"অ্যালিবাইয়ের কোন অংশটুকু নিশ্চিত হতে পারোনি তোমরা?"

"সাতটা থেকে নয়টা দশের মধ্যবর্তি সময়টা, যখন সিনেমা দেখছিল তারা। নুডল্‌স শপ আর কারাওকে বারে খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হয়েছি আমরা। তবে সিনেমা হলে সে গিয়েছিল কোন এক সময়ে, কারণ তার টিকেটের ছেঁড়া অংশের বাকিটা খুঁজে পেয়েছি আমরা ওখানে। আঙুলের ছাপও মিলে গেছে।"

BanglaBook.org

"তোমার ধারণা ঐ দু-ঘন্টা দশ মিনিটেই সে আর ইয়াসুকো মিলে খুন করে টোগাশিকে?"

"লাশটাও হয়তো তখনই লুকানোর ব্যবস্থা করে তারা, কিন্তু ইশিগামির আগেই ঘটনাস্থল থেকে চলে আসে ইয়াসুকো।"

"তাহলে খুনটা কোথায় হয়েছিল?"

"সেটা বলতে পারবো না। বোধহয় ইয়াসুকোই সেখানে ডেকে পাঠিয়েছিল টোগাশিকে।"

চুপচাপ কফির কাপে চুমুক দিতে লাগলো ইউকাওয়া। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না কুসানাগির ব্যাখ্যা সন্তুষ্ট করতে পেরেছে তাকে।

"কিছু বলার আছে তোমার?"

"সেরকম কিছু না।"

"বলার থাকলে বলে ফেল," কুসানাগি বলল। "আমার যা যা মনে হয় সব তো বললামই, এবার তোমার পালা।"

"সে কোন গাড়ি ব্যবহার করেনি," হঠাৎ করে বলল ইউকাওয়া।

"কি?"

"আমি বললাম, ইশিগামি কোন গাড়ি ব্যবহার করেনি। লাশটা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কিছু তো দরকার ছিল তার, তাই না? আর যেহেতু তার নিজের কোন গাড়ি নেই সেহেতু অন্য কোনভাবে সেটা জোগাড় করতে হবে তাকে। কিন্তু সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না আমার, তাহলে কোন না কোন প্রমাণ থেকেই যেত।"

"সব রেন্ট-এ-কার কোম্পানিতেই খোঁজ নেবো আমরা।"

"তা নিতে পারো কিন্তু আমি নিশ্চিত, কিছুই খুঁজে পাবে না।"

কুসানাগি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পদার্থবিদের দিকে তাকিয়ে থাকলো, কিন্তু ইউকাওয়া পাত্তাও দিলো না তাকে। "আমার কথা বোঝার চেষ্টা করো। খুনটা যদি অন্য কোথাও হয়ে থাকে, তবে ইশিগামিই লাশটা নদীর তীরে নিয়ে গিয়েছিল পরে। এখনও এটার ভালো সম্ভাবনা আছে, খুনটা আসলে লাশ যেখানে খুঁজে পাওয়া গেছে সেখানেই হয়েছিল। যদি তারা দু-জনেই এর সাথে জড়িত থেকে থাকে, তবে যেকোন কিছুই সম্ভব।"

"তো," ইউকাওয়া কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "তোমার ধারণা তারা দু-জন টোগাশিকে সেখানে খুন করে, এরপর তার চেহারা আর আঙুলের ঐ অবস্থা করার পর সব জামাকাপড় খুলে নেয়। সব শেষে পালিয়ে যায় সেখান থেকে?"

"ভিন্ন ভিন্ন সময়েও ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে পারে তারা," এই বলে তার

BanglaBook.org

নিজের কফির কাপের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো কুসানাগি। ময়লা জমে আছে পুরো কাপে। "কারণ ইয়াসুকোকে সিনেমাটা শেষ হবার আগেই সিনেমা হলে পৌছুতে হত।"

"আর তোমার মতে ভিক্টিম নিজে সাইকেলে চড়ে ঘটনাস্থলে পৌছে?"

"হতে পারে।"

"তার মানে তো এটা দাঁড়াচ্ছে, ইশিগামি সাইকেল থেকে আঙুলের ছাপ মোছার কথা ভুলে গিয়েছিল। এই সামান্য ভুলটা কি তার পক্ষে করা সম্ভব? বুদ্ধ ইশিগামির?"

"অতি জ্ঞানী লোকেরাও মাঝে মাঝে ভুল করে।"

"সে করবে না," আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে বলল ইউকাওয়া।

"আচ্ছা, তাহলে সে আঙুলের ছাপ রেখে গেলো কেন সাইকেলে?"

"আমিও সেটাই চিন্তা করছিলাম," হাত ভাঁজ করে বলল ইউকাওয়া। "এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি।"

"আমার মনে হয় তুমি একটু বেশিই পেঁচিয়ে চিন্তা করছো ব্যাপারটা। ইশিগামি অঙ্কে খুব ভালো হতে পারে, কিন্তু খুনি হিসেবে আনাড়ি সে।"

"অসম্ভব," ইউকাওয়া বলল। "বরং খুনটাই আরো সহজ কাজ মনে হওয়ার কথা তার কাছে।"

"যাই হোক, তার ওপর কড়া নজর রাখা হবে এখন থেকে। ইয়াসুকোর যদি আসলেই কোন পুরুষ সঙ্গি থেকে থাকে তাহলে তদন্তের ক্ষেত্রটা কিন্তু আরো বড় হয়ে গেলো।"

"তোমার নতুন ধারণাটা যদি ঠিক হয়, তাহলে বলতে হবে, খুনটা খুব দায়সারাভাবে করা হয়েছিল। সাইকেলে আঙুলের ছাপ, আধপোড়া জামাকাপড়, সবকিছুতেই অযত্নের চিহ্ন। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, খুনটা কি পূর্বপরিকল্পিত ছিল নাকি হঠাৎ করেই ঘটে যায় ঘটনাটা?"

"আসলে..." বলা শুরু করেও ইউকাওয়ার শান্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে ইতস্তত বোধ করতে লাগলো কুসানাগি। "হঠাৎ করেও হতে পারে। এই যেমন, ইয়াসুকো হয়তো টোগাশিকে কথা বলার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিল সেখানে, সঙ্গে করে ইশিগামিকে নিয়ে গিয়েছিল বডিগার্ড হিসেবে। এরপরে পরিস্থিতি খারাপ হয়ে ওঠে আর তারা দু-জন মিলে খুন করে টোগাশিকে।"

"কিন্তু এটা তো সিনেমা হলের গল্পটার সাথে একদমই খাপ খাচ্ছে না," ইউকাওয়া বলল। "যদি কথা বলার জন্যেই ডেকে থাকে টোগাশিকে, তাহলে অ্যালিবাই তৈরি করে রাখার কি দরকার?"

BanglaBook.org

"তোমার ধারণা খুনটা পূর্ব পরিকল্পিত? টোগাশি সেখানে আসার পরে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইশিগামি আর ইয়াসুকো?"

"না, সেরকমটা ঘটেছিল বলে মনে হচ্ছে না।"

"বেশ, কি ঘটেছিল তাহলে?"

"ইশিগামিই যদি সব পরিকল্পনা করে থাকে, তবে সেটাতে এত ফুটো থাকার কথা নয়।"

"তাহলে–" কুসানাগির কথার মাঝখানেই তার ফোনটা বেজে উঠলো। "দাঁড়াও একটু," এই বলে কলটা রিসিভ করলো সে।

কিছুক্ষণ পরেই সে গভীর আলোচনায় ডুবে গেলো। ফোন রাখার আগে পকেট থেকে একটা নোটপ্যাড বের করে কী যেন টুকে নিলো সেখানে।

"আমার পার্টনার কিশিতানি ফোন করেছিল," ইউকাওয়াকে বলল সে। "ইয়াসুকোর মেয়ে সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য হাতে এসেছে আমাদের। জিজ্ঞাসাবাদের সময় মিশাতোর এক সহপাঠি নাকি অদ্ভুত একটা কথা বলেছে।"

"কি বলেছে?"

"খুনের দিন লাঞ্চের সময় মিশাতো নাকি তার সেই সহপাঠিকে বলেছিল, রাতে সে আর তার মা সিনেমা দেখতে যাবে।"

"আসলেই?"

"কিশিতানি নিশ্চিত করেছে ব্যাপারটা। তার মানে ইয়াসুকো আগে থেকেই সিনেমা দেখার পরিকল্পনা করে রেখেছিল," কুসানাগি তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল। "আমার ধারণাই ঠিক, পুরোটাই পরিকল্পিত।"

"অসম্ভব," গম্ভীর মুখে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল ইউকাওয়া।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

কিনশিকো স্টেশন থেকে ক্লাব ম্যারিয়ান পাঁচ মিনিটের দূরত্বে। একটা বড় বিল্ডিঙের ছয় তলায় ক্লাবটা। আশেপাশে আরো কয়েকটি নামকরা ক্লাব আছে এদিকে। বিল্ডিঙের লিফটটা পুরনো, ওপরে ওঠার সময় ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে।

কুসানাগি তার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো একবার, কেবল সন্ধ্যা সাতটা বাজছে। জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে মোক্ষম সময়। খুব বেশি কাস্টমার থাকার কথা নয় এখন। অবশ্য এরকম জায়গা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে।

লিফট থেকে নেমে অবাক হয়ে গেলো সে, ভেতর থেকে হৈ-হট্টগোলের আওয়াজ ভেসে আসছে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলো। সারি করে প্রায় বিশটা টেবিল পাতা আছে, যার অর্ধেকই ভরে গেছে এরমধ্যে। কাস্টমারদের কাপড়চোপড়ের ধরণ দেখে মনে হচ্ছে বেশিরভাগই মালদার পার্টি।

"এর আগে গিনজায় এক ক্লাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে গিয়েছিলাম আমি," কিশিতানি তার কানে ফিসফিস করে বলল। "সেখানকার যে হেড হোস্টেস ছিলেন তিনি বলেছিলেন অর্থনৈতিক মন্দার পর থেকে তাদের দোকানে লোকজনের যাতায়াত হঠাৎ করেই খুব কমে গেছে, এখন বুঝতে পারছি সে লোকগুলো কোথায় উধাও হয়েছিল। এখানে।"

"আমার সেরকমটা মনে হচ্ছে না," কুসানাগি বলল। "গিনজাতে উঁচু পর্যায়ের লোকের যাতায়াত বেশি, আর একবার ভালো জিনিসের স্বাদ পেলে তার অভ্যাস ত্যাগ করা বেশ কঠিন। তা সে যতই খারাপ সময় আসুক না কেন।"

একজন ওয়েটারকে ডাক দিলো সে, কালো রঙের স্যুট পরে আছে লোকটা। তাকে বলল ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে চায় তারা। আন্তরিক হাসিটা উধাও হয়ে গেলো ওয়েটারের মুখ থেকে, তাদের সেখানে রেখে পেছনের দিকে চলে গেলো সে।

কিছুক্ষণ পর আরেকজন ওয়েটার এসে তাদের একটা টেবিলে বসতে অনুরোধ করলো।

BanglaBook.org

"কিছু নেবেন আপনারা?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"আমার জন্যে একটা বিয়ার," কুসানাগি অর্ডার করলো।

"সেটা কি ঠিক হবে?" ওয়েটার চলে যাওয়ার পরে জিজ্ঞেস করলো কিশিতানি। "কাজে এসেছি আমরা।"

"কিছু না খেলে কাস্টমাররা সন্দেহ করবে।"

"তাহলে তো চা নিলেও হত।"

"বারে এসে চা খাওয়ার কথা শুনেছো কখনও?"

কাজের সময় মদ্যপান উচিত কিনা, সেটা নিয়েই তর্ক করছিল তারা এমন সময় রূপালি রঙের ড্রেস পরা সুন্দরি এক মহিলার আগমন ঘটলো তাদের টেবিলে। বয়স চল্লিশের আশেপাশে হবে, চেহারায় ভারি মেকআপ। চুলগুলো খোপা করে রাখা। মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো কুসানাগি, একটু শুকনো গড়নের কিন্তু সুন্দরি মহিলা।

"স্বাগতম," তিনি বললেন। "আপনারা আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন?" মৃদু হেসে প্রশ্নটা করলেন তিনি।

"পুলিশের লোক আমরা," নিচু গলায় বলল কুসানাগি।

কিশিতানি বুক-পকেট থেকে ব্যাজটা বের করার আগেই হাত ধরে তাকে থামালো সে। "প্রমাণ দরকার আপনার?"

"তার প্রয়োজন দেখছি না," এই বলে কুসানাগির পাশের খালি চেয়ারটাতে বসে একটা বিজনেস কার্ড বের করে টেবিলের ওপর রাখলো। সেখানে লেখা : সোনোকো শিগুমুরা।

"আপনিই এখানকার হেড হোস্টেস?"

"বলতে পারেন," মোহনীয় একটা হাসি দিয়ে বলল শিগুমুরা।

"ব্যবসা ভালোই চলছে দেখি আপনাদের," কুসানাগি আশেপাশে তাকিয়ে মন্তব্য করলো।

"দেখে যতটা মনে হচ্ছে ততটা ভালো না, আবার খারাপও না।"

দুই ডিটেক্টিভই মাথা নাড়লো কথাটা শুনে।

"যেকোন সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে ক্লাবটা। সায়োকো এখান থেকে চলে গিয়ে লাঞ্চ শপটা দিয়ে ভালোই করেছে।"

কুসানাগির অবশ্য মনে হচ্ছে না, ব্যবসার অবস্থা অতটা খারাপ। তা না-হলে শিগুমুরার মত একজন মহিলার থাকার কথা নয় এখানে।

"এর আগেও আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক এসেছিল বোধহয়?"

"কয়েকবার এসেছিল, প্রত্যেকবারই মি. টোগাশির ব্যাপারে জানতে চেয়েছে। আপনারাও কি সেজন্যেই এসেছেন?"

BanglaBook.org

"এভাবে আপনার সময় নষ্ট করার জন্যে দুঃখিত।"

"আগে যারা এসেছিল তাদেরকে যা বলেছি, আপনাকেও সেটাই বলবো আমি। পুরো ব্যাপারটার জন্যে যদি ইয়াসুকোকে দোষি ভাবেন আপনারা, তবে ভুল পথে এগোচ্ছেন। খুনের কোন মোটিভ নেই তার।"

"না," হাত নেড়ে বলল কুসানাগি। "ইয়াসুকোর ওপর কিছু চাপাচ্ছি না আমরা। আসলে তদন্তের কাজটা ঠিকমতো এগোচ্ছে না এখনও, তাই আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে চাইছি।"

"নতুন করে? হুম," একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল হেড হোস্টেস।

"টোগাশি এখানে পাঁচই মার্চ একবার এসেছিল, এরকমটাই তো বোধহয় জানিয়েছিলেন?"

"হ্যা। এতদিন পরে তাকে দেখে অবাক হয়ে যাই আমি।"

"তাকে আগে থেকেই চিনতেন নাকি?"

"দু-একবার দেখেছিলাম। আকাসাকাতে ইয়াসুকোর সাথে কাজ করতাম আমি। সেখান থেকেই চিনি আমি তাকে। তখনকার দিনে ব্যাপক খরচের হাত ছিল তার। আর দেখতেও বেশ হ্যান্ডসাম ছিল।"

তার কথা বলার ধরণ থেকে কুসানাগি ধারণা করলো মার্চে যে টোগাশির সাথে দেখা হয়েছিল শিগুমুরার তার সাথে আগের টোগাশির রাত-দিন তফাৎ।

"এখানে এসে ইয়াসুকো হানাওকার খোঁজ করছিল টোগাশি, তাই তো?"

"আমার ধারণা সে সবকিছু মিটমাট করে ফেলতে চাচ্ছিল। কিন্তু তবুও তাকে কিছু বলিনি আমি। কারণ আমি জানি বেচারি ইয়াসুকোকে কি রকম অত্যাচার করতো সে। তাই মুখ বন্ধ রাখাটাই ঠিক হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু অন্য এক মেয়ে সব বলে দেয় টোগাশিকে। ইয়ানোজাওয়াদের লাঞ্চ শপটার ব্যাপারে জানতো সে। আর কথা বের করার ব্যাপারে বেশ পারদর্শি ছিল লোকটা।"

"বুঝতে পেরেছি," মাথা নেড়ে বলল কুসানাগি। দীর্ঘদিন হোস্টেস হিসেবে কাজ করার পর হুট করে উধাও হয়ে যাওয়া একজন মহিলার পক্ষে আসলেও কঠিন।

"আচ্ছা, কুনিয়াকি কুডো নামে কেউ এখানে প্রায়ই আসে নাকি?" প্রশ্ন করার ধরণ পাল্টিয়ে বলল কুসানাগি।

"মি. কুডো? প্রিন্টিং কোম্পানির মি. কুডো?"

BanglaBook.org

"জি।"

"মাঝে মাঝেই আসেন। তবে ইদানিং কমে গেছে তার আসা," শিগুমুরা একদিকে ঘাড় কাত করে বলল। "কেন? কিছু করেছেন নাকি তিনি?"

"না, না। তবে আমরা শুনেছি তিনি নাকি ইয়াসুকো হোস্টেস থাকাকালীন এখানকার বাঁধা কাস্টমার ছিলেন?"

মাথা নেড়ে সায় জানাল শিগুমুরা। "জি, ঠিকই শুনেছেন। ইয়াসুকোর সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল তার।"

"ক্লাবের বাইরেও দেখা-সাক্ষাত করতেন নাকি তারা?"

"আসলে..." আবারও ঘাড় কাত করে বলল মহিলা, "এখানকার অনেকের সেরকম ধারণাই ছিল। তবে আমি মনে করি তাদের সম্পর্কটা ক্লাবেই শুরু আর ক্লাবেই শেষ।"

"কেন?"

"ইয়াসুকো যখন আকাসাকাতে ছিল তখন তারা সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু এখানে আসার পরে টোগাশির সাথে ইয়াসুকোর ঝামেলাটা বোধহয় ধরে ফেলেন মি. কুডো। এরপর থেকে ইয়াসুকোর কাস্টমারের চেয়ে বন্ধুর ভূমিকাই বেশি পালন করতেন তিনি। এর চেয়ে বেশিদূর গড়ায়নি তাদের সম্পর্কটা।"

"কিন্তু মিস হানাওকার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পরে তো তারা দেখা-সাক্ষাত শুরু করতে পারে..."

জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলো শিগুমুরা। "মি. কুডো ওধরণের লোকই নন, ডিটেক্টিভ। ইয়াসুকোকে তিনি সবসময়ই টোগাশির সাথে সম্পর্কটা ভালো করে ফেলার পরামর্শ দিতেন। এরপরে যদি তিনি নিজেই ওপথে পা বাড়ান তাহলে তো মনে হবে, গোড়া থেকেই তেমন ইচ্ছে ছিল তার। আসলে ইয়াসুকোর প্রতি শারীরিকভাবে আকৃষ্ট ছিলেন না তিনি। ইয়াসুকোর ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পরেও তাদের মধ্যে সম্পর্কের ধরণটা পাল্টায়নি। তাছাড়া মি. কুডো তো নিজেও বিবাহিত।"

তার মানে, মি. কুডোর স্ত্রী যে মারা গেছে এক বছর আগে এ ব্যাপারে সোনোকো শিগুমুরার কোন ধারণা নেই। কুসানাগি আর আগ বাড়িয়ে তাকে একথা জানালো না।

মি. কুডো আর ইয়াসুকো সম্পর্কে শিগুমুরা যা যা বলল তার বেশিরভাগই সঠিক বলে মনে হলো তার কাছে। দু-জন মানব-মানবীর মধ্যে সম্পর্কের ধরণটা একজন হোস্টেসের চেয়ে ভালো আর কে বলতে পারবে?

BanglaBook.org

আর কুসানাগির নিজেরও অনেকটা শিগুমুরার মতই ধারণা। কুডো আসলেও নির্দোষ। তার মানে প্রসঙ্গ বদলানোর সময় এসে গেছে।

পকেট থেকে একটা ছবি বের করে হেড হোস্টেসকে দেখালো সে, "এনাকে চেনেন?"

ছবিটা টেটসুয়া ইশিগামির। একদিন স্কুল থেকে বাসায় ফেরার পথে এটা তোলে কিশিতানি। ছবিতে দূরে কোথাও তাকিয়ে আছে সে। ইচ্ছে করেই পাশ থেকে তোলা হয়েছে ছবিটা, যাতে করে ধরা পড়ার সম্ভাবনা না থাকে।

শিগুমুরা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, "কে এটা?"

"এনাকে চেনেন না আপনি?

"না। এই ক্লাবে কখনও আসেনি সে।"

"ওনার নাম ইশিগামি। পরিচিত লাগছে নামটা?"

"মি. ইশিগামি..."

"হয়তো মিস হানাওকা কিছু বলেছে আপনাকে তার ব্যাপারে?"

"দুঃখিত, সেরকম কিছু মনে করতে পারছি না।"

"একটা হাইস্কুলের টিচার তিনি। কোন টিচার সম্পর্কে কিছু বলেছিল সে আপনাকে?"

"না," শিগুমুরা উত্তর দিলো। "তার সাথে প্রায়ই এটাসেটা নিয়ে কথা হয় আমার, কিন্তু এরকম কিছু বলেনি আমাকে।"

"ইয়াসুকো অন্য কারো সাথে কোন সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু বলেছিল কি?"

প্রশ্নটা শুনে একটা শুকনো হাসি দিলো শিগুমুরা। "সেদিন যে ডিটেক্টিভটা এসেছিলেন তিনিও এই প্রশ্নটা করেছিলেন। তাকে যে উত্তর দিয়েছি আপনাকেও সেটাই বলছি–ইয়াসুকো আমাকে সেরকম কিছুই বলেনি। হয়তো কারো সাথে সম্পর্ক আছে তার, কিন্তু আমাকে সে ব্যাপারে জানাতে চাইছে না এখনই। কিন্তু আমার মনে হয় না এরকম কিছু ঘটছে। কারণ মিশাতোকে ঠিকমত বড় করতেই হিমশিম খাচ্ছে সে। এ মুহূর্তে এসব প্রেম-পিরিতির ভুত তার মাথায় চাপবে বলে মনে হয় না। আর এটা যে শুধু আমার একার ধারণা তা নয়, সায়োকোও এরকমটাই ভাবে।"

চুপচাপ মাথা নাড়লো কুসানাগি। সে অবশ্য আশাও করেনি এখানে এসে ইশিগামির ব্যাপারে কিছু জানতে পাবে। তাই বিশেষ হতাশ হলো না। কিন্তু ইয়াসুকোর জীবনে যদি এখন কেউ না থেকে থাকে, তাহলে গোটা ব্যাপারটায় তাকে সাহায্য করলো কে?

BanglaBook.org

এসময় একজন কাস্টমার ভেতরে ঢুকলে আগ্রহ নিয়ে সেদিকে তাকালো শিগুমুরা।

"আপনি বলছিলেন, ইয়াসুকোর সাথে প্রায়ই কথা হয় আপনার? শেষ কবে কথা বলেছিলেন তার সাথে?"

"যেদিন মি. টোগাশির খবরটা টিভিতে দেখলাম, সেদিন। খুবই অবাক হয়েছিলাম আমি ওটা দেখে। এটা অবশ্য আগেও জানিয়েছি আমি আপনাদের।"

"মিস হানাওকার গলা কেমন শোনাচ্ছিল তখন?"

"স্বাভাবিকই বলতে গেলে। ও আমাকে বলেছিল, পুলিশ নাকি ইতিমধ্যেই তার সাথে কথা বলে গেছে।"

আমাদের সাথেই কথা বলেছিলেন তিনি, মনে মনে বলল কুসানাগি।

"আচ্ছা, আপনি কি তাকে জানাননি, টোগাশি তার খোঁজে এখানে এসেছিল?"

"না, বলিনি। আসলে কিভাবে বলবো বুঝতে পারছিলাম না। মন খারাপ হয়ে যেত বেচারির।"

তার মানে ইয়াসুকো হানাওকা এটা জানতো না, টোগাশি তার খোঁজ করছিল। আর সেটা না জানলে খুনের পরিকল্পনা করাও সম্ভব না তার পক্ষে।

"একবার ভেবেছিলাম বলবো, কিন্তু সেদিন তাকে এত হাসিখুশি শোনাচ্ছিল যে বলতে পারিনি।"

"সেদিন মানে?" একটু খটকা লাগলো কুসানাগির। "আপনি কি শেষবার যেদিন ইয়াসুকোর সাথে কথা বলেছিলেন, টোগাশিকে নিয়ে খবরটা দেখার পর, ঐদিনের কথাই বলছেন? নাকি অন্য কোনদিন?"

"ওহ্, ঠিক ধরেছেন। আমি এর আগের একদিনের কথা বলছিলাম। টোগাশির সাথে দেখা হবার চার-পাঁচদিন পরে হবে সেটা। ফোন করে একটা মেসেজ দিয়ে রেখেছিল সে। তাই কলব্যাক করেছিলাম আমি।"

"কবেকার ঘটনা সেটা?"

"একটু দাঁড়ান," এই বলে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করলো শিগুমুরা। কুসানাগি ভেবেছিল, কললিস্ট দেখবেন তিনি কিন্তু সেটা না করে ক্যালেন্ডার বের করে দেখতে লাগলেন হেড হোস্টেস। কিছুক্ষণ পরে কুসানাগির দিকে তাকিয়ে বললেন, "মার্চের দশ তারিখ।"

"মার্চের দশ তারিখ?" অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকালো কুসানাগি আর কিশিতানি। "আপনি নিশ্চিত?"

BanglaBook.org

"হ্যা।"

সেদিনই খুন হয়েছিল শিনজি টোগাশি।

"আপনার কি মনে আছে কখন ফোন করেছিলেন তাকে?"

"কাজ শেষে বাসায় গিয়ে ফোন দিয়েছিলাম। রাত একটার দিকে হবে। সে আমাকে বারোটার আগে ফোন করে না পেয়ে মেসেজ দিয়ে রেখেছিল। সে সময় ক্লাবে ব্যস্ত ছিলাম আমি।"

"কতক্ষণ কথা বলেছিলেন আপনারা?"

"আধঘন্টা তো হবেই। এরকম লম্বা সময় ধরেই গল্প করি আমরা।"

"তার মোবাইল ফোনে কল দিয়েছিলেন আপনি?"

"না, বাসার ফোনটাতে।"

"আশা করি কিছু মনে করবেন না, এভাবে বলছি দেখে। আপনি বলছেন, রাত একটায় ফোন দিয়েছিলেন, তার মানে তো ততক্ষণে এগারো তারিখ হয়ে গিয়েছিল, তাই না?"

"জি, ওভাবে চিন্তা করলে এগারো তারিখই হবে।"

"ফোন করে কি রকম মেসেজ দিয়ে রেখেছিলেন তিনি?"

"শুধু বলেছিল, আমার সাথে কথা বলতে চায়, কাজ শেষে যাতে তাকে ফোন দেই।"

"কি নিয়ে কথা বলেছিলেন আপনারা?"

"সেরকম কিছু না। একটা শিয়াটসু ম্যাসাজ পার্লারের নাম জানতে চাইছিল সে, যেখানে আমি একবার থেরাপির জন্যে গিয়েছিলাম। পিঠে ব্যথার জন্যে।"

"শিয়াটসু? আচ্ছা। এরকম ব্যাপার নিয়ে আগেও কথা হয়েছে নাকি আপনাদের মধ্যে?"

"হ্যা, তা তো হয়েছেই। প্রায়ই এরকম অদরকারি ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে কথা বলি আমরা। আমার ধারণা কথা বলে সময় কাটানোর জন্যেই ফোন দেয় সে।"

"প্রতিবারই কি এত রাত করে ফোন দেয়?"

"প্রতিবারই না, কিন্তু ওরকম সময়ে ফোন করা ওর পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু না। বেশিরভাগ সময়ে আমার ছুটির দিনগুলোতেই কথা হয়, কিন্তু সেদিন সে-ই আগে ফোন দিয়েছিল, তাই..."

"আচ্ছা," মাথা নেড়ে বলল কুসানাগি। শিগুমুরাকে তার সময়ের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে কিশিতানিকে ওঠার জন্যে ইঙ্গিত করলো। কিন্তু ক্লাব থেকে

BanglaBook.org

বের হয়ে যাবার সময় কুসানাগি বুঝতে পারলো, তথ্যগুলো জেনে সন্তুষ্ট হতে পারেনি সে।

কিনশিকো স্টেশনে যাবার পথে সে ব্যাপারেই চিন্তা করতে লাগল কুসানাগি। শিগুমুরা শেষ যে ফোন কলটার কথা বলেছিল সেটাই খোঁচাচ্ছে তাকে বেশি। ইয়াসুকো হানাওকা দশ তারিখ মধ্যরাতের পর তার বাসার ফোন থেকেই কথা বলছিল। তার মানে, ততক্ষনে বাসায় ফিরে এসেছিল সে।

ডিপার্টমেন্টে অনেকের ধারণা খুনটা দশ তারিখ রাত এগারটার পরে কোন সময়ে করা হয়েছে। আর ইয়াসুকোই যদি খুনটা করে থাকে, তাহলে কারাওকে বারে যাবার পরেই সেটা ঘটেছে। কিন্তু খুব কম লোকই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করছে এই ধারণাটা। কারণ ঐ সময়ে যদি ইয়াসুকোকে খুনটা করতে হত, তাহলে কারাওকে বার থেকে বের হয়েই ঘটনাস্থলে ছুটতে হত তাকে। কিন্তু শিগুমুরার সাথে ফোনে কথা বলতে হলে তো তাকে মধ্যরাতের আগেই বাসায় পৌঁছুতে হবে। সেটা সম্ভব না, কারণ বাস কিংবা ট্রেনে করে এত তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরা যেত না। আর খুব কম অপরাধিই ট্যাক্সি ব্যবহার করে। টোগাশির লাশটা যেখানে পাওয়া গেছে তার আশেপাশে ট্যাক্সি খুঁজে পাওয়াও মুশকিল।

তাছাড়া ঐ সাইকেলের ব্যাপারটা তো আছেই। ওটা সকাল দশটার পরে চুরি করা হয়েছিল। ঘটনা অন্যদিকে ঘোরানোর জন্যে ইয়াসুকোই যদি কাজটা করে থাকে, তাহলে শিনোজাকি স্টেশনেও যেতে হয়েছিল তাকে। সেটা যদি না হয়, মানে টোগাশি নিজেই সাইকেলটা চুরি করে, তাহলে আরেকটা প্রশ্ন থেকে যায় সাইকেল চুরির পর থেকে রাতে ইয়াসুকোর সাথে দেখা করার আগপর্যন্ত কি করছিল টোগাশি?

কুসানাগি আগেই ভেবে দেখেছে, খুনটা যদি দশটার পরে হয়ে থাকে তাহলে কারাওকে বার থেকে বের হবার পরে কোনো অ্যালিবাই তৈরির প্রয়োজন নেই ইয়াসুকোর। আর অ্যালিবাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেও উত্তর তৈরিই থাকবে, কারণ শিগুমুরার সাথে ফোনে কথা বলেছিল সে।

আর এ ব্যাপারটাই বেশি খোঁচাচ্ছে তাকে।

"ইয়াসুকো হানাওকার সাথে প্রথম যেদিন কথা বলেছিলাম আমরা সেদিনের কথা মনে আছে?" হঠাৎ কিশিতানিকে জিজ্ঞেস করলো কুসানাগি।

"হ্যা, কেন?"

"তোমার কি মনে আছে, কিভাবে তাকে অ্যালিবাইয়ের কথা জিজ্ঞেস

BanglaBook.org

করেছিলাম আমি? সে দশ তারিখে কোথায় ছিল এটা কি জিজ্ঞেস করেছিলাম?"

"কিভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন এটা ঠিক মনে নেই, কিন্তু ওরকমই কিছু একটা বলেছিলেন।"

"উত্তরে সে বলেছিল, ঘটনার দিন বিকেলে কাজ থেকে ফিরে মেয়েকে নিয়ে বাইরে গিয়েছিল রাতে। সিনেমা দেখার পর একটা কারাওকে বারে যায় তারা, মাঝখানে একটা নুডলস শপে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে। তার মানে রাত এগারোটা নাগাদ বাসায় ফেরার কথা তাদের, তাই না?"

"জি।"

"আর এইমাত্র হেড হোস্টেসের কাছ থেকে আমরা জানলাম সেদিন মধ্যরাতের পর দু-জনের মধ্যে কথা হয়েছিল। তবে আগে থেকে ফোন করে মেসেজ দিয়ে রেখেছিল ইয়াসুকো।"

"তো?"

"তাহলে সেদিন যখন তাকে অ্যালিবাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করলাম আমি, ফোনকলের কথা উল্লেখ করলো না কেন সে?"

"প্রয়োজন বোধ করেনি হয়তো।"

"কেন করেনি?" কুসানাগি থেমে জিজ্ঞেস করলো কিশিতানিকে। "ইয়াসুকো যদি বাসার ফোনটা ব্যবহার করেই থাকে তাহলে তো সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছে, ঐ সময়ে সে বাসাতেই ছিল।"

"তা ঠিক। কিন্তু আপনি তার তরফ থেকে চিন্তা করুন। সিনেমা হল আর কারাওকে বারের কথা বলাই হয়তো যথেষ্ট মনে হয়েছিল তার কাছে। আমার ধারণা, আপনি যদি তাকে জিজ্ঞেস করতেন, বাসায় ফেরার পরে সে কি কি করেছিল, তাহলে অবশ্যই ফোনকলের ব্যাপারটা জানতে পারতেন।"

"তোমার কি মনে হয়, শুধু এই কারণেই ফোনকলের কথাটা বলেনি সে?"

"আপনার কাছে অন্য কোন কারণ আছে নাকি? সে যদি বানিয়ে কোন অ্যালিবাইয়ের কথা বলতো তাহলেও একটা কথা ছিল, কিন্তু এখানে তো সেরকম কিছু ঘটেনি। একটা অ্যালিবাইয়ের কথা বলতে না-হয় ভুলেই গেছে সে। এটা নিয়ে এত গবেষণা করার কি আছে?"

কুসানাগি তার পার্টনারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হাটতে শুরু করলো। *এর সাথে কথা বলে লাভ নেই*, মনে মনে বলল। শুরু থেকেই ইয়াসুকোকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টায় আছে সে।

BanglaBook.org

ইউকাওয়ার সাথে দুপুরের আলোচনার কথা মনে পড়লো। তার বন্ধু বলছিল, ইশিগামি যদি এসবের সাথে জড়িত থেকে থাকে তাহলে খুনটা পূর্বপরিকল্পিত হবার সম্ভাবনা কম। আর এ ব্যাপারে একরকম নিশ্চিতই মনে হচ্ছিল তাকে।

"খুনটা যদি পূর্বপরিকল্পিত হত, তাহলে সিনেমা হলের ঘটনাটাকে অ্যালিবাই বানাতো না সে," ইউকাওয়া বলছিল। "কারণ আগাগোড়াই এই অ্যালিবাইটা নড়বড়ে, ইশিগামির মত মানুষের সেটা ভালোমতই বোঝার কথা। কিন্তু আরেকটা বড় প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ইয়াসুকোকে সাহায্য করার পেছনে ইশিগামির কি কারণ থাকতে পারে? বুঝলাম টোগাশি তার প্রতিবেশিকে জ্বালাতন করছিল, আর এজন্যে তার কাছে সাহায্য চায় সে। কিন্তু খুনোখুনির কি দরকার ছিল? আরো তো সমাধান আছে।"

"এ প্রশ্ন কেন? তাকে বিপজ্জনক মনে হয় না তোমার?"

"সেদিক ভেবে কথাটা বলছি না আমি। একটু চিন্তা করে দেখো, কাউকে খুন করা কিন্তু কোন যৌক্তিক সমাধান নয়। সমস্যা আরো বাড়ায় এটা। এ ধরণের কাজ ইশিগামি করবে বলে মনে হয় না।" এরপরে কিছুক্ষণ চুপ করে আরেকটা কথা যোগ করে ইউকাওয়া, "অবশ্য উল্টোটাও ঘটতে পারে। ইশিগামির কাছে যদি মনে হয়, খুনটাই একমাত্র যৌক্তিক সমাধান তাহলে সেই ঘৃণ্য কাজটা করতে তার হাত কাঁপবে না।"

"তো, তোমার কি মনে হয়, এসবের সাথে কিভাবে জড়িত ইশিগামি?"

"সে যদি কোনভাবে জড়িত থাকে তবে আমি বলবো, খুনটা সে নিজহাতে করেনি। সেটার ব্যাপারে পরে জেনেছিল সে। তাহলে ঘটনাটা সামাল দেয়ার জন্যে তার হাতে আর কি উপায় থাকলো? পুরো ঘটনাটা যদি লুকোনো সম্ভব হত, তবে সেটাই করতো সে। আর সেটা অসম্ভব হলে তার মূল চেষ্টা থাকবে তদন্তের কাজে বাঁধার সৃষ্টি করা, পুলিশকে বিভ্রান্ত করা। ইয়াসুকো হানাওকা আর তার মেয়েকে হয়তো সে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে কিভাবে ডিটেক্টিভদের সাথে কথা বলতে হবে, এ ব্যাপারে। কখন কোন প্রমাণ তাদের হাতে তুলে দিতে হবে এটাও বলে দেয়ার কথা। আসলে তার রচিত নাটকের স্ক্রিপ্টই আউড়াচ্ছে মা-মেয়ে।"

ইউকাওয়ার কথা মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে, ইয়াসুকো হানাওকা আর মিশাতো এতদিন তাদেরকে যা যা বলেছে তা সবই ইশিগামির বুদ্ধি। পর্দার পেছন থেকে সে-ই কলকাঠি নাড়ছে সবকিছুর।

"অবশ্য," ইউকাওয়া শেষের দিকে বলেছিল। "পুরোটাই আমার ভুল

BanglaBook.org

ধারণা হতে পারে। ইশিগামি হয়তো এসবের সাথে জড়িতই নয়। আমি মনেপ্রাণে আশা করছি যাতে সে এসবের সাথে জড়িত না হয়।"

ইউকাওয়ার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যা বলছে সেটা আসলেই চাইছিল সে। কারণ এতদিন পরে হারানো বন্ধুকে ফিরে পেয়ে এত দ্রুত আবার তাকে চিরতরে হারাতে চায় না।

কিন্তু ইউকাওয়া যে ইশিগামিকে শুরু থেকেই সন্দেহ করছিল সে-কথা কুসানাগিকে বলেনি। তবুও ইউকাওয়ার ওপর ভরসা আছে তার। কারণ সহজে ভুল হয় না ডিটেক্টিভ গ্যালেলিওর।

ইয়াসুকো দশ তারিখ রাতের অ্যালিবাইটার কথা বলল না কেন তাদের? খুন করার পরে যদি অ্যালিবাইটা তৈরি করে থাকে সে, তবে তো আগ্রহ নিয়ে সেটা জানানোর কথা তার। কিন্তু ইশিগামি যদি তাকে না বলে দেয় তবে ভিন্ন কথা। হয়তো প্রয়োজনের চেয়ে বেশি একটা কথা বলাও নিষেধ আছে তার।

হঠাৎ করে আরেকটা কথা মনে পড়লো। কুসানাগি যখন ইয়াসুকোর টিকেটের ছেঁড়া অংশের কথা ইউকাওয়াকে জানিয়েছিল তখন অদ্ভুত একটা সতর্কবাণী দিয়েছিল সে। বলেছিল–'একজন সাধারণ অপরাধি কিন্তু টিকেট নিয়ে অতটা সাবধানি হবে না। ওগুলো যদি আসলেও অ্যালিবাই তৈরি করার জন্যে কেনা হয়ে থাকে আর ওরকম সাধারণ একটা জায়গায় রাখা থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, যার বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছো তোমরা সে কোন সাধারণ অপরাধি নয়।'

X

ছয়টা পার হয়ে গেছে, অ্যাপ্রনটা খুলে রাখবে ইয়াসুকো, এমন সময় একজন কাস্টমার ঢুকলো বেন্টেন-টেইয়ে। "স্বাগতম," বলেই জমে গেলো। লোকটাকে আগেও দেখেছে সে। ইশিগামির পুরনো বন্ধু ইনি।

"মনে আছে আমার কথা?" হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো সে। "এখানে আগেও এসেছি আমি, ইশিগামির সাথে।"

"জি, মনে আছে," আগের হাসিটা আবার ফিরে আসলো ইয়াসুকোর মুখে।

"এদিকেই এসেছিলাম কাজে আর আপনাদের দোকানটার কথা মনে পড়লো। সেদিন যেটা নিয়েছিলাম, খুব ভালো ছিল খেতে।"

"শুনে খুশি হলাম।"

BanglaBook.org

"আজকে...আজকে স্পেশাল প্যাকেজটাই নেবো। হবে না? সেদিন তো শেষ হয়ে গিয়েছিল।"

"অবশ্যই," এই বলে পেছনে ঘুরে একটা স্পেশাল প্যাকেজের অর্ডার দিলো ইয়াসুকো। অ্যাপ্রনের ফিতাগুলো খুলতে শুরু করলো সে।

"আপনি কি বাসায় যাচ্ছিলেন এখন?"

"জি, ছটা পর্যন্ত ডিউটি আমার।"

"ওহ্, আচ্ছা। সরাসরি অ্যাপার্টমেন্টেই যাবেন এখন?"

"হ্যা।"

"সাথে গেলে কিছু মনে করবেন? একটু কথা ছিল আপনার সাথে।"

"আমার সাথে?"

"হ্যা, আসলে...একটা উপদেশ দরকার আমার। ইশিগামির ব্যাপারে," হেসে বলল লোকটা।

অস্বস্তিতে পড়ে গেলো ইয়াসুকো। "তার সাথে আসলে অত ভালো পরিচয় নেই আমার," অবশেষে বলল।

"আপনার বেশি সময় নষ্ট করবো না আমি। হাটতে হাটতেই কথা বলবো," নরম সুরে বললেন ইউকাওয়া।

"ঠিক আছে, বেশিক্ষণ না তাহলে," লোকটাকে এড়ানোর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে বলল ইয়াসুকো।

লোকটা নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, সে ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটির পদার্থবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক। ইশিগামিও ওখান থেকেই পড়াশোনা করেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লাঞ্চবক্সটা তৈরি হয়ে গেলে একসাথে দোকান থেকে বেরিয়ে আসল দু-জন। ইয়াসুকো সাইকেল নিয়ে এসেছিল কাজে, কিন্তু এখন সেটা পাশে নিয়ে হাটতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই তার হাত থেকে সাইকেলটা নিয়ে নিলো ইউকাওয়া। ইয়াসুকোর হয়ে সে নিজেই ঠেলতে লাগলো ওটা।

"তাহলে ইশিগামির সাথে বেশি কথাবার্তা হয় না আপনার?"

"খুব কম। দোকানে আসলে কথা হয় মাঝে মাঝে।"

"হুম," এই বলে কী যেন ভাবতে লাগল ইউকাওয়া।

"আপনি কিসের উপদেশের কথা বলছিলেন যেন?" ইয়াসুকো জিজ্ঞেস করলো ভয়ে ভয়ে।

কিন্তু উত্তর দিলো না ইউকাওয়া। ইয়াসুকোর চিন্তাটা বাড়তে বাড়তে

BanglaBook.org

অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেলে অবশেষে মুখ খুলল সে, "খুব সহজ সরল ও।"

"কে?"

"ইশিগামির কথা বলছি। খুবই সহজ সরল সে, একদম স্পষ্টবাদি। কোন সমস্যায় পড়লে সবচেয়ে সহজ সমাধানটা খুঁজে বের করাই তার অভ্যাস। খুব ভেবেচিন্তে সামনে আগায়, কোন সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে না। কিন্তু গণিতের জন্যে সেটা কাজে দিলেও বাস্তব জীবনটা এত সহজ নয়। তারপরও বরাবরের মত এরকমটাই করে আসছে সে।"

"মি. ইউকাওয়া, আমি কিন্তু..."

"দুঃখিত, আমার কথা হয়তো দুর্বোধ্য ঠেকছে আপনার কাছে," ইউকাওয়া হেসে বলল। "আপনি কি নতুন অ্যাপার্টমেন্টটায় আসার পরে তার সাথে দেখা করেছিলেন?"

"হ্যা, সব প্রতিবেশির সাথেই দেখা করেছিলাম আমরা।"

"আর তখনই কি লাঞ্চশপে আপনার চাকরির কথাটা তাকে জানান?"

"জি, কিন্তু এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন আপনি?"

"আমার ধারণা তারপর থেকেই বেন্টেন-টেইয়ে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে সে, তাই না?"

"হতে পারে।"

"আমি জানি তার সাথে খুব একটা কথা হয় না আপনার, কিন্তু তার কোন আচরণ কি অদ্ভুত মনে হয়েছিল আপনার কাছে?"

ইয়াসুকো বিভ্রান্ত হয়ে গেলো শেষ প্রশ্নটা শুনে। এরকম কোন কিছুর আশা করছিল না সে।

"দয়া করে বলবেন এসব কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন আপনি? তাহলে হয়তো উপদেশ দিতে সুবিধা হত।"

"কারণ, ইশিগামি আমার বন্ধু। আর তাকে আরো ভালোমত জানতে চাই আমি," হাটতে হাটতেই বলল ইউকাওয়া।

"আসলে লাঞ্চশপে আমরা খুবই কম কথা বলি, তাই বেশি সাহায্য করতে পারবো না আপনাকে।"

"আশা করি আপনি এতদিনে বুঝে গেছেন, ইশিগামি কেন লাঞ্চ কিনতে প্রতিদিন বেন্টেন-টেইয়ে আসে। খুব কম কথাবার্তা হলেও আপনার সাথে যোগাযোগের এটাই একমাত্র মাধ্যম তার।"

ইউকাওয়াকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল এই কথাটা বলার সময়।

BanglaBook.org

ইয়াসুকোর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। হঠাৎ করেই সে বুঝতে পারছে, এই লোকটা জানে ইশিগামি তাকে পছন্দ করে। আর সেটার কারণ খুঁজে বের করার জন্যেই প্রশ্নগুলো করছে।

একটা জিনিস ভেবে অবাক হয়ে গেলো ইয়াসুকো, সে নিজে কোনদিন এ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করেনি আগে। সে এতটাও সুন্দরি নয় যে দেখামাত্র তার প্রেমে পড়ে যাবে কেউ। এর পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে।

"দুঃখিত, আসলে বলার মত কিছু নেই আমার। তার সাথে আমার কতবার কথা হয়েছে এটা আমি হাতে গুণে বলে দিতে পারবো।"

"আচ্ছা, তার সম্পর্কে আপনার মতামত কি?"

"জি?"

"সে যে আপনাকে পছন্দ করে এটা তো বুঝতেই পেরেছেন নিশ্চয়ই? সেটার ব্যাপারে আপনার মতামত কি?"

এভাবে সরাসরি জিজ্ঞেস করায় হকচকিয়ে গেলো ইয়াসুকো। লজ্জায় লাল হয়ে গেলো তার গালগুলো। অন্য সময় হলে হেসে উড়িয়ে দেয়া যেত ব্যাপারটা, কিন্তু এক্ষেত্রে সে পদ্ধতি কাজ করবে না। "আসলে এটা নিয়ে কখনও চিন্তা করে দেখিনি। মানে, তিনি একজন ভালো লোক, এ ব্যাপারে নিশ্চিত আমি। আর বুদ্ধিও নিশ্চয়ই ভালো, গণিতের শিক্ষক যেহেতু," নিচের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলো সে।

"বাহ্, আপনি দেখছি তার ব্যাপারে ভালোই জানেন!"

" 'জানি' বলতে আপনি যা বোঝাতে চাচ্ছেন সেরকম কিছু না।"

"ঠিক আছে তাহলে, এভাবে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত," এই বলে ইয়াসুকোর সাইকেলটা ফিরিয়ে দিলো সে। "ইশিগামিকে আমার পক্ষ থেকে গুড নাইট জানাবেন।"

"তার সাথে তো দেখা হবে না–"

কিন্তু ইতিমধ্যেই বাউ করে ঘুরে হাটা শুরু করে দিয়েছে ইউকাওয়া। সেদিকে তাকিয়ে থাকলো ইয়াসুকো। কেন যেন খুব ভয় হচ্ছে তার।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

কতগুলো গোমড়া মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ইশিগামি। কয়েকজনকে দেখে তো মনে হচ্ছে, পুরো দুনিয়ার ওপরই হতাশ তারা। আর কয়েকজন বহু আগেই রণে ভঙ্গ দিয়ে বেঞ্চের ওপরে ঘুমিয়ে পড়েছে। মরিওকা অবশ্য প্রশ্নের দিকে তাকিয়েও দেখেনি একবার। শূন্য দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য অবলোকনে ব্যস্ত সে এই মুহূর্তে। আজকের দিনটাও সুন্দর, যতদূর চোখ যায় নীল আকাশ। মেঘের ছিটেফোটাও নেই কোথাও। মরিওকা নিশ্চয়ই ভাবছে তার মোটরসাইকেলটা নিয়ে অ্যাডভেঞ্চারে বের হবার সবচেয়ে ভালো সময় এটাই। আর সেই সময়টা সে কিনা নষ্ট করছে এই ফালতু ক্লাসটাতে বসে বসে।

স্কুলের বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রিই বসন্তের ছুটি কাটাতে ব্যস্ত এখন। কিন্তু এই ক্লাসের ছেলেমেয়েদের ছুটি শুরু হয়নি এখনও। তার আগে এই পরীক্ষাটায় পাশ করতে হবে তাদের। ফাইনালের পরে যে মেক-আপ টেস্ট হয়েছিল সেখানেও পাশ করতে পারেনি অনেকে। তখন বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয় তাদের জন্যে। ইশিগামির ত্রিশজন ছাত্র-ছাত্রি এই বিশেষ ক্লাসগুলোতে ছিল। অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় গণিতেই বেশি খারাপ অবস্থা শিক্ষার্থিদের। বিশেষ ক্লাসগুলো শেষ হবার পর আরেকটা মেক-আপ টেস্ট দিতে হচ্ছে তাদের।

ইশিগামি যখন পরীক্ষার প্রশ্ন করছিল তখন প্রধান শিক্ষক একবার এসে কথা বলে গেছেন তার সাথে। প্রশ্ন যাতে কঠিন না হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে বলেছেন।

"কথাগুলো বলতে ভালো লাগছে না আমার, কিন্তু এ পর্যায়ে এসে মেক-আপ টেস্টগুলো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া কিছু নয়, আপনাকে বুঝতে হবে ব্যাপারটা। আর আপনারও নিশ্চয়ই এতবার পরীক্ষা নিতে ভালো লাগছে না? শিক্ষার্থিরা অভিযোগ করেছে, গণিতের প্রশ্ন নাকি প্রতিবারই কঠিন হয়েছে। এবার খেয়াল রাখবেন, যাতে সবাই পাশ মার্ক পায়, ঠিক আছে?"–এটাই বলেছিলেন তিনি।

ইশিগামির অবশ্য ধারণা তার প্রশ্নের ধরণ ঠিকই আছে, মোটেও কঠিন নয় সেগুলো। ক্লাসে যা পড়িয়েছে তার বাইরে থেকে কিছু দেয় না সে পরীক্ষায়। গণিতের ব্যাপারে যার একটুও ধারণা থাকবে, সে-ও উত্তর দিতে

BanglaBook.org

পারবে। তবে সাধারণত প্রশ্নের চেহারাটা একটু পাল্টিয়ে দেয় সে। ক্লাসে যা শেখালো সেই প্রশ্নই যদি হুবহু পরীক্ষায় তুলে দেয়, তাহলে আর কী লাভ! তবে যে শিক্ষার্থিরা অঙ্ক মুখস্ত করার চেষ্টা করে, তাদের পক্ষে একটু কঠিনই হবে উত্তর দেয়া।

কিন্তু এবার সে প্রধান শিক্ষকের কথামতই কাজ করেছে। প্র্যাকটিস শিট থেকেই বেশিরভাগ প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। যারা একটু খেটে পড়েছে তাদের কাছে পাশ করাটা কোন ব্যাপারই না।

মরিওকা বড় করে একবার হাই তুলে তার ঘড়ির দিকে তাকালো। এরপর ইশিগামির সাথে চোখাচোখি হলো তার। হাত দিয়ে একটা শূন্য এঁকে দেখালো সে বাতাসে, যেন বলতে চাইছে, এবারও তার পরীক্ষার খাতায় এ নম্বরই পাবে সে।

ইশিগামি একটা হাসি উপহার দিলো তাকে, সেটা দেখে পুরোপুরি ভড়কে গেলো মরিওকা। কি করবে বুঝতে না পেরে শেষে বোকার মত হেসে আবার জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা শুরু করলো।

এরকম একটা জায়গায় কি করছি আমি? ইশিগামি ভাবলো। এই প্রশ্নটা আগেও নিজেকে বহুবার করেছে সে। এমন একদল ছাত্র-ছাত্রিকে গণিতে শেখাচ্ছে যাদের কোন আগ্রহই নেই এই বিষয়ে। শুধু পাশ করে অন্য গ্রেডে যাওয়াই যাদের লক্ষ্য। গণিতের প্রকৃত সৌন্দর্য বোঝার ক্ষমতা কোনদিনই তাদের হবে না। এটা আসলে তাদের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থারই দোষ।

উঠে দাঁড়িয়ে বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিলো ইশিগামি। এরপর পুরো ক্লাসে চোখ বুলিয়ে বলল, "যে যেখানেই আছো, লেখা বন্ধ করো।" সবাই অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে, কারণ পরীক্ষা শেষ হতে এখনও বেশ খানিকটা সময় বাকি, "নতুন একটা পাতায় এ মুহূর্তে কি ভাবছো তোমরা সেটা লিখবে।"

সবাই বিভ্রান্ত হয়ে গেলো তার কথা শুনে। গুঞ্জন ভেসে বেড়াতে লাগলো পুরো ক্লাস জুড়ে, "কি ভাবছি এটা লিখবো মানে?"

"গণিত নিয়ে কি ধারণা তোমাদের সেটাই জানতে চাচ্ছি আমি," ইশিগামি বলল। "যেকোন কিছু লিখতে পারো তোমরা এ সম্পর্কে। আর সেটার ভিত্তিতেই গ্রেডিং করা হবে তোমাদের।"

উৎসাহের বন্যা বয়ে গেলো পুরো ক্লাস জুড়ে।

"কি গ্রেড দেবেন আপনি আমাদের?" একজন শিক্ষার্থি জিজ্ঞেস করলো।

BanglaBook.org

"সেটা তোমাদের লেখার ওপর নির্ভর করবে। আশা করি অন্তত এই কাজটা ঠিকমত করতে পারবে তোমরা," চেয়ারে বসতে বসতে বলল সে।

পাতা উল্টে সবাই লেখা শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই, এমনকি মরিওকাও।

এবার তাহলে সবাইকে পাশ করাতে পারবো, ভাবলো ইশিগামি। খালি খাতার তো গ্রেডিং করা সম্ভব হত না। প্রধান শিক্ষক হয়তো ভুরু কুঁচকাতে পারেন তার পদ্ধতি দেখে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও কিছু বলবেন না। কারণ সবাই পাশ করলেই খুশি তিনি, সেটা যেভাবেই হোক না কেন।

পরীক্ষা শেষ হবার ঘন্টা বেজে উঠলো একটু পরে। কয়েকজন শিক্ষার্থি বলল, তাদের আরো কিছু সময় লাগবে, তাই বাড়তি পাঁচ মিনিট দিলো ইশিগামি।

সবার লেখা শেষ হলে খাতাগুলো জমা নিয়ে ক্লাস থেকে বের হয়ে গেলো সে। পেছন থেকে শিক্ষার্থিদের হুল্লোড় শোনা যাচ্ছে।

টিচার্স রুমে গিয়ে দেখলো এক অফিস সহকারি সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

"আপনার সাথে দেখা করতে একজন এসেছেন, মি. ইশিগামি।"

"আমার সাথে?"

জবাবে অফিস সহকারিটা হেটে এসে কানে কানে বলল, "আমার মনে হয় সে একজন পুলিশ অফিসার।"

ইশিগামি জোরে একবার শ্বাস ছাড়লো।

"এখন কি করবেন আপনি?" আগ্রহ নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো অফিস সহকারি।

"কি করবো আবার? আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন না উনি?"

"হ্যা, কিন্তু তাকে আমি বলে দিতে পারি, আপনি এ মুহূর্তে ব্যস্ত আছেন।"

"তার দরকার হবে না," মৃদু হেসে বলল ইশিগামি। "কোথায় তিনি এখন?"

"অভিভাবকদের ঘরে।"

"আমি আসছি সেখানে," এই বলে পরীক্ষার খাতাগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলো সে। বাসায় গিয়ে দেখতে হবে এগুলো।

অভিভাবকদের রুমে যাবার সময় অফিস সহকারিও তার পেছন পেছন আসতে লাগলো। "আমি একা একাই যেতে পারবো," লোকটাকে বলল

BanglaBook.org

সে। পুলিশ অফিসার আর ইশিগামির মধ্যে কি কথাবার্তা হয় এটা জানাই উদ্দেশ্য ছিল তার। কিন্তু সেটা করতে না পেরে হতাশ হয়ে চলে যেতে হলো তাকে।

ইশিগামি অভিভাবকদের রুমে যাওয়ার পথেই বুঝতে পারলো কে অপেক্ষা করছে তার জন্যে সেখানে : ডিটেক্টিভ কুসানাগি।

"এই সময়ে আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে দুঃখিত," উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করে বলল কুসানাগি।

"সাধারণত এই মাসটাতে স্কুলে আসি না আমি। কিন্তু আপনি জানলেন কিভাবে আমি এখন এখানে?"

"আসলে আপনার বাসাতেই গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে আপনাকে না পাওয়ায় স্কুলে ফোন করে জানতে পারলাম আপনি এখানে। মেক-আপ টেস্ট না কী যেন চলছে এখন। এই ছুটির মধ্যেও পরীক্ষা নিতে হয় নাকি আপনাকে?"

"ছাত্রছাত্রিদের অবস্থা তো আরো করুণ। এই ছুটিতেও বাসায় পড়তে হয়েছে ওদের। আর এটা প্রথম মেক-আপ টেস্ট নয়, এর আগেও একটা হয়েছিল।"

"পরীক্ষায় কঠিন প্রশ্ন করতে বোধহয় পছন্দ করেন আপনি?"

"একথা বললেন কেন?" ডিটেক্টিভের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলো ইশিগামি।

"না, এমনিই। মনে হচ্ছিল তাই বললাম।"

"অতটা কঠিন হয় না প্রশ্নগুলো। একটা প্রশ্ন ঘুরিয়ে করলে সেটা নিয়ে শিক্ষার্থিরা যে অতিরিক্ত চিন্তা করে, তারই সুযোগ নেই আমি। আর একটু বেশিই অতিরিক্ত চিন্তা করে তারা।"

"ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন মানে?"

"এই যেমন, তাদের এমন একটা সমস্যার সমাধান করতে দেই যেটার প্রশ্ন দেখে মনে হয় যেন একটা জ্যামিতিক সমস্যা। কিন্তু আসলে সেটা বীজগণিত। তারা যদি অঙ্ক মুখস্ত না করে—" এটুকু বলেই হঠাৎ থেমে গেলো ইশিগামি। ডিটেক্টিভের পাশে বসতে বসতে বলল, "দুঃখিত, এসব ব্যাপারে নিশ্চয়ই আগ্রহ নেই আপনার। তো, কেন এসেছেন জানতে পারি?"

"আসলে সেরকম কিছু না," কুসানাগি একটা নোটপ্যাড বের করে বলল। "সেই রাতটার ব্যাপারেই আবার কিছু প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম।"

BanglaBook.org

"সেই রাত বলতে কী বোঝাতে চাইছেন?"

"মার্চের দশ তারিখ," কুসানাগি বলল। "আশা করি ঘটনাটা কবে ঘটেছিল আপনার সেটা মনে আছে?"

"মানে, আরাকাওয়া নদীর পাশ থেকে যে লাশটা উদ্ধার করেছিলেন আপনারা, সেটা?"

"আরাকাওয়া না, পুরনো এডগাওয়া নদী," কুসানাগি সংশোধন করে দিলো। "আপনার বোধহয় মনে আছে আমি আর আমার পার্টনার এসেছিলাম মিস হানাওকার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করতে? সে রাতে উল্টাপাল্টা কিছু শুনেছিলেন কিনা সেটা জানতে চেয়েছিলাম।"

"জি, মনে আছে আমার। আর এটাও মনে আছে আমি বলেছিলাম সেরকম কিছু কানে আসেনি আমার।"

"হ্যা, তা বলেছিলেন। কিন্তু আমি আশা করছিলাম সে রাতের ব্যাপারে আরেকটু চিন্তা করে বলবেন আপনি।"

"তা কিভাবে সম্ভব। কিছু যখন হয়ইনি তখন আর কি চিন্তা করবো আমি?"

"বুঝতে পারছি আপনার কথা। কিন্তু আমরা চলে আসার পরেও তো আপনার কিছু মনে পড়তে পারে, যেটার কথা তখন বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। আরেকবার ভালোমত ভেবে বলুন আমাকে সে-রাতের কথা।"

"ঠিক আছে, ভাবছি," ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বলল ইশিগামি।

"আমি জানি এটা বেশ কয়েকদিন আগের কথা, তাই একটা জিনিস নিয়ে এসেছি সাথে করে। যাতে আপনার মনে করতে সুবিধা হয়," এই বলে পকেট থেকে একটা চার্ট বের করলো কুসানাগি। সেখানে মার্চের দশ তারিখের ইশিগামির কর্মতালিকা লেখা আছে। কি কি ক্লাস সেদিন নিতে হয়েছিল তাকে, সাথে স্কুলের অন্যান্য দায়িত্বের কথাও লেখা। অফিস থেকে নিশ্চয়ই এটা জোগাড় করেছে কুসানাগি। "কিছু মনে পড়ছে আপনার?" হেসে জিজ্ঞেস করলো ডিটেক্টিভ।

চার্টটা দেখার সাথে সাথে কুসানাগির এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য পরিস্কার হয়ে গেলো ইশিগামির কাছে। ইয়াসুকো হানাওকার ব্যাপারে প্রশ্ন করতে আসেনি সে, এসেছে ইশিগামির অ্যালিবাই যাচাই করে দেখতে। হঠাৎ করে তার ওপর পুলিশের এই আগ্রহের কারণটা ঠিক ধরতে পারলো না, তবে এর সাথে নিশ্চয়ই মানাবু ইউকাওয়ার ওরকম অদ্ভুত ব্যবহারের কোন যোগাযোগ আছে।

BanglaBook.org

ডিটেক্টিভ কুসানাগি যদি আসলেই অ্যালিবাইয়ের জন্যে এসে থাকেন, তাহলে তার উচিত সব প্রশ্নের উত্তর ঠিকমত দেয়া। সোজা হয়ে বসে বলল সে, "জুডো টিমের প্র্যাকটিস শেষে সরাসরি বাসায় যাই আমি সে-রাতে। সাতটা নাগাদ হবে সেটা। এটা তো আগেও আপনাকে বলেছি বোধহয়।"

"তা, বলেছেন। এরপরের পুরো সময়টা বাসাতেই ছিলেন আপনি?"

"হ্যা, তাই বোধহয়," ইচ্ছে করেই অস্পষ্টভাবে উত্তর দিলো ইশিগামি। কুসানাগির প্রতিক্রিয়া দেখতে চায় সে।

"কেউ কি এসেছিল অ্যাপার্টমেন্টে? অথবা ফোন করেছিল?"

"কার অ্যাপার্টমেন্টের কথা জিজ্ঞেস করছেন আপনি? মিস হানাওকার?" এক ভুরু উঁচু করে জিজ্ঞেস করলো ইশিগামি।

"না, আপনার অ্যাপার্টমেন্ট।"

"আমার?"

"আমি জানি আপনি ভাবছেন এসবের সাথে তদন্তের কি সম্পর্ক। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনাকে সন্দেহ করছি না আমরা। সেদিন ইয়াসুকো হানাওকার বাসার চারপাশে কি কি ঘটেছিল সেটারই একটা সাধারণ দৃশ্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি মাত্র।"

খুবই খোড়া একটা যুক্তি। কিন্তু ডিটেক্টিভকে সেটা নিয়ে বেশি চিন্তিত মনে হলো না।

"সেদিন কারো সাথে দেখা করিনি আমি। আর কেউ ফোনও দেয়নি। আসলে খুব কম মানুষই আমার সাথে দেখা করতে আসে।"

"জি, বুঝতে পেরেছি।"

"আমি দুঃখিত, বেশি কিছু জানাতে পারলাম না। এতদূর কষ্ট করে আসলেন আপনি..."

"আরে, আমার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না আপনাকে, ধন্যবাদ। আমি নিজে দুঃখিত এভাবে আপনার সময় নষ্ট করার জন্যে। ওহ্, আরেকটা কথা," এই বলে ইশিগামির কর্মতালিকাটা তুলে নিলো কুসানাগি, "এখানকার ক্যালেন্ডার অনুযায়ি এগারো তারিখ সকালবেলা আপনি ছুটি নিয়েছিলেন, কেবল বিকেলের দিকে এসেছিলেন একবার। কিছু হয়েছিল?"

"মানে, পরের দিন? না, সেরকম কিছু না। আমার শরীর খুব খারাপ লাগছিল, তাই ঘুমুচ্ছিলাম। আর সেদিনের ক্লাসটাও তেমন জরুরি ছিল না।"

"ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?"

BanglaBook.org

"না, তার প্রয়োজন বোধ করিনি। পরের দিকে ভালো লাগছিল, তাই বিকেলে চলে আসি স্কুলে।"

"কিছুক্ষণ আগেই অফিস সহকারির সাথে কথা বললাম আমি। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম খুব কমই নাকি ছুটি নেন আপনি? মাসে সর্বোচ্চ একবার?"

"হ্যা, এভাবেই ছুটিগুলোকে কাজে লাগাই আমি।"

"জি। অফিস থেকে বলল রাত জেগে অঙ্ক করলে পরেরদিন সকালবেলাটা ছুটি নেন আপনি, তাই না?"

"হ্যা, এরকমই কিছু একটা বলি আমি ছুটি চাওয়ার সময়।"

"আর এরকমটা ঘটে মাসে বড়োজোর একবার..." এই বলে আবার কর্মতালিকাটার দিকে তাকালো কুসানাগি। সেখানে আসলে পুরো মাসের হিসাবই দেয়া আছে। "কিন্তু এখানে তো দেখাচ্ছে এর আগেরদিন, অর্থাৎ দশ তারিখ সকালেও ছুটি নিয়েছিলেন আপনি। অফিস থেকে বলছিল প্রথম দিন ছুটি চাইলে কিছু মনে করেনি তারা, কিন্তু পরের দিনও আপনি যখন ছুটি চাইলেন তখন একটু অবাকই হয়েছিল সবাই। এই প্রথম এরকম হলো, তাই না?"

"জি, এটাই প্রথম," কপালে হাত বুলিয়ে উত্তর দিলো ইশিগামি। খুব সাবধানে কথা বলতে হবে এখন তাকে। "অবশ্য বিশেষ কোন কারণ ছিল না ওরকমটা করার। যেমনটা আপনি বলছিলেন, দশ তারিখের আগের রাতে অঙ্ক করতে করতে দেরি হয়ে যায় আমার। সকালে উঠে জ্বর জ্বর লাগছিল, তাই আর যাইনি স্কুলে।"

"কিন্তু দুপুর নাগাদ ঠিক হয়ে গেলেন? লাঞ্চের পর তো এসেছিলেন আপনি।"

"জি," ইশিগামি মাথা নেড়ে বলল।

"হুম," সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল কুসানাগি।

"কোন সমস্যা?"

"না, ঠিক সমস্যা না। কিন্তু পরপর দু'দিন এরকম ছুটি নেয়াটা একটু অদ্ভুত ঠেকছে আমার কাছে। তা-ও শুধু সকাল বেলাটুকু," এখন আর বেশি রাখঢাক করছে না কুসানাগি। যেকোনভাবে তথ্য বের করে নিতে চাচ্ছে ইশিগামির মুখ থেকে।

কিন্তু ইশিগামি টোপটা গিলল না। শুকনো একটা হাসি দিয়ে বলল, "আসলে সকালের ক্লাসটা মিস দেয়াতে আমার নিজেরই খারাপ লাগছিল, তাই লাঞ্চের সময়ে একটু ভালো অনুভব করাতে স্কুলে চলে যাই।"

BanglaBook.org

ইশিগামির কথা বলার পুরোটা সময় কুসানাগি তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ছুরির মত ধারালো সে দৃষ্টি। সেটা দেখেই যে কেউ বলে দিতে পারবে ইশিগামির কথা বিশ্বাস করছে না সে।

"জুডো শেখাটা তাহলে ভালোই কাজে দিয়েছে আপনার, কি বলেন? অর্ধেক দিন যেতে না যেতেই সুস্থ হয়ে যান। অফিসের লোকটা বলছিল কোনদিন নাকি অসুস্থ হতে দেখেনি আপনাকে।"

"এটা একটু বাড়িয়ে বলেছে। মাঝে মাঝেই সর্দি লাগে আমার।"

"আর দশ তারিখ রাতেও সেরকমটাই হয়েছিল, তাই না?"

"কি বোঝাতে চাইছেন আপনি? আমি জানি সেদিন রাতেই খুনটা হয়েছিল, কিন্তু আমার জন্যে একটা সাধারণ রাতই ছিল ওটা।"

"জি, অবশ্যই," নোটপ্যাড বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল কুসানাগি।

"সাহায্য করতে পারলাম না বলে আবারও দুঃখিত।"

"সমস্যা নেই, রুটিন প্রশ্নের জন্যে এসেছিলাম কেবল।"

অভিভাবকদের রুম থেকে একসাথে বেরিয়ে আসল দু-জনে। ডিটেক্টিভকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো ইশিগামি।

"ইদানিং ইউকাওয়ার সাথে দেখা হয়েছে নাকি আপনার?" হাটতে হাটতে জিজ্ঞেস করলো কুসানাগি।

"না, একদমই দেখা হয়নি," ইশিগামি জবাব দিলো। "আপনার সাথে?"

"আমার সাথেও দেখা হয়নি। আমি একটু ব্যস্ত এখন। আমাদের তিনজনের একদিন আড্ডা দেয়া উচিত। ইউকাওয়ার কাছে শুনলাম হুইস্কির প্রতি নাকি বিশেষ টান আছে আপনার?" একটা গ্লাস ওঠানোর ভঙ্গি করে বলল সে।

"জি, ভালোই হবে তাহলে। কিন্তু আপনার হাতের কেসটা সমাধান হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত না আমাদের?"

"হ্যা। তবে সবসময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালো লাগে না। আপনাকে ফোন দেবো আমি।"

"ঠিক আছে," হেসে বলল ইশিগামি।

একবার বাউ করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো কুসানাগি।

হলওয়ের জানালা দিয়ে কুসানাগিকে দেখতে লাগলো সে। স্কুল থেকে বের হয়েই ফোনে কথা বলা শুরু করেছে লোকটা।

BanglaBook.org

ডিটেক্টিভের এখানে আগমনের কারণ সম্পর্কে ভাবতে লাগল ইশিগামি। কি এমন ঘটেছে যে হঠাৎ করে তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে পুলিশের লোকজন? নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, কিন্তু সেটা কি? গতবার কুসানাগির দেখা হবার সময় তো এরকম মনে হয়নি।

কুসানাগির প্রশ্নগুলো শুনে তো মনে হয়েছে, আসল সত্য থেকে এখনও অনেক দূরে তারা। আন্দাজে ঢিল ছুড়ছিল সে। ইশিগামির কোন শক্ত অ্যালিবাই না থাকায় সন্দেহের মাত্রা বোধহয় বেড়ে গেছে তাদের। বাড়ুক সন্দেহ, এসব কিছুও চিন্তা করে রেখেছে সে আগে থেকে।

কিন্তু সমস্যা ভিন্ন জায়গায়।

মানাবু ইউকাওয়ার ছবি ভেসে উঠলো তার মনে। সে সত্য সম্পর্কে কতটা জানে? আর সেটা কি কুসানাগিকে বলবে?

ইয়াসুকো এর আগের দিন তাকে ফোনে যা বলেছিল সেটা মনে পড়লো। ইউকাওয়া নাকি জিজ্ঞেস করেছে ইশিগামি সম্পর্কে তার মতামত কি? তার প্রশ্ন করার ধরণ শুনে ইয়াসুকোর মনে হয়েছিল, ইশিগামি যে তাকে পছন্দ করে এটা ইউকাওয়া জানে।

ইউকাওয়ার সাথে হওয়া তার কথোপকথনগুলো মনে করার চেষ্টা করলো সে। এমন কিছু তো সে বলেনি যাতে করে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগতে পারে ইউকাওয়ার মনে। তাহলে কিভাবে বুঝল?

ঘুরে টিচার্স রুমর দিকে রওনা দিলো সে। পথে সেই অফিস সহকারির সাথে দেখা হয়ে গেলো।

"পুলিশের লোকটা চলে গেছে?"

"হ্যা, কেবলই গেলো।"

"আপনি বাসায় চলে যাবেন না এখন, মি.ইশিগামি?"

"হ্যা, কিন্তু তার আগে একটা কাজ করতে হবে আমাকে।"

লোকটার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে টিচার্স রুমে চলে এলো সে দ্রুত। সেখানে তার ডেস্কে বসে নিচ থেকে একটা বাক্স বের করলো। কিছু জরুরি ফাইল আছে সেটাতে। ক্লাসের ফাইল নয় সেগুলো, ইশিগামির ব্যক্তিগত ফাইল। গণিতের একটা বিশেষ সমস্যা নিয়ে কাজ করছে সে গত কয়েক বছর ধরে। সেটারই কিছু সম্ভাব্য ফলাফল লেখা আছে কাগজগুলোতে।

ফাইলগুলো ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলো সে।

BanglaBook.org

X

"কতবার তোমাকে এই কথা বলতে হবে, একটা রিসার্চ করার সময় একই পরীক্ষা বেশ কয়েকবার করে দেখতে হবে তোমাকে? যেকোন একটা উওর পেলেই ঢ্যাং ঢ্যাং করে নাচা শুরু করে দিলে চলবে না। উত্তরটা কি আসলেই ঠিক কিনা আবার যাচাই করে দেখতে হবে। তুমি যা ভাবছো সেরকমটা তো না-ও হতে পারে, তাই না? এই এক্সপেরিমেন্টটা আবার শুরু থেকে করবে তুমি। ভালোমত পর্যবেক্ষণ করে উত্তর লিখে তবেই আমার কাছে আসবে।"

ইউকাওয়াকে সচরাচর এতটা বিরক্ত হতে দেখা যায় না। সামনে দাঁড়ানো শিক্ষার্থির দিকে রিপোর্টটা ছুড়ে দিলো সে। সেটা নিয়ে বাউ করে চলে গেলো ছেলেটা।

"এরকম রাগতে দেখিনি তো তোমাকে।"

"রাগের ব্যাপার না এটা। মনোযোগ দিয়ে কাজটা করেনি সে। তাই একটু পথ দেখিয়ে দিলাম, এই আরকি," উঠে দাঁড়িয়ে কফি বানাতে শুরু করলো সে। "তো, কিছু খুঁজে পেলে?"

"ইশিগামির সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম তার অ্যালিবাই সম্পর্কে জানতে।"

"সামনাসামনি আক্রমণ করেছো দেখছি," ইউকাওয়া সিঙ্কের দিক থেকে ঘুরে বলল। হাতে বড় একটা কাপ। "কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখলে?"

"সেরাতে পুরোটা সময় নাকি বাসাতে একাই ছিল সে।"

বিরক্ত হবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো ইউকাওয়া, "আমি জিজ্ঞেস করেছি, কেমন প্রতিক্রিয়া দেখলে, সে কি বলেছে তোমাকে এটা জানতে চাইনি।"

"আসলে তাকে দেখে অতটা বিচলিত মনে হয়নি। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার সাথে দেখা করার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাকে, এই ফাঁকে হয়তো নিজেকে সামলে নিয়েছিল।"

"তুমি যে তার অ্যালিবাই সম্পর্কে জানতে চাইছিলে এটা শুনে অবাক হয়নি?"

"না, সরাসরি ওরকম কিছু বলেনি। আর আমিও একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে প্রশ্নগুলো করছিলাম।"

"তাকে যতদূর চিনি, সে নিশ্চয়ই জানতো তুমি এক না এক সময়ে তার অ্যালিবাইয়ের ব্যাপারে কথা বলতে যাবে," ইউকাওয়া নিজেকেই

BanglaBook.org

শোনাল যেন কথাগুলো। শব্দ করে কফির কাপে একবার চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তো, ঘটনার দিন রাতে বাসাতেই ছিল সে?"

"হ্যা, তার নাকি শরীর খারাপ লাগছিল, এজন্যে পরেরদিন সকালবেলার ক্লাসগুলো নেয়নি," এই বলে স্কুলের অফিস থেকে জোগাড় করা ইশিগামির কর্মতালিকার চার্টটা বের করে টেবিলে রাখলো সে।

ইউকাওয়া হাতের কাপটা নিয়েই টেবিলে এসে বসলো। কাগজটা তুলে নিয়ে দেখতে লাগলো।

"পরের দিন সকালে...হুম।"

"খুনের পরদিন নিশ্চয়ই কিছু জিনিস গোছাতে হয় তাকে।"

"মিস হানাওকার কি খবর? পরদিন সকালে সে কি করছিল, সেটা জানো তুমি?"

"অবশ্যই। প্রতিদিনের মতই কাজে গিয়েছিল সে। আর তার মেয়েও স্কুলে গিয়েছিল। এমনকি একটু দেরিও হয়নি তাদের।"

কাগজটা টেবিলে রেখে দিয়ে হাত ভাঁজ করে বসলো ইউকাওয়া। "'খুনের পরদিন নিশ্চয়ই কিছু জিনিস গোছাতে হয়' এমনটাই বলছিলে তো তুমি, তাই না? তাকে কি কি করতে হয়েছিল বলে তোমার মনে হয়?"

"এই যেমন খুনের অস্ত্রটা লুকাতে হয়েছিল।"

"সেটা করতে তো আর দশ ঘন্টা লাগবে না।"

"দশ ঘন্টা?"

"খুনটা হয়েছিল দশ তারিখ রাতে। আর পরদিন সকালের ক্লাসগুলোও নেয়নি সে। তার মানে হাতে কম করে হলেও দশ ঘন্টার বেশিই সময় ছিল তার।"

"ঘুমোতে তো হয়েছে তাকে।"

"আমার মনে হয় না ওরকম সময়ে কেউ ঘুমানোর কথা চিন্তা করবে। বিশেষ করে খুনের আলামত লুকাতে হবে যখন। সব কাজ শেষে যদি হাতে পর্যাপ্ত ঘুমের সময় না-ও থাকে তবুও কিন্তু কাজে যেতে হবে তাকে। কারণ ক্লান্ত অবস্থায় কাজে গেলে যেরকম সন্দেহ জাগবে সবার মনে, একেবারে বাদ দিলে তার চেয়ে বহুগুণে বেশি সন্দেহ করবে লোকে।"

"তাহলে ঐ সময়ে কিছু একটা তো করেছে সে।"

"সেটাই বের করার চেষ্টা করছি।"

"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম কয়েকদিন ধরে।

BanglaBook.org

ইশিগামিকে সন্দেহ করা শুরু করলে কেন তুমি? এটা না জানা পর্যন্ত ঠিক স্বস্তি পাচ্ছি না। আমাদের চোখে কি কিছু এড়িয়ে গিয়েছিল তদন্তের সময়?"

"অবাক না হয়ে পারলাম না তোমার প্রশ্নটা শুনে। তোমার মাথায় কি এটা কখনও আসেনি, ইয়াসুকোকে পছন্দ করে ইশিগামি? আমি কি ভাবছি এটা নিয়ে এত লেগেছো কেন?"

"কারণ আছে। আমাকে আমার চিফের কাছে সব ব্যাপারে রিপোর্ট করতে হয়। আমি তো আর বলতে পারি না হঠাৎ মনে হলো আর ইশিগামিকে সন্দেহ করা শুরু করলাম আমরা।"

"এটা বলতে পারো না, ইয়াসুকো হানাওকার পরিচিত সবার ব্যাপারে তদন্ত করার সময়ে ইশিগামির ব্যাপারটা উঠে এসেছে?"

"তা বলেছি আমি। কিন্তু তাদের দু-জনের মধ্যে যে কিছু চলছে সে ব্যাপারে কোন তথ্য-প্রমাণই জোগাড় করতে পারিনি।"

মগটা হাতে থাকা অবস্থাতেই জোরে জোরে হাসা শুরু করলো ইউকাওয়া। "অবাক হলাম না।"

"কি? কেন? কি বলতে চাও তুমি?"

"সেরকম কিছু না। আমি আসলে আশাও করিনি তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকবে। একটা ব্যাপার গ্যারান্টি দিয়ে বলছি তোমাকে, হাজার চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ বের করতে পারবে না ।"

"বাহ্, শুভকামনার জন্যে ধন্যবাদ। আমাদের চিফের ইতিমধ্যেই ইশিগামির ব্যাপারে আগ্রহ কমতে শুরু হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি আমার হাত থেকেও সব কিছু বেরিয়ে যাবে। এজন্যেই তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, কি দেখে তাকে সন্দেহ করা শুরু করলে তুমি? অনেক হলো তো ইউকাওয়া। অনেক ঘুরিয়েছো আমাকে, এবার বলো?"

ইউকাওয়ার চেহারাটা গম্ভীর হয়ে গেলো হঠাৎ করে। কফির কাপটা নামিয়ে রেখে বলল, "তোমাকে বলিনি কারণ সেটা শুনে তোমার কোনই লাভ নেই। কাজে দেবে না ওটা।"

"সেটা আমাকেই ঠিক করতে দাও না।"

"ঠিক আছে, বলছি। তুমি যেমন ভেবেছিলে, ইয়াসুকোকে কেউ একজন সাহায্য করছে, আমিও শুরুতে সেরকমটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু কে সেটা বুঝতে পারছিলাম না। এসময় হঠাৎ করেই ইশিগামির কথা মাথায় আসলো আমার। এই 'হঠাৎ করে' কিভাবে হলো, সেটার ব্যাখ্যা আমি

BanglaBook.org

তোমাকে দিতে পারবো না। কারণ ইশিগামিকে যদি কেউ আগে থেকে না চেনে তাহলে তার পক্ষে সেটা বোঝা অসম্ভব। যাই হোক, এখানে আসার পর থেকে তুমি যেটা বলছিলে, তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে, আমিও সেটা নিয়েই ভেবেছি। কল্পনাশক্তি একজন গোয়েন্দার সবচেয়ে দামি অস্ত্র–তোমারই কথা এটা।"

"আমি তো এতদিন ভাবতাম এইসব কল্পনায় বিশ্বাসি নও তুমি।"

"সবসময় যে একইরকমভাবে চিন্তা করবো, তা তো নয়।"

"ঠিক আছে। ইশিগামি যে ইয়াসুকোর প্রতি দূর্বল এটা ঠিক কখন থেকে মনে হওয়া শুরু হলো তোমার? এটুকু তো বলো।"

"দুঃখিত," সাথে সাথে জবাব দিলো ইউকাওয়া।

"ধ্যাত! বলো না! "

"ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা। ইশিগামির ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার বন্ধু হয়ে সেটা অন্য কাউকে বলে বেড়াবো আমি, তা হতে পারে না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল কুসানাগি। এই সময় কেউ একজন দরজায় নক করলো। ইউকাওয়া ভেতরে আসার অনুমতি দিলে দরজা খুলে ভেতর ঢুকলো এক ছেলে। দেখে মনে হচ্ছে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থি, হাতে একটা রিপোর্ট ফাইল। সরাসরি ইউকাওয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

"এভাবে হঠাৎ করে তোমাকে ডেকে পাঠানোর জন্যে দুঃখিত। কিন্তু সেদিনের তোমার ঐ রিপোর্টটার ব্যাপারে কিছু কথা ছিল আমার।"

"কি সেটা, স্যার?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো ছেলেটা।

"তোমার রিপোর্টটা বেশ ভালোই ছিল। কিন্তু একটা কথা বলো তো আমাকে, ওরকম সলিড স্টেট সূত্র দিয়ে সবকিছুর ব্যাখ্যা করেছিলে কেন তুমি?"

ছেলেটা অবাক হয়ে গেলো প্রশ্নটা শুনে, "সেটা তো একটা সলিড স্টেট এক্সপেরিমেন্টই ছিল, স্যার।"

হেসে মাথা নাড়লো ইউকাওয়া, "বুঝতে পারোনি তাহলে। আমি আসলে এক্সপেরিমেন্টটা এলিমেন্টারি পার্টিকেল তত্ত্বের ভিত্তিতে সাজিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম রিপোর্ট লেখার সময় সেটা নিয়েও চিন্তা করবে তুমি। শুধুমাত্র দেখে সলিড স্টেট এক্সপেরিমেন্ট মনে হলেই যে অন্য কোন তত্ত্ব নিয়ে ভাবা যাবে না তা নয় কিন্তু। এরকমভাবে চিন্তা করলে আর

BanglaBook.org

রিসার্চার হতে পারবে না সহজে। কখনও আগে থেকে কোন কিছু ধরে নেবে না। তাহলে চিন্তা করার ক্ষেত্রটা ছোট হয়ে আসবে। সহজ একটা সূত্রই চোখে পড়বে না তখন।"

"জি, স্যার।"

"তোমাকে এই উপদেশটা দিচ্ছি কারণ তোমার কাজের ধরন ভালো লেগেছে আমার। এখন যাও তাহলে।"

ধন্যবাদ দিয়ে বের হয়ে গেলো ছেলেটা।

ইউকাওয়া কুসানাগির দিকে ঘুরে দেখলো সে চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"কি? আমার মুখে কিছু লেগে আছে নাকি?"

"না। তোমরা বিজ্ঞানীরা সবসময় একইভাবে চিন্তা করো দেখি।"

"মানে?"

"আজ ইশিগামির সাথে যখন দেখা করেছিলাম তখন সে-ও তোমার মতই কথা বলছিল।" ইউকাওয়াকে ইশিগামির গণিতের প্রশ্ন করার ধরন সম্পর্কে খুলে বলল সে।

"অতিরিক্ত চিন্তা করার সুযোগ নেয়া, তাই তো? এরকমটা করাই স্বাভাবিক তার পক্ষে," হাসতে হাসতে বলল ইউকাওয়া। কিন্তু পরমুহূর্তেই একদম গম্ভীর হয়ে গেলো সে। লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে চলে গেলো জানালার কাছে, এরপর উপরের দিকে তাকিয়ে আকাশ দেখতে শুরু করলো।

"ইউকাওয়া?"

হাত নেড়ে তাকে চুপ থাকার নির্দেশ দিলো পদার্থবিদ। কুসানাগি একবার ঘাড় নেড়ে তার বন্ধুকে দেখতে লাগল।

"অসম্ভব," ইউকাওয়া বিড়বিড় করছে। "কোনভাবেই এটা করতে পারে না–"

"কি? কি করতে পারে না?" আর সহ্য না করতে পেরে জিজ্ঞেস করলো কুসানাগি।

"ঐ কাগজটা দেখাও তো আমাকে, ইশিগামির কর্মতালিকা।"

দ্রুত কাগজটা ইউকাওয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরলো কুসানাগি। ছো মেরে সেটা নিয়ে নিলো ইউকাওয়া। মনোযোগ দিয়ে কিছুক্ষণ দেখলো সেটা, এরপর গুঙিয়ে উঠলো। "আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না..."

BanglaBook.org

"কি বিশ্বাস হচ্ছে না, ইউকাওয়া? কি নিয়ে কথা বলছো তুমি? বলো আমাকে!"

"দুঃখিত, কিন্তু এখন যেতে হবে তোমাকে," কাগজটা ঠাস করে কুসানাগির দিকে ছুড়ে মেরে বলল ইউকাওয়া।

"কি! অসম্ভব," কুসানাগি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু পরমুহূর্তে তার বন্ধুর চেহারাটা দেখে আর কিছু বলার সাহস পেলো না।

ইউকাওয়ার চেহারায় স্পষ্ট বেদনা আর দুশ্চিন্তার ছাপ। তাকে আগে কখনও এতটা মুষড়ে পড়তে দেখেনি সে।

"আমি আসলেই দুঃখিত, কিন্তু দয়া করে বিদায় হও এখন," ইউকাওয়া করুণ সুরে অনুরোধ করলো তাকে।

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কুসানাগি। হাজারটা প্রশ্ন ঘুরছে তার মাথায়, কিন্তু এখন সেগুলো করা সম্ভব নয়। চলে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই আপাতত।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে সাতটা বেজে ত্রিশ মিনিট। একটা ব্যাগ হাত নিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হলো ইশিগামি। ব্যাগের ভেতরের জিনিসগুলো তার কাছে খুবই দামি। আদতে দেখলে কয়েকটা সাধারণ ফাইল ছাড়া কিছু মনে হবে না, কিন্তু ওগুলোতেই আছে ইশিগামির সারা জীবনের গবেষণার ফসল। এমন একটা গাণিতিক সমস্যা যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি কারো পক্ষেই। এটার ওপরেই ইউনিভার্সিটিতে থিসিস করেছিল সে।

হিসেব করে দেখেছে, আরো মোটামুটি বিশ বছর লাগবে তার কাজটা শেষ করতে। বেশিও লাগতে পারে। কিন্তু এটা এমন একটা কাজ যেটার পেছনে সারাজীবন ব্যয় করলেও ক্ষতি নেই। এখনও সমাধান থেকে অনেক দূরে আছে সে, কিন্তু এ মুহূর্তে যে অবস্থানে আছে সেটুকুতেও আসতে পারেনি কেউ কখনও।

সে মাঝে মাঝেই ভাবে, সব কাজ ফেলে যদি এটা নিয়ে ডুবে থাকা যেত! যতবারই মৃত্যুচিন্তা মাথায় এসেছে ততবারই মনে হয়েছে, কাজটা শেষ করে যেতে পারবে তো!

যেখানেই যায় না কেন, সাথে করে ফাইলগুলো নিয়ে যায়। ছুটির মধ্যেও বিশ্রাম না নিয়ে সমস্যা সমাধানের পেছনে লেগে থাকে। আর সে জন্যে কয়েকটা কাগজ আর কলম থাকলেই যথেষ্ট।

এসব কথা চিন্তা করতে করতে যান্ত্রিকভাবে শিনোহাশি ব্রিজের রাস্তাটা ধরে হাটতে লাগলো, যেমনটা প্রতিদিন করে। সুমাইদা নদী আর বাস্তুহারাদের গ্রামটা দেখা যাচ্ছে। লম্বা চুলের লোকটা আবারও একটা পাত্রে কী যেন সিদ্ধ করছে। তার পাশে একটা ছোট্ট কুকুরকে দেখা গেলো, আগ্রহভরে মালিককে দেখায় ব্যস্ত। একটু পর পর লেজ নাড়ছে।

ক্যান-মানব তার দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত। ইতিমধ্যেই দুটো বড় ব্যাগ দোমড়ানো ক্যানে ভর্তি করে ফেলেছে সে। কিছুক্ষণ এসব দেখে আবার হাটা শুর করলো ইশিগামি।

হঠাৎ টের পেলো পেছন থেকে তার দিকে এগিয়ে আসছে কেউ। এসময়েই ঐ বয়স্ক মহিলাটা তার কুকুরগুলো নিয়ে বের হন, কিন্তু পায়ের আওয়াজটা অন্যরকম লাগছে আজকে। অন্য কেউ নিশ্চয়ই, ইশিগামি ঘুরে তাকালো।

BanglaBook.org

নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে একটা 'ওহ্' জাতীয় শব্দ বের হয়ে গেলো তার, যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো।

হাসিমুখে তার কাছে এসে দাঁড়াল লোকটা।

"গুড মর্নিং," মানাবু ইউকাওয়ার মুখটা এখনও হাসি হাসি হয়ে আছে।

ইতস্ততবোধ করতে লাগল ইশিগামি, বুঝতে পারছে না কী জবাব দেবে। শুকনো ঠোঁটগুলো একবার ভিজিয়ে নিয়ে বলল, "আমার জন্যে অপেক্ষা করে ছিলে তুমি।"

"ঠিক ধরেছো," ইউকাওয়া বলল। "আসলে অপেক্ষা করছিলাম বললে ভুল হবে, কেবলই কিয়োসু ব্রিজ থেকে হেটে এদিকে এসেছি। জানতাম এ পথ দিয়েই যাওয়া-আসা করো তুমি প্রতিদিন।"

"নিশ্চয়ই জরুরি কোন কাজ আছে?"

"জরুরি? হতে পারে।"

"সেটা নিয়ে কি এখনই কথা বলতে চাও?" একবার হাতঘড়িটা দেখে নিলো ইশিগামি, "বেশি সময় নেই আমার হাতে।"

"বড়জোর পনেরো মিনিট লাগবে আমার।"

"তাহলে হাটতে হাটতে কথা বলি?"

"কোন সমস্যা নেই," আশেপাশে একবার নজর বুলিয়ে বলল ইউকাওয়া। "কিন্তু তার আগে এখানে কিছুক্ষণ কথা বলে নেই। এই দু-তিন মিনিট। ওখানে বেঞ্চটাতে বসি?" এই বলে নদীর তীরের একটা বেঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলো সে উত্তরের অপেক্ষা না করেই।

উপায় না দেখে তাকে অনুসরণ করলো ইশিগামি।

এখান দিয়ে তো আগেও একবার হেটে গিয়েছিলাম আমরা, তাই না?"

"হ্যা।"

"আমার মনে আছে তুমি বলেছিলে, এই বাস্তুহারা লোকদেরকে ঘড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো আমি। ভুলে গেছো?"

"না, মনে আছে। আর তুমি বলেছিলে, নিয়ম ছাড়া জীবন-যাপন করলে এমনই হয়।"

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়লো ইউকাওয়া। "আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেরকমটা ঘটে না। না চাইতেও এই পৃথিবীর নিয়ম-কানুনে জড়িয়ে গিয়েছি আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে। ঘড়ির কাঁটার মত। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে স্থির রেখে ওটার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছি আমরা। কিন্তু সেই লক্ষ্যটা না থাকলে ছিটকে যাবো চারপাশে। অনেকের কাছে অবশ্য এই লক্ষ্যহীন জীবনই

BanglaBook.org

ভালো লাগে। আমি শুনেছি বাস্তুহারাদের অনেকে নাকি আর স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে পারে না কখনও।"

"এসব দার্শনিক মার্কা কথা বলতে বলতেই কিন্তু তোমার দু-তিন মিনিট শেষ হয়ে যাবে। এক মিনিট ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছো।"

"ঠিক আছে, আসল কথায় আসছি। ঘড়ির মত এই পৃথিবীরও চলার জন্যে ঐ কাঁটাগুলোর দরকার আছে। আর সেই কাঁটাগুলো হচ্ছি আমরা। একটা ঘড়িতে কোন কাঁটাই যেমন অপ্রয়োজনিয় নয়, তেমনি এই পৃথিবীতে কোন মানুষই ফেলনা নয়। এটাই বলতে চেয়েছিলাম তোমাকে," ইশিগামির চেহারার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল ইউয়াকাওয়া। এরপর যোগ করলো, "শিক্ষকতা ছেড়ে দেবে নাকি তুমি?"

ইশিগামির চোখগুলো বিস্ময়ে বড় হয়ে গেলো। "একথা জিজ্ঞেস করলে কেন?"

"না, তোমার হাবভাব দেখে সেরকমই মনে হচ্ছিল, তাই বললাম। সারাজীবন তো নিশ্চয়ই এই 'গণিতের শিক্ষক' তকমা লাগিয়ে ঘুরতে চাও না তুমি। উঠি তাহলে?" থমকে দাঁড়ালো ইউকাওয়া।

সুমাইদা নদীর পাশ দিয়ে হাটা শুরু করলো দু-জনে। ইশিগামি কিছু বলছে না, তার বন্ধুর বলার জন্যে অপেক্ষা করছে।

"শুনলাম কুসানাগি নাকি আরেকবার দেখা করে গেছে তোমার সাথে?"

"হ্যা, গত সপ্তাহে।"

"তোমাকে সন্দেহ করে সে।"

"সেরকমটাই মনে হচ্ছে। যদিও আমি জানি না কেন।"

হঠাৎ করে হেসে উঠলো ইউকাওয়া। "সত্যি কথা বলতে কি, সে নিজেও ঠিকমত জানে না। তোমার প্রতি তার আগ্রহের কারণ হচ্ছি আমি। কুসানাগি যখন থেকে খেয়াল করেছে আমি তোমার সাথে নিয়মিত দেখা-সাক্ষাত করছি, তখন থেকেই সন্দেহ জট পাকতে শুরু করে তার মনে। পুলিশের কাছে এখনও তোমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ-নেই, যদিও আমার উচিত হচ্ছে না তোমাকে সেটা জানানোর।"

BanglaBook.org

"তাহলে জানাচ্ছো কেন?" ইশিগামি হাটা থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

ইউকাওয়াও থেমে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "কারণ আমি তোমার বন্ধু। এছাড়া আর কোন কারণ নেই।"

"তুমি আমার বন্ধু আর এজন্যেই একটা খুনের তদন্তের সব খবর আমাকে জানাচ্ছো? কেন? আমি তো কোনভাবে এই অপরাধের সাথে

জড়িত না। পুলিশ আমাকে সন্দেহ করছে কি করছে না এতে আমার কি আসে যায়?"

জবাবে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলার আওয়াজ শুনলো ইশিগামি। তার বন্ধুর বেদনার্ত চেহারাটা দেখে কেমন যেন বিচলিত বোধ করতে শুরু করলো সে।

"অ্যালিবাইটার কোন গুরুত্ব নেই," শান্তস্বরে বলল ইউকাওয়া।

"কি?"

"কুসানাগি আর তার দলের সবাই সন্দেহভাজনদের অ্যালিবাই নিয়ে মেতে আছে। তাদের ধারণা ইয়াসুকো হানাওকার গল্পটা নিয়ে তদন্ত করতে করতে একসময় ফুটো খুঁজে পাবে ওতে, আর তাতেই সত্যটা বের হয়ে আসবে। তাদের ধারণা, যেহেতু তুমি ইয়াসুকোর সহযোগি, তাই তোমার অ্যালিবাইও যাচাই করে দেখতে হবে, তাহলেই সব জানতে পারবে তারা।"

"তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই ধরতে পারছি না," ইশিগামি ভুরু কুঁচকে বলল। "তাছাড়া অ্যালিবাই যাচাই করে দেখার মধ্যে ক্ষতি কোথায়? এটাই তো তাদের কাজ।"

ইউকাওয়ার মুখের ভঙ্গি কিছুটা কোমল হয়ে আসল। "কুসানাগি বেশ মজার একটা কথা বলেছিল সেদিন। তুমি যেভাবে পরীক্ষার প্রশ্ন সাজাও সেটা নিয়েই কথা বলছিলাম আমরা। শিক্ষার্থিদের অতিরিক্ত চিন্তা করার অভ্যেসটার সুযোগ নিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করো তুমি। যেমন একটা বীজগণিতের প্রশ্ন এমনভাবে করো যাতে দেখলে জ্যামিতিক সমস্যা মনে হয় সেটাকে। শিক্ষার্থিরাও জ্যামিতি ভেবে লাফিয়ে পড়ে সেটার ওপর, কিন্তু ফলাফল শূন্য। অনেকের কাছে হয়তো ভালো লাগবে না পদ্ধতিটা, কিন্তু আমার মনে হয় কারো প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের জন্যে সর্বোত্তম পদ্ধতি এটাই," বলল সে।

"কি বলতে চাচ্ছো তুমি?"

গম্ভীর মুখে বলতে শুরু করলো ইউকাওয়া, "কুসানাগি আর তার দলের ধারণা এই পরীক্ষাতে অ্যালিবাইয়ের সত্যতা যাচাই করতে হবে তাদেরকে। আর কেনই বা করবে না? প্রধান সন্দেহভাজন আসামির তো একটা অ্যালিবাই আছেই। আরো মজার ব্যাপার হলো সেই অ্যালিবাইটাও বেশ নড়বড়ে, সিনেমা হলের কথাটা বলছি আর কি। আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রেও অনেক সময় এমনটা হয় কিন্তু, বছরের পর বছর ভুল একটা সূত্র নিয়ে চিন্তা করতে থাকি আমরা। যেখানে প্রকৃত সমাধানের রাস্তাটা

BanglaBook.org

একেবারেই ভিন্ন। পুলিশও এই ফাঁদেই পা দিয়েছে। টোপটা দেয়াই ছিল, সেটা শুধু গিলতে হয়েছে তাদের।"

"তোমার যদি তদন্তটা নিয়ে এতই চিন্তা হয়ে থাকে তবে ডিটেক্টিভ কুসানাগির সাথে সে ব্যাপারে আলাপ করছো না কেন?"

"হ্যা, সেটা তো একসময় করতেই হবে আমাকে। কিন্তু তার আগে তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাচ্ছিলাম কথাগুলো। আর কেন সেটা জানাচ্ছি তা তো আগেই বলেছি।"

"কারণ তুমি আমার বন্ধু।"

"হ্যা, আরেকভাবে বলতে গেলে, তোমার মত একজন মানুষকে হারাতে চাই না আমি। এসব মায়াজাল থেকে তোমাকে মুক্ত করে, সঠিক পথে নিয়ে আসতে চাই। তোমার মত মেধাবি একজনের জীবন নষ্ট হতে দেখাটা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।"

"এসব কথা আমাকে বলতে হবে না তোমার। ইতিমধ্যেই যা নষ্ট করার করে ফেলেছি আমি," ইশিগামি বলল। এরপর ঘুরে তাড়াতাড়ি হাটতে শুরু করলো সে, এজন্যে নয় যে, কোন তাড়া আছে তার, বরং ইউকাওয়ার আশেপাশে থাকাটা ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছে।

ইউকাওয়া অনুসরণ করলো তাকে। "এই কেসটার সমাধান করতে হলে আমাদের বুঝতে হবে, সন্দেহভাজনের অ্যালিবাইটা কোন সমস্যা নয়, সমস্যাটা অন্যকোথাও।"

"আচ্ছা, এমনি কৌতুহল থেকেই প্রশ্নটা করছি, সমস্যাটা কি?" ইশিগামি তার দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলো।

"সমস্যাটা এত সোজা নয় যে, জিজ্ঞেস করলেই উত্তর পেয়ে যাবে। কিন্তু এক কথায় বলতে গেলে, পুরো ব্যাপারটাই ক্যামোফ্লাজ কিংবা ছদ্মবেশের। তদন্তকারিরা মূল অপরাধির ছদ্মবেশ দেখে বোকা বনে গেছে। যে সূত্রই তারা আবিষ্কার করছে না কেন, প্রতিটাই ইচ্ছে করে তাদের জন্যে সাজিয়ে রাখা হয়েছে আগে থেকে।"

"খুবই জটিল শোনাচ্ছে ব্যাপারটা।"

"আসলেই জটিল। কিন্তু তুমি যদি তোমার দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু পরিবর্তন করো তখন হাস্যকর রকমের সোজা হয়ে যাবে গোটা ব্যাপারটা। যখন একজন আনাড়ি কোন সত্যকে লুকোনোর চেষ্টা করে তখন খুবই জটিল একটা ছদ্মবেশ তৈরি করে সে। আর এতেই কাল হয় তার। একজন দক্ষ লোক কিন্তু সেটা করে না, খুবই সাধারণ একটা পদ্ধতি অবলম্বন করে সে।

BanglaBook.org

কিন্তু অন্য কারো মাথায় সেটা স্বপ্নেও আসবে না। এই সাধারণ ব্যাপারটাই জটিলতার সৃষ্টি করে সবার মনে।"

"আমি ভেবেছিলাম পদার্থবিদরা এরকম ভাসা ভাসাভাবে কথা বলে না।"

"তুমি চাইলে আরো ভালোমত ব্যাখ্যা দিতে পারি আমি। আর কতক্ষণ সময় আছে তোমার?"

"বেশ খানিকক্ষন আছে।"

"লাঞ্চশপটাতে ঢুঁ মেরে আসবে নাকি?"

"আমি কিন্তু প্রতিদিন সেখান থেকে লাঞ্চ কিনি না," রাস্তার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলো ইশিগামি।

"তাই নাকি? আমি তো অন্যকথা শুনেছি। প্রতিদিনই নাকি সেখানে যাও তুমি?"

"তোমার কি ধারণা, এই তথ্যটাই কেসের সাথে জড়িয়ে ফেলেছে আমাকে?"

"হ্যা এবং না। তুমি যদি কেবল লাঞ্চ কিনতেই সেখানে যেতে প্রতিদিন তাহলে কোন প্রশ্ন উঠতো না। কিন্তু বিশেষ একজন মহিলার জন্যে সেখানে গেলে সেটা সহজে কারো চোখ এড়াবে না।"

ইশিগামি থেমে তার বন্ধুর দিকে তাকালো। "তোমার কি মনে হয়? তুমি আমার পুরনো বন্ধু দেখে যা ইচ্ছে বলবে আর সেটা আমি মেনে নেবো?"

ইউকাওয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইশিগামির দিকে তাকালো। চশমার কাঁচ তার চোখের আত্মবিশ্বাসকে ঢাকতে পারছে না। সে বলল, "আরে, তুমি দেখি রেগে গেছো?"

"ফালতু যত্তসব," বিড়বিড় করে বলে আবার হাটা ধরলো ইশিগামি। কিছুদূর গিয়ে কিয়োসু ব্রিজের সিঁড়িগুলো টপকে ওপরে উঠতে শুরু করলো।

"লাশ থেকে একটু দূরেই ভিক্টিমের জামাকাপড় পাওয়া গিয়েছিল, অন্তত পুলিশদের ধারণা ওগুলো ভিক্টিমেরই," ইশিগামির পেছন পেছন আসতে লাগল ইউকাওয়া। "আধপোড়া অবস্থায় একটা তেলের ড্রামের ভেতরে ছিল ওগুলো। তাদের ধারণা খুনিই কাজটা করেছে। আমি যখন সেটা শুনেছিলাম তখন ভেবেছিলাম পুরোপুরি ওগুলো পোড়াল না কেন খুনি। পুলিশের লোকদের ধারণা সেখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব পালানোর চেষ্টায় ছিল খুনি। কিন্তু এই কথাটা শুনে অনেকে চিন্তা করতে পারে, এতই

BanglaBook.org

যখন তাড়া ছিল তাহলে সেগুলো সঙ্গে করে নিয়ে গেলো না কেন খুনি? নাকি সে ভেবেছিল আরো তাড়াতাড়ি পুড়ে যাবে ওগুলো? ব্যাপারটা খোঁচাতে থাকে আমাকে। তাই আমি নিজেই কিছু কাপড় পুড়িয়ে দেখেছি।"

ইশিগামি আবার থেমে গেলো, "তুমি তোমার জামাকাপড় পুড়িয়েছো?"

"হ্যা, একটা তেলের ড্রামে। একটা জ্যাকেট, একটা সোয়েটার, কিছু প্যান্ট...ও হ্যা, একটা আন্ডারওয়্যারও ছিল। সেকেন্ডহ্যান্ড দোকান থেকে কিনেছিলাম ওগুলো। দেখলে তো? কোন একটা এক্সপেরিমেন্ট হাতে কলমে না করে দেখলে ভালো লাগে না পদার্থবিদদের।"

"আর এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল?"

"খুব তাড়াতাড়িই পুড়ে গিয়েছিল ওগুলো, ধোঁয়াও তৈরি হয়েছিল প্রচুর। পাঁচমিনিটের মধ্যেই সব জ্বলে ছাই হয়ে গিয়েছিল।"

"তো?"

"আমদের খুনি কেন ঐ পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে পারলো না?"

একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো ইশিগামি। রাস্তায় উঠে বামে হাটতে শুরু করলো সে, বেন্টেন-টেইয়ে যাওয়ার রাস্তাটার উল্টোদিকে।

"লাঞ্চ কিনবে না তাহলে?" ইউকাওয়া প্রশ্ন করলো।

"বললামই তো প্রতিদিন সেখানে যাই না আমি," ভুরু কুঁচকে বলল সে।

"তুমি দুপুরে কি খাবে সেটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম দেখেই বললাম আর কি," দ্রুত হেটে তার পাশে চলে আসল ইউকাওয়া। "লাশের কাছে কিন্তু একটা সাইকেলও খুঁজে পেয়েছিল তারা। পরে দেখা যায় সেটা শিনোজাকি স্টেশন থেকে চুরি করা হয়েছে। সম্ভাব্য ভিক্টিমের আঙুলের ছাপ ছিল ওটার গায়ে।"

"তো, আমি কি করবো?"

"ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত লাগছে না তোমার কাছে? খুনি এত কষ্ট করে ভিক্টিমের চেহারার নকশা পাল্টে দিলো, আর সে কিনা সাইকেল থেকে আঙুলের ছাপ মুছতে ভুলে গেলো? গাধার মত একটা কাজ, যদিনা ইচ্ছে করে আঙুলের ছাপ না মোছা হয়। কিন্তু সেটা ও করতে যাবে কেন?"

"আমি নিশ্চিত ওটাও আমাকে শোনাবে তুমি।"

"সাইকেলের ব্যাপারটা ভিক্টিমের সাথে জড়ানোর জন্যে কাজটা করা হতে পারে। আর পুলিশ সেটা ভাবলে অপরাধিরই সুবিধা।"

BanglaBook.org

"সেটা কেন?"

"কারণ অপরাধি চাইছিল যাতে পুলিশ মনে করে ভিক্টিম শিনোজাকি স্টেশন থেকে সাইকেল চালিয়ে সেখানে গিয়েছিল। আর সেজন্যে যেকোন পুরনো সাইকেল ব্যবহার করলে চলতো না।"

"বলতে চাইছো সাইকেলটারও কোন বিশেষত্ব আছে?"

"ঠিক 'বিশেষত্ব' বলবো না। খুবই সাধারণ একটা সাইকেল ওটা। শুধু একটা জিনিসই চোখে পড়বে : একদম নতুন সেটা।"

ইশিগামির পেটটা মোচড় দিয়ে উঠলো। স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নেয়াও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এই সময়ে এক ছাত্রি সাইকেলে করে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় "গুড মর্নিং" বলে গেলো তাকে। জবাবে সে-ও "গুড মর্নিং" জানালো, যদিও এই সকালটার ব্যাপারে 'গুড' কিছু আছে মনে হচ্ছে না একন।

"বাহ্, এখনও টিচারদের সাথে স্কুলের বাইরে কথা বলে ছাত্র-ছাত্রিরা। আমি তো ভাবতাম বলতো না," ইউকাওয়া মন্তব্য করলো।

"খুব কমই বলে। তো, সাইকেলটাকে নতুন হতে হবে কেন?"

"পুলিশের ধারণা সাইকেলটা চোরের খুব পছন্দ হয়েছিল, তাই সেটা চুরি করেছিল সে। কিন্তু আমাদের চোর সেটা ভেবে চুরি করেনি। তার চিন্তায় ছিল সাইকেল পার্ক করে রাখার সময়টা।"

"কারণ...?"

"চোরের এমন কোন সাইকেল দরকার ছিল না যেটা কিনা দিনের পর দিন স্টেশনে ফেলে রাখা হয়েছে। সে চাইছিল মালিক যাতে পুলিশে রিপোর্ট করে। এজন্যেই সাইকেলটাকে নতুন হতে হবে। মালিকেরা নতুন সাইকেল কখনও বেশি সময়ের জন্যে বাইরে ফেলে রাখে না। আর কোনভাবে সাইকেল চুরি হয়ে গেলে সেই মালিকদেরই পুলিশের কাছে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই কাজটার যে খুব দরকার ছিল তা নয়, কিন্তু অপরাধি কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি।"

"হুম।"

কোন প্রকার মন্তব্য করা থেকে নিজেকে বিরত রাখলো ইশিগামি। সামনের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ হাটতে লাগল। স্কুলের ছাত্রছাত্রিরা আসতে শুরু করেছে।

"খুব সুন্দর একটা গল্প, আরো শুনতে ইচ্ছে করছে আমার," ইউকাওয়ার মুখোমুখি হয়ে বলল সে। "কিন্তু এখন ছেড়ে দিতে হবে আমাকে। আমি চাই না ছাত্র-ছাত্রিরা অপেক্ষা করুক।"

BanglaBook.org

"অবশ্যই, আমার যা যা বলার ছিল প্রায় সবই বলা শেষ।"

"মনে আছে? একটা প্রশ্ন করেছিলে তুমি আমাকে?" ইশিগামি বলল। "জিজ্ঞেস করেছিলে, একটা সমস্যার সমাধান করা বেশি কঠিন নাকি সমস্যাটা তৈরি করা বেশি কঠিন?"

"হ্যা। তার উত্তরও আছে আমার কাছে। সমস্যার সমাধানের চেয়ে সেটা তৈরি করাই বেশি কঠিন।"

"ঠিক বলেছো," ইশিগামি বলল। "আর P=NP সমস্যাটার কথা মনে আছে? যেখানে প্রশ্ন ছিল কারো সমাধান ভুল প্রমাণ করার চেয়ে নিজে সেই সমাধানটা বের করা কঠিন কিনা?"

"হ্যা, মনে আছে," মৃদু স্বরে বলল ইউকাওয়া, ধরতে পারছে না ইশিগামি কি বোঝাতে চাচ্ছে।

"তোমার সমাধান তো আমাকে শোনালে," এক আঙুল দিয়ে ইউকাওয়ার বুক বরাবর ইশারা করে বলল ইশিগামি। "এখন সময় এসেছে অন্য কারো সমাধান যাচাই করে দেখার।"

"ইশিগামি..."

"গুড মর্নিং," এই বলে ঘুরে স্কুলের ভেতর ঢুকে গেলো সে। হাতের ব্যাগটা শক্ত করে ধরে রেখেছে।

সব শেষ, ভাবলো সে। *ইউকাওয়া ধরে ফেলেছে সবকিছু।*

X

খুব অস্বস্তির সাথে বসে পুডিং খাচ্ছে মিশাতো। ইয়াসুকোর আবারো মনে হতে লাগলো মেয়েটাকে বোধহয় বাসায় রেখে আসলেই ভালো হত।

"ঠিকমত খাচ্ছো তো, মিশাতো?" কুডো জিজ্ঞেস করলেন। পুরো সন্ধ্যাই এরকম প্রশ্ন করেছেন তিনি মেয়েটাকে।

মিশাতো তার দিকে না তাকিয়েই যান্ত্রিকভাবে মাথা নাড়লো। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে রেস্টুরেন্টে এসে ভালো লাগছে না তার।

গিনজার এক নামকরা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে এসেছে তারা ডিনারের জন্যে। কুডো ইয়াসুকোকে জোর করছিল যাতে মিশাতোকে নিয়ে আসে। তাই আজ মিশাতোকে এনেছে সাথে করে। মেয়েটার অবশ্য আসার ইচ্ছে একদমই ছিল না, কিন্তু ইয়াসুকো তাকে বুঝিয়েছে, তারা যদি স্বাভাবিক আচরণ না করে তাহলে হয়তো পুলিশের মনে সন্দেহ জাগবে।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আসলেও ভুল হয়েছে কাজটা। পুরো সন্ধ্যা জুড়ে

BanglaBook.org

মিশাতোর সাথে ভাব জমানোর চেষ্টা করেছেন কুডো। কিন্তু প্রতিবারই হ্যা-না এ উত্তর দিয়েছে মিশাতো। রীতিমত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে এখন কুডোকে।

মিশাতো তার পুডিং খাওয়া শেষ করে ইয়াসুকোর দিকে ঘুরে বলল, "বাথরুমে যাচ্ছি আমি।"

"আচ্ছা।"

মিশাতোর যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো ইয়াসুকো। এরপর কুডোর দিকে ঘুরে বলল, "আমি আসলেই দুঃখিত।"

"কেন? কি নিয়ে?" কুডোকে দেখে আসলেই অবাক মনে হলো, তবে ইয়াসুকোর ধারণা অভিনয় করছেন তিনি।

"ও আসলে খুব লাজুক ধরণের। আর বয়স্ক লোকদের সাথে কথা বলতে ওর সমস্যা হয়।"

"আরে, চিন্তা করো না। ওর মত বয়সে আমিও অমনই ছিলাম। আর আমি ভাবিওনি একদিনের সাক্ষাতের পরেই বন্ধু হয়ে যাবো আমরা। ওর সাথে দেখা করতে পেরেই খুশি আমি।"

"ধন্যবাদ, আপনি আসলেও খুব ভালো।"

কুডো মাথা নেড়ে চেয়ারের পেছনে ঝোলানো কোটের পকেট হাতড়ানো শুরু করলেন। সেখান থেকে একটা সিগারেট আর লাইটার বের করে সিগারেটটা ধরালেন তিনি। এতক্ষণ মিশাতো ছিল বলে সিগারেট খেতে পারছিলেন না।

"পরিস্থিতির কেমন সবকিছুর?"

"কিসের পরিস্থিতি?"

"তদন্তের ব্যাপারে বলছিলাম।"

"ওহ্," এই বলে কুডোর দিকে তাকালো ইয়াসুকো। "না, সেরকম কিছু ঘটেনি। স্বাভাবিকভাবেই চলছে সবকিছু।"

"শুনে খুশি হলাম। ডিটেক্টিভরা আর বিরক্ত করছে না তাহলে?"

"গত কয়েকদিনে তো আসেনি তারা। আপনার কি খবর?"

"এখানেও সব স্বাভাবিক। আমাকে বোধহয় আর সন্দেহ করছে না তারা," অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলতে ফেলতে বললেন কুডো। "তবে একটা ব্যাপার নিয়ে বেশ চিন্তায় আছি, তোমার ঘটনার সাথেই বোধহয় জড়িত ওটা।"

"কি সেটা?"

"আসলে," কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে বললেন কুডো, "গত

BanglaBook.org

কয়েকদিন যাবত কিছু অদ্ভুত ফোন আসছে আমার বাসায়। রিং হয় কিন্তু রিসিভার ওঠানোর পরে ওপাশ থেকে কেউ কথা বলে না।"

"তাই? অদ্ভুত তো," ইয়াসুকো ভুরু কুঁচকে বলল।

"আরেকটা ব্যাপারও আছে," কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পরে একটা কাগজের টুকরো বের করলেন প্যান্টের পকেট থেকে। "কিছুদিন আগে আমার ঠিকানায় এটা পাঠিয়েছে কেউ।"

নিজের নাম কাগজটার গায়ে দেখতে পেয়ে জমে গেলো ইয়াসুকো। সেখানে লেখা :

ইয়াসুকো হানাওকা থেকে দূরে থাকবি। তোর মত লোকের সাথে কখনই সুখি হতে পারবে না সে।

কম্পিউটারে প্রিন্ট করে লেখা হয়েছে কাগজটাতে। প্রেরক সম্পর্কে কোন তথ্য নেই।

"কেউ আপনাকে বাই পোস্টে পাঠিয়েছে এগুলো?"

"না, আমার ধারণা বাসায় এসে নিজহাতে মেইলবক্সে ঢুকিয়ে রেখে গেছে।"

"কে হতে পারে?"

"সে সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। ভাবছিলাম, তুমি বলতে পারবে।"

"দুঃখিত। আমি চিন্তাই করতে পারছি না..." এই বলে ইয়াসুকো ব্যাগ থেকে একটা রুমাল বের করলো। হাত ঘামতে শুরু করেছে তার। "শুধু এই চিরকুটটাই ছিল সেখানে?"

"না, একটা ছবিও ছিল।"

"একটা ছবি?"

"তোমার সাথে যেদিন শিনাগাওয়ায় দেখা করেছিলাম সেদিন তোলা হয়েছিল ওটা। পার্কিংলটে। আমি বুঝতেই পারিনি কিছু।"

নিজের অজান্তেই আশেপাশে একবার চোখ বোলাল ইয়াসুকো। কেউ *দেখছে না তো এখন?*

এরমধ্যে মিশাতো ফিরে আসলে সে প্রসঙ্গে আর কথা বলল না তারা। কিছুক্ষণ পরে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে কুডোর কাছ থেকে বিদায় জানিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়লো মিশাতো আর ইয়াসুকো।

"তোমাকে বলেছিলাম না, খাবার খুব ভালো এখানকার," ইয়াসুকো

BanglaBook.org

বলল। কিন্তু মিশাতো কোন জবাব না দিয়ে কপাল কুঁচকে বসে থাকলো। "এরকম চেহারা বানিয়ে বসে থাকাটা উচিত হয়নি তোমার।"

"আমাকে নিয়ে আসাও উচিত হয়নি তোমার। আমি তো বলেইছিলাম, আসার কোন ইচ্ছে নেই আমার।"

"কিন্তু উনি তোমার কথা বারবার করে বলে দিয়েছিলেন।"

"তোমাকে পেলেই খুশি থাকতেন তিনি। এরপরে আর কখনও আসবো না আমি তোমার সাথে।"

জোরে একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইয়াসুকো। কুডোর সাথে মিশাতোর কখনও ভাব হবে বলে মনে হয় না।

"তুমি কি তাকে বিয়ে করবে, মা?" হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলো মিশাতো।

ইয়াসুকো সোজা হয়ে বসলো, "কি বলছো এসব?"

"ঠিকই বলছি। তাকে বিয়ে করতে চাও তুমি, তাই না?"

"না!"

"আসলেই?"

"অবশ্যই। মাঝে মাঝে একসাথে ডিনার করি আমরা, এটুকুই।"

"তাহলে ঠিক আছে," মিশাতো জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল।

"কিন্তু হঠাৎ করে এই প্রশ্ন করলে কেন? কিছু...কিছু বলার আছে তোমার?"

"না," আস্তে আস্তে তার দিকে ঘুরে বলল মিশাতো। "কিন্তু অন্য লোকটাকে ঠকানো উচিত হবে না।"

"অন্য কোন লোক?"

মিশাতো ইয়াসুকোর দিকে তাকিয়ে থাকলো কিন্তু কিছু বলল না। বোঝাই যাচ্ছে, ইশিগামির কথা বলতে চাইছে সে, কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভারের সামনে তার নাম উচ্চারণ করছে না।

"আমার মনে হয় সেটা নিয়ে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে," ইয়াসুকো বলল।

"হুম," মিশাতো বলল। ভাব দেখে অবশ্য মনে হলো না তার কথার সাথে একমত সে।

বাকি পথটা কুডোর মেইলবক্সে আসা চিঠি আর ছবি নিয়ে ভাবতে থাকলো ইয়াসুকো। তার মনে হচ্ছে, এটা ইশিগামিরই কাজ। কুডো আর তার মধ্যকার সম্পর্কটা বের করে ফেলা লোকটার পক্ষে কঠিন কোন কাজ

BanglaBook.org

নয়। আর সেটা দেখে ঈর্ষাকাতর হয়েই ওগুলো পাঠিয়েছে সে।

হাজার হলেও ইয়াসুকোকে পছন্দ করে ইশিগামি। আর সেটা যে শুধু নিছক পছন্দের পর্যায়ে আছে তা নয়। কারণ যেভাবে ইয়াসুকোকে সাহায্য করছে সেটা অন্য কেউ হলে করতো বলে মনে হয় না। একমাত্র তার কারণেই টোগাশির খুনের দায়ে পুলিশ এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি তাদেরকে। ইশিগামির প্রতি অবশ্যই কৃতজ্ঞ সে। কিন্তু তার মানে কি সারাজীবন অন্য কোন পুরুষের সাথে দেখা করতে পারবে না সে? বিয়ে তো দূরের কথা। তাহলে আর আগের জীবনের চেয়ে পার্থক্য কি থাকলো? টোগাশির সাথে থাকা অবস্থাতেও তো এরকম হয়নি তার সাথে। সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের একজন মানুষের সাথে মানিয়ে চলতে হবে তাকে এখন থেকে।

আর এবার আসলেই কোন নিস্তার নেই।

বাসায় পৌছে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলো তারা। ইশিগামির ঘরে তখনও বাতি জ্বলছে।

অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে কাপড় বদলাচ্ছে এমন সময় পাশের বাসার দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার আওয়াজ কানে আসল তার।

"দেখলে তো?" মিশাতো বলল। "আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন তিনি এতক্ষণ।"

"সেটা বলতে হবে না তোমাকে," চড়া গলায় বলল ইয়াসুকো।

কিছুক্ষণ পরে তার মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো।

"হ্যালো?"

"আমি, ইশিগামি," পরিচিত আওয়াজ ভেসে আসল ওপাশ থেকে। "এখন কথা বলতে পারবেন?"

"হ্যা।"

"রিপোর্ট করার মত কিছু ঘটেছে আজকে?"

"না।"

"ভালো," ফোনের এপাশ থেকেও ইশিগামির ভারি নিঃশ্বাসের আওয়াজ পেলো ইয়াসুকো। "আসলে আপনার সাথে কয়েকটা ব্যাপারে কথা ছিল।"

"জি, বলুন।"

"আপনার দরজার সামনে মেইলবক্সে চিঠিভর্তি তিনটা খাম রেখে দিয়েছি আমি। দয়া করে ফোন রাখার পরপরই ওগুলো নিয়ে আসবেন।"

"চিঠি?" দরজার দিকে চোখ চলে গেলো ইয়াসুকোর।

BanglaBook.org

"সাবধানে রাখবেন ওগুলো। খুব শিগ্রই কাজে লাগবে। ঠিক আছে?"

"হ্যা।"

"চিঠিগুলোর সাথে একটা কাগজে নির্দেশনা লিখে দিয়েছি আমি। সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হবে ওটা পড়লেই বুঝতে পারবেন। পড়া শেষ হলে কাগজটা যে পুড়িয়ে ফেলতে হবে সেটা আশা করি আপনাকে বলতে হবে না। বুঝতে পারছেন কি বলছি?"

"জি। ওগুলো কি এখনই নিয়ে আসবো?"

"না, পরে নিলেও সমস্যা নেই। আরেকটা জরুরি কথা আছে আমার," কেমন যেন কাঁপা কাঁপা শোনাল ইশিগামির গলা।

"জি, বলেন?"

"এটাই আমার শেষ ফোন কল। এরপরে আর কোনদিন আপনার সাথে যোগাযোগ করবো না আমি। আপনিও আমার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করবেন না। যাই ঘটুক না কেন, আপনি আর আপনার মেয়ে সেসবের সাথে জড়াবেন না। তাহলেই নিরাপদ থাকবেন আপনারা।"

ইয়াসুকোর বুকের ভেতর কেউ যেন হাতুড়িপেটা করতে থাকলো। "কি বলছেন এসব, মি. ইশিগামি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"খুব শিগ্রই বুঝতে পারবেন। এখন আপনার না জানাই ভালো। আমি যা যা বললাম তাই করবেন, ঠিক আছে?"

"না, ঠিক নেই। আপনি খুলে বলুন সব।"

মিশাতো তার মার কথা বলার ধরণ দেখে পাশে এসে দাঁড়াল।

"খুলে বলার মত কিছু নেই। ভালো থাকবেন।"

"দাঁড়ান–" সে বলল, কিন্তু এরইমধ্যে লাইন কেটে দেয়া হয়েছে।

X

কুসানাগি গাড়িতে ছিল এমন সময়ে তার ফোনটা বাজতে শুরু করলো। প্যাসেঞ্জার সিটে বসে বিশ্রাম করছিল। সে অবস্থাতেই ফোনটা বের করে কানে দিলো। "কুসানাগি বলছি।"

"আমি, মামিয়া," ওপাশ থেকে চিফের গলার আওয়াজ ভেসে এলো। "এখনই এডোগাওয়া পুলিশ স্টেশনে আসো তোমরা দু-জন।"

"কেন? কিছু পেয়েছেন নাকি?"

"এখানে একজন লোক তোমার সাথে কথা বলতে চায়।"

"কে?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করলো।

BanglaBook.org

"তার নাম ইশিগামি, ইয়াসুকো হানাওকার পাশের বাসায় থাকেন তিনি।"

"ইশিগামি? আমার সাথে কথা বলতে চায়? তাহলে ফোন দিলো না কেন?"

"আসলে ব্যাপারটা তার চেয়ে জটিল," মামিয়া গম্ভীর স্বরে জবাব দিলো।

"সে কি আপনাকে কিছু বলেছে চিফ?"

"সে বলছে, তুমি বাদে আর কারো সাথে বিস্তারিত কথা বলবে না। এজন্যেই তোমাকে এখানে দরকার এখন।"

"জি, এখনই আসছি," কুসানাগি হন্তদন্ত হয়ে বলল। এরপর রিসিভার একহাতে চাপা দিয়ে অন্য হাতে কিশিতানিকে গুঁতো দিলো, "চিফ এখনই আমাদের এডোগাওয়া স্টেশনে যেতে বলছেন।"

এসময় ফোনের স্পিকারে মামিয়ার গলার আওয়াজ ভেসে আসল, "বলছে, সে-ই নাকি কাজটা করেছে।"

"জি? কি বললেন?"

"টোগাশিকে নাকি সে নিজে খুন করেছে। আত্মসমর্পণ করতে এসেছেন ইশিগামি।"

"মানে!?"

এত জোরে উঠে বসলো কুসানাগি যে সিটবেল্টের দাগ বসে গেলো তার গায়ে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

একদম পাথরের মত মুখ করে কুসানাগির দিকে তাকিয়ে আছে ইশিগামি। কোন অনুভূতি নেই সেই চেহারায়। কুসানাগির কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল।

"তাকে আমি প্রথম দেখেছিলাম মার্চের দশ তারিখে," একদম শান্ত গলায় কথা বলছে লোকটা। "স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখি ইয়াসুকোর অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে পায়চারি করছে সে। তাদের মেইলবক্সের ভেতরে হাত ঢোকাতে দেখে ফেলি আমি তাকে।"

"কার কথা বলছেন আপনি?"

"মি. টোগাশি! আর কার কথা বলবো? অবশ্য তখনও তার নামটা জানতাম না," ইশিগামি উত্তর দিলো।

কুসানাগি আর কিশিতানি গণিত শিক্ষকের সাথে এডোগাওয়া থানার একটা রুমে বসে আছে এখন। এখানেই অপরাধিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ইশিগামি বলে দিয়েছিল তাদের দু-জন ছাড়া অন্য কারো সাথে কথা বলবে না সে। কারণ একসাথে অনেকজন মিলে প্রশ্ন করলে নাকি তার অসুবিধা হয়। কিশিতানি একটা নোটপ্যাডে সবকিছু লিখছে।

"টোগাশিকে সেখানে দেখে কেমন যেন খটকা লাগে আমার। তাই ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করি এখানে কি কাজ তার। প্রথমে ভড়কে গেলেও পরে বলে সে নাকি ইয়াসুকো হানাওকার স্বামী। তখনই তাকে চিনতে পারি আমি আর এ-ও বুঝতে পারি, ডাহা মিথ্যা বলছে সে। কিন্তু তাকে সেটা বুঝতে দেই না।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান," হাত তুলে তাকে থামার নির্দেশ দিলো কুসানাগি। "আপনি বুঝলেন কিভাবে যে সে মিথ্যা কথা বলছে?"

ছোট করে একবার নিঃশ্বাস নিলো ইশিগামি। "কারণ ইয়াসুকো হানাওকা সম্পর্কে যা যা জানা দরকার সব জানি আমি। আমি জানতাম পাঁচ বছর আগেই তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আর আগের স্বামীর হাত থেকে বাঁচার জন্যে বারবার বাসা বদলাতে হয়েছে তাকে।"

"কিন্তু এসব জানলেন কিভাবে আপনি? আমার জানামতে তার সাথে তো কথাই হত না আপনার। শুধুমাত্র লাঞ্চ শপটাতে নিয়মিত যেতেন বলেই প্রতিদিন অল্প সময়ের জন্যে দেখা হত।"

BanglaBook.org

"সবাইকে সেটাই বলি আমি।"

"জি?"

চেয়ারে সোজা হয়ে বসলো ইশিগামি। "আমি আসলে ইয়াসুকো হানাওকার বডিগার্ড। খারাপ লোকদের হাত থেকে তাকে বাঁচানোই আমার কাজ। কিন্তু সঙ্গত কারণে সেটা কাউকে জানতে দেইনি আমরা। হাজার হলেও একজন স্কুল শিক্ষক আমি।"

"কিন্তু আপনার সাথে প্রথম যেদিন দেখা হলো সেদিন তো বলেছিলেন আপনাদের মধ্যে কথাবার্তাই হয় না," কুসানাগি জোর দিয়ে বলল।

"আপনি তো টোগাশির খুন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এসেছিলেন আমার বাসায়, তাই না? তাই সত্যটা বলার প্রশ্নই আসে না। তাহলে সাথে সাথে আমাকে সন্দেহ করা শুরু করতেন আপনারা।"

"আচ্ছা..." কুসানাগি ইতস্তত করতে লাগল। "তার মানে বলতে চাচ্ছেন ইয়াসুকো হানাওকা সম্পর্কে সবকিছু জানেন কারণ আপনি তার বডিগার্ড?"

"ঠিক বলেছেন।"

"তাহলে তো বেশ অনেকদিন ধরেই তার সাথে ঘনিষ্ঠতা আপনার। ঘটনার আগে থেকেই?"

"হ্যা, যেরকমটা বলেছি, আমাদের চুক্তিটা ছিল একদম গোপনিয়। যোগাযোগের ব্যাপারে খুবই সাবধানি ছিলাম আমরা। এমনকি তার মেয়েও কিছু জানতো না এ ব্যাপারে।"

"কিভাবে সেটা করতেন আপনারা?"

"বেশ কয়েকটা উপায় ছিল আমাদের। সেসব সম্পর্কে এখনই শুনতে চান?" চোখে প্রশ্ন নিয়ে ডিটেক্টিভের দিকে তাকালো ইশিগামি।

কুসানাগি এখনও একধরণের ঘোরের মধ্যে আছে। লোকটার কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তার। ইয়াসুকোর সাথে তার গোপন এই সম্পর্কের কথা যেভাবে অকপটে স্বীকার করলো তাতে অবাক না-হয়ে পারেনি কুসানাগি। আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না কিছু। তবে সত্যিই যদি এমন কিছু ঘটে থাকে তাহলে সেটা জানতে চায় সে।

"না," কুসানাগি বলল। "সে ব্যাপারে পরে প্রশ্ন করবো আপনাকে। আগে মি. টোগাশির ব্যাপারে বলুন। আপনি বলছিলেন, দশ তারিখে মিস হানাওকার বাসার বাইরে প্রথম দেখেছিলেন তাকে। আর দেখেও কিছু না বোঝার ভান করেছিলেন। এরপর কি হলো?"

BanglaBook.org

"সে আমাকে ইয়াসুকোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, সে কোথায় আছে, তার মেয়ে কোথায়–এসব। উত্তরে আমি বলি, সেখান থেকে চলে গেছে হানাওকারা। নতুন একটা চাকরি পেয়েছে ইয়াসুকো। বুঝতেই পারছেন, অবাক হয়ে গিয়েছিল সে আমার কথা শুনে। এরপরে ইয়াসুকোর নতুন ঠিকানা জানি কিনা সেটা জিজ্ঞেস করে। আমি বলি, সেটা জানা আছে আমার।"

"কি বলেছিলেন তাকে?"

"শিনোজাকির কথা বলেছিলাম। বলি যে, পুরনো এডোগাওয়া নদীর পাশে একটা অ্যাপার্টমেন্টে চলে গেছে তারা," হেসে জবাব দিলো ইশিগামি।

শিনোজাকির কথা কখন উঠবে সেটাই ভাবছিলাম, মনে মনে বলল কুসানাগি। "এটুকুই বলেছিলেন?" জিজ্ঞেস করলো। "এভাবে তো খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। নদীর পাশে অনেকগুলো অ্যাপার্টমেন্ট আছে আর জায়গাটাও বেশ বড়।"

"ঠিকানাও জানতে চেয়েছিল টোগাশি। তাকে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে চলে যাই আমি। ম্যাপ দেখে একটা ঠিকানা লিখে দেই তাকে। কিন্তু ঠিকানাটা আসলে একটা পরিত্যক্ত পানি শোধনাগার কেন্দ্রের। তার মুখের হাসিটা যদি দেখতেন তখন! আমাকে বলেছিল আমি নাকি অনেক ঝামেলা কমিয়ে দিয়েছি তার।"

"তাকে সেই ঠিকানাটা দিলেন কেন আপনি?"

"কারণ জায়গাটা একদম নিরিবিলি। কোন সাক্ষি থাকবে না আশেপাশে। আর ওখানটা ভালোমত চিনি আমি।"

"দাঁড়ান," অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল কুসানাগি। "তার মানে তখন থেকেই তাকে খুন করার পরিকল্পনা করা শুরু করে দেন আপনি?"

"অবশ্যই," দেরি না করে জবাব দিলো ইশিগামি। "যেমনটা বলেছি, মিস হানাওকাকে রক্ষা করাই আমার কাজ। কেউ যদি তার কোন সমস্যা করার চেষ্টা করে তাহলে তাকে রাস্তা থেকে সরানোটা আমার দায়িত্ব।"

"আর আপনার মনে হয়েছিল মি. টোগাশি তার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে?"

"মনে হওয়ার কিছু ছিল না। আমি জানতাম সেটা। এর আগেও তার ওপর অনেক অত্যাচার করেছে টোগাশি। এজন্যেই তো বাসা বদলে আমার পাশের অ্যাপার্টমেন্টে চলে আসে তারা।"

BanglaBook.org

"মিস হানাওকা কি নিজে আপনাকে এসব বলেছেন?"

"মানে, আমাদের ঐ গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যতটা বলা যায় আর কি।"

কোন প্রকার ইতস্তত বোধ করা ছাড়াই কথাগুলো বলছে ইশিগামি। এখানে আসার আগে গল্পটা সাজানোর অনেক সময় পেয়েছে সে, নিজেকেই বলল কুসানাগি। তারপরেও সেটা শুনে সন্দেহ জাগছে তার মনে। ইশিগামির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এতদিন সে যা ভবতো তার সাথে কিছুই মিলছে না। শান্তশিষ্ট স্কুল শিক্ষকের এ কোন রূপ? কিন্তু তারপরেও পুরো গল্পটাই শুনতে হবে তাকে, সেটা সত্য হোক আর না হোক।

"তাকে ঠিকানাটা দেয়ার পরে কি করলেন?"

"সে আমার কাছে ইয়াসুকোর নতুন কর্মস্থল সম্পর্কে জানতে চায় এরপর। উত্তরে বলি, আমি ঠিকানাটা সঠিক জানি না, কিন্তু শুনেছি একটা রেস্তোরাঁয় চাকরি করে সে এখন। সেখানে রাত এগারোটা পর্যন্ত কাজ করতে হয় তাকে, তার মেয়ে স্কুল শেষে সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করে। ইয়াসুকোর কাজ শেষে রাতে একসাথে বাসায় ফেরে দু-জন। সবটাই অবশ্য বানানো ছিল।"

"আর এসব কিছু বানালেন কেন আপনি?"

"কারণ সে তখন কি করবে সেটা নিয়ে চিন্তায় ছিলাম আমি। আমি তাকে যে জায়গার ঠিকানাটা দিয়েছি সেটা নিরিবিলি হলেও দিনের বেলা আশেপাশে চলে আসতে পারে অনেকে। আর তাকে যদি আমি এটা বলি যে, রাত করে বাসায় ফিরবে ইয়াসুকো আর তার মেয়ে, তাহলে তখনই তাদের অ্যাপার্টমেন্টে যাবে না সে।"

"থামুন," আবার হাত উঠিয়ে ইশারা করলো কুসানাগি। "সে মুহূর্তে ওখানে দাঁড়িয়েই এত কিছু পরিকল্পনা করে ফেললেন আপনি?"

"হ্যা। কেন, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"তা নয়...কিন্তু এত দ্রুত কেউ এরকম চিন্তা করতে পারে সেটা মানতে একটু কষ্ট হচ্ছে বৈকি।"

"অত কঠিনও না ব্যাপারটা," ইশিগামি মৃদু হেসে বলল। "আমি জানতাম ইয়াসুকোর সাথে দেখা করার জন্যে তর সইছিলো না টোগাশির। আর সেটাকেই তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছি আমি।"

"আপনার জন্যে হয়তো কঠিন না," ঠোঁট ভিজিয়ে বলল কুসানাগি। "তো, এরপর কি হলো?"

BanglaBook.org

"সে চলে যাওয়ার আগে তাকে আমার মোবাইল নম্বরটা দেই আমি। বলি, অ্যাপার্টমেন্টটা খুঁজে না পেলে যেন আমাকে ফোন দেয়। তার জায়গায় অন্য কেউ হলে কিন্তু আমার এই অতি আগ্রহ দেখে সন্দেহ করতো, কিন্তু তার মনে ওরকম কিছুই আসেনি। সত্যি কথা বলতে কি, তাকে অতটা চালাক মনে হয়নি আমার।"

"এটা কিন্তু খুব কম লোকের মাথাতেই আসবে যে, সদ্য পরিচয় হওয়া একজন লোক তাকে খুন করার পরিকল্পনা আঁটছে।"

"যাই হোক, ভুয়া ঠিকানাটা পকেটে ভরে খুশিমনে সেখান থেকে চলে যায় সে। এরপর অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে প্রস্তুতি নিতে শুরু করি আমি," এই বলে সামনে রাখা চায়ের কাপটায় নিঃশব্দে একবার চুমুক দিলো ইশিগামি।

"কি রকম প্রস্তুতি?"

"ওরকম বড়সড় কোন প্রস্তুতি না। জামাকাপড় পাল্টে অপেক্ষা করতে থাকি আমি। কোন উপায়ে তাকে খুন করলে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে সেটা চিন্তা করা শুরু করি। বেশ কিছুক্ষণ ভাবার পর ঠিক করি শ্বাসরোধ করে মারাটাই উচিত হবে। কারণ রক্তপাতও হবে না এতে। আর সেরকম ভারি কোন অস্ত্রেরও দরকার পড়বে না। তবে শক্ত কিছু লাগবে এটা জানতাম আমি, এজন্যেই কোটাটসু হিটারটার তার খুলে নেই।"

"সেটা কি আপনি ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে করে?"

ইশিগামি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যা। দশটার দিকে বাসা থেকে বের হই আমি। তারটার পাশাপাশি একটা জিপো লাইটারও ছিল আমার সাথে। স্টেশনে যাওয়ার পথে খেয়াল করি রাস্তার পাশে কেউ একজন নীল রঙের একটা প্লাস্টিকের পর্দা ফেলে রেখেছে, সেটাও উঠিয়ে নেই। ট্রেন থেকে মিজু স্টেশনে নেমে যাই, এরপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে পুরনো এদোগাওয়া নদীর কাছে যাই আমি।"

"মিজু স্টেশন? শিনোজাকি না?"

"অবশ্যই না," নির্দ্বিধায় বলল ইশিগামি। "আমি চাইনি ভুল করে লোকটার সাথে দেখা হয়ে যাক আগেভাগেই। তাকে যে জায়গাটার কথা বলেছিলাম সেখান থেকে কিছুটা দূরে ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে যাই।"

"তো, ট্যাক্সি থেকে বের হওয়ার পর কি করলেন?"

"চারপাশে খেয়াল করে যখন দেখলাম কেউ নেই, তখন গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা দিলাম। অবশ্য অতটা সতর্ক না হলেও চলতো, ঐ সময়ে ওদিকে খুব একটা যায় না কেউ," আবারো চায়ের কাপে একটা চুমুক দিলো ইশিগামি। "নদীর তীরে পৌছানোর সাথে সাথে আমার ফোনটা বাজতে

BanglaBook.org

শুরু করে। টোগাশিই ফোন দিয়েছিল। বলে, আমি যে ঠিকানাটা দিয়েছি ওখানে কোন অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে পাচ্ছে না। আমি জিজ্ঞেস করি ঠিক কোথায় আছে সে। তখন আশেপাশে দেখে বিস্তারিতভাবে সেখানকার বর্ণনা দেয় আমাকে। কিন্তু এটা বুঝতে পারে না, আমি সেখানেই যাচ্ছি তখন। ততক্ষণে তার অবস্থান সম্পর্কে একদম নিশ্চিত হয়ে গিয়েছি। ওখানে পৌছে দেখি নদীর পাশে ঘাসের ওপর বসে আছে টোগাশি। তার একদম পেছনে গিয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত কিছুই টের পায়নি সে। কিন্তু ততক্ষণে কোটাটসুর তারটা দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরেছি আমি। সে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল অবশ্য, কিন্তু আমার সাথে পেরে ওঠেনি। খুব তাড়াতাড়িই নিস্তেজ হয়ে আসে। যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও সহজ ছিল কাজটা," ইশিগামির চোখ তার চায়ের কাপটার দিকে গেলো, "আরেক কাপ চা দেয়া যাবে কি?"

কিশিতানি দাঁড়িয়ে কেতলি থেকে চা ঢেলে দিলো তার কাপে। ইশিগামি মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানাল।

"ভিক্টিমের শারীরিক গঠন কিন্তু অতটা দূর্বল ছিল না। ভালোমতই বাঁধা দেয়ার কথা তার," কুসানাগি যুক্তি দেখালো।

ইশিগামির অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তন হলো না, কেবল চোখদুটো সরু হয়ে আসল। "আমি আমার স্কুলের জুডো ক্লাবের পরিদর্শক। তাছাড়া পেছন দিক দিয়ে কাউকে ঘায়েল করা তুলনামূলক অনেক সোজা, লোকটা যতই শক্তিশালি হোক না কেন।"

"তাকে মেরে ফেলার পরে কি করলেন?" কুসানাগি মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করলো।

"আমি জানতাম লাশটার পরিচয় গুম করতে হবে। কারণ পুলিশ যদি তার নাম জেনে যায় তাহলে অবশ্যই ইয়াসুকো হানাওকাকে সন্দেহ করা শুরু করবে তারা। প্রথমে তার জামাকাপড় খুলে ফেলি, তারপর চেহারাটা থেতলে দেই," শীতল স্বরে বলল ইশিগামি। "এসটার জন্যে প্রথমে প্লাস্টিকের পর্দাটা দিয়ে তার চেহারাটা মুড়িয়ে নেই, এরপর একটা বড় পাথর দিয়ে আঘাত করতে থাকি। কয়বার আঘাত করেছিলাম সেটা বলতে পারবো না, কিন্তু ডজনখানেক বার তো হবেই। আর লাইটারটা দিয়ে আঙুলগুলো পুড়িয়ে দেই। এরপর তার জামাকাপড়গুলো নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চলে যাই। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা পুরনো তেলের ড্রাম চোখে পড়ে আমার। ব্যাস, ওর মধ্যে কাপড়গুলো ঢুকিয়ে দিয়ে লাইটার দিয়ে

BanglaBook.org

জ্বালিয়ে দেই। কিন্তু আগুনটা বেশি উঁচুতে উঠে যাওয়ায় ভয় পেয়ে যাই আমি। কেউ দেখে ফেলার আগেই ওগুলো রেখে পালিয়ে যাই। এরপর একটা ট্যাক্সি ধরে টোকিও স্টেশনে চলে আসি। সেখান থেকে আরেকটা ট্যাক্সি নিয়ে বাসায়। মধ্যরাতের একটু পরে বাসায় ফিরি," একটানে কথাগুলো বলে থামল সে। "এই তো, এভাবেই ঘটেছিল ব্যাপারটা। খুনের কাজে যে তার আর লাইটারটা ব্যবহার করেছিলাম সেটা আমার অ্যাপার্টমেন্টে খুঁজে পাবেন আপনারা।"

চোখের কোণ কিশিতানির দিকে তাকালো কুসানাগি, নোটপ্যাডে লিখতে ব্যস্ত জুনিয়র ডিটেক্টিভ। একটা সিগারেট ধরিয়ে ইশিগামির দিকে তাকালো সে। শান্তশিষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে লোকটা।

গল্পটায় কোন ফাঁক নেই। লাশের অবস্থা থেকে শুরু করে ক্রাইম-সিন সম্পর্কে যা যা বলেছে সে, সবই মিলে গেছে। আর যেহেতু পুলিশের পক্ষ থেকে এর আগে খুনটা সম্পর্কে কোন খবরের কাগজে কিংবা টিভিতে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি, সেহেতু বানিয়ে বানিয়ে বলার সম্ভাবনাও কম।

"আপনি কি ইয়াসুকো হানাওকাকে বলেছিলেন খুনটার ব্যাপারে?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করলো কিছুক্ষন পর।

"তার দরকার কি?" ইশিগামি পাল্টা প্রশ্ন করলো। "তাকে বললে সে যদি কথায় কথায় অন্য কাউকে বলে দিতো? মহিলাদের পেট এমনিতেও অনেক পাতলা হয়।"

"তার মানে, কি ঘটেছে এ ব্যাপারে তার সাথে কোন কথাই বলেননি আপনি?"

"কিছুই বলিনি। আর আপনারা যখন থেকে ওরকম ছোক ছোক করা শুরু করলেন তখন থেকে তার সাথে যতটা সম্ভব কম যোগাযোগ করার চেষ্টা করি আমি। যাতে সন্দেহ না জাগে কারো মনে।"

"আপনি বলছিলেন বিশেষ উপায়ে মিস হানাওকার সাথে যোগাযোগ করতেন আপনি। সে সম্পর্কে এখন বলতে পারবেন?"

"বেশ কয়েকটা উপায়ে যোগাযোগ করতাম আমরা। এই যেমন আমার সাথে সরাসরি কথা বলতেন তিনি।"

"মানে, কোথাও দেখা করতেন আপনারা?"

"সেরকম কিছু না। ওতে লোকজনের দেখে ফেলার ভয় ছিল। সে তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকেই কথা বলতো আর এপাশ থেকে একটা যন্ত্রের মাধ্যমে সেগুলো শুনতাম আমি।"

BanglaBook.org

"কি রকম যন্ত্র?"

"আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট দুটোর মাঝের দেয়ালটায় সাউন্ড অ্যামপ্লিফাইয়ার বসিয়ে দেই আমি। তাই সবকিছু পরিস্কার শোনা যেত।"

কিশিতানির লেখা বন্ধ করে মুখ তুলে তাকালো। কুসানাগি জানে কেন লেখা বন্ধ করেছে সে।

"তার মানে, আড়ি পাততেন আপনি?"

ইশিগামির ভুরু কুচকে গেলো। "আড়ি পাততে যাবো কেন? আমার সাথেই তো কথা বলতেন ইয়াসুকো!"

"তো, মিস হানাওকা এই যন্ত্রের কথা জানতেন?"

"সেটার কথা হয়তো জানতেন না কিন্তু দেয়ালের দিক মুখ করেই কথাগুলো বলতেন তিনি।"

"সেজন্যেই আপনি বলছেন, আপনার সাথে কথা বলতেন তিনি?"

"হ্যা। সেখানে তার মেয়েও থাকতো, তাই সরাসরি আমার সাথে কথা বলতে পারতেন না, বুঝতেই পারছেন। এজন্যে মেয়ের সাথে কথা বলার ছল করে আমাকে নির্দেশ দিতেন।"

কুসানাগির হাতের সিগারেটটা অর্ধেক পুড়ে গেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত একবারও ঝাড়া দেয়নি সেটা। শেষবারের মত একটা টান দিয়ে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে কিশিতানির দিকে তাকালো। জুনিয়র ডিটেক্টিভ বোকার মত ঘাড় চুলকাচ্ছে, বিভ্রান্ত হয়ে গেছে পুরোপুরি।

"ইয়াসুকো হানাওকা কি আপনাকে এটা নিজে জানিয়েছিলেন, মেয়ের সাথে কথা বলার ছলে আসলে আপনার সাথে কথা বলছেন তিনি?"

"সেটা বলার তো দরকার ছিল না। আমি তার সম্পর্কে সবকিছুই জানতাম," ইশিগামি প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে নিশ্চিত করলো তাদেরকে।

"তার মানে, সেরকম কিছু বলেননি তিনি? হয়তো গোটা ব্যাপারটাই আপনি কল্পনা করে নিয়েছিলেন?"

"অসম্ভব," ইশিগামির অভিব্যক্তিহীন চেহারায় একটু বিরক্তি ভর করলো যেন। "আমি তো তার শয়তান স্বামীটার কথা তার কাছ থেকেই শুনেছি। না-হলে নিজের মেয়েকে সে কথা জানানোর কি প্রয়োজন তার? আমার সুবিধার জন্যেই তথ্যগুলো পাচার করছিলেন তিনি। ইঙ্গিতে সে ব্যাপারে সাহায্য চাচ্ছিলেন।"

কুসানাগি হাত নেড়ে তাকে শান্ত হয়ে বসার নির্দেশ দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি অন্য উপায়েও যোগাযোগ করার কথা বলছিলেন না?"

"হ্যা। প্রতি সন্ধ্যায় তাকে ফোন করতাম আমি।"

BanglaBook.org

"তার বাসার ফোনে?"

"না, মোবাইল ফোনে। কথা বলতাম না অবশ্য আমরা। যদি তার কোন দরকার থাকতো তাহলে ফোনটা ধরতেন। না-হলে পাঁচবার রিং হবার পরে রেখে দিতাম আমি। এটাই ঠিক করে নিয়েছিলাম আমরা।"

"আপনারা ঠিক করে নিয়েছিলেন? তার মানে, এ ব্যাপারে ধারণা ছিল তার?"

"অবশ্যই। আগেই কথা বলে ঠিক করে নিয়েছিলাম আমরা।"

"মিস হানাওকাকে কিন্তু এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

"কেন করবেন না? একমাত্র তখনই তো নিশ্চিত হতে পারবেন আপনারা," আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিলো ইশিগামি।

"এই কথাগুলো আপনাকে আরো কয়েকবার বলতে হতে পারে। একটা আনুষ্ঠানিক জবানবন্দি দিতে হবে আমাদের কাছে।"

"কোন সমস্যা নেই। আমি জানি অনেক নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় আপনাদের।"

"তার আগে আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন আছে আমার," কুসানাগি টেবিলে হাত রেখে বলল। "আপনি আত্মসমর্পণ করলেন কেন?"

"কেন, আত্মসমর্পণ করা কি উচিত হয়নি আমার?" একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করলো ইশিগামি।

"সেটা তো আমি জিজ্ঞেস করিনি। আমি বলছি, কেন এখন আত্মসমর্পণ করলেন আপনি?"

"তাতে কি আসে যায়? আপনারা তো একটা স্বীকারোক্তি চাচ্ছেন তাই না? 'নিজের ভুল বুঝতে পেরে একদম ভেঙে পড়ে খুনি, এরপর নিজেই পুলিশের কাছে ধরা দেয়'–এটা কেমন হয়?"

"আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না বিন্দুমাত্র ভেঙে পড়েছেন।"

"যদি আপনার মনে প্রশ্ন আসে, কাজটা করে আমার খারাপ লাগছে কিনা, তাহলে বলবো সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না আমার। পরিতাপ আছে অবশ্যই। যা করেছি সেটা না করলেও পারতাম। আর যদি জানতাম আমার সাথে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, তাহলে মোটেও লোকটাকে খুন করতাম না আমি।"

"কি? বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে আপনার সাথে?"

"আসলে ইয়াসুকো..." নিচের দিকে তাকিয়ে বলল ইশিগামি, "ইয়াসুকো অন্য একটা লোকের সাথে এখন নিয়মিত দেখা-সাক্ষাত করছে।

BanglaBook.org

কিন্তু ঐ টোগাশির হাত থেকে তো আমি বাঁচিয়েছি তাকে! সে যদি আমাকে ওসব না বলতো তাহলে কখনই খুনটা করতাম না। মনে আছে একদিন পরিস্কার করে বলেছিল সে : 'ওকে যদি মেরে ফেলতে পারতাম!' এজন্যেই তার হয়ে টোগাশিকে খুন করি আমি। এটা করতে সে-ই আমাকে কৌশলে নির্দেশ দিয়েছে। আচ্ছা, পুলিশ তাকে এখনও গ্রেফতার করছে না কেন?"

X

ইশিগামির স্বীকারোক্তির সাথে মিলিয়ে দেখার জন্যে তার বাসায় তল্লাশি চালাতে আসে কুসানাগি আর তার দলবল। তল্লাশি চলাকালীন সময়ে পাশের বাসায় ইয়াসুকো হানাওকার সাথে কথা বলেছে সে আর কুসানাগি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ইয়াসুকো আর মিশাতো দু-জনেই বাসায়। একজন মহিলা অফিসার অবশ্য মিশাতোকে বাইরে নিয়ে গেছে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে।

ইয়াসুকো যখন শোনে ইশিগামি আত্মসমর্পণ করেছে বিস্ময়ে চোখগুলো বড় বড় হয়ে যায় তার; দেখে মনে হয় নিঃশ্বাসও নিতে পারছে না। মুখ খুললেও আওয়াজ বের হয় না সেখান থেকে।

"খুব অবাক হয়েছেন নিশ্চয়ই?" কুসানাগি তার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলো।

"আমার কোন ধারণাই ছিল না এব্যাপারে। টোগাশিকে কেন খুন করতে যাবেন তিনি?" অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল ইয়াসুকো।

"সম্ভাব্য কোন কারণের কথাই কি মাথায় আসছে না আপনার?"

প্রশ্নটা শুনে ইতস্ততবোধ করতে লাগলো ইয়াসুকো। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা বলতে চাচ্ছে, কিন্তু বলতে পারছে না।

"ইশিগামি বলেছে আপনার জন্যেই নাকি এসব করেছে সে। আপনার পক্ষ থেকে খুন করেছে মি. টোগাশিকে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইয়াসুকো।

"তার মানে, কোন কারণ আছে তাহলে।"

ইয়াসুকো মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, "আমি জানি আমাকে মনে মনে পছন্দ করতেন তিনি। কিন্তু তার জন্যে এতদূর যাবেন–"

"সে আমাদের বলেছে আপনাদের দু-জনের মধ্যে নাকি বেশ অনেকদিন যাবত যোগাযোগ ছিল?"

BanglaBook.org

"যোগাযোগ?" ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো ইয়াসুকো। "আমরা তো কথাই বলতাম না বলতে গেলে।"

"কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফোন তো করতেন তিনি?" এরপর কুশাটানি ফোনকলের ব্যাপারটা খুলে বলল তাকে। সেটা শুনে আবারও ভুরু কুঁচকে গেলো ইয়াসুকোর।

"তার মানে উনিই ফোন করতেন!"

"আপনি জানতেন না সেটা?"

"আমি একবার ভেবেছিলাম উনিই হবেন, কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম না। কখনও নাম বলেননি তিনি ফোনে।"

"বেশ। এই ফোনকলগুলোর ব্যাপারে একটু বিস্তারিত বলতে পারবেন?"

ইয়াসুকো বলল তিনমাস আগে একদিন সন্ধ্যায় প্রথম ফোন আসে তার মোবাইলে। নাম না বলেই ওপাশ থেকে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেয় লোকটা। এমন সব কথা বলে যেগুলো কারো পক্ষে জানা প্রায় অসম্ভব, যদি না তার ওপর ক্রমাগত নজর রাখে কেউ। সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, কেউ একজন হয়তো তার পিছু নেয় সবসময়। তার সব কর্মকান্ডের ওপর নজর রাখে। কিন্তু লোকটার পরিচয় খুঁজে পায়নি। এরপর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঐ নির্দিষ্ট সময়টাতে ফোন আসতে শুরু করে, কিন্তু কোনবারই ফোন ধরেনি সে। একবার অতিষ্ঠ হয়ে অত কিছু না ভেবেই ফোনটা ধরে। তখন ওপাশ থেকে লোকটা বলে "আমি জানি আপনি অনেক ব্যস্ত থাকেন, তাই ফোন ধরতে পারেন না। তাই একটা বুদ্ধি দেই আপনাকে, এখন থেকে প্রতিদিনই পাঁচবার ফোন দেবো আমি। যদি আপনার কিছু দরকার থাকে, তাহলে পঞ্চমবারের আগেই ফোন ধরবেন।"

না চাওয়া সত্ত্বেও একমত হয়েছিল ইয়াসুকো। এরপর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফোন আসতে থাকে। লোকটা কোন টেলিফোন বুথ থেকে ফোন দিত। কিন্তু কোনবারই ফোন ধরেনি সে।

"আপনি কি তার গলা শুনেও চিনতে পারেননি?"

"না। এর আগে খুব কমই কথা হয়েছিল আমাদের। আর ঐ দু-বার ছাড়া কখনও তার ফোন ধরিনি আমি। আর আমার মাথাতেও এটা আসেনি, তিনি ওরকম কাজ করবেন। হাজার হলেও একজন স্কুল শিক্ষক বলে কথা!"

"কিন্তু এখনকার যুগে সেটা কোন চারিত্রিক সনদপত্র হতে পারে না," কিশিতানি বলল। বলে নিজেই যেন লজ্জা পেয়ে গেলো, তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে নিলো সে।

BanglaBook.org

কুসানাগির মনে পড়লো, শুরু থেকেই ইয়াসুকোর পক্ষে কথা বলে আসছে জুনিয়র ডিটেক্টিভ। ইশিগামি আত্মসমর্পণ করায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে সে।

"ফোনকলগুলো ছাড়াও অন্য কিছু ঘটেছিল নাকি?"

"একটু অপেক্ষা করুন," এই বলে উঠে পাশের ঘর থেকে তিনটা খাম নিয়ে আসল ইয়াসুকো। প্রতিটার সামনের দিকে লেখা 'ইয়াসুকো হানাওকা।'

"এগুলো কি?"

"আমার মেইলবক্সে পেয়েছিলাম খামগুলো। আরো ছিল, কিন্তু ওগুলো ফেলে দিয়েছি আমি। যদি কোনদিন কাজে লাগে এই ভেবে এই তিনটা রেখে দিয়েছিলাম। রাখতে অবশ্য ভালো লাগেনি, কিন্তু টিভিতে এরকম করতে দেখেছি আমি অনেককে।"

কুসানাগি খামগুলো খুলল।

প্রতিটাতে একটা কাগজ ভাঁজ করে রাখা আছে, আর সেগুলোতে কম্পিউটারে টাইপ করে কিছু লেখা। কোনটাই অবশ্য বেশি লম্বা নয় :

আমি লক্ষ্য করছি ইদানিং আপনি বেশি বেশি মেকআপ করছেন। রঙচঙে জামা-কাপড়ও পরছেন। এটা তো আপনার সাথে যায় না। সাধারণ জামা-কাপড়েই আপনাকে বেশি ভালো দেখায়। আপনি যে আজকাল দেরি করে বাসায় ফিরছেন সেটাও আমাকে বেশ পীড়া দিচ্ছে। কাজ শেষ করেই আপনার বাসায় ফিরে আসা উচিত।

কোনকিছু নিয়ে কি আপনি চিন্তিত? যদি সেরকম কিছু হয়ে থাকে তাহলে দয়া করে আমাকে সেটা বলতে সঙ্কোচ করবেন না। আপনি জানেন, এজন্যেই প্রতিরাতে আপনাকে ফোন করি আমি। আপনাকে উপদেশ দিতে পারি এরকম অনেক বিষয় আছে। অন্য কাউকে ঘুণাক্ষরেও বিশ্বাস করবেন না। আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করা আপনার উচিত হবে না।

BanglaBook.org

আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে। আমার আশঙ্কা আপনি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আমি আমার অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি, আপনি এরকম কিছু কখনও করবেন না, কিন্তু যদি করেন তাহলে আমি আপনাকে ক্ষমা করতে পারবো বলে মনে হয় না। আমি আপনার একমাত্র পুরুষ। একমাত্র আমিই আপনাকে রক্ষা করতে পারবো।

"আমি এগুলো নিয়ে গেলে কিছু মনে করবেন?"

"ওতেই বরং খুশি হবো আমি।"

"এগুলো ছাড়া ইদানিং আর কিছু ঘটেছে?"

"আমার সাথে? না, তেমন কিছু ঘটেনি..." ইয়াসুকোর গলার আওয়াজ কমে আসল যেন।

"তাহলে আপনার মেয়ের সাথে?"

"তা-ও না। কিন্তু...মি. কুডোর সাথে কিছু ঘটনা ঘটেছে।"

"মি. কুনিয়াকি কুডো? কি ঘটেছে?"

"সেদিন একসাথে ডিনার করার সময় বললেন তাকে কে যেন অদ্ভুত একটা চিঠি পাঠিয়েছে। প্রেরকের নাম-ঠিকানা কিছুই উল্লেখ করা ছিল না, কিন্তু লেখা ছিল আমার থেকে যেন দূরে থাকেন উনি। আর খামের ভেতরে কিছু ছবিও ছিল। তার অজ্ঞাতসারেই তোলা হয়েছিল ছবিগুলো।"

"তার মানে, যে আপনাকে বিরক্ত করছিল সে মি. কুডোরও পিছু নিয়েছিল?"

কুসানাগি আর কিশিতানি একবার দৃষ্টি বিনিময় করলো পরস্পরের মধ্যে। শুনে মনে হচ্ছে ইশিগামিরই কাজ এগুলো। মানাবু ইউকাওয়ার কথা চিন্তা করলো কুসানাগি। ইশিগামিকে কতটা সম্মান করে পদার্থবিদ! কিন্তু যখন শুনবে সে একজন আধপাগল প্রেমিক ছাড়া কিছু নয়, তখন ভীষণ কষ্ট পাবে।

কেউ একজন দরজায় নক করলে ইয়াসুকো খুলে দিলো সেটা। এক জুনিয়র পুলিশ অফিসার ভেতরে ঢুকলো। ইশিগামির অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি দলের সদস্য সে।

"আপনার সাথে কিছু কথা ছিল, স্যার," ডিটেক্টিভ কুসানাগির উদ্দেশ্যে বলল।

BanglaBook.org

"অবশ্যই," মাথা নেড়ে তার সাথে বের হয়ে এলো সে।

পাশের অ্যাপার্টমেন্টে পুলিশ চিফ মামিয়া ডেস্কের পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে। তার পাশের কম্পিউটারের মনিটরটা চালু করে রাখা হয়েছে। পুরো বাড়িতে এখনও তল্লাশি চালাচ্ছে জুনিয়র অফিসারেরা। অপ্রয়োজনিয় আলামত কার্ডবোর্ডের বাক্সে করে স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে।

মামিয়া বুকশেলফের দিককার দেয়ালের দিকে নির্দেশ করে বলল, "এদিকটা দেখো।"

কুসানাগি অবাক হয়ে গেলো সেদিকে তাকিয়ে।

ওয়ালপেপার সরানোর পরে চারকোণা একটা ফুটো বেরিয়ে পড়েছে। সেখানে কিম্ভুত দর্শন একটা যন্ত্র লাগানো আছে, এয়ারফোনের তার ঝুলছে ওটা থেকে।

"শুনে দেখো।"

কুসানাগি এয়ারফোনটা কানে দিতেই গলার আওয়াজ শুনতে পেলো।

"ইশিগামি যা বলছে সেটা যদি সব সত্যি হয়, তাহলে আর বেশিদিন আপনাকে বিরক্ত করবো না আমরা, মিস হানাওকা।"

কিশিতানির গলার আওয়াজ। একটু ভোতা শোনাচ্ছে শব্দটা, কিন্তু সবকিছু পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে। নিজের চোখে না দেখলে সে বিশ্বাসই করতো না শব্দগুলো অন্যপাশের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আসছে। আবার কানে দিলো সে এয়ারফোনটা।

"...ইশিগামির বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে?"

"সেটা কোর্ট ঠিক করবে। কিন্তু এটা তো খুনের কেস, তাই যাবজ্জীবন হয়ে যেতে পারে। যদি না মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় আর কি। যাই হোক, আপনাকে আর বিরক্ত করতে পারবে না সে।"

একজন গোয়েন্দার তুলনায় বেশিই কথা বলে ছেলেটা–কান থেকে এয়ারফোন সরাতে সরাতে ভাবলো কুসানাগি।

"মিস হানাওকাকে এটা দেখাতে হবে। যদিও ইশিগামি বলেছে এ ব্যাপারে জানেন তিনি, কিন্তু আমার সন্দেহ আছে তাতে," মামিয়া বলল।

"তার মানে আপনি নিশ্চিত ইয়াসুকো হানাওকা এ ব্যাপারে কিছু জানত না?"

"আমি তোমাদের মধ্যকার সব কথাবার্তা শুনেছি ঐ যন্ত্রটা দিয়ে," হাসিমুখে বলল মামিয়া। "বোঝাই যাচ্ছে কিছু জানতেন না তিনি। ইশিগামি

BanglaBook.org

হচ্ছে একজন আদর্শ পাগলা প্রেমিক। ইয়াসুকোর সাথে সম্পর্কের কথা মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিল সে। সবার হাত থেকে তাকে বাঁচানোর দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। এরকম একজন লোক মি. টোগাশিকে যে ঘৃণা করবে সেটাই স্বাভাবিক।

নাক দিয়ে একটা আওয়াজ করলো কুসানাগি।

"ওরকম করছো কেন? খটকা লাগছে কোন ব্যাপারে?"

"না। কিন্তু এই ইশিগামি বান্দাটাকে এখনও বুঝতে পারলাম না আমি। তাকে যেরকম ভেবেছিলাম তার সাথে কিছুই মিলছে না। বিভ্রান্তিকর।"

"একজন মানুষের অনেকগুলো চেহারা থাকে। আর এরকম লোকদের দেখলে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না।"

"তা জানি আমি...তবুও। এই যন্ত্রটা ছাড়া অন্যকিছু খুঁজে পেয়েছেন আপনারা?"

"কোটাটসুর তারটাও পেয়েছি। ক্লোজেটে ছিল ওটা। কাপড় দিয়ে পেঁচানো তারটা, ঠিক যেমনটা ব্যবহার করা হয়েছিল টোগাশিকে খুন করার সময়। ফরেনসিকের কাছে দিলেই সব প্রমাণ হয়ে যাবে।"

"আর কিছু?"

"এদিকে দেখো," এই বলে কম্পিউটারের মনিটরটা তার দিকে ঘুরিয়ে দিলো মামিয়া।

একটা ডকুমেন্ট ফাইল খোলা আছে সেখানে। কুসানাগি লেখাগুলোতে চোখ বোলাতে লাগল :

ছবি দুটো দেখে বুঝতেই পারছো ধরা পড়ে গেছো। যার সাথে লুকিয়ে দেখা করো তার পরিচয় জেনে ফেলেছি আমি।

এই লোকটার সাথে কি দরকার তোমার? তুমি যদি তার সাথে কোন সম্পর্কে জড়াও তাহলে সেটা বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করা হবে।

তুমি কি জানো না আমি তোমার জন্যে কি কি করছি? কত বড় ঝুঁকি নিয়েছি?

BanglaBook.org

লোকটার সাথে দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করতে হবে তোমাকে। যদি তা না করো তাহলে সব রাগ এই লোকটার ওপর ঝাড়বো আমি। তার উপযুক্ত কারণ এবং ক্ষমতা দুটোই আছে আমার।

আবারও বলছি, তুমি যদি তার সাথে কোন সম্পর্কে জড়াও তাহলে সেটা বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করা হবে। আর সেটাকে ক্ষমা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। উপযুক্ত প্রতিশোধ নেয়া হবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

তেরো নম্বর ল্যাবের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে উদাস চোখে বাইরে তাকিয়ে আছে ইউকাওয়া। তার সবসময়ের স্বতঃস্ফূর্ততা অনুপস্থিত এমুহূর্তে। গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবছে। পুরনো বন্ধুর অপরাধই হয়তো তার এ অবস্থার কারণ, কিন্তু কুসানাগির ধারণা অন্য কিছু চলছে পদার্থবিদের মাথায়।

"তো," কিছুক্ষণ পরে নিচুস্বরে বলল ইউকাওয়া, "ইশিগামির এই স্বীকারোক্তি বিশ্বাস করো তুমি?"

"একজন গোয়েন্দার দৃষ্টিকোণ থেকে বলবো গল্পটা বিশ্বাস না করার কোন কারণই নেই," কুসানাগি উত্তর দিলো। "তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ি তল্লাশি করে বিভিন্ন আলামতও সংগ্রহ করেছি আমরা। তার বাসার কাছের পার্কটাতে যে ফোনবুথ আছে সেখানেও খোঁজ নিয়ে দেখেছি আমি। ওটার পাশে একটা মুদি দোকান আছে, সেটার মালিক নাকি বেশ কয়েকবার ইশিগামির মত এক লোককে ফোন করতে দেখেছে ওখান থেকে।"

আস্তে করে তার দিকে ঘুরে তাকালো ইউকাওয়া। "একজন গোয়েন্দার দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো মেনে নিয়েছো তুমি। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করেছি তুমি নিজে গল্পটা বিশ্বাস করো কিনা? তোমার তদন্তে কি বেরিয়ে এসেছে সেটা জানতে চাচ্ছি না।"

"সত্যি কথা বলতে, কী যেন একটা মিলছে না। গল্পে কোন খুঁত নেই। যথেষ্ট প্রমাণও আছে। কিন্তু তার মত একজন লোক ওসব করবে এটা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে আমার। অবশ্য চিফকে যখন বলেছি এ কথা, তিনি পাত্তাই দেননি।"

"তারা তো একজন আসামি পেয়েই খুশি। আর কিছু শুনবে কেন এখন?"

"যদি এমন হত, ঘটনাটায় কিছু একটা মিলছে না তাহলেও অতটা সন্দেহ জাগতো না আমার মনে। কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস খাপে খাপে মিলে গেছে। এই যেমন আঙুলের ছাপের কথাই ধরো না কেন, ইশিগামির ভাষ্যমতে সে জানেও না ভিক্টিম সেখানে সাইকেলে করে গেছে। কিন্তু তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ি এটা মেনে নিতে বাধ্য আমি। সব প্রমাণও ওরকমই নির্দেশ করছে।"

BanglaBook.org

"মানে, তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও বাধ্য হয়ে তোমাকে মেনে নিতে হচ্ছে, ইশিগামিই খুনি।"

"দেখো, আমি জানি ব্যাপারটা নিয়ে তুমিও খুশি নও, কিন্তু আমার ওপর ওটার রাগ ঝেড়ো না। বিজ্ঞানীদের উচিত যৌক্তিক সমাধানটা মেনে নেয়া, সেটা যতই উদ্ভট হোক না কেন। তুমিই তো এটা বলেছিলে আমাকে।"

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে তার পাশে এসে বসে পড়লো ইউকাওয়া। "শেষবার কথা বলার সময় বিখ্যাত একটা গাণিতিক সমস্যার কথা শুনিয়েছিল আমাকে ইশিগামি। P=NP। সমস্যাটা কথায় বললে প্রশ্নটা এরকম দাঁড়ায় : একটা সমস্যার সমাধান নিজে বের করা কঠিন নাকি সেই সমস্যাটার অন্য কারো সমাধান ঠিক আছে কিনা সেটা যাচাই করা কঠিন?

"এটা কি গণিত নাকি ল্যাটিন ভাষা?" কুসানাগি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো।

"আমার কথা শোন। পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে ইশিগামি তোমাকে এমন একটা সমাধান দেখিয়ে দিয়েছে যেটাকে যেদিক দিয়েই দেখো না কেন, কোন ভুল বের করতে পারবে না। এখন তুমি যদি বিনা-বাঁধায় তার কথা মেনে নাও তাহলেই হেরে যাবে খেলাটায়। তোমাকে এখন সর্বোচ্চটা দিয়ে যাচাই করে দেখতে হবে সমাধানটা আসলেই ঠিক কিনা। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। তোমার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে।"

"কিন্তু আমি তো তোমাকে বললামই, সব প্রমাণ তার স্বীকারোক্তির সাথে মিলে যাচ্ছে।"

"তার দেখানো প্রমাণগুলো ধরে ধরেই সামনে এগোচ্ছো তুমি। অথচ তোমার এখন ভেবে দেখা উচিত, এই কেসের যুক্তিসংগত সম্ভাব্য অন্য কোন সমাধান আছে কিনা। আর যদি সেটা খুঁজে না পাও, একমাত্র তখনই বলতে পারবে তার দেখানো সমাধানটাই সঠিক।"

ইউকাওয়ার গলার স্বর শুনেই বোঝা যাচ্ছিল এই কেসটা মানসিকভাবে ভীষণ আঘাত করেছে তাকে। অন্য কোনদিন এতটা গম্ভীর স্বরে তাকে কথা বলতে দেখেনি কুসানাগি।

"তো, তোমার ধারণা ইশিগামি মিথ্যা কথা বলছে? খুনটা সে করেনি?"

কপাল কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো ইউকাওয়া।

"কিসের ভিত্তিতে কথাটা বলছো তুমি?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করতেই

BanglaBook.org

থাকলো। "যদি তোমার মাথায় অন্য কোন সমাধান থেকে থাকে, নির্দ্বিধায় আমাকে বলতে পারো সেটা। নাকি তোমার বন্ধু একজন খুনি এটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে?"

ইউকাওয়া উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

"ইউকাওয়া?"

"হ্যা, এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার। তোমাকে আগেও বলেছি, সবকিছু যুক্তি দিয়ে ভাবে সে, আবেগ দিয়ে নয়। তার কাছে যদি কোন সমাধান যুক্তিসংগত বলে মনে হয়, তবে সেটা যেভাবেই হোক করেই ছাড়বে। তবুও আমি এটা মানতে পারছি না, খুনের মত একটা কাজ করা সম্ভব তার পক্ষে। বিশেষ করে এমন কাউকে, যার সাথে বলতে গেলে কোন ব্যক্তিগত সম্পর্কই নেই তার।"

"এটার ভিত্তিতেই তার স্বীকারোক্তিটা বিশ্বাস করছো না তুমি?"

ঘুরে ডিটেক্টিভের দিকে তাকালো ইউকাওয়া। কিন্তু সে দৃষ্টিতে রাগ নয়, বেদনা।

"আমি জানি জীবনে মাঝে মাঝে এমন সব সত্যের সম্মুখিন হতে হয় যেগুলো মেনে নেয়া কঠিন।"

"তবুও তুমি বলবে ইশিগামি নির্দোষ?"

"সেটা বলছি না আমি," মাথা নেড়ে বলল ইউকাওয়া।

"আমি জানি তুমি কি ভাবছো। তোমার ধারণা ইয়াসুকো হানাওকা খুনটা করেছে আর ইশিগামি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রমাণগুলোর কথা যতবারই চিন্তা করছি, ততবারই সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার। সব আলামত ইশিগামিকে একজন অন্ধ প্রেমিক হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে আমাদের সামনে। আর কতজন অন্যের খুনের দায় নিজের ঘাড়ে এভাবে চাপিয়ে নেবে বলো দেখি? ইয়াসুকো ইশিগামির প্রেমিকাও নয়, স্ত্রীও নয়। অথচ ইশিগামি বলছে তাকে বাঁচাতেই নাকি খুনটা করেছে সে। শেষে যখন তার মনে হলো বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে তার সাথে, তখন একেবারে ভেঙে পড়লো, আত্মসমর্পণ করলো।"

হঠাৎ করেই ইউকাওয়ার চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেলো, যেন কিছু একটা ধরতে পেরেছে সে। "হ্যা," বিড়বিড় করে বলল। "পরিস্থিতি খারাপের দিকে এগোলে হাল ছেড়ে দেয় মানুষ। কিন্তু ইয়াসুকোকে বাঁচাতে গিয়ে তাকে যে পরিণতি মেনে নিতে হচ্ছে, এতটা কষ্ট স্বীকার কারো পক্ষে অসম্ভব..." নিজেকেই কথাগুলো শোনাচ্ছে যেন সে। "যদি না–"

BanglaBook.org

"যদি না?"

"না," মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ইউকাওয়া। "কিছু না।"

"আসলে আমরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি ইশিগামিই কাজটা করেছে। এখন যদি অন্য কোন তথ্য প্রমাণ হাতে না আসে আমাদের, তাহলে তদন্তের কাজ খুব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যাবে।"

"সে নিজেই এটা বেছে নিয়েছে," অনেকক্ষণ পরে বলল ইউকাওয়া। "সে নিজেই বেছে নিয়েছে জীবনের বাকি সময়ট জেলে কাটাবে।"

"এটা আসলে তার হাতে নেই এখন। একজনকে খুন করেছে সে।"

"আসলেই," ফিসফিস করে বলল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। এরপর সেখান থেকে না নড়ে বলল, "আমাকে এখন একটু একা থাকতে দাও, দয়া করে। খুব ক্লান্ত লাগছে আমার।"

ইউকাওয়া মাথায় নিশ্চয়ই কিছু ঘুরছে। কুসানাগি একবার ভাবলো জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু পরমুহূর্তেই বাতিল করে দিলো সে চিন্তা। চুপচাপ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার বন্ধুকে আসলেও ভয়ঙ্কর ক্লান্ত লাগছে এখন।

তেরো নম্বর ল্যাব থেকে বের হয়ে মৃদু আলোকিত হলওয়ে ধরে হাটতে শুরু করলো কুসানাগি। করিডোরের একদম শেষ মাথায় এক শিক্ষার্থির সাথে দেখা হয়ে গেলো তার। মুরাকামি নামের এই ছেলেটাকে আগেও দেখেছে। সে-ই তাকে গতবার ইউকাওয়ার খোঁজ দিয়েছিল।

একবার বাউ করে তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল ছেলেটা, এমন সময় তাকে ডাকলো কুসানাগি। বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে।

"তোমার সাথে একটু কথা আছে। এখন সময় দিতে পারবে?"

মুরাকামি হাতঘড়ি দেখে জানাল হাতে অল্প কিছুক্ষণ সময় আছে তার।

বিল্ডিং থেকে বের হয়ে ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়ে বসলো তারা। বিজ্ঞানের ছাত্ররা অবসর সময়টা এখানেই কাটায়। আসার পথে ভেন্ডিং মেশিন থেকে দু-জনের জন্যে কফি কিনে নিয়েছে কুসানাগি।

"তোমাদের ল্যাবের ইনস্ট্যান্ট কফির চেয়ে এটা অনেক ভালো," কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল ডিটেক্টিভ। জবাবে মুরাকামি হাসলো, কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে এখনও বিভ্রান্তি দূর হয়নি তার।

কিছুতেই সুবিধা হচ্ছে না দেখছি, মনে মনে বলল কুসানাগি। আরো কিছুক্ষণ এটাসেটা বলে কাজের কথায় আসল অবশেষে। "প্রফেসর ইউকাওয়া সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম তোমাকে। ইদানিং অদ্ভুত কিছু লক্ষ্য করেছো তার মধ্যে?"

BanglaBook.org

মুরাকামির চেহারা দেখেই বোঝা গেলো প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে গেছে। মনে মনে নিজেকেই গাল দিলো কুসানাগি এভাবে সরাসরি প্রশ্নটা করার জন্যে। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। "মানে, ইউনিভার্সিটির কাজ বাদেও অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকছে নাকি সে? অথবা কোথাও যায় আজকাল?"

গাল চুলকাতে লাগল মুরাকামি। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আসলেও ভালোমত ভেবে দেখছে ব্যাপারটা।

তার দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিলো কুসানাগি, "চিন্তা করো না, কোন তদন্তের সাথে জড়িত নয় সে। ব্যাপারটা আসলে ব্যাখ্যা করা কঠিন, কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে আমার কাছ থেকে কিছু একটা লুকাচ্ছে ইউকাওয়া। আমি জিজ্ঞেস করেছি তাকে, কিন্তু তুমি তো তাকে চেনোই।"

একথা শুনে একটু নরম হলো ছেলেটার চেহারা। "আসলে," বলতে শুরু করলো সে, "আমি ঠিক জানি না উনি এ মুহূর্তে কি নিয়ে গবেষণা করছেন, কিন্তু কিছুদিন আগে লাইব্রেরিতে ফোন করে কথা বলছিলেন প্রফেসর ইউকাওয়া।"

"লাইব্রেরি? মানে, ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি?"

মাথা নেড়ে সায় জানাল মুরাকামি। "আমার মনে হয় খবরের কাগজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলেন তিনি।"

"খবরের কাগজ? সব লাইব্রেরিতেই তো খবরের কাগজ থাকে, তাই না?"

"তা থাকে। কিন্তু তিনি জানতে চাচ্ছিলেন তাদের কাছে পুরনো খবরের কাগজ আছে কিনা।"

"তাই নাকি?"

"হ্যা। তবে বেশিদিনের পুরনো নয়। আমি শুনেছিলাম তিনি এ মাসের খবরের কাগজের কথা বলছিলেন।"

"এ মাসের? পেয়েছিল সে ওগুলো?"

"আমার মনে হয়ে পেয়েছিলেন, কারণ এরপরই লাইব্রেরিতে চলে যান তিনি।"

মুরাকামিকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়াল কুসানাগি, কফির কাপটা এখনও অর্ধেক ভর্তি।

BanglaBook.org

X

ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি একটি তিনতলার ভবন। ছাত্র থাকাকালীন এখানে বড়জোর দুয়েকবার আসার দরকার হয়েছিল কুসানাগির। তখন অবশ্য এত বড় ছিল না এটা।

ভেতরে ঢুকে দেখলো রিসিপশনে একজন মহিলা বসে আছে। প্রফেসর ইউকাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো মহিলা।

বাধ্য হয়ে পকেট থেকে ব্যাজ করে দেখালো কুসানাগি। "চিন্তা করবেন না, প্রফেসর ইউকাওয়ার সাথে এর কোন লেনদেন নেই। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি তিনি কোন খবরের কাগজটা দেখতে চেয়েছিলেন," সে জানে প্রশ্নটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে, কিন্তু অন্য কোন উপায়ের কথা মাথায় আসল না তার।

"তিনি মার্চ মাসের আর্টিকেলগুলো দেখতে চাচ্ছিলেন," সাবধানে জবাব দিলো মহিলা।

"কোন ধরণের আর্টিকেল, সেটা জানেন কি?"

"না, বলতে পারবো না," কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল সে। "শুধু এটুকু মনে আছে স্থানিয় খবরের অংশগুলো দেখতে চাচ্ছিলেন।"

তাকে একটা লম্বা শেলফের কাছে নিয়ে গেলো মহিলা। প্রতি দশ দিনের কাগজের জন্যে একটা তাক। খবরের কাগজগুলো একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

"শুধু গত মাসের খবরের কাগজগুলোই এখানে আছে," কুসানাগিকে উদ্দেশ্য করে বলল সে। "এর থেকে পুরনোগুলো বিক্রি করে দেয়া হয়। কারণ ইন্টারনেটেই খবরের কাগজের আর্কাইভ থাকে এখন।"

"কিন্তু ইউকাওয়া, মানে প্রফেসর ইউকাওয়া তো কেবল মার্চের পত্রিকাগুলোই দেখতে চাচ্ছিলেন, তাই না?"

"হ্যা, আসলে মার্চের দশ তারিখের পরেরগুলো।"

"দশ তারিখ?"

"হ্যা, অমনটাই বলছিলেন তিনি।"

"আমি একটু এগুলো নাড়াচাড়া করে দেখলে সমস্যা হবে?"

"না, দেখুন যত ইচ্ছা। কাজ শেষ হলে আমাকে বলবেন।"

লাইব্রেরিয়ান চলে যেতেই খবরের কাগজগুলো নিয়ে একটা টেবিলে গিয়ে বসলো কুসানাগি। মার্চের দশ তারিখের পর থেকে স্থানিয় খবরের অংশগুলো ওল্টাতে লাগলো মনোযোগ দিয়ে।

মার্চের দশ তারিখেই খুন হয়েছিল শিনজি টোগাশি। এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে, তদন্তের কাজেই এখানে এসেছিল ইউকাওয়া। কিন্তু কি খবর দেখতে চেয়েছিল সে?

টোগাশি সম্পর্কিত খবরগুলো খোঁজার চেষ্টা করলো কুসানাগি। প্রথম খবরটা খুঁজে পেলো মার্চের এগারো তারিখের সান্ধ্যকালীন একটি পত্রিকায়।

BanglaBook.org

এরপরের খবরটা তেরো তারিখের, লাশের পরিচয় যখন মিডিয়ার কাছে প্রকাশ করে পুলিশ। তারপরে আর কোন উল্লেখ নেই এই কেসটার ব্যাপারে। অবশেষে গতকালের পত্রিকায় ইশিগামির আত্মসমর্পণের ব্যাপারে একটা রিপোর্ট খুঁজে পেলো সে।

কি এমন আছে এই খবরগুলোতে?

বারবার সেগুলো পড়তে লাগলো কুসানাগি। কিন্তু অজানা কিছুই চোখে পড়লো না তার। এখানে যে খবর ছাপা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু ইউকাওয়া নিজেই জানতো। তাহলে কষ্ট করে এগুলো পড়লো কেন সে?

হাত ভাঁজ করে চিন্তা করতে লাগল কুসানাগি।

ইউকাওয়ার মত একজন লোক তদন্তের জন্যে কখনই খবরের কাগজের ওপর নির্ভর করবে না। জাপানে প্রতিদিন অনেক লোক খুন হচ্ছে, পত্রিকাগুলো যে কেবল একটা খুনের কেস নিয়ে পড়ে থাকবে তা-ও নয়। আর টোগাশির কেসটা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। এসব কিছুই ইউকাওয়ার জানার কথা।

কিন্তু কোন বিশেষ কারণ ছাড়া লাইব্রেরিতে আসেনি সে নিশ্চয়ই।

ইউকাওয়াকে সে যা-ই বলে আসুক না কেন, আসলে সে নিজেও ইশিগামির গল্পটা মেনে নিতে পারছে না। তার এখনও মনে হচ্ছে ভুল করছে গোটা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। ইউকাওয়া জানে, তারা কি ভুল করছে। এর আগেও অনেকবার বিভিন্ন কেসে তাদের ভুল ধরিয়ে দিয়েছে সে, এবারও হয়তো সেরকম কিছু খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু বলছে না কেন কিছু?

কুসানাগি খবরের কাগজগুলো জায়গামত রেখে দিয়ে লাইব্রেরিয়ানকে জানাল তার কাজ শেষ।

"আশা করি কাজে এসেছে ওগুলো?" অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো মহিলা।

"হ্যা, অনেক কাজে এসেছে," কথা না বাড়িয়ে বলল কুসানাগি।

"উনি কিন্তু আশেপাশের স্থানিয় পত্রিকাগুলোর ব্যাপারেও খোঁজ করেছিলেন," কুসানাগি রেজিস্ট্রারে সাইন করার সময় বলল লাইব্রেরিয়ান।

"কি?" কুসানাগি তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কোথাকার স্থানিয় পত্রিকা?"

"শিবা আর সাটিমার পত্রিকাগুলোও চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু আমরা ওগুলো রাখি না।"

BanglaBook.org

"এছাড়া আর কিছু বলেছিলেন?"

"না।"

শিবা আর সাটিমা?

বিভ্রান্ত অবস্থায় লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে আসল কুসানাগি। এবার ইউকাওয়া কি ভাবছে সে সম্পর্কে আসলেও কোন ধারণা নেই তার। স্থানিয় পত্রিকাগুলো কেন সে দেখতে চাচ্ছিল? হয়তো খুনের কেসের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই।

এসব ভাবতে ভাবতে পার্কিংলটে পৌছে গেলো সে। ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ির চাবিটা ঘোরাতে যাবে এমন সময়ে হাটতে হাটতে সেখানে এসে হাজির হলো ইউকাওয়া। ল্যাব কোট বদলে একটা নীল রঙের জ্যাকেট পরে নিয়েছে। গম্ভীর মুখে কী যেন ভাবতে ভাবতে ইউনিভার্সিটির সামনের গেটের দিকে হাটতে শুরু করলো সে।

ইউকাওয়া গেট দিয়ে বের হয়ে বামদিকে ঘুরলে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে নিজেও সেখান থেকে বেরিয়ে আসল কুসানাগি। বের হয়ে দেখলো কেবলই একটা ট্যাক্সি ক্যাবে চড়ে বসছে ইউকাওয়া। সেটার পিছু নিলো সে।

দিনের বেশিরভাগ সময় সাধারণত ইউনিভার্সিটিতেই কাটায় ইউকাওয়া। কুসানাগিকে সে বলেছে ব্যাচেলর হওয়ায় বাসায় বেশি কাজ থাকে না তার। আর ভার্সিটিতে থাকলে মাঝে মাঝে টেনিসও খেলা যায়। খাবার নিয়েও কোন সমস্যায় পড়তে হয় না।

ঘড়ির দিকে তাকালো। পাঁচটাও বাজেনি এখন। এত তাড়াতাড়ি বাসায় যাওয়ার কথা না ইউকাওয়ার।

সাবধানে ক্যাবটার পেছন পেছন যেতে লাগল সে। ক্যাব কোম্পানির নাম আর লাইসেন্স নম্বরটাও মুখস্ত করে নিলো। হঠাৎ যদি হারিয়ে ফেলে তাহলে কোম্পানিতে ফোন করে জিজ্ঞেস করবে পাসেঞ্জারকে কোথায় নামিয়ে দিয়েছিল ড্রাইভার।

একটা ব্যস্ত রাস্তা ধরে এগোচ্ছে ট্যাক্সিটা এখন। কুসানাগির গাড়ি আর সেটার মাঝে বেশ কয়েকটা গাড়ি ঢুকে গেলো। কিন্তু ট্যাক্সিটাকে দৃষ্টির আড়াল হতে দিলো না সে।

অনেকক্ষণ অনুসরণ করার পর অবশেষে নিহনবাশি এলাকায় ঢুকে সুমাইদা নদী পার হবার ঠিক আগে থেমে গেলো ট্যাক্সিটা। শিনোহাশি ব্রিজের পাশেই জায়গাটা। ইশিগামির অ্যাপার্টমেন্টটা ব্রিজের ওপাশে।

BanglaBook.org

কুসানাগি রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে ট্যাক্সিটার ওপর নজর রাখতে লাগল। এই সময় ইউকাওয়া বের হলো ক্যাব থেকে। একবার চারপাশে নজর বুলিয়ে ব্রিজের নিচে যাওয়ার সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে গেলো সে।

অ্যাপার্টমেন্টে যাচ্ছে না তাহলে।

কুসানাগি আশেপাশে একবার দেখে তাড়াতাড়ি গাড়িটা পার্ক করে বের হয়ে আসল।

ইউকাওয়া এ মুহূর্তে আস্তে আস্তে সুমাইদা নদীর পার ধরে হাটছে। দেখে মনে হচ্ছে না বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এদিকে এসেছে সে। মাঝে মাঝে থেমে বাস্তুহারাদের বসতিটার দিকে তাকাচ্ছে।

হাটতে হাটতে একসময় বাস্তুহারাদের পেরিয়ে অনেক সামনে চলে গেলো সে। সামনেই লম্বা রেলিং আলাদা করে রেখেছে সুমাইদা নদীকে। রেলিংটার ওপর কঁনুই দিয়ে ভর করে ঝুঁকে দাঁড়াল সে। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর একদম হঠাৎ করে কুসানাগির দিকে ঘুরে গেলো ইউকাওয়া।

কুসানাগি ইতস্ততবোধ করতে লাগল, কিন্তু ইউকাওয়াকে দেখে মনে হচ্ছে না খুব একটা অবাক হয়েছে। বরং তার মুখে হাসির একটা রেখা দেখা গেলো।

তার দিকে এগিয়ে গেলো ডিটেক্টিভ। "আমাকে আগেই খেয়াল করেছিলে?"

"তোমার গাড়িটা খুব সহজেই চোখে পড়ে যায়," ইউকাওয়া আস্তে করে বলল। "এত পুরনো স্কাইলাইন খুব কম মানুষই চালায় আজকাল।"

"আমি অনুসরণ করছিলাম দেখেই কি ওখানে নেমে গিয়েছিলে? নাকি এখানে আসার ইচ্ছে ছিল তোমার আগে থেকেই?"

"দুটোই, আবার কোনটাই না। আমার আসল গন্তব্য এখান থেকে একটু সামনে। কিন্তু যখন দেখলাম তুমি আমার পিছু নিয়েছো তখন ড্রাইভারকে বলে ওখানেই নেমে গেলাম, কারণ তোমাকে এখানটা দেখাতে চাই আমি।"

"মানলাম। কিন্তু এখানে কি দেখাতে চেয়েছিলে?" আশেপাশে দ্রুত একবার নজর বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলো কুসানাগি।

"এখানে দাঁড়িয়েই শেষবার কথা বলেছিলাম আমি আর ইশিগামি। বলেছিলাম, পৃথিবীতে কোন মানুষই ফেলনা নয়। একটা ঘড়ির জন্যে যেমন সবগুলো কাঁটা প্রয়োজন তেমনি এই পৃথিবীতেও সব মানুষেরই সমান গুরুত্ব আছে।"

BanglaBook.org

"বুঝলাম না? ঘড়ির কাঁটা?"

"হ্যা। এরপরে কেসটা নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করার চেষ্টা করি আমি তাকে, প্রতিবারই সেগুলো এড়িয়ে যায় সে। কিন্তু আমাদের সাক্ষাতের একদম শেষ পর্যায়ে একটা সিদ্ধান্ত নেয়। আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত।"

"মানে, বলতে চাচ্ছো তোমার প্রশ্নগুলো শোনার পরেই ভাগ্যের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় সে?"

"'ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়া'–হ্যা, তা বলতে পারো। কিন্তু তার জন্যে ওটা ছিল দাবার শেষ চাল। যেটার জন্যে দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে।"

"তা, কী এমন বলেছিলে তুমি?"

"বললামই তো, ঘড়ির কাঁটার ব্যাপারটা।"

"না, এরপরে। বললে না, কেসের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করেছিলে? সেগুলো জানতে চাচ্ছি।"

"কিন্তু সেগুলো তো গুরুত্বপূর্ণ নয়," হেসে উত্তর দিলো ইউকাওয়া।

"গুরুত্বপূর্ণ না?"

"ঘড়ির কাঁটার ব্যাপারটাই গুরুত্বপূর্ণ এখানে। ওটা শোনার পরেই আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় সে।"

"ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে খবরের কাগজ দেখেছিলে তুমি, তাই না? কি খোঁজার চেষ্টা করছিলে?" প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করলো সে।

"মুরাকামি বলেছে তোমাকে সেটা? আমি কি করি না করি সেটার প্রতি তোমার এত আগ্রহ কেন?

"দেখো, ওভাবে কথা বলবে না। তুমিই কিছু জানাচ্ছিলে না আমাকে।"

"ঠিক আছে, কিছু মনে করিনি আমি। হাজার হলেও এটাই তোমার কাজ। যত খুশি তদন্ত করতে পারো আমার ওপর।"

কিছুক্ষণ ইউকাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলো কুসানাগি। এরপর অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, "দয়া করে এরকম ধাঁধার মাধ্যমে কথা বলা বন্ধ করো ইউকাওয়া। আর ভালো লাগছে না এসব। আমি জানি কিছু একটা ধরতে পেরেছো তুমি। কি সেটা? ইশিগামি আসলে লোকটাকে খুন করেনি, তাই না? তাহলে সে বলল কেন, করেছে? তুমি কি চাও তোমার বন্ধু এমনি এমনি খুনের দায়ে শাস্তি পাক?"

"এদিকে তাকাও।"

BanglaBook.org

কুসানাগি চোখ ফেরাল তার দিকে। আবারো আগের অবস্থায় ফিরে গেছে ইউকাওয়া। রাজ্যের কষ্ট এসে ভর করেছে তার চেহারায়। হাত দিয়ে চোখগুলো চেপে ধরে আছে সে এমুহূর্তে।

"অবশ্যই আমি চাই না তার কোন শাস্তি হোক। কিন্তু তাকে বাঁচানোর কোন পথ খোলা দেখছি না আমি।"

"কি নিয়ে এতটা ভেঙে পড়েছো তুমি? আমাকে বললে কি হয়? আমি তো তোমার বন্ধু।"

"হ্যা, বন্ধু। কিন্তু সেই সাথে একজন গোয়েন্দাও।"

কুসানাগি বুঝে উঠতে পারলো না কী বলবে। এই প্রথম তাদের দু-জনের মাঝে অদৃশ্য একটা দেয়াল অনুভব করলো। সে দেখতে পাচ্ছে তার বন্ধু কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু কারণটাও জিজ্ঞেস করতে পারছে না।

"ইয়াসুকো হানাওকার ওখানে যাচ্ছি আমি," ইউকাওয়া বলল। "আমার সাথে যেতে চাও?"

"যেতে দেবে?"

"আসতে চাইলে আসো। কিন্তু মুখ বন্ধ করে রাখলেই খুশি হবো আমি।"

"ঠিক আছে।"

ইউকাওয়া ঘুরে ব্রিজের দিকে হাটা দিলো। কুসানাগি অনুসরণ করলো তাকে। তার মানে, বেন্টেন-টেইয়ে যাবার উদ্দেশ্যেই বের হয়েছিল সে। আবারো হাজারটা প্রশ্ন এসে ভিড় করলো কুসানাগির মনে। কিন্তু কিছুই বলল না সে, নীরবে হাটতে লাগল তারা।

কিয়োসু ব্রিজের কাছে গিয়ে আগে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো ইউকাওয়া। তাকে অনুসরণ করে কুসানাগি উপরে উঠে দেখলো সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে সে।

"ঐ অফিস বিল্ডিঙটা দেখছো?" কাঁচ দিয়ে মোড়ানো একটা বিল্ডিঙের দিকে ইশারা করে বলল ইউকাওয়া।

সেদিকে তাকিয়ে বিল্ডিঙে তাদের দু-জনের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলো কুসানাগি। "হ্যা, কি হয়েছে?"

"প্রথম দিকে ইশিগামির সাথে যখন দেখা করেছিলাম, সেদিন এভাবেই আমাদের প্রতিবিম্ব দেখেছিলাম ওখানটায়। আসলে আমি খেয়াল করিনি প্রথমে। ইশিগামিই কথা বলেছিল ওদিকে তাকিয়ে। তখনও কেসটার সাথে তার সম্পৃক্ততার ব্যাপারে সন্দেহ করিনি আমি। বরং পুরনো এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে পেরে খুব খুশি হয়েছিলাম।"

BanglaBook.org

"তো, ওখানে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখার পর থেকেই তাকে সন্দেহ করা শুরু করলে?"

"না। একটা কথা বলেছিল সে তখন–'এখনও এরকম শরীর ধরে রেখেছো কিভাবে, ইউকাওয়া? মাথাভর্তি চুল তোমার। আমাদের মধ্যে কত পার্থক্য!'–এরপরে একবার মাথায় হাত বোলায় সে। ভীষণ অবাক হই আমি। চেহারা নিয়ে চিন্তা করার মত লোক নয় ইশিগামি। তার বিশ্বাস ছিল, চেহারা দিয়ে কখনও কাউকে মূল্যায়ন করা যায় না। কারণ সে-ব্যাপারে মানুষের নিজের কোন হাত নেই। তখনই বুঝতে পারি এমন এক পরিস্থিতিতে আছে সে, যেখানে চেহারাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানে, প্রেমে পড়েছে। তবুও ঠিক এই জায়গাটাতে এসে সেই কথাটা মনে হয়েছিল কেন তার?"

এতক্ষণে বুঝতে পারলো কুসানাগি। "কারণ তার স্বপ্নের রাজকুমারির সাথে দেখা করতে যাচ্ছিল সে।"

ইউকাওয়া মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। "ঠিক এটাই ভেবেছিলাম আমি। তখনই আমার মনে হয় কেসটার সাথে হয়তো সম্পর্ক আছে তার। কিন্তু সেটা কি, বুঝতে পারছিলাম না। আদতে তার প্রতিবেশির প্রাক্তন স্বামী খুন হয়েছিল। আর সেই প্রতিবেশিকে ভালোবাসে ইশিগামি। নিশ্চয়ই কিছু একটা করবে সে ইয়াসুকোকে বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু তখন এমন ভান করছিল যাতে মনে হয় এসব ব্যাপারে কোন আগ্রহই নেই তার। তাই আবার তার সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেই আমি। এবার বেন্টেন-টেইয়ে যাবো বলে ঠিক করেছিলাম। কারণ সেখানে গিয়ে তার প্রতিক্রিয়া দেখে অনেক কিছু বোঝা যেত। কিন্তু বেন্টেন-টেইয়ে যাওয়ার পরে সেখানে 'মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি'র মত আবির্ভাব ঘটে আরেকজনের। ইয়াসুকোর সাথে আগে থেকেই পরিচয় ছিল লোকটার।"

"কুডো," কুসানাগি বলল। "ইয়াসুকোর আরেক প্রেমিক।"

"সেরকমটাই ভেবেছিলাম। আর তাকে দেখার পরে ইশিগামির যা চেহারা হয়েছিল সেটা যখন খেয়াল করলাম–" চোখ সরু করে মাথা নাড়তে লাগল ইউকাওয়া, "তখনই একদম নিশ্চিত হয়ে যাই আমি। ইশিগামিকে দেখে মনে হচ্ছিল হিংসায় মরেই যাবে।"

"আর তখন থেকেই একদম পাকাপোক্তভাবে সন্দেহ করতে শুরু করলে তাকে। মাঝে মাঝে আমাকে ভয়ই পাইয়ে দাও তুমি," কুসানাগি কাঁচের বিল্ডিংটার দিকে তাকিয়ে বলল। "আমি হলে কখনই এই সামান্য ব্যাপার থেকে কিছুই বুঝতে পারতাম না।"

BanglaBook.org

"ইশিগামি শুরু থেকেই একদম অন্যরকম। তাই এত দিন পরেও আমার মাথায় তার স্মৃতিগুলো একদম পরিস্কার ছিল। যদি সেরকম না হত তাহলে আমিও বুঝতে পারতাম না কিছু।"

"তার দুর্ভাগ্য," এই বলে সামনের রাস্তাটা ধরে হাটতে শুরু করলো কুসানাগি। কিন্তু একটু পরেই খেয়াল করলো ইউকাওয়া আসছে না তার পেছন পেছন। "আমি ভেবেছিলাম বেন্টেন-টেইয়ে যাচ্ছো তুমি?"

নিচের দিকে তাকিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল ইউকাওয়া। "তোমাকে একটা অনুরোধ করবো আমি আজকে। হয়তো সেটা ভালো লাগবে না তোমার।"

"সেটা নির্ভর করছে কি বলবে তার ওপরে," কুসানাগি হেসে বলল।

"কয়েক মুহূর্তের জন্যে এটা ভুলে যেতে পারবে তুমি একজন গোয়েন্দা?"

"কি বলতে চাইছো বুঝতে পারছি না।"

"তোমাকে একটা কথা বলবো আমি। কিন্তু একজন বন্ধুকে বলতে চাই সেটা, কোন গোয়েন্দাকে নয়। আর সেটা কাউকে জানাতে পারবে না তুমি। তোমার বস্, তোমার বন্ধু-বান্ধব এমনকি তোমার পরিবারকেও না। সে কথা দিতে পারবে আমাকে?"

ইউকাওয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে কুসানাগি বুঝতে পারলো প্রচন্ড সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সে এখন। এমন কিছু একটা আছে তার মনে যেটা সে বলতে পারছে না আবার না বলেও স্বস্তি পাচ্ছে না।

কুসানাগি বলতে চেয়েছিল–কি বলবে সেটার ওপর নির্ভর করবে সবকিছু। কিন্তু সেটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল, কারণ এ মুহূর্তে এমন কিছু বলার অর্থ ইউকাওয়ার সাথে চিরদিনের জন্য বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়া।

"ঠিক আছে। কথা দিলাম।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

সামনে দাঁড়ানো কাস্টমারের হাতে লাঞ্চবক্সটা তুলে দিলো ইয়াসুকো। আজকের মত কাজ শেষ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো ছ-টা বাজতে এখনও কিছুটা সময় বাকি। মাথার সাদা ক্যাপটা খুলে ফেলল সে।

দুপুরের খাবারের সময় কুডো তার মোবাইলে ফোন দিয়েছিলেন। "সেলিব্রেট করবো আমরা," খুশিতে বলেছিলেন তিনি।

"কি সেলিব্রেট করবো?" ইয়াসুকো জিজ্ঞেস করে।

"সেটা আবার বলতে হবে নাকি?" কুডো জবাব দেন। "খুনি ধরা পড়েছে! তোমার ওপর আর নজর রাখবে না কেউ। এখন যদি সেলিব্রেট না করো তাহলে কখন করবে?"

কুডোর গলার আওয়াজ শুনে সত্যি তাকে খুব খুশি মনে হচ্ছিল। কারণ আসল সত্যটা জানেন না তিনি। কিন্তু ইয়াসুকো চেষ্টা করেও নিজের মধ্যে সেই ভাবটা আনতে পারেনি। কুডোকে বলে, আজ তার মুড ভালো নেই।

"কিন্তু কেন?" কুডো অবাক হয়ে জানতে চান। যখন এপাশ থেকে ইয়াসুকো কোন জবাব দেয় না, তখন নিজেই আবার বলেন, "বুঝতে পেরেছি, ভিক্টিম হাজার হলেও তোমার আগের স্বামী। চেষ্টা করেও সম্পর্কের বাঁধনগুলো সহজে কেটে ফেলা যায় না, তাই না? সেলিব্রেট করার কথা বলা উচিত হয়নি আমার।"

প্রকৃত সত্যটা সম্পর্কে কিছুই জানেন না তিনি, কিন্তু ইয়াসুকোও আর আগ বাড়িয়ে সে বলেনি তাকে।

"আসলে..." কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে বলেছিলেন তিনি। "আরেকটা জরুরি ব্যাপারে তোমার সাথে কথা ছিল আমার। আজকে রাতে দেখা করতে পারলে খুবই ভালো হত। সেটা কি সম্ভব?"

ইয়াসুকো একবার ভেবেছিল, না বলে দেবে। কারণ ইশিগামির আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা এখনো স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি সে। প্রচণ্ড আত্মগ্লানিতে ভুগছে। কিন্তু কিভাবে না বলবে ভেবে পাচ্ছিল না, আর কুডোর জরুরি কথা কি হতে পারে সেটা নিয়েও আগ্রহ ছিল তার মনে।

শেষপর্যন্ত ঠিক হয় সাড়ে ছটার দিকে তাকে তুলে নেবেন কুডো।

BanglaBook.org

মিশাতোকে আনার ব্যাপারেও একবার বলেছিলেন তিনি, কিন্তু সরাসরি না করে দেয় ইয়াসুকো। তার মেয়ের এখন যে অবস্থা, সেটা অন্য কেউ দেখুক তা সে চায় না।

বাসার ফোনে ফোন করে একটা মেসেজ রেখে দিয়েছে সে। বলেছে, ফিরতে একটু দেরি হবে তার আজকে। কিন্তু মিশাতো ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখবে সেটা ভেবে লজ্জাই লাগলো তার।

ছ-টা বাজার সাথে সাথে অ্যাপ্রনটা খুলে ফেলল ইয়াসুকো। রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে সায়োকোর উদ্দেশ্যে বলল, "আজকের মত কাজ শেষ তাহলে?"

"ছ-টা বেজে গেছে নাকি!" সায়োকো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল। "ঠিক আছে, চলে যাও তুমি। বাকিটা আমি সামলে নেবো।"

"ধন্যবাদ," এই বলে অ্যাপ্রনটা ভাজ করা শুরু করলো ইয়াসুকো।

"আজ রাতে মি. কুডোর সাথে দেখা করবে তুমি, তাই না?" শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলো সায়োকো।

"কি?"

"দুপুরের দিকে তোমাকে মোবাইলে কথা বলতে দেখেছি আমি। তোমাকে নিয়ে বাইরে খেতে যেতে চান উনি নিশ্চয়ই?"

লজ্জা পেয়ে গেলো ইয়াসুকো, গালদুটো লাল হয়ে উঠলো।

"তোমার জন্যে ভালো লাগছে আমার। সব ঝামেলা মিটে গেছে। এখন খালি মি. কুডোর সাথে সময় কাটাবে," হাসিমুখে কথাগুলো বলে একবার চোখ টিপ দিলো সায়োকো।

"হয়তো..."

"কোন হয়তো না। অনেক কষ্ট করেছো তুমি এতদিন, এখন জীবনটাকে উপভোগ করার সময়। আর মিশাতোর কথাও চিন্তা করতে হবে তোমাকে।"

সায়োকোর কথাগুলো শুনে ভেতরে ভেতরে গুমরে উঠল ইয়াসুকো। সে যদি জানতো ইয়াসুকো আসলে একজন খুনি, তাহলে কি এই কথাগুলো বলতো?

আর কিছু না বলে বিদায় জানিয়ে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে গেলো সে। সায়োকোর চোখের দিকে তাকাতে পারছে না।

বেন্টেন-টেই থেকে বেরিয়ে প্রতিদিনের রাস্তাটায় না গিয়ে উল্টোদিকে হাটতে শুরু করলো সে। কুডোর সাথে মোড়ের রেস্তোরাঁয় দেখা করার কথা

BanglaBook.org

তার। এই জায়গাটা সে এতদিন এড়িয়ে চলেছে ইচ্ছে করে। কিন্তু আজ কুডো যখন এখানে দেখা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন না বলার জন্যে কোন অজুহাত খুঁজে পায়নি।

রেস্তোরাঁর পাশের রাস্তাটা দিয়ে একটা ফ্লাইওভার চলে গেছে। সেটার ছায়া দিয়েই হাটছিল সে এমন সময় পেছন দিক থেকে ডাক দিলো কেউ, "মিস হানাওকা?"

ঘুরে তাকিয়ে দেখলো পরিচিত দু-জন লোক হেটে আসছে তার দিকে। একজন হচ্ছে ইউকাওয়া–পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসর, ইশিগামির পুরনো বন্ধু। আরেকজন ডিটেক্টিভ কুসানাগি। তাদের এই সময়ে এখানে আশার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইয়াসুকো ধারণা করতে পারলো না।

"আমাকে চিনতে পারছেন?" ইউকাওয়াই প্রথমে কথা বলল।

দু-জনের চেহারার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো ইয়াসুকো। এরপর মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

"এভাবে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। কোথাও যাচ্ছিলেন?"

"আসলে..." একবার ঘড়ি দেখে নিলো সে। খুব অস্বস্তি লাগছে কেন যেন। "একজনের সাথে দেখা করার কথা আমার।"

"ওহ্। কিন্তু আপনার সাথে কিছু কথা ছিল। খুব জরুরি।"

"হাতে একদমই সময় নেই..." মাথা ঝাঁকিয়ে বলল সে।

"তাহলে পনেরো মিনিট? ওটুকুই যথেষ্ট আমার জন্যে। ঐ বেঞ্চটাতে বসে কথা বলি?" এই বলে রাস্তার পাশের পার্কটার একটা বেঞ্চের দিকে ইঙ্গিত করলো ইউকাওয়া।

খুব শান্তভাবেই কথাগুলো বলল সে, কিন্তু গলার স্বর শুনেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জরুরি কিছু হবে। এই প্রফেসর আগেও এভাবে কথা বলেছে তার সাথে, শান্তস্বরে, কিন্তু ওগুলো শুনে দম বন্ধ হয়ে আসার মত অবস্থা হয়েছিল ইয়াসুকোর।

দৌড়ে সেখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে এখন তার। কিন্তু একটা অদম্য কৌতূহল আটকে রেখেছে তাকে। কারণ, সে জানে ইশিগামির ব্যাপারে কিছু বলতে এসেছে ইউকাওয়া।

"ঠিক আছে, দশ মিনিট।"

"তাই সই। ধন্যবাদ," পার্কের দিকে যেতে যেতে বলল ইউকাওয়া।

ইয়াসুকো ইতস্তত করতে লাগল। কিন্তু কুসানাগি হাত নেড়ে বলল

BanglaBook.org

তাকে, "যান।" মাথা নেড়ে ইউকাওয়াকে অনুসরণ করলো সে। ডিটেক্টিভের গম্ভীর মুখটা দেখে তার সারা শরীর শিরশির করে উঠেছে।

বেঞ্চটাতে গিয়ে ইয়াসুকোর জন্যে জায়গা রেখে একপাশে বসে পড়লো ইউকাওয়া।

"তুমি ওখানেই দাঁড়াও," কুসানাগিকে উদ্দেশ্য করে বলল সে। "একটু একান্তে কথা বলতে চাই আমরা।"

কুসানাগিকে দেখে অবশ্য মনে হলো না কথাটা শুনে সন্তুষ্ট হতে পেরেছে। কিন্তু কিছু না বলে পার্কের প্রবেশ পথের দিকে ফিরে যেতে লাগল সে। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিয়েছে এরমধ্যে।

ইউকাওয়ার পাশে বসে কুসানাগিকে দেখতে লাগল ইয়াসুকো। "এটা কি ঠিক হচ্ছে? তিনি তো একজন ডিটেক্টিভ?"

"সে ব্যাপারে আপনার না ভাবলেও চলবে। এখানে আসলে একা একাই আসতে চেয়েছিলাম আমি। তাছাড়া ও আমার খুব ভালো বন্ধু।"

"বন্ধু?"

"হ্যা, ভার্সিটির সময় থেকেই," হেসে বলল ইউকাওয়া। "ইশিগামি আর আমার সাথেই পড়তো সে। কিন্তু ওদের দু-জনের মধ্যে অবশ্য এই কেসের আগে কখনো দেখা হয়নি।"

এতদিনে ইয়াসুকো বুঝতে পারলো কেন খুনের ঘটনাটা ঘটার পরেই ইশিগামির বাসায় এসেছিল ইউকাওয়া। ইশিগামি অবশ্য এ ব্যাপারে কোন কথা বলেনি। নিশ্চয়ই এই পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসরের কারণেই ইশিগামির সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। টোগাশির খুনটা সামাল দেয়ার কথা যখন ভাবছিল লোকটা, তখন নিশ্চয়ই ইউকাওয়ার কথা মাথায় আসেনি তার। এটাও ভাবেনি কেসের সিনিয়র ডিটেক্টিভও ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটির ছাত্র।

কিন্তু সব তো মিটেই গেছে এখন। তাহলে ইউকাওয়া কীসের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছে?

"এটা কিন্তু আসলেই দুঃখজনক ব্যাপার, ইশিগামি ওরকমভাবে পুলিশের হাতে নিজেকে তুলে দিলো," সরাসরি কাজের কথা বলা শুরু করলো ইউকাওয়া। "তার মত মেধাবি একজন মানুষের বাকি জীবনটা জেলে কাটাতে হবে, একজন বিজ্ঞানী হিসেবে এটা ভাবতেও খারাপ লাগছে আমার।"

BanglaBook.org

ইয়াসুকো বুঝে উঠতে পারলো না কী জবাব দেবে। শক্ত করে বেঞ্চটাকে চেপে ধরলো সে আঙুল দিয়ে।

"সত্যি কথা বলতে কি, আমার মানতে কষ্ট হচ্ছে। তার পক্ষে যে এমন একটা কাজ করা সম্ভব সেটা চাইলেও বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। মানে, আপনার ওপর তার নজর রাখার কথাটা বলছি।"

ইয়াসুকো বুঝতে পারলো ইউকাওয়া চোখের কোণ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সারা শরীর শক্ত হয়ে গেলো তার।

"আসলে কথাটা বোধহয় ভুল বললাম। বিশ্বাস না, আমি একদম নিশ্চিত, ওরকম কিছু করেনি সে। মিথ্যে বলছে ইশিগামি। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন আসে, কেন মিথ্যা বলবে? এমন একটা খুনের দায়ে ফেঁসে গেছে, যেটাতে তার কোন হাত নেই। তবুও ক্রমাগত মিথ্যা বলেই যাচ্ছে। এর একটা কারণই থাকতে পারে। নিজের জন্যে মিথ্যেটা বলছে না, অন্য কারো জন্যে বলছে, সত্যিটা লুকানোর জন্যে।"

ইয়াসুকো ঢোক গিলল একবার। খুব কষ্ট করে নিজেকে স্বাভাবিক রেখেছে। সে জানে না কিভাবে, কিন্তু তার সামনে বসা এই লোক সত্যিটা ধরে ফেলেছে। ইশিগামি খুনটা করেনি–কাউকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে সে। এখন যেভাবে সম্ভব তার বন্ধুকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে ইউকাওয়া। আর সেটা করার সবচেয়ে কার্যকরি উপায় কি? আসল খুনির মুখ থেকে সত্যটা বের করা। ইয়াসুকো যদি এখন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় তাহলে তার বন্ধু নির্দোষ প্রমাণ হয়ে যাবে।

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলো ইয়াসুকো। সে হাসছে।

"আপনি ভাবছেন আপনার পেট থেকে কথা বের করার জন্যে এখানে এসেছি আমি, তাই না?"

"না, সেটা কেন চিন্তা করতে যাবো–" ইয়াসুকো তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। "আমি বুঝতে পারছি না কীসের কথা বের করার কথা বলছেন আপনি..."

"জি, ঠিক বলেছেন। আমি দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না আমার কথায়," মাথা নিচু করে বলল ইউকাওয়া। "তবুও অন্য একটা ব্যাপারে আপনাকে জানাতে চাই আমি। সেজন্যেই এখানে এসেছি।"

"কি সেটা?"

BanglaBook.org

কিছু বলার আগে বেশ খানিকক্ষন চুপ করে থাকলো ইউকাওয়া। এরপর বলল, "আসলে আপনি সত্যটা সম্পর্কে কিছুই জানেন না।"

বিস্ময়ে চোখজোড়া বড় হয়ে গেলো ইয়াসুকোর। ইউকাওয়া আর হাসছে না এখন।

"আপনার অ্যালিবাইটা সত্য," ইউকাওয়া বলতে থাকলো। "মেয়েকে নিয়ে আসলেই ঐদিন সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন আপনি। আমার মনে হয় না মিশাতোর বয়সি একটা মেয়ে এতবার পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের পরও সত্যটা লুকাতে পারবে। তার মানে, শুরু থেকেই কেউ মিথ্যা বলেননি আপনারা।"

"হ্যা, একটা কথাও মিথ্যা বলিনি আমরা। কিন্তু সেটা আমাকে বলছেন কেন আপনি?"

"আপনার কাছে কি ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হয়নি, কেন কখনই মিথ্যা বলতে হয়নি আপনাদের? আসলে ইশিগামি এমন বন্দোবস্ত করেছে যাতে মিথ্যা না বলতে হয় আপনাদের। ডিটেক্টিভরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, আপনাদের পর্যন্ত পৌছুতে পারবে না। আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন অসাধারণ একটা চাল চেলেছে ইশিগামি, কিন্তু সেটা যে কি তা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা বোধহয় নেই আপনার। আমি কি ভুল বলছি?"

"আমি দুঃখিত। আপনি কি বলছেন তার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি," ইয়াসুকো হাসার চেষ্টা করে বলল, কিন্তু বিশেষ সফল হলো না তাতে।

"আপনাদের বাঁচানোর জন্যে একটা চরম বলিদান করেছে সে। আর সেটার মাহাত্ম্য বোঝার ক্ষমতা আপনার আমার মত সাধারণ লোকের নেই। আমি নিশ্চিত, ঘটনার রাত থেকেই আপনার জায়গায় নিজে জেলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিল সে। আর এটার উপর ভিত্তি করেই সমস্ত পরিকল্পনা সাজায় ইশিগামি। অন্যভাবে বললে, সে জানত যতক্ষণ তার হাতে এই চালটা আছে, কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না আপনাদের। আর সেটা একখান চালই বটে! কার পক্ষে সম্ভব এরকম কঠিন একটা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা? ইশিগামি জানত তার নিজের পক্ষেও সেটা করা অসম্ভব। আর এজন্যেই এমন একটা পথ বেছে নিয়েছে যেটা থেকে ফেরার কোন উপায় নেই। এ ব্যাপারটাই সবচেয়ে অবাক করেছে আমাকে।"

ইয়াসুকো পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। প্রথম দিকে তার মনে

BanglaBook.org

হয়েছিল, প্রফেসর কি বলতে চাইছেন তা আঁচ করতে পারছে। কিন্তু এখন তো সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আর সেটা যাই হোক না কেন তার জন্যে যে সুখকর হবে না সেটা নিশ্চিত।

তবে এতক্ষণ যা বলেছে প্রফেসর তার পুরোটাই সত্যি, কিন্তু এই সত্যিটাই এতদিন মাথায় আসেনি তার। আসলেও তো, ইশিগামি এতদিন ধরে কি পরিকল্পনা এঁটেছে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। ডিটেক্টিভরা তাকে বেশ কয়েকবার প্রশ্ন করতে এসেছে ঠিকই, কিন্তু কোনবারই আসল ঘটনাটার ধারে কাছ দিয়েও যায়নি তারা। এটা নিয়ে সে নিজেও অবাক হয়েছে।

আর ইউকাওয়া কারণটা জানে।

তাকে হাতঘড়িটার দিকে তাকাতে দেখলো ইয়াসুকো।

"আপনাকে এসব বলতে খারাপই লাগছে আমার," মুখ ভার করে বলল প্রফেসর। "কারণ আমি জানি, ইশিগামি এটা চায় না। বরং আপনি সত্যটা না জানলেই খুশি থাকবে সে। সেটা যদি জানতে পারেন আপনি তবে এখন যেরকম কষ্টে আছেন, তার চেয়েও বহুগুণ বেশি কষ্ট নিয়ে বসবাস করতে হবে। তবুও আপনাকে সব কিছু খুলে বলতেই হবে আমাকে। কারণ আপনাকে যদি এটা না জানাই, তাহলে বন্ধু হিসেবে তার সাথে অবিচার করা হবে। আপনি জানতেও পারবেন না কিভাবে আপনার জন্যে নিজের জীবন নিয়ে জুয়া খেলেছে সে। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও আপনাকে বলবো আমি সব।"

ইয়াসুকোর মনে হচ্ছে সে অজ্ঞান হয়ে যাবে যেকোন মুহূর্তে।

"আমি এখনও বুঝতে পারছি না আপনি কী বলতে চাচ্ছেন," জোর দিয়েই কথাগুলো বলার চেষ্টা করলো সে কিন্তু পারলো না। গলা কাঁপছে তার। "কিছু যদি বলতেই চান, পরিস্কার করে বলুন।"

"এডোগাওয়া নদীর তীরে যার লাশ পাওয়া গেছে তাকে সে-ই খুন করেছে," ইউকাওয়া বলল। "ইশিগামিই খুনি, আপনি কিংবা আপনার মেয়ে নয়। বিনা দোষে আত্মসমর্পণ করেনি সে। আসলেও একটা খুন করেছে।"

ইয়াসুকোর মুখটা হা হয়ে গেলো, কি শুনছে বুঝতে পারছে না।

"যাই হোক," ইউকাওয়া বলতেই থাকলো, "ঐ লাশটা শিনজি টোগাশির নয়। আপনার আগের স্বামীর লাশ পাওয়া যায়নি। সম্পূর্ণ অচেনা একজন লোকের লাশকে এমনভাবে সাজিয়েছে সে যাতে মনে হয় ওটা

BanglaBook.org

টোগাশির লাশ।"

ইয়াসুকো অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে প্রফেসরের দিকে তাকালো। কিন্তু যখন দেখলো প্রফেসরের চোখের দুকোণে জল চিকচিক করছে, চশমার কাঁচ ঘোলা হয়ে এসেছে তার, তখনই সত্যটা আঘাত করলো তাকে। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বিস্ময় গোপন করার চেষ্টা করলো সে। সমস্ত রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে।

"মনে হয় এতক্ষণে আপনি বুঝতে পেরেছেন কি বলার চেষ্টা করছিলাম আমি," নরম সুরে বলল ইউকাওয়া। "হ্যা, আপনাকে বাঁচানোর জন্যে আসলেও একটা খুন করেছে ইশিগামি–মার্চের দশ তারিখে। শিনজি টোগাশি খুন হবার পরের দিন।"

ইয়াসুকোর মাথা ঘোরাচ্ছে, সোজা হয়ে বসে থাকতেও কষ্ট হচ্ছে তার। হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে; মনে হচ্ছে হাজারটা মৌমাছি একসাথে হুল ফুটিয়েছে তার সারা শরীরে।

X

পার্কের গেটের কাছে দাঁড়িয়েও ইয়াসুকোর চেহারা দেখে কুসানাগি বুঝতে পারলো তাকে সত্যটা বলে দিয়েছে ইউকাওয়া। সম্পূর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখ। এমনটাই হবার কথা ছিল, ভাবলো সে। এরকম অদ্ভুত একটা গল্প শুনে কারো পক্ষেই ঠিক থাকার কথা নয়০।

কুসানাগির এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা। ইউকাওয়া যখন সব ব্যাখ্যা করছিল তার কাছে তখন রীতিমত বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে কিছুক্ষণের জন্যে। এতটাই অবাস্তব শোনাচ্ছিল গল্পটা–আর তার বন্ধু যে এরকম বিষয় নিয়ে মজা করার মানুষ নয় সেটা সে ভালোমতই জানে।

"অসম্ভব," কুসানাগি বলেছিল। "ইয়াসুকো হানাওকার অপরাধ ঢাকার জন্যে অন্য একজন লোককে খুন করবে সে? এতটা গাধামি কারো পক্ষে করা সম্ভব? আর সেটা যদি ঘটেই থাকে, তাহলে কাকে খুন করেছে সে?"

এই প্রশ্নটা শোনার পর ইউকাওয়াকে আরো দুঃখি দেখাচ্ছিল। মাথা নেড়ে সে বলেছিল, "তার নাম জানি না আমি, কিন্তু সে কোথায় থাকতো সেটা জানি।"

"মানে?"

"এই পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা রাতারাতি উধাও হয়ে

BanglaBook.org

গেলে কারো কিছু যায় আসে না। এমনকি পুলিশের কাছে রিপোর্টও করবে না কেউ। সাধারণত এমন লোকদের পরিবারের সাথেও যোগাযোগ থাকে না," ইউকাওয়া হাটতে হাটতে নদীর তীরের বাস্তুহারাদের বসতিটার দিকে ইশারা করে বলেছিল, "তাদেরকে একটু আগেই দেখেছো তুমি।"

কুসানাগি প্রথমে বোঝেনি ইউকাওয়া কি বলতে চাচ্ছে। কিন্তু নদীর তীরে তাকাতেই বিদ্যুৎ চমকের মত কথাটা মাথায় আসে তার, "বাস্তুহারাদের কথা বলছো তুমি!"

"তুমি কি ঐ লোকটাকে খেয়াল করেছো, খালি ক্যান সংগ্রহ করে যে? এই বসতিতে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা আছে ইশিগামির। তার সাথে কিছুদিন আগে কথা বলি আমি, তখন একটা লোকের কথা বলে সে আমাকে, গত একমাস ধরে তাদের সাথে থাকছিল ঐ লোকটা। তখনও নিজের জন্যে কোন ঘর কিংবা শ্যান্টি বানায়নি, কারণ কার্ডবোর্ডের ওপর ঘুমানোর অভ্যাস ছিল না তার। ক্যান-মানব আমাকে বলল, সবাই নাকি প্রথম দিকে অমনটাই থাকে কারণ নিজের আত্মসম্মানবোধ ত্যাগ করা অত সহজ নয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত পরিস্থিতির কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। যাই হোক, এই নতুন লোকটা একদিন হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যায়। ক্যান-মানব একবার ভেবেছিল তার কথা, কিন্তু কিছু করার প্রয়োজনবোধ করেনি। আসলে এখানে প্রায়ই এমনটা হয়। হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যায় অনেকে।" ইউকাওয়া যোগ করলো, "কাকতালিয়ভাবে লোকটা মার্চের দশ তারিখে উধাও হয়। বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে হবে, শারীরিক গঠন টোগাশির মতই।"

পুরনো এডোগাওয়াতে লাশটা পাওয়া গিয়েছিল এগারো তারিখে।

"আমি ঠিক জানি না কি হয়েছিল, কিন্তু ইশিগামি কোনভাবে ইয়াসুকোর অপরাধের কথা জানতে পেরে গিয়েছিল, আর তখনই তাকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেয় সে। এটা বুঝতে পারে, লাশটা সরিয়ে ফেললেই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। কারণ একবার লাশের পরিচয় বের করে ফেললে ইয়াসুকোকে পুলিশ ঠিকই সন্দেহ করবে। আর মা-মেয়ে কতক্ষণ পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সামনে টিকতে পারবে এ ব্যাপারে তার ভরসা ছিল না। এজন্যেই অন্য একটা লোককে খুন করে লাশটা টোগাশির মত করে সাজানোর সিদ্ধান্ত নেয়। আর সময়ে সময়ে তোমাদের হাতে বিভিন্ন তথ্য তুলে দেয়। যার ফলে তদন্তের অগ্রগতি হবার সাথে সাথে

BanglaBook.org

ইয়াসুকোর ওপর সন্দেহ কমতে থাকে সবার। আর কমবে না কেন? প্রমাণগুলো তো শিনজি টোগাশির খুনের কেসের ছিল না। এতদিন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কেস নিয়ে তদন্ত করেছো তোমরা, কিন্তু সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না কারো।"

কথাটা হজম করতে বেশ কষ্ট হয়েছিল কুসানাগির। পুরোটা সময় মাথা নাড়ছিল সে।

"তার মাথায় এই বুদ্ধিটা আসে কারণ প্রতিদিনই নদীর পার দিয়ে হেটে যেতে হত তাকে। এখানকার লোকদের ভালোমত পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছে সে। জানতো, এখান থেকে কেউ উধাও হলে কোন প্রশ্ন উঠবে না।"

"আর এজন্যেই তাদের একজনকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয় সে?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করেছিল।

"তোমাকে কি বলেছিলাম ভুলে গেছো? যৌক্তিক মনে হলে যেকোন কিছু করা সম্ভব তার পক্ষে।"

"খুন করাটাও যৌক্তিক?"

"তার ধাঁধার শেষ টুকরো ছিল একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ। যেভাবেই হোক সেটা জোগাড় করতে হত তাকে।"

গল্পটা পুরোপুরি অবিশ্বাস্য, কিন্তু ইউকাওয়ার কথা ফেলেও দিতে পারছিল না কুসানাগি।

"ইয়াসুকো হানাওকা টোগাশিকে খুন করার পরের দিন সকালে ঐ বাস্তুহারা লোকটার সাথে যোগাযোগ করেছিল ইশিগামি। কি বলেছিল সেটা জানি না কিন্তু ধারণা করতে পারছি নিশ্চয়ই কোন চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিল তাকে, আর সে অনুযায়ি তাকে শিনজি টোগাশির বোর্ডিং হাউজটাতে নিয়ে গিয়েছিল। ইশিগামি আগের রাতেই সেই ঘর থেকে টোগাশির সব চিহ্ন মুছে ফেলে, যাতে ওখান থেকে যে চুল আর আঙুলের ছাপ পাবে পুলিশ সেটা যেন বাস্তুহারা লোকটারই হয়। সেইদিনই রাতের বেলা অন্য একটা জায়গায় লোকটাকে তার সাথে দেখা করতে বলে ইশিগামি। কিছু কাপড় চোপড়ও দিয়ে দিয়েছিল আগে থেকে।"

"শিনোজাকি স্টেশনে?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু ইউকাওয়া মাথা নেড়ে না করে দেয়।

"না, সম্ভবত এর আগের স্টেশনটাতে। মিজুতে।"

BanglaBook.org

"ওখানে কেন?"

"কারণ তার সাথে আগেভাগে দেখা করতে চায়নি সে। ইশিগামি শিনোজাকি স্টেশন থেকে একটা সাইকেল চুরি করে সেটা নিয়ে লোকটার সাথে দেখা করতে মিজু স্টেশনে যায়। আমার ধারণা সে নিজের জন্যেও আরেকটা সাইকেলের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। এরপরে দু-জন মিলে এডোগাওয়া নদীর তীরে জায়গাটায় গেলে ইশিগামি খুন করে লোকটাকে। তার আসলে লোকটার আঙুলগুলো না পোড়ালেও চলতো, কারণ ঐ বোর্ডিং হাউজের ঘর থেকে তো আঙুলের ছাপ পাবেই পুলিশ। কিন্তু চেহারা থেতলে দেয়ার পর আঙুলের ছাপ নষ্ট না করলে সন্দেহ জাগতে পারে পুলিশের মনে। তার আরেকটা ভয় ছিল, লাশটার পরিচয় খুঁজে পেতে হয়তো অনেক সময় লাগবে পুলিশের, এজন্যেই ইচ্ছে করে সাইকেলেও লোকটার আঙুলের ছাপ রেখে দেয় সে।"

"কিন্তু এর জন্যে একটা নতুন সাইকেল চুরি করার কি দরকার ছিল?"

"ইশিগামি কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি।"

"কি রকম ঝুকি?"

"ইশিগামিকে এটা নিশ্চিত করতে চেয়েছে, পুলিশ যাতে খুনের সময়টা একদম সঠিকভাবে বের করতে পারে। ময়নাতদন্ত করে এখনকার যুগে একদম ঠিক সময়ই বলে দিতে পারে ফরেসিনক ডাক্তাররা। কিন্তু লাশটা পেতে পুলিশের যদি দেরি হয়ে যেত তাহলে হয়তো মৃত্যুর সময় নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হত। কোনক্রমে যদি পুলিশের মনে হয়, খুনটা ৯ তারিখে হয়েছে, তাহলে তার পুরো পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে। কারণ ঐদিন সন্ধ্যাবেলাতেই টোগাশিকে খুন করেছিল ইয়াসুকো হামাওকা। এরকম যাতে না হয় এজন্য তাকে প্রমাণ করতে হত, সাইকেলটা দশ তারিখে কিংবা এর পরে চুরি হয়েছে। আর সেজন্যেই একটা নতুন সাইকেল চুরি করে সে, যাতে মালিক পুলিশের কাছে অভিযোগ করে।"

"তাহলে তো সাইকেলটা তার অনেক কাজে দিয়েছে," কুসানাগি নিজের কপালে একটা চাপড় মেরে বলে।

"আমি শুনেছি, সাইকেলটার দুটো চাকাই নাকি ফুটো করে দেয়া হয়েছিল। এটা সে করেছিল যাতে অন্য কেউ সাইকেলটা না নিতে পারে।"

"আচ্ছা, এত কিছুর পর ওরকম নড়বড়ে একটা অ্যালিবাই তৈরি করলো কেন সে? আমরা এখনো একশভাগ নিশ্চিত হতে পারিনি, ঐ রাতে

BanglaBook.org

সিনেমা দেখেছে ইয়াসুকো আর তার মেয়ে।"

"কিন্তু এটাও তো নিশ্চিত হতে পারোনি, তারা ওখানে যায়নি?" ইউকাওয়া যুক্তি দেখিয়েছিল। "একটা নড়বড়ে অ্যালিবাই, যেটাকে যাচাই করে দেখা প্রায় অসম্ভব। এখানেই তো তোমাদের জন্যে ফাঁদটা পাতা হয়েছিল। কিন্তু সে যদি একটা শক্তপোক্ত অ্যালিবাইয়ের ব্যবস্থা করতো তাহলে পুলিশের সন্দেহ অন্যদিকে ঘুরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারো মাথায় হয়তো এটা এসেই যেত, এখানে লাশ বদলে ফেলা হয়েছে। সেটা নিয়ে ভয়ে ছিল ইশিগামি, এজন্যেই সে সবকিছু এমনভাবে সাজায় যাতে ইয়াসুকোকে খুনি আর শিনজি টোগাশিকে ভিক্টিম মনে হয়। আর পুলিশও না বুঝেই সেই ফাঁদে পা দেয়।"

কুসানাগি গুঙিয়ে উঠেছিল। ইউকাওয়া যেমনটা বলছে ঠিক তেমনটাই ঘটেছিল। তারা যখন ধরে নেয়, লাশটা টোগাশির তখন থেকেই ইয়াসুকোকে সন্দেহ করা শুরু হয়। কেন? কারণ ইয়াসুকোর অ্যালিবাইটা আপাত দৃষ্টিতে ঠুনকো মনে হচ্ছিল। এটা নিয়েই পড়ে থাকে তারা। কারো মাথায় এটা ঘুনাক্ষরেও আসেনি লাশটা আসলে ইয়াসুকোর প্রাক্তন স্বামীর নয়।

"কি ভয়ঙ্কর লোক রে বাবা!" কুসানাগি বলেছিল। ইউকাওয়াও একমত প্রকাশ করে তখন বলে, "তোমার একটা কথা থেকেই কিন্তু ইশিগামির পরিকল্পনাটা আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করি আমি।"

"আমার কথা?"

"মনে আছে, তুমি কি বলেছিলে ইশিগামির অঙ্ক পরীক্ষা নেয়ার ধরণের ব্যাপারে? অতিরিক্ত কল্পনার সুযোগ নিয়ে পরীক্ষার্থিকে বিভ্রান্ত করে দিত সে? বীজগণিতের সমস্যা দেখে জ্যামিতির মত লাগত।"

"হ্যা। ওটার সাথে এসবের কি সম্পর্ক?"

"এখানেও একই কাজ করেছে সে। লাশটাকে বদলে পুরো কেসটার ধরণই বদলে দেয় সে।"

কুসানাগি বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

"তুমি ইশিগামির যে কর্মতালিকাটা নিয়ে এসেছিলে অফিস থেকে সেখানে লেখা ছিল সে পরপর দু-দিন সকালে ক্লাস নিতে যায়নি, মনে আছে? দশ তারিখ আর এগারো তারিখ সকালে যায়নি সে। এখান থেকেই আমি বুঝতে পারি, ইশিগামি যে ঘটনাটা লুকাতে চাচ্ছে সেটা নয় তারিখ

BanglaBook.org

রাতে ঘটেছিল, দশ তারিখে না।"

আর সেই ঘটনাটা হচ্ছে ইয়াসুকো হানাওকার হাতে টোগাশির খুন।

ইউকাওয়ার প্রতিটা কথা খাপে খাপে মিলে গেছিলো। এমনকি গত কয়েকদিনে তার অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। কুসানাগি স্বীকার করতে বাধ্য হয় সে নিজেও ডিপার্টমেন্টের অন্য পুলিশ অফিসারদের মতই ইশিগামির বানানো গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছিল এতদিন।

তবুও বড্ড অবাস্তব লাগছিল গোটা ব্যাপারটা। একটা খুন ঢাকতে আরেকটা খুন? কে চিন্তা করবে এটা। আর সেটাই ইশিগামির মূল লক্ষ্য ছিল, যাতে কেউ চিন্তা না করে এ ব্যাপারে।

"এই পরিকল্পনার আরেকটা অংশ আছে," যেন কুসানাগির মনের কথা ধরতে পেরেই বলেছিল ইউকাওয়া। "যদি কোনভাবে সব কিছু ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে ইয়াসুকোর জায়গায় নিজেই জেলে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছিল ইশিগামি। এজন্যেই পরে সবকিছু এমনভাবে পুলিশকে শোনায় যাতে তাকে খুনি বলে মেনে নিতে বাধ্য হয় সবাই। আর একটা খুন কিন্তু আসলেও করেছে ইশিগামি। সেটার সাজা কাটানোর বিনিময়ে ভালোবাসার মানুষটাকে বাঁচাতে পারবে সে।"

"তাহলে সে কখন বুঝতে পারলো তোমার কাছে ধরা পড়ে গেছে?"

"ইঙ্গিতে তাকে কথাটা বলেছিলাম আমি। একটু আগে তোমাকে বললাম না ঘড়ির কাঁটার ব্যাপারটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ? কারণ তাকে আমি বলেছিলাম, ঘড়ির কোন কাঁটাই অদরকারি নয়। সেটা দিয়ে কি বোঝাতে চাচ্ছিলাম ধরতে পেরেছো?"

"ঐ নাম-পরিচয়হীন লোকটার কথা বুঝিয়েছিলে। কারণ পৃথিবীতে কোন মানুষই ফেলনা নয়।"

"ইশিগামি যেটা করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য। তার শাস্তি পাওয়াই উচিত। এজন্যেই ঘড়ির কাঁটার কথাটা বলেছিলাম। কিন্তু তাতে যে সে ওভাবে আত্মসমর্পণ করবে এটা আমার মাথায় আসেনি। নিজেকে আধপাগল প্রেমিক হিসেবে প্রমাণ করা! কার মাথায় আসতো এটা?"

"তাহলে শিনজি টোগাশির লাশটা কোথায়?"

"সেটা জানা নেই আমার। ইশিগামি নিশ্চয়ই কোনভাবে গুম করে ফেলেছে ওটা। হতে পারে শহরের বাইরে কোন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট খুঁজে পেয়েছে তার লাশ।"

BanglaBook.org

"শহরের বাইরে? মানে, বলতে চাচ্ছো আমাদের ডিপার্টমেন্টের আওতার বাইরে?"

"হ্যা।"

"এজন্যেই লাইব্রেরিতে আশেপাশের স্থানিয় পত্রিকার খোঁজ করছিলে তুমি? কোন অজ্ঞাত লাশের খবর ছাপিয়েছে নাকি এটা দেখছিলে?"

"কিন্তু ওরকম কোন খবরই খুঁজে পাইনি আমি, যার সাথে টোগাশির লাশের বর্ণনা মিলে যায়। তবে আশা করি সামনে কোন এক সময়ে পাওয়া যাবেই।"

"তাহলে আরো ভালোমত খুঁজে দেখতে হবে আমাকে," কুসানাগি কথাটা বললে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে নিষেধ করে দেয় ইউকাওয়া।

"তুমি আমাকে কথা দিয়েছো এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবে না। একজন বন্ধুর সাথে এতক্ষণ কথা বলছিলাম আমি, গোয়েন্দার সাথে নয়।"

ইউকাওয়ার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল এ ব্যাপারে কোন তর্কে যাবে না সে।

"আমি এখন বলটা ইয়াসুকোর কোর্টে ফেলে দেখতে চাই সে কি করে," বেন্টেন-টেইয়ের দিকে ইশারা করে বলেছিল ইউকাওয়া। "আমার মনে হয় না আসল সত্য সম্পর্কে কিছু জানে সে। ইশিগামি যে তার জন্যে কি করেছে এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই তার। আমি জানি ইশিগামি চায় না সে কিছু জানুক, কিন্তু চুপ করে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।"

"তোমার ধারণা, সব শোনার পর ইয়াসুকো নিজেও আত্মসমর্পণ করবে?"

"তা জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় না তার আত্মসমর্পণ করা উচিত এত কিছুর পর। ইশিগামির কথা চিন্তা করে বলবো, ইয়াসুকো গ্রেফতার না হলেই ভালো হবে।"

"কিন্তু ইয়াসুকো যদি আত্মসমর্পণ না করে তাহলে আবার নতুন করে তদন্ত শুরু করবো আমি। এরজন্যে যদি আমাদের বন্ধুত্ব নষ্টও হয়, কিছু করার থাকবে না আমার।"

"সেটা তোমার সিদ্ধান্ত।"

এ কারণেই এতক্ষন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইয়াসুকোর সাথে ইউকাওয়ার কথোপকথন দেখেছে কুসানাগি। একটার পর একটা সিগারেট টেনে গেছে। ইয়াসুকো একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন, মাথা ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে।

BanglaBook.org

ইউকাওয়ার ঠোঁট নড়েই যাচ্ছে। এতদূর থেকেও ওখানকার ভারি পরিবেশটা অনুভব করতে পারছে সে।

অবশেষে ইউকাওয়া উঠে দাঁড়াল বেঞ্চটা ছেড়ে। ইয়াসুকোর উদ্দেশ্যে একবার বাউ করে কুসানাগির দিকে এগিয়ে আসল। মহিলা বেঞ্চেই বসে আছে, পাথর হয়ে গেছে যেন।

"অপেক্ষা করার জন্যে ধন্যবাদ," ইউকাওয়া বলল।

"সবকিছু বলে দিয়েছো তাকে?"

"হ্যা।"

"সে বলেছে এখন কি করবে?"

"না। বেশিরভাগ সময় আমিই কথা বলছিলাম। সে কি করবে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। সেটা সম্পূর্ণ তার ওপর নির্ভর করছে এখন।"

"সে নিজে আত্মসমর্পণ না করলে কিন্তু–"

"জানি," হাটা শুরু করে বলল ইউকাওয়া। কুসানাগি তার পাশে পাশে হাটতে লাগল। "আবার বলতে হবে না তোমাকে সেটা। যাই হোক, একটা উপকার করতে পারবে আমার?"

"ইশিগামির সাথে দেখা করতে চাও?"

"তুমি কিভাবে বুঝলে?" ইউকাওয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"কতদিন ধরে বন্ধু আমরা?"

"সে তো ভুলেই গেছি আমি," মৃদু হেসে বলল ইউকাওয়া।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

ইয়াসুকো চুপচাপ পার্কের বেঞ্চটাতে বসে আছে। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছে সে। হৃৎপিণ্ডের প্রতিটা স্পন্দনের আওয়াজ কানে লাগছে তার।

কিভাবে সম্ভব একজন লোকের পক্ষে?

ইশিগামি কখনই ইয়াসুকোকে বলেনি সে টোগাশির লাশটার কি করেছে। *আপনাকে ওটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে*–ফোনের ওপাশ থেকে শান্ত গলায় এটাই বলতো সে।

ইয়াসুকো কখনই এটা ভেবে পায়নি, পুলিশ কেন তার কাছে টোগাশি খুন হওয়ার পরের দিনের অ্যালিবাই চাইতো। ডিটেক্টিভরা তার বাসায় আসার আগেই ইশিগামি তাকে ঠিকমত বলে দিয়েছিল দশ তারিখ রাতের বেলা কি কি করতে হবে। সে অনুযায়িই কাজগুলো করে গেছে সে, কারণ না জেনেই। ডিটেক্টিভরা যখন তার অ্যালিবাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিল, তখন সে একদম সত্যি কথাটাই বলেছে। কিন্তু তার সেই অফিসারদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল আপনারা বার বার দশ তারিখ রাতের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

এখন সব বুঝতে পারছে। ইশিগামি সবাইকে অবিশ্বাস্য একটা ফাঁদে ফেলেছে। সবকিছু জানার পরেও সেটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না তার। আর সেটা বিশ্বাস করতে চায়ও না সে। তার মত একজন সাধারণ মধ্যবয়স্ক মহিলার জন্যে কেন ইশিগামি নিজের জীবনটা এভাবে নষ্ট করবে? তার এই আত্মত্যাগের মূল্য কখনও শোধ করতে পারবে না সে।

দু-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে থাকলো সে। কিচ্ছু ভালো লাগছে না এখন। ইউকাওয়া বলেছে পুলিশকে সে নিজে থেকে কিছু জানাবে না। ইয়াসুকোকে নিষ্ঠুর এক সিদ্ধান্তের সম্মুখিন করিয়ে দিয়ে চলে গেছে সে। ওভাবেই বসে থাকলো অনেকক্ষণ, দাঁড়ানোরও শক্তি নেই।

হঠাৎ করে তার কাঁধে টোকা দিলো কে যেন। চমকে তাকালো সে।

একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে বেঞ্চের পাশে। উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ওটা যে কুডো এটা বুঝতেও বেশ খানিকটা সময় লাগল তার।

"কিছু হয়েছে?"

BanglaBook.org

কুডোর কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। তিনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ রেস্তোরাঁতে অপেক্ষা করার পর তাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন।

"আমি দুঃখিত, মি. কুডো...আমি আসলে খুব ক্লান্ত," এর থেকে ভালো কোন অজুহাত খুঁজে পেলো না। সে আসলেই ক্লান্ত, তবে শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবে।

"তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?" কুডো শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন।

কিন্তু ইয়াসুকোর কাছে তার গলার আওয়াজ আজকে বেশিই শান্ত মনে হলো। এখনকার পরিস্থিতির সাথে মানাচ্ছে না সেটা। সত্যটা জানেন না তিনি। আর সেটা না জানা যে কত বড় অপরাধ, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এখন ইয়াসুকো।

"আমি...ঠিক আছি," বলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল সে। কিন্তু পড়ে যাবার আগেই কুডো ধরে ফেললেন তাকে।

"কিছু হয়েছে? তোমাকে একদম ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।"

"না, কিছু না," ইয়াসুকো বলল। কি ঘটেছে সেটা কাউকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

"আমার মাথাটা একটু ঘুরাচ্ছিল তাই এখানে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। কিন্তু এখন ভালো লাগছে," একটু জোর গলায় কথাগুলো বলার চেষ্টা করলো ইয়াসুকো, কিন্তু পারলো না।

"আমার গাড়ি পাশেই পার্ক করে রেখেছি, যাওয়ার আগে একটু বিশ্রাম নিয়ে নেবে?"

"কোথায় যাওয়ার আগে?" তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো ইয়াসুকো।

"একটা রেস্টুরেন্টে সাতটার সময় টেবিল রিজার্ভ করে রেখেছি আমি, কিন্তু আধাঘন্টা দেরি হলে ওরা কিছু মনে করবে না।"

"ওহ্।"

রেস্টুরেন্ট শব্দটাও কেমন যেন অচেনা লাগছে তার কাছে। এখন কি গলা দিয়ে কিছু নামবে তার? এরকম দমবন্ধ অবস্থাতেও কি মুখে হাসি নিয়ে বসে থাকতে হবে তাকে? যদিও মি. কুডোকে দোষারোপ করতে পারছে না সে, তিনি তো আর কিছু জানেন না।

"আমি দুঃখিত," মাথা নেড়ে বলল ইয়াসুকো, "আমার মনে হয় না আজ কোথাও যাওয়া সম্ভব হবে আমার পক্ষে। অন্যকোন দিন..."

"ঠিক আছে," তার হাতে হাত রেখে বললেন কুডো। "আজকে তোমাকে দেখে আসলেও ক্লান্ত লাগছে। আর এই কয়েক দিনে অনেক ঝড়

BanglaBook.org

বয়ে গেছে তোমার ওপর দিয়ে। আমারই আজকে বাইরে যাওয়ার কথা বলা উচিত হয়নি। আমি দুঃখিত।"

কুডোর ভদ্রতায় আবারও মুগ্ধ না হয়ে পারলো না ইয়াসুকো। তার জন্যে আসলেও চিন্তা করেন তিনি। কিন্তু সে কি এসবের যোগ্য?

তার হাত ধরে পাশাপাশি হাটতে লাগল ইয়াসুকো। একটু দূরেই তার গাড়িটা পার্ক করে রাখা। সেখানে পৌছে তাকে বাসায় দিয়ে আসতে চাইলেন কুডো। ইয়াসুকো না বলবে ভেবেও রাজি হয়ে গেলো শেষপর্যন্ত। অ্যাপার্টমেন্টে ফেরার পথটা একা একা গেলে ফুরোতেই চাইবে না আজকে।

"তুমি কি আসলেই ঠিক আছো?" কুডো আবার জিজ্ঞেস করলেন গাড়িতে ওঠার পর। "কিছু হয়ে থাকলে আমাকে নির্দ্বিধায় খুলে বলতে পারো তুমি।"

"না, আসলেই ঠিক আছি আমি," ইয়াসুকো হাসির ভঙ্গি করে বলল। তার চেহারা নিশ্চয়ই করুণ দেখাচ্ছে এখন, সেজন্যেই বারবার ওকথা জিজ্ঞেস করছেন কুডো। হঠাৎ মনে পড়লো, আজকে কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন তিনি।

"আপনি কী যেন জরুরি কথা বলবেন বলেছিলেন?"

"হ্যা," রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন কুডো। "কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সেটার জন্যে ভালো সময় নয়।"

"আপনি নিশ্চিত?"

"হ্যা।"

জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল ইয়াসুকো। সূর্য ডুবে গেছে, রাত নেমে এসেছে শহরের বুকে। এমন করে যদি তার জীবনেও অন্ধকার নেমে আসত এ মুহূর্তে!

এই সময় ইয়াসুকোর অ্যাপার্টমেন্টের সামনে কুডো গাড়িটা থামালেন। "বিশ্রাম নাও, পরে ফোন করবো আমি।"

মাথা নেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে দরজার হ্যান্ডেলে হাত রাখলো সে কিন্তু সেই সময় হঠাৎ কুডো বললেন, "দাঁড়াও—"

ইয়াসুকো ঘুরে দাঁড়াতেই বুঝতে পারলো, এতক্ষন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন তিনি।

"আজকেই কথাটা বলতে হবে আমাকে," এই বলে পকেট থেকে একটা ছোট বাক্স বের করলেন কুডো। "জানি, সিনেমাতে এরকম দেখা

BanglaBook.org

যায়, তবুও...” বাক্সটা খুললেন। সুন্দর একটা হীরার আঙটি জ্বলজ্বল করছে ওটার ভেতর।

“মি. কুডো...!” ইয়াসুকোর মুখ হা হয়ে গেলো।

“এখনই কিছু জানাতে হবে না তোমাকে,” তিনি বললেন। “মিশাতোর ব্যাপারটাও চিন্তা করে দেখতে হবে। অত তাড়া নেই আমার। কিন্তু এটা জেনে রাখো, তোমাদের দু-জনকেই সুখে রাখতে পারবো আমি,” এই বলে আঙটির বাক্সটা তার হাতে গুজে দিলেন। “নিয়ে যাও এটা। মনে করবে, একজন বন্ধুর পক্ষ থেকে উপহার। কখনও বোঝা হতে দেবে না একে। যদি জীবনের বাকি সময়টা আমার সাথে কাটাতে চাও, তবেই স্বার্থক হবে এটার উদ্দেশ্য। আর না-হলেও সমস্যা নেই।”

ইয়াসুকো বুঝতে পারলো না কী বলবে। আঙটিটা দেখার পর থেকে কুডোর কথা ঠিকমত কানেও ঢুকছে না তার।

“আমি জানি তোমার কাছে একদম অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটা,” কুডো বোকার মত হেসে বললেন। “কিন্তু বললামই তো, এখনই কিছু জানাতে হবে না তোমাকে। ধীরেসুস্থে জানিও।”

ইয়াসুকোর মনের মধ্যে এখন চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কুডোর সাথে কাটানো ভালো মুহূর্তগুলোর ছবি ভেসে উঠছে বার বার। কিন্তু ওসব ছাপিয়ে একজনের ছবি জায়গা করে নিলো তার মনে–ইশিগামি।

“আমি...আমি ভেবে দেখবো,” অবশেষে বলল সে।

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়লেন কুডো। ইয়াসুকো তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বের হয়ে গেলো গাড়ি থেকে।

সিঁড়ি বেয়ে নিজের ফ্ল্যাটে যাওয়ার সময় না চাইতেও চোখ চলে গেলো পাশের দরজাটার দিকে। মেইলবক্সটাতে চিঠি উপচে পড়ছে কিন্তু কোন খবরের কাগজ দেখা গেলো না। নিশ্চয়ই যাবার আগে খবরের কাগজ দিতে না বলে গেছে ইশিগামি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।

মিশাতো ফেরেনি এখনও। লাইট জ্বালিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলো ইয়াসুকো। শেল্ফ থেকে একটা বিস্কুটের কৌটো নামিয়ে ঢাকনাটা সরাল। পুরনো চিঠিপত্র এখানেই জমা করে রাখে তারা। খামের বান্ডিলটা বের করে আবার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলো সে। একটা চিকন খাম পড়ে আছে সেখানে। গায়ে কোন ঠিকানা লেখা নেই। ওটার ভেতরে একটা দাগটানা কাগজে কিছু কথা লেখা।

BanglaBook.org

ইশিগামি শেষবার ফোন করার আগে অন্য তিনটা চিঠির সাথে এটাও রেখে দিয়েছিল তাদের মেইলবক্সে। এখানেই লেখা আছে কিভাবে ইশিগামির অনুপস্থিতিতে কাজ করতে হবে তাদেরকে। সম্ভাব্য প্রতিটা অবস্থার সমাধান লেখা আছে। শুধু তার একার জন্যে নয়, মিশাতোর কথাও লেখা আছে সেখানে। এটার কারণেই পুলিশের মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে তারা। অক্ষরে অক্ষরে সব নির্দেশ পালন করেছে। ইয়াসুকোর মনে হয়েছিল, এখন যদি কোন ভুল করে সে তবে ইশিগামির এতদিনের কষ্ট, আত্মত্যাগ সব বৃথা হয়ে যাবে। মিশাতোও নিশ্চয়ই অমনটা ভেবেছিল।

নির্দেশনার শেষে তার উদ্দেশ্যে একটা বার্তা লিখে দিয়েছিল ইশিগামি :

> আমার বিশ্বাস মি. কুডো একজন সৎ ও কর্মঠ লোক। তাকে বিয়ে করলে আপনার আর মিশাতোর দিকে যে ভাগ্যদেবি মুখ তুলে তাকাবেন সেটা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাকে নিয়ে ভাববেন না। আর নিজেকে দোষ দেবেন না কখনই। আপনি যদি সুখি না হন, তবে আমি যা যা করেছি তার পুরোটাই বৃথা যাবে।

লেখাটা পড়ার সময় আর কান্না চেপে রাখতে পারলো না ইয়াসুকো। অঝোর ধারায় চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। এতটা গভীরভাবে কেউ ভালোবাসেনি তাকে কখনও। এরকম ভালোবাসার অস্তিত্বে বিশ্বাসিও ছিল না সে। কিন্তু ইশিগামির মত একজন মানুষ তার জন্যে অন্তরে ধারণ করেছিল সেটা।

কুডোর দেয়া আঙটিটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল সে। ইশিগামির ইচ্ছেটাকে সম্মান করা উচিত তার। কিন্তু সে কি আসলেও পারবে সুখি হতে। একবার ভাবলো, পুলিশের কাছে গিয়ে সব বলে দেবে, কিন্তু তাতেও তো বাঁচানো যাবে না ইশিগামিকে, আসলেও একটা খুন করেছে সে।

আঙটিটার দিকেই তাকিয়ে ছিল সে, এমন সময় তার ফোনটা বেজে উঠলো, স্ক্রিনে একটা অপরিচিত নম্বর দেখাচ্ছে। ফোনটা ধরলো সে।

"হ্যালো?"

"হ্যালো? আপনি কি মিশাতো হানাওকার মা বলছেন?" একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসল ওপাশ থেকে।

BanglaBook.org

"হ্যা, কিছু হয়েছে?" পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল তার।

"আমার নাম সাকানো, মিশাতোর ক্লাস টিচার আমি। এভাবে হঠাৎ বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।"

"কোন সমস্যা? মিশাতো ঠিক আছে?"

"আসলে...তাকে আমরা জিমনেশিয়ামের বাইরে অচেতন অবস্থায় পেয়েছি। কব্জির কাছটা পুরো রক্তাক্ত অবস্থায় ছিল তার।"

"কি...?!"

"অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে, এজন্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে। চিন্তা করবেন না, ঠিক হয়ে যাবে সে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, আত্মহত্যার চেষ্টা..."

লোকটা বলতেই থাকলো, কিন্তু একটা শব্দও ঢুকছে না ইয়াসুকোর কানে।

X

একটা বদ্ধ ঘরে চুপচাপ বসে আছে ইশিগামি। কঠিন একটা গাণিতিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছে। তাকে এই ঘর থেকে বের হতে দেয়া হবে না তো কি হয়েছে? কাগজ আর কলম পেলেই সময় কেটে যাবে তার। কর্তৃপক্ষ যদি তার হাত বেধেও রাখে, তবুও তার মগজটাকে তো আর থামাতে পারবে না তারা।

কেউ তার কাজকে মূল্যায়ণ না করলেও সমস্যা নেই। সেগুলো প্রকাশিত হলে অবশ্যই খুশি হত সে; কিন্তু গণিতের প্রকৃত সৌন্দর্য তো আর প্রকাশ পাবে না কাগজগুলোতে। গণিত কোন প্রতিযোগিতাও নয় যে, সেটাতে প্রথম হতে হবে তাকে, তত্ত্বগুলো নিজের জন্যে আবিষ্কার করতে পারলেই খুশি থাকবে সে।

এই জায়গাটায় আসতে অনেক সময় লেগেছে তার। অথচ একসময় জীবনের অর্থ খুঁজতে খুঁজতে হতাশ হয়ে পড়েছিল সে। বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পাচ্ছিল না। প্রতিদিন মৃত্যুচিন্তা ভর করতো তার মাথায়।

একবছর আগের একটা দিনের কথা এখনও পরিস্কার মনে আছে তার...

একটা মোটা দড়ি নিয়ে তার অ্যাপার্টমেন্টে দাঁড়িয়ে ছিল সে। সিলিঙের কোথায় সেটা লাগালে সুবিধা হয় সেটা ভাবছিল। খুব শীঘ্রই আবিষ্কার করে, পুরো অ্যাপার্টমেন্টে ফাঁসিতে ঝোলার মত কোন জায়গার ব্যবস্থা

BanglaBook.org

করতে পারছে না। অবশেষে সিলিঙ ফ্যানের সাথে দড়িটা পেঁচায়। টান দিয়ে বোঝে তার ভার নিতে পারবে ফ্যানটা।

কোন পরিতাপ ছিল না ইশিগামির। তার মৃত্যুতে কারো কিছু এসে যাবে না। তার জীবনের কোন অর্থ নেই।

একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে ফাসের ভেতর গলা ঢোকানোর চেষ্টা করছিল সে এমন সময় কলিংবেলটা বেজে উঠল।

ভাগ্যের কি খেলা!

দরজাটা খোলা উচিত। বলা যায় না, জরুরি কোন কাজেও আসতে পারে কেউ।

দরজা খুলে দু-জন মহিলাকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে। কিন্তু কিছুক্ষন পরেই বুঝতে পারে, তারা আসলে মা-মেয়ে। জানতে পারে উল্টোদিকের অ্যাপার্টেমেন্টে নতুন উঠেছে তারা।

সেদিন প্রথম দেখামাত্রই ইয়াসুকোর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল সে। অমন অনুভূতি আগে কখনও হয়নি তার। আত্মহত্যার সব চিন্তা মাথা থেকে উবে যায় মুহূর্তেই। জীবনকে আবার উপভোগ করতে শুরু করে সে। সময় পেলেই তার কথা ভাবতো, একসাথে থাকলে তাদের জীবনটা কেমন হতে পারতো, কল্পনা করতো মনের চোখে। হঠাৎ করেই তার নিস্তরঙ্গ জীবনের সাথে জড়িয়ে যায় মিশাতো আর ইয়াসুকো।

তাকে একেবারে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছে তারা। এজন্যে সে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাই যখন বিপদে পড়লো হানাওকারা, তাদের সাহায্য করাটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছে তার কাছে। প্রতিদানের একটা সুযোগ বলে মনে হলো সেটাকে।

টোগাশির লাশটা দেখার পরেই একটা পরিকল্পনা জমাট বাঁধতে শুরু করে তার মাথায়। তাকে যেভাবেই হোক লাশটা লুকিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু পুরোপুরিভাবে লাশ গুম করে ফেলা খুব কঠিন কাজ। আর কোন একভাবে সেটা করলেও সব সময় সেটা আবিষ্কারের ভয়ে থাকতে হবে হানাওকাদের। কিন্তু তাদের সে কষ্ট দেখা সম্ভব হবে না তার পক্ষে।

একটা উপায়েই ইয়াসুকো আর তার মেয়ের জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে সে—তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে কেসটা থেকে। এমনভাবে সব সাজাবে যাতে প্রাথমিকভাবে সবাই ইয়াসুকোকে সন্দেহ করলেও পরে অন্যদিকে নজর দিতে বাধ্য হবে।

BanglaBook.org

আর তখনই বাস্তুহারাদের ওখানে নতুন আসা ইঞ্জিনিয়ার লোকটার কথা মনে পড়ে ইশিগামির। তার অনুপস্থিতি কারো মনে কোন প্রশ্নের উদ্রেক ঘটাবে না।

দশ তারিখ ভোরে লোকটার সাথে কথা বলতে যায় সে। ইঞ্জিনিয়ার বরাবরের মতই অন্য বাস্তুহারাদের থেকে একটু দূরে বসে ছিল।

"আপনার জন্যে একটা কাজ আছে আমার কাছে," ইশিগামি লোকটাকে বলেছিল। এরপরে সে নিজেকে একটা ইঞ্জিনিয়ার ফার্মের ম্যানেজার হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলে একটা প্রজেক্টের জন্য জরুরিভিত্তিতে একজন পরিদর্শক দরকার তাদের।

প্রথমদিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার লোকটা, "আমাকে কেন?" জিজ্ঞেস করেছিল সে।

"আসলে," ইশিগামি ব্যাখ্যা করে বলেছিল, "আমাদের নিয়মিত পরিদর্শক হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছে। কিন্তু পরিদর্শক ছাড়া কাজ শুরু করার অনুমতিও মিলছে না। এখন আর ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করার মত পরিস্থিতি নেই, তাই বাধ্য হয়েই..."

এরপর লোকটাকে অগ্রিম পঞ্চাশ হাজার ইয়েন দেওয়ার প্রস্তাব দিলে রাজি হয়ে যায় সে। তখন লোকটাকে নিয়ে টোগাশির ভাড়া করা ঘরটাতে যায় ইশিগামি। সেখানে আগে থেকেই বাছাই করে রাখা টোগাশির একটা শার্ট আর প্যান্ট পরতে দেয় ইঞ্জিনিয়ারকে।

সন্ধ্যার দিকে লোকটাকে নিয়ে মিজু স্টেশনে চলে আসে ইশিগামি। আগে থেকেই শিনোজাকি স্টেশন থেকে একটা সাইকেল চুরি করে রেখেছিল। সবচেয়ে নতুন সাইকেলটা বেছে নিয়েছিল সে, যাতে মালিক খুব তাড়াতাড়ি পুলিশে রিপোর্ট করে। আরেকটা সাইকেলেরও বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। এটা ইকিনো স্টেশন থেকে চুরি করা একদম পুরনো তালাবিহীন একটা সাইকেল। নতুন সাইকেলটা ইঞ্জিনিয়ারকে চালাতে বলে ইশিগামি। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর একসাথে এডোগাওয়া নদীর তীরের নির্জন জায়গাটায় রওনা দেয় তারা।

এরপরে যা ঘটেছিল সেটা ভাবলে এখনও খারাপ লাগে তার। লোকটা জানতেও পারেনি তাকে কেন মেরে ফেলা হচ্ছে।

দ্বিতীয় খুনটার ব্যাপারে কাউকে জানতে দেয়া যাবে না–বিশেষ করে হানাওকাদের। এজন্যেই টোগাশিকে যে তারটা দিয়ে খুন করেছিল ইয়াসুকো সেটা ব্যবহার করে একই কায়দায় ইঞ্জিনিয়ার লোকটাকে খুন করে সে।

BanglaBook.org

টোগাশির লাশটাকে বাসায় ছয় টুকরো করে কাটে সে। এরপর ওগুলো প্রতিটা আলাদা আলাদা ব্যাগে ভরে সুমাইদা নদীতে ফেলে দেয়। পাথর ভরে দিয়েছিল ব্যাগগুলোতে যাতে ভেসে না ওঠে। তিনরাত ধরে আলাদা আলাদা সময়ে কাজটা করে সে। পুলিশ যদি কোন একটা ব্যাগ আবিষ্কারও করে ফেলে তা-ও লাশের পরিচয় বের করতে পারবে না। কারণ টোগাশি সে সময়ের মধ্যেই মৃত বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে। আর একজন মানুষ কখনও দু-বার মরতে পারে না।

একমাত্র ইউকাওয়া ছাড়া তার চালটা যে কেউ ধরতে পারেনি এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। আর এজন্যেই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় ইশিগামি। অবশ্য এই পরিকল্পনাটা সে অনেক আগে থেকেই করে রেখেছিল, পর্যাপ্ত প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছিল সেজন্যে।

কুসানাগিকে সব খুলে বলামাত্রই তাকে টোগাশির খুনের আসামি করা হবে। পুলিশও কোনভাবে প্রমাণ করতে পারবে না, তারা ভুল লোকের লাশ নিয়ে তদন্ত করেছে এতদিন।

এখন আর ফিরে যাবার কোন পথ নেই, চাইলেও সেটা পারবে না সে। সেরকম ইচ্ছেও নেই তার। মানাবু ইউকাওয়া যতই চেষ্টা করুক না কেন, কোর্টে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ দেখাতে পারবে না।

এই খেলায় আমিই জয়ি, ভাবলো সে।

এই সময় একটা বেল বেজে উঠলে বুঝতে পারলো হোল্ডিং সেলে কেউ দেখা করতে এসেছে তার সাথে। কর্তব্যরত গার্ড চেয়ার থেকে উঠে গেলো।

কিছুক্ষণ আলোচনার পরে ভেতরে ঢুকলো এক লোক। ডিটেক্টিভ কুসানাগি। তার ঘরটার সামনে এসে অপেক্ষা করতে থাকলো সে। গার্ড এসে একবার ইশিগামির সারা শরীর তল্লাশি করে কুসানাগির হাতে তুলে দিলো তাকে।

তাকে নিয়ে হোল্ডিং সেল থেকে বেরিয়ে গেলো কুসানাগি। "ঠিক আছেন তো?" হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করলো ডিটেক্টিভ।

"সত্যি কথা বলতে কি, একটু ক্লান্ত লাগছে আমার। যত তাড়াতাড়ি আইনি ঝামেলা শেষ করা যায় তত ভালো হবে আমার জন্যে," শান্তস্বরে উত্তর দিলো সে।

BanglaBook.org

"চিন্তা করবেন না, এই শেষবারের মত জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। কেউ একজন এসেছে আপনার সাথে দেখা করতে।"

ভুরু কুঁচকে গেলো ইশিগামির। *কে হতে পারে?*

জিজ্ঞাসাবাদ করার ঘরটার সামনে গিয়ে দরজা খুলে দিলো কুসানাগি। মানাবু ইউকাওয়া বসে আছে ভেতরে। গম্ভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো সে।

সর্বশেষ বাধা, নিজেকে প্রস্তুত করতে করতে ভাবলো ইশিগামি।

X

বেশ খানিকটা সময় দুই বন্ধু চুপচাপ বসে থাকলো। একটা টেবিলের দু-পাশে মুখোমুখি হয়ে বসেছে তারা। কুসানাগি একটু দূরে দেয়ালে হেলান দিয়ে তাদের দিকে নজর রাখছে।

"তোমাকে একটু শুকনো দেখাচ্ছে," ইউকাওয়া বলল।

"তাই? খাওয়া-দাওয়া তো ঠিকমতই করছি।"

"শুনে খুশি হলাম," ঠোঁট ভিজিয়ে বলল ইউকাওয়া। "আচ্ছা, তোমাকে যে আধপাগল প্রেমিক বলছে সবাই এতে তোমার লজ্জা লাগছে না?"

"কিন্তু আমি তো সেটা নই!" ইশিগামি জবাব দিলো। "ইয়াসুকো হানাওকাকে গোপনে নিরাপত্তা দিয়ে আসছিলাম আমি এতদিন, পুলিশকে সেটা বহুবার বলেছি।"

"আমি জানি তুমি এখনও তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছো। আর পুলিশকে কি গপ্পো শুনিয়েছো সেটাও জানি।"

ইশিগামি বিরক্ত হয়ে কুসানাগির দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনাদের তদন্তে কি কোন কাজে লাগবে এই আলোচনা?"

কুসানাগি কিছুই বলল না।

"আমি যা জানি সব কুসানাগিকে খুলে বলেছি," ইউকাওয়া বলল। "বলেছি, তুমি আসলে কি করেছো আর কাকে খুন করেছো।"

"তুমি কি ধারণা করো সে-ব্যাপারে যার সাথে খুশি আলাপ করতে পারো।"

"আমি ইয়াসুকো হানাওকাকেও বলেছি সব।"

BanglaBook.org

ইশিগামির চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো। কিন্তু একটু পরেই শুকনো একটা হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে, "কোন পরিতাপ দেখেছো তার মধ্যে? আমার প্রতি কি সে কৃতজ্ঞ? শুনেছি, সে নাকি এমন ভাব করছে যেন ঐ শয়তানটা থেকে তাকে মুক্তি দেইনি আমি।"

ইশিগামির অভিনয় ক্ষমতা দেখে কুসানাগি অবাক না হয়ে পারলো না। কারো পক্ষে যে কোন কাজে এতটা ডুবে যাওয়া সম্ভব ইশিগামিকে না দেখলে সেটা বিশ্বাসই হত না তার।

"তুমি বোধহয় এখনও ভাবছো আসল সত্যটা কেউ জানে না। কিন্তু তোমার ধারণা ভুল," ইউকাওয়া বলল। "মার্চের দশ তারিখে সুমাইদা নদীর তীর থেকে একজন লোক হারিয়ে যায়। বাস্তুহারাদের একজন। কোনভাবে যদি তার পরিচয় বের করতে পারি তাহলে তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হবে। এরপর তাদের কারো ডিএনএ অ্যানালাইসিস করে এডোগাওয়া নদীর তীর থেকে পাওয়া লাশের আলামতের সাথে মিলিয়ে দেখবে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট। আর সেটা মিলে গেলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, ওটা টোগাশির লাশ নয়। আসল সত্যটা বেরিয়ে আসবে।"

"আমি জানি না তুমি কী বলছো," ইশিগামি হেসে বলল। "কিন্তু যে লোকটার কথা বললে কেবলই, তার তো মনে হয় না কোন পরিবার আছে। আর থাকলেও সেটা খুঁজে বের করে পরীক্ষা করতে অনেক সময় লাগবে। ততদিনে কোর্টে আমার বিচার শুরু হয়ে যাবে। নিজেকে দোষিই দাবি করবো আমি। একবার রায় দেয়া হয়ে গেলে কেসও বন্ধ হয়ে যাবে। পুলিশও তখন কিছু করতে পারবে না।"

"তোমাকে আরেকটা কথা বলতে চাই আমি," ইউকাওয়া বলল।

এক ভুরু উঁচু করে তার দিকে তাকালো ইশিগামি।

"তোমার মত একজন বন্ধুকে হারাতে হলে সত্যিই খুব কষ্ট পাবো আমি। তা-ও এরকম একটা কারণে।" ইউকাওয়ার চেহারা দেখে মনে হলো আসলেও খারাপ লাগছে তার।

কিছু বলতে গিয়েও বলল না ইশিগামি। কিছুক্ষণ পরে কুসানাগির দিকে তাকিয়ে বলল সে, "ওনার বোধহয় আর কিছু বলার নেই। এখন কি ফিরে যেতে পারি আমি?"

ইউকাওয়ার দিকে তাকালো কুসানাগি। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সে।

দরজা খুলে ইশিগামিকে নিয়ে বেরিয়ে এলো কুসানাগি। পেছনে ইউকাওয়া।

BanglaBook.org

এ সময় সামনের হলওয়ে থেকে দু-জন মানুষকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলো ইশিগামি। একজন হচ্ছে জুনিয়র ডিটেক্টিভ কিশিতানি, তার সাথে একজন মহিলা। দূর থেকে মহিলার চেহারাটা বুঝতে পারলো না সে। কিন্তু একটু পরেই চিনতে পারলো। দ্রুত হয়ে গেলো তার হৃদস্পন্দন।

ইয়াসুকো হানাওকা!

"কি হচ্ছে এসব?" জুনিয়র ডিটেক্টিভের কাছে জানতে চাইলো কুসানাগি।

"স্যার, কিছুক্ষণ আগে মিস হানাওকা স্টেশনে যোগাযোগ করেন। আর আ-আপনি বিশ্বাস করতে..." তোতলাতে লাগল কিশিতানি।

"আরে, ঠিকমত কথা বলো।"

"আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না, কী বলেছেন তিনি!"

"শুধু তোমাকেই বলেছে?"

"না, চিফও ছিলেন সেখানে।"

কুসানাগি বিজয়ির দৃষ্টিতে তাকালো ইশিগামির দিকে। একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে গণিত-শিক্ষকের মুখ। চোখ লাল করে ইয়াসুকোর দিকে তাকিয়ে আছে সে।

"আপনি এখানে কি করছেন?" প্রায় ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো ইয়াসুকোকে।

আর স্বাভাবিক থাকতে পারলো না ইয়াসুকো। অশ্রুর ধারা নেমে আসল চোখ বেয়ে। কান্নার দমকে কেঁপে উঠছে সারা শরীর। ইশিগামির সামনে এসে হাটু গেড়ে বসে পড়লো সে।

"আমি দুঃখিত...আমি আসলেও দুঃখিত। কিন্তু আমাদের বাঁচাতে গিয়ে যে কাজটা করেছেন আপনি..."

"কী বলছেন এসব? এখানে এসেছেন কেন? কি করছেন এখানে?!" ইশিগামিকে দেখে মনে হচ্ছে, পাগল হয়ে গেছে সে।

"আমি জানি আমাদের সুখি দেখতে চেয়েছিলেন আপনি। কিন্তু সেটা...সেটা অসম্ভব। আমি যা করেছি তার শাস্তি আমাকেই পেতে হবে। আমি দোষি, মি. ইশিগামি। আপনার সাথে আমারও শাস্তি হওয়া উচিত।" এই বলে ইশিগামির সামনে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকলো ইয়াসুকো।

উন্মাদের মত মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে পেছনে সরে গেলো ইশিগামি।

BanglaBook.org

কষ্টে ফেঁটে পড়বে যেন তার চেহারা। এরপরে হঠাৎ করে ঘুরে দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে একটা জান্তব চিৎকার করে উঠলো সে। অসহায় সেই চিৎকার শুনে যে কেউ বুঝতে পারবে, কতটা কষ্ট হচ্ছে তার।

দু-জন গার্ড ছুটে এলো তাকে ধরার জন্যে।

"ধরবে না ওকে," ইশিগামি আর তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল ইউকাওয়া। "অন্তত ওকে কাঁদতে তো দিতে পারো তোমরা!"

ঘুরে ইশিগামির ঘাড়ে হাত রাখলো সে।

পাশে দাঁড়িয়ে ইশিগামিকে উন্মাদের মত চিৎকার করতে দেখলো কুসানাগি। তার মনে হচ্ছে, চিৎকারের চোটে গণিত শিক্ষকের আত্মাটাই বুঝি বের হয়ে আসবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG